ডোরিয়ান গ্রের ছবি

অস্‌কার ওয়াইল্‌ড

ডোরিয়ান গ্রের ছবি

অনুবাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়

নব ভারতী • ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট • কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ
মে—১৯৫৩

প্রকাশক :
সুনীল দাশগুপ্ত
নব ভারতী
৫, শ্যামাচরণ দেষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
প্রফুল্লকুমার বসু
দি প্রিন্টিং হাউস,
১২৪বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদভূষণ—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
ভারত প্রেস
২২।১।এ, ডিকসন লেন,
কলিকাতা

মূল্য সাড়ে চার টাকা

উৎসর্গ

শ্রী সাগরময় ঘোষ

বন্ধুবরেষু—

— এই লেখকের —

উপন্যাস

স্বর্গ হইতে বিদায়

কালোরাত

একালিনী নায়িকা

অগ্নিরথের সারথি

কান্নাহাসির দোলায়

গল্প

নির্জন গৃহকোণে

যথা পূর্বং

সেই মেয়েটি

অনুবাদ

বিপ্লবী যৌবন

ওয়ান ওয়ার্লড

মাদার রাশিয়া

ক্ষুরস্থ ধারা

ছোটদের

মহাজীবন

ভূমিকা

অস্কার ওয়াইলডের জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা তাঁর বিচার আর কারাদণ্ড। ওয়াইলডের অপরাধ সম্পর্কে বিচারক বলেছিলেন "Corruption of the most hideous kind among young men"—বেচারী অস্কার! প্রজাপতিকে যেন যাঁতাকলে পিষে মারা হ'ল। অস্কারের মত-সূক্ষ্ম-সংবেদনশীল ব্যক্তি বীভৎস ব্যাভিচারীর দুর্নামে কলংকিত হলেন।

অস্কারের শ্লেষাত্মক ছোট কবিতা, গভীর সৌন্দর্যানুভূতি ও মনোভংগী, 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই নীতির প্রচারকের উপযুক্ত। এই কল্পনাবিলাসী মানুষটিকে রূঢ় বাস্তবতা ও মধ্যবিত্তের সমাজনীতির নিরিখে কি বিচার করা যায়? বিচারকের রায় শুনে আদালতে 'সেম' 'সেম' ধ্বনি উঠেছিল। যে-আইনের নাগপাশে তিনি জড়িয়ে পড়ে-ছিলেন তার বিরুদ্ধে এই ক্ষীণ প্রতিবাদ। অস্কার ওয়াইলডের বিচার কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ—Trials of Oscar Wilde গ্রন্থে পাওয়া যায়, এই বিখ্যাত-বিচারের সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ করুণ কাহিনী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস যে ওয়াইলডকে একটা নৈতিক প্রশ্নের জন্য সর্বনাশ ও অখ্যাতি বরণ করতে হয়েছিল। সাফল্যের মুহূর্তে ভাগ্য আর নিজস্ব প্রকৃতির ত্রুটীর ফলে তাঁর সর্বনাশ ঘটেছে। যে-সংকীর্ণমনা জনসাধারণকে তিনি উপহাস করেছেন, সবুজ কারণেশন তাদের কাছে প্রয়োজনহীন।

খ্যাতি ও সৌভাগ্যের পথ যখন সামনে প্রসারিত তখন মার্কুইস

অব কুইনসবেরীর আকৃতিতে অদৃষ্ট পুরুষ এসে পথরোধ করে দাঁড়ালেন। মার্কুইস তাঁর বাইশ বছরের ছেলে এলফ্রেডকে অস্‌কারের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন। অস্‌কারের বয়স তখন চল্লিশ। কুইনসবেরী লোকটি তেমন ভালো ছিলেন না, স্ত্রীর প্রতি পৈশাচিক ব্যবহার ও ছেলেদের ওপর নির্মম অত্যাচার করে তিনি সকলের অপ্রিয় হয়েছিলেন। অস্‌কারের ওপর তাঁর ছিল অসীম ঘৃণা ও তীব্র বিতৃষ্ণা। তিনি অস্‌কার ওয়াইল্‌ড সম্পর্কে বল্লেন—'Posing as a sodomite'। হঠকারিতার বশে ওয়াইল্‌ড এই অভিযোগের প্রতিবাদ করলেন, তাকে সমর্থন করলেন মার্কুইস তনয় লর্ড এলফ্রেড ডাগলাস। নৃশংস মার্কুইসকে জব্দ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ওয়াইল্‌ড মার্কুইস্‌কে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করলেন।

ওলড্‌ বেইলীর আদালতে সুবিচারের আশায় অস্‌কারের যাওয়া উচিত হয়নি। সন্দেহজনক চরিত্রের বহু যুবকের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তারা এলফ্রেড ডাগলাসকে লিখিত ওয়াইলডের কয়েকটি চিঠির জন্য ইতিমধ্যেই তাঁকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টায় ছিল। তাদের মধ্যে একজন বলেছিল—"A very curious construction could be put on the letters." এমন সংকটজনক অবস্থাতেও রহস্য করে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—"Art is rarely intelligible to the criminal classes."

মার্কুইস অভিযোগ সপ্রমান করার উদ্দেশ্যে ওয়েষ্ট এনডের আস্তাকুঁড়ে সন্ধান করে চার্লস ক্রকফিলডকে সংগ্রহ করলেন। এই অভিনেতাটি অস্‌কারের এক নাটকে অভিনয় করতেন, আর নাট্যকারের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল তীব্র ঘৃণা আর ভীষণ বিদ্বেষ। উভয়ের চেষ্টায় কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল যুবকও পাওয়া গেল। ওয়াইল্‌ড নেহাৎ অবিবেচকের মত একদা তাদের সংগে মেলা মেশা করতেন।

অস্‌কারের বন্ধুরা আসন্ন বিপদের আশংকায় উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে দেশত্যাগ করতে পরামর্শ দিলেন, সে উপদেশ কিন্তু তিনি গ্রহণ করলেন না। বিচারের পূর্বদিন লর্ড ডাগলাস, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস আর জর্জ-বার্ণাড শ' তিনজনে একত্রে লাঞ্চ খেলেন। হ্যারিস ও শ সম্ভাব্য বিপদের কথা উল্লেখ করে অস্‌কারকে বিদেশ যাত্রা করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু অস্‌কার রাজী হলেন না, তাঁকে সমর্থন করলেন লর্ড ডাগলাস। মার্কুইস অব কুইনস্‌বেরীর পক্ষ সমর্থনে দাঁড়ালেন কুইনস্‌ কাউন্সেল এডওয়ার্ড কারসন। ইনি পরে মন্ত্রী ও আইনের লর্ড হয়েছিলেন। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে অস্‌কার আর কারসন উভয়ে ছিলেন সহপাঠি। একথা শুনে অস্‌কার মন্তব্য করলেন—"No doubt he will perform the task with all the added bitterness of an old friend." অসকারের এই কথা সত্য হয়েছিল। কারসনের জেরা আজো আইনজীবিদের আদর্শ।

জেরার মুখে অস্‌কার বলেছিলেন - "চিন্তার মধ্যে সুনীতি-দুর্নীতি বলে কিছু নেই। আছে শুধু দুর্নীতিমূলক ভাবাবেগ।"

"তাহ'লে বিকৃত নীতি স্খলিত গ্রন্থকেও ভালো বলা যায়?"

—"যে-গ্রন্থ প্রকৃত শিল্পকর্ম সে কোনো মতবাদ প্রচার করে না।"

—"ডোরিয়ান গ্রের ছবি বইটিকে বিকৃত রুচির উপন্যাস বলা যায়?"

—"শুধু যারা বর্বর আর অশিক্ষিত তারা তাই মনে করবে।"

—"ডোরিয়ান গ্রের প্রতি শিল্পী বেসিলের স্নেহ ও ভালোবাসা সাধারণ ব্যক্তির কাছে একটা বিশেষ রুচির পরিচায়ক নয় কি?"

—"সাধারণ ব্যক্তির মত ও মনোভাব সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই।"

কারসন বুঝলেন অস্‌কারের শ্লেষবাক্যের বর্মভেদ করা কঠিন।

তিনি এলফ্রেডকে লিখিত ওয়াইলডের চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে বল্লেন — "আপনি কি ডাগলাসকে ভালোবাসেন ?"

অস্কার— "না, তবে তাকে আমার ভালো লাগে। চিঠিটা একটি কবিতা—সাধারণ চিঠি নয় - এরপর হয়ত বল্‌বেন King Lear—বা সেক্‌সপীয়রের কোনো সনেট হয়ত রুচিসঙ্গত নয়।"

•

সাক্ষ্য এবং জেরার ফলে মামলার অবস্থা বুঝে ওয়াইলডের পক্ষের উকীলরা মামলা তুলে নিতে বল্‌লেন। তার অর্থ কুইনস্‌বেরীর অভিযোগ মেনে নেওয়া। আদালত তাঁকে দেশত্যাগ করার সময় দিলেন। ব্যাংক থেকে টাকাকড়ি তুলে তিনি দেশত্যাগ করার উপক্রম করছেন এমন সময় গ্রেপ্তার হয়ে আবার আদলতে এসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। এইবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—"What is the love that dare not speak its name ?" অস্কার এই প্রশ্নের যা উত্তর দিয়েছিলেন আদালত ও সাহিত্যের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয়। এই গ্রন্থের সংগেও তার যোগ আছে। তিনি উত্তর দিলেন—"The love that dare not speak its name in this country is such a great affection as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his Philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect...It is in this Century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the Love that dare not speak its name, and on account of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection, There is nothing unnatural about it."

এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা আদালত কক্ষে এমন প্রচণ্ড প্রশস্তিলাভ করে

যে বিচারক দর্শকদের আদালত কক্ষ থেকে বিতাড়িত করার হুম্‌কী দেন, আর জুরীরা একমত হ'তে পারেন নি।

ডোরিয়ান গ্রের ছবি গ্রন্থটির মধ্যে অস্‌কার ওয়াইলডের উপরোক্ত অভিমতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ডোরিয়ান গ্রে গ্রন্থটি তাই একধারে রূপক ও বাস্তব উপন্যাস। গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে অস্‌কার একবার বলেছিলেন —"No, I do not seek happiness, but pleasure, which is much more tragic," এই বাক্যটিতে শুধু যে ওয়াইলডের জীবন বেদ প্রচ্ছন্ন আছে তা নয়—এর মধ্যে আধুনিককালের রূপক 'পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে'র সারমর্ম বলা হয়েছে। ভালো এবং মন্দের দ্বন্দে তরুণ নায়ক ডোরিয়ান গ্রেকে একটা পথ বেছে নিতে হয়েছে। 'ডোরিয়ান গ্রের ছবি' গ্রন্থটি 'আর্টের জন্যই আর্ট' নীতির পাঁচালী বলে অভিহিত করলেও, অবশেষে তিনি স্বীকার করেছিলেন গ্রন্থটির অন্তর্নিহিত নীতিকথা বা মর‍্যাল অতি নিদারুণ। তিনি প্রশ্ন করেছেন—"এই ত্রুটী কি শিল্পগত? আমার মনে হয় তাই, বইটির এই একমাত্র ত্রুটী!"

বৃথাই ওয়াইল্‌ড প্রতিবাদ করেছেন – সুন্দর রসবস্তুর ভেতর যারা কদর্য অর্থ খুঁজে পায় তারা ব্যাভিচারী। বৃথাই তিনি তাঁর সমালোচকদের সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছেন যে তাঁর গ্রন্থে যে সব পাপ আর অনাচারের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন সে সব তাঁদেরই আবিষ্কার।

যে বিখ্যাত রচনা এতখানি আন্দোলন সুরু করেছিল, যার জন্য এত প্রতিবাদ, পরবর্তীকালে এডওয়ার্ড কারসন যে-গ্রন্থটি হাতিয়ার করে পর পর তিনটি ওয়াইল্‌ড মামলায় খ্যাতিলাভ করেছেন—তা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়—'Lippincott's Magazine' নামক নীতি-বাগীশ অভিজাত মার্কিন পত্রিকায়। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের দ্বারা

রচিত একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস তাঁরা প্রতি সংখ্যায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা শুধু জুলাই, ১৮৯০ সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাসটি প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হ'ন নি, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের সাহিত্য সঞ্চয়নেও ডোরিয়ান গ্রে গ্রন্থটিকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন। সমসাময়িক অন্যান্য লেখকরা আজ সবাই বিস্মৃতির অতল তলে মিলিয়ে গিয়েছেন, Lippincott মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরা ডোরিয়ান গ্রে গ্রন্থটিকে একটি 'মাষ্টারপীস্' বা মহৎ শিল্পকর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই উপন্যাসটির চিরবর্ধমান জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ—একই গ্রন্থের এত রকমের সংস্করণ এক সংগে আর বড় দেখা যায় না। অনুমোদিত সংস্করণ ছাড়া চোরাই সংস্করণও প্রচুর। অনুমোদিত সংস্করণে বেসিল হলওয়ার্ডের 'শিল্পীর কৈফিয়ৎ' নামক অংশটি নেই। সুতরাং বর্তমান অনুবাদগ্রন্থে আমিও তা গ্রহণ করিনি।

এই গ্রন্থ রচনাকালে অসকার ওয়াইলডের বয়স ছত্রিশ, তিনি বিবাহিত এবং বিশেষ অর্থকষ্টে বিব্রত। চিরদিন শুধু তিনি আর্টের খাতিরে কাজ করে এসেছেন এবার অর্থের মোহে রচনায় হাত দিলেন। কিন্তু আর্ট-বা-অর্থ, দুটি বস্তুর যে কোনো একটির মোহে তিনি লিখে থাকুন—এই গ্রন্থে ওয়াইল্‌ড স্বপ্রকাশ, ওয়াইলডের প্রতিভার সারাৎসার ডোরিয়ান গ্রের ছবি। ওয়াইলডের যা কিছু ত্রুটি, যা মহৎ, তাঁর যা কিছু সদ্‌গুণ,—যা মহত্তর, তা এই গ্রন্থে পরিস্ফুট। ফ্লবেয়ার যেমন আপনাকে মাদাম বোভারী বলে স্বীকার করেছিলেন, ওয়াইল্‌ডও হয়ত তেমনই বলতে পারতেন তিনিই ডোরিয়ান।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ড লক এণ্ড কোম্পানী আরো তেরটি অতিরিক্ত পরিচ্ছেদ সংযোগ করে এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। প্রকাশক অনুরোধ করেছিলেন—"ডোরিয়ানকে কি আর একটু বাঁচিয়ে রাখা যায় না?—অনুশোচনার ফলে সে কি সৎ হ'তে পারে না?"

ওয়াইল্‌ড একদা বলেছিলেন তিনি তাঁর সমগ্র প্রতিভা ঢেলেছেন নিজের জীবনে, আর রচনায় দিয়েছেন মনীষা। মানুষটি আর তাঁর রচনাবলী, সর্বদর্শন সার সঞ্চয়ন। ডোরিয়ান গ্রের বিষয়বস্তু তাই বহুবিধ। তিনটির সম্পর্কে ত' মতভেদ নেই প্রথমতঃ ওয়াইলডের হেলেনীয় সৌন্দর্যপ্রি‍ংতা, দ্বিতীয়তঃ ওয়ালটার পেটারের দর্শনের সমর্থন। পেটার বলেছিলেন—"burn always with this hard gemlike flame, to maintain this ecstasy", তৃতীয়তঃ বালজাকের কল্পনাপ্রসূত—Peau de chagrin—ও হুয়াসমানের মত যত কিছু অদ্ভুত আর অলৌকিক এবং বিকৃতরুচির সন্ধান মত্ততা—A Rebours নভেলের নায়ক যেন ডোরিয়ান গ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ওয়াইল্‌ড—A Rebours গ্রন্থটির কাছে এত ঋণী যে তিনি এই উপন্যাসটিকে বলেছেন—"পীত বই,-এমন অদ্ভুত বই ডোরিয়ান আর কখনও পড়েনি···বিষাক্ত বই।" (অথচ আদালতে তিনি বলেছেন কোনো বই কাউকে খারাপ করতে পারেনা) তাঁর কাছে সৌন্দর্যতত্ত্ব আর আর্ট দুটি বিভিন্ন বস্তু।

ডোরিয়ান গ্রের মধ্যে সৌন্দর্য আছে; ডোরিয়ান গ্রে সৎ ও অসৎ উভয়বিধ বস্তুর সমন্বয়। তার প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার ভার ডোরিয়ানের ওপরই ছিল, সে কিন্তু সেটিকে ধ্বংসাত্মক পথে চালিত করেছে। সেকস্‌পীয়র একদা তরুণ অভিনেতা উইল হিউএসের তারুণ্যের প্রভাবে পড়েছিলেন, – সেকথা Portrait of Mr. W. H-এর বিষয়বস্তু। পিক্‌চার অব ডোরিয়ান গ্রে গ্রন্থে আর্টিষ্ট বেসিল হলওয়ার্ড তরুণ ডোরিয়ানের প্রভাবে পড়েছেন। ডোরিয়ান একধারে তাঁর প্রেরণা, আবার অপরদিকে ঘাতক। ওয়াইলডের মতে জীবন আর্টকে অনুকরণ করে, সেই ব্যক্তিগত জীবনে লর্ড এলফ্রেড ডাগলাস ছিলেন ডোরিয়ান আর স্বয়ং ওয়াইল্‌ড বেসিল হলওয়ার্ড। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে উভয়ের প্রথম দর্শন; ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মার্কুইসের বিপক্ষে ওয়াইলডের অবিবেচনাপ্রসূত মামলা

দায়ের করা হয়েছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে দুবছর কারাবাসের পর অস্কারের প্রতিভা ও প্রাখর্য কমে এল। বেশী দিন কষ্ট ভোগ করতে হয়নি—১৯০০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের মাটি তাঁর শেষশয্যা রচনার জায়গা দিয়ে তাঁকে স্বীকার করে নিল। আর কবি লর্ড এলফ্রেড ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

ডোরিয়ান গ্রে গ্রন্থের অপূর্ব রচনাশৈলী শুধু অস্কার ওয়াইলডের পক্ষেই সম্ভব। দীর্ঘকালের ব্যবধানেও ওয়াইলডের নায়কের রূপ ও যৌবন অটুট রয়ে গেল। ডোরিয়ানের বীভৎস চারিত্রিক ত্রুটী প্রতিফলিত হ'ল ক্যানভাসের পরদায় আঁকা ছবিটিতে। ওয়াইলডের রচনার ক্ষুরধার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ, অনুপম কাব্যধর্মী গদ্য, সমকালিন যুগের রীতি-নীতি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ এই গ্রন্থটিকে মূল্যবান করে তুলেছে। উচ্ছৃঙ্খল জীবন আর অভিশপ্ত যৌবনের ব্যথা ও বেদনার অভিনব কাহিনী ওয়াইলডের কল্পনাকুশল লেখনী প্রভাবে মহৎ সাহিত্যের সন্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

'নবভারতী' প্রতিষ্ঠান এই বিখ্যাত গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ প্রকাশে উদ্যোগী না হ'লে আমি হয়ত কোনোদিনই এই জনপ্রিয় গ্রন্থটির অনুবাদ করতাম না, সেই কারণে, আমার আরো অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের সংগে, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

কলিকাতা—৩৪
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬০

ভবানী মুখোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

শিল্পী সুন্দর রসবস্তুর স্রষ্টা।

শিল্পকে প্রকাশ করে শিল্পীকে প্রচ্ছন্ন রাখাই আর্টের লক্ষ্য।

যিনি নূতন পদ্ধতিতে বা ভিন্নরূপে রূপবস্তুকে পরিবর্তিত করেন তিনিই সমালোচক।

সমালোচনার উচ্চতম ও নিম্নতম আঙ্গিক একধরণের আত্মজীবনী।

রূপবস্তুর ভেতর যাঁরা কদর্য অর্থ খুঁজে পান তাঁরাই সংস্কৃতিবান। এঁদের আশা আছে। এঁদের কাছে সুন্দর রসবস্তুর একমাত্র অর্থ—সৌ ন্দ র্য!

শ্লীল বা অশ্লীল গ্রন্থ বলে কোনো বস্তু নেই।

গ্রন্থ হয় সুলিখিত নয় কুলিখিত। এই পর্যন্ত।

বাস্তববাদের প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর বিমুখতা—যেন দর্পনে বর্বর ক্যালিবানের নিজের মুখ দেখা।

রোমান্টিসিজমের প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর বিরূপতা যেন ক্যালিবান কর্তৃক দর্পনে নিজের মুখ না দেখা।

মানুষের নৈতিক জীবন শিল্পীর বিষয় বস্তুর একটা অংশ বিশেষ।

কিন্তু অপরিণত মাধ্যমকে পরিণতরূপে প্রকাশ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আর্টের নীতি। কোনও শিল্পী কোনো কিছু প্রমাণ করতে চান না। অথচ যে বস্তু সত্য তাও প্রামান্য।

নীতিবিজ্ঞানে কোনো শিল্পীরই সহানুভূতি নেই। নীতিবিজ্ঞানে শিল্পীর সহানুভূতি এক অমার্জনীয় মুদ্রাদোষ।

কোনো শিল্পী কখনও বিকারগ্রস্ত ন'ন। তিনি সব কিছুই প্রকাশে সক্ষম।

চিন্তা আর ভাষা শিল্পীর কাছে আর্টের হাতিয়ার।

পাপ আর পূণ্য শিল্পীর কাছে শিল্পের উপজীব্য।

আঙ্গিকের দৃষ্টিকোণে সকল আর্টের প্রকৃতিই যেন সঙ্গীতবিদের আর্ট। আর অনুভূতির দৃষ্টিকোণে রূপদক্ষের অভিনয় দক্ষতাই হ'ল চরিত্র সৃষ্টি।

সকল আর্টই একাধারে সমতল ও প্রতীক্‌ময়।

সমতল পার হয়ে যারা অতলে ডুব দেয় তারা বিপদের দায়িত্ব নেয়।

আর্টের আয়নায় জীবন নয় দর্শকই প্রতিফলিত।

কোনো শিল্পবস্তু সম্পর্কে মতের বিভিন্নতায় প্রমাণিত হয় শিল্প-কর্মটি নূতন, যৌগিক ও মূল্যবান।

সমালোচকরা যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত, শিল্পী সেখানে নিজের কাছে একমত।

প্রয়োজনীয় বস্তু সৃষ্টির জন্য আমরা ততক্ষণ সেই মানুষকে ক্ষমা করি, যতক্ষণ সে আত্ম-প্রশংসা না করে। অসার্থক সৃষ্টির একমাত্র কৈফিয়ৎ এই যে তার ভাগ্যে অকৃপণ প্রশংসা মেলে।

সকল আর্টই অসার্থক।

অস্‌কার ওয়াইল্‌ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোলাপের সুমধুর গন্ধে স্টুডিও সুরভিত। গ্রীষ্মের হালকা হাওয়ায় বাগানের গাছগুলি যখন আন্দোলিত হয় তখন উন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা 'লাইলাকে'র উগ্রগন্ধ বা গোলাপী-কণ্টকগুল্মের মৃদু সৌরভে ঘর ভরে যায়।

পার্শীয়ান গালিচামণ্ডিত ডিভানে শায়িত লর্ড হেনরী ওটন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে অসংখ্য সিগারেট টেনে চলেছেন, সেখান থেকে মধুগন্ধী—মধুরঙ্গা 'লাবারনাম' গুচ্ছ দেখা যায়। তার বেপথুমতী শাখা যেন তাদের অগ্নিবর্ণ সৌন্দর্যের ভার আর বইতে পারছেনা; বিরাট বাতায়নের তসর সিলকের পরদার গায়ে প্রতিফলিত লঘু-পক্ষ পাখীর ছায়া একটা জাপানী ভাব মনে এনে দেয়। তোকিওর শিল্পীদের কথা মনে জাগে, তাঁরা স্থাবর ছবিতে কেমন সহজেই জঙ্গমত্ব ও গতিশীল ভাব ফুটিয়ে তোলেন। অযত্নবর্ধিত ঘাসের ওপর ভেসে যাওয়ার পথে মৌমাছিদের গুঞ্জন, কিংবা 'উডবাইন'লতার সোনালি শাখায় পথ হারানো মৌমাছিদের একটানা গুণগুণানিতে এই নৈঃশব্দ যেন আরো কঠোর হয়ে উঠে, দূর থেকে ভেসে আসা লন্‌ডনের মৃদু কলরব সুদূরাগত কোনো অর্গাণের মূল সুরের মত শোনাচ্ছে।

ঘরের কেন্দ্রস্থলে অপরূপ রূপলাবণ্যময় এক তরুণের পূর্নাবয়ব প্রতিকৃতি ইজেলের গায়ে টাঙানা রয়েছে, আর ঠিক তার সামনেই কিছু দূরে স্বয়ং বেসিল হলওয়ার্ড, শিল্পী বসে আছেন। কয়েক বছর আগে তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান জন সাধারণের মনে বেশ উত্তেজনা সঞ্চার করেছিল এবং অনেক জল্পনা কল্পনা সৃষ্টি হয়েছিল।

যে-সুকুমার মূর্তি তিনি সুনিপুন কুশলতায় রঙে-রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন তার দিকে তাকিয়ে শিল্পীর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠ্‌ল। কিন্তু সহসা তিনি সচকিত হয়ে উঠ্‌লেন, চোখ দুটি বুজিয়ে চোখের পাতায় নিজের আঙুল রাখ্‌লেন, যেন যে স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার আশংকা রয়েছে তেমনই এক স্বপ্নকে মনের গহ্বরে বন্দী রাখতে চান।

লর্ড হেনরী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন—"বেসিল এই তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, এর চেয়ে ভাল আর কখনো আঁকোনি। আসছে বছর এটা 'গ্রোভনারে' পাঠিয়ে দিও। একডেমিটা বিরাট, আর বিশ্রী। যখনি ওখানে যাই, হয় এত লোকের ভীড় যে ছবি দেখা হয়ে ওঠেনা, সে এক কেলেঙ্কারী, নয় এত বেশী ছবি যে মানুষ দেখা হয়না, সেও বেয়াড়া ব্যাপার। গ্রোভ্‌নারই—একমাত্র জায়গা।"

"না—এ ছবি আমি কোথাও পাঠাবোনা।" শিল্পী এই কথা বলে বেয়াড়া ভাবে মাথা চাল্‌তে লাগ্‌লেন, অক্‌স্‌ফোর্ডে বন্ধুরা এই নিয়ে হাসাহাসি কর্‌ত। তিনি আবার বল্লেন! "না! এ আমি কোথাও পাঠাতে পারবো না।"

লর্ড হেনরী ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, তাঁর অহিফেন মিশ্রিত সিগারেটের নীলাভ ধূম্রকুণ্ডলীর ভেতর থেকে সবিস্ময়ে তার পানে তাকিয়ে বললেন! "কোথাও পাঠাবে না, মানে? বলি ভায়া ব্যাপার কি? কোনো বিশেষ কারণ আছে? তোমরা শিল্পীরা বড় অদ্ভুত চীজ। খ্যাতির লোভে তোমরা সব কিছু করতে পারো, যেই তা পাওয়া যায় তখনই তোমরা তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাও। এ নিছক বোকামী। সংসারে কারো বিষয় কাণাকাণি না হওয়ার চাইতে খারাপ হোল মোটেই কাণাকাণি না হওয়া। এই রকম একটা পোর্টরেট তোমাকে ইংলণ্ডের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে অনেক ওপরে তুলে দেবে আর প্রবীণদের ঈর্ষান্বিত করবে, অবশ্য তাঁদের মধ্যে যদি ভাবাবেগ বলে কোনো বস্তু থাকে।"

শিল্পী বল্লেন! "আমি জানি তোমরা হাসবে, যাই হোক্, কিন্তু আমি এ ছবি কিছুতেই প্রদর্শনীতে পাঠাতে পারবো না। আমি এর মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিয়েছি।"

লর্ড হেনরী ডিভানে গা এলিয়ে দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

"আমি জানি তুমি হাস্‌বে। যাই হোক, যা বলছি তা নিছক সত্য।"

"এর মধ্যে নিজেকে অনেকখানি এনেছ! এটো জেনো বেসিল, তুমি যে এত দাম্ভিক আমার তা জানা ছিলনা; আমি ত' এর ভিতর তোমার সংগে কিছু মিল খুঁজে পাইনা, তোমার ঐ রূঢ় রুক্ষ মুখ। কয়লার মত কালো চুল, আর গোলাপের পাপ্‌ড়ি ও হাতির দাঁতে গড়া এই তরুণ 'এডোনিসের'র মধ্যে মিল কই? ভাই বেসিল, ও হোলো নার্সিসাস আর তুমি—তোমার অবশ্য বিদগ্ধজনোচিত মুখভংগী আছে, ঐ পর্যন্ত। কিন্তু যার নাম সৌন্দর্য, সেই প্রকৃত সৌন্দর্যের ঐ খানেই ইতি, যেখানে তার শেষ সেইখানেই বিদগ্ধ ভঙ্গিমার স্থরু। প্রজ্ঞা এক প্রকার আতিশয্য, যে কোনো মুখের সুষমা সে নষ্ট করে। যে মুহূর্তে কেউ চিন্তাকুল হয় তখন তার সবটাই নাক বা বিশ্রী কপাল হয়ে ওঠে, বা আর কিছু হয়। পণ্ডিত গোষ্ঠীর যে কোনো কৃতী ব্যক্তির দিকে তাকাও, কি নিখুঁত বিশ্রী তাঁদের আকৃতি। চার্চকে অবশ্য বাদ দিতে হয়। তবে কি জানো চার্চে ওদের চিন্তা করতেই হয়না। আশী বছরের বিশপ আঠারো বছর বয়সে যা তাঁকে শেখানো হয়েছিল তাই বলেন, এই স্বাভাবিক কারণেই তাই তাঁরা সদানন্দময়। তোমার এই রহস্যময় তরুণ বন্ধুটি, যার নাম তুমি আমাকে বলোনি, অথচ যাঁর ছবি আমাকে মুগ্ধ করেছে, কখনও একবিন্দু চিন্তা করেন না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ও সেই জাতীয় বুদ্ধিহীন চমৎকার প্রাণী,—শীতকালে যখন দেখবার মত ফুল থাকেনা তখন ওকে দেখ্‌বো কিংবা গ্রীষ্মে বুদ্ধিকে শীতল রাখার জন্য যখন কিছু একটা

খুঁজি, এখন ওকে প্রয়োজন। তোমাকে ওর মত এতটুকু দেখ্‌তে নয়, বেসিল!"

শিল্পী বললেন, "তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ হ্যারী, আমি যে ওর মত দেখ্‌তে নই ভালোভাবেই জানি, সত্যি বল্‌তে কি ওর মত দেখ্‌তে হলে দুঃখিত হ'ব। তুমি 'স্রাগ' করছ? আমি খাঁটি কথাই বল্‌ছি। সকল রকম শারিরীক ও বিদগ্ধ-বৈশিষ্ট্যের একটা মারাত্মক দিক আছে, অনেকটা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাজা-রাজড়ার চঞ্চল পদক্ষেপের মতোই মারাত্মক। অন্য লোকের চেয়ে বিভিন্ন ধরণের হওয়া এক হিসাবে ভালো। কুৎসিৎ আর নির্বোধরা এই দিক দিয়ে এ সংসারে একরকম ভালোই আছে। তারা বেশ সহজভাবে বসেই খেলা দেখে যায়। যারা জয়ের কিছুই জানে না তারা অন্ততঃ পরাজয়ের গ্লানি থেকে নিস্কৃতি পায়। আমরা সবাই যেভাবে থাকি তারাও সেইভাবে থাকে। বাধাহীন, উদাসীন, অথচ অশান্তি নেই, তারা কোনোদিন অপরের ক্ষতির কারণ হয়না, কিংবা অজানার হাতে বিনষ্ট হয়না। হ্যারী তোমার পদবী আছে, আর আছে অর্থ সামর্থ্য; আমার আছে আর্ট, যা কিছু তার মূল্য হোক্‌না কেন, সেই আমার প্রজ্ঞা; ডোরিয়ান গ্রে'র এই সুকুমার আকৃতি— বিধাতা আমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য আমরা আঘাত পাই, নিদারুণ আঘাত।"

বেসিল হল্‌ওয়ার্ডের কাছে এগিয়ে এসে লর্ড হেনরী প্রশ্ন করলেন— "ডোরিয়ান গ্রে? এই ওর নাম নাকি?"

"হ্যাঁ, এই তার নাম, তোমাকে জানানোর আমার ইচ্ছা ছিলনা।"

"কিন্তু কেন?"

"ও, সে আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবোনা। আমি যখন কাউকে গভীর ভাবে ভালোবাসি কারো কাছে তার নাম বলিনা। এ যেন তার একটা অংশ ধরে দেওয়া। আমি গোপনতাকে ভালোবাসতে

শিখেছি, এটাই একমাত্র বস্তু যা আধুনিক জীবনকে আমাদের কাছে মনোহর ও মনোরম করে তুল্‌তে পারে, রহস্যময় করে। তুচ্ছতম জিনিসও আনন্দময় হয়ে ওঠে যদি তা গোপনে রাখা যায়। আজকাল যখন শহর ছেড়ে দূরে যাই তখন কাউকে জানাইনা কোথায় চলেছি, যদি বলি, তখন আমার সকল আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। হয় ত এ আমার বোকামী, কিন্তু সে যাই হোক্ মানুষের জীবনে এই সব প্রচুর রোমান্স্ সৃষ্টি করে। তুমি বোধকরি আমাকে অতিশয় নির্বোধ ভাবছ, না?"

"মোটেই নয়," লর্ড হেনরী বল্‌লেন—"তা, নয় বেসিল ভায়া, তা নয়। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি বিবাহিত, আর বিবাহের মাধুর্য হ'ল ছলনাময় জীবন, উভয়পক্ষের কাছেই তা একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার স্ত্রীর খবর আমি রাখিনা, আর তিনিও জানেন না আমি কি করছি। যখন আমাদের দেখা হয়—মাঝে মাঝে অবশ্য হয়—যখন উভয়ে বাইরে খেতে যাই, অথবা 'ডিউকে' (থিয়েটারে) যাই,—গম্ভীর মুখ করে পরস্পরকে নানা অবিশ্বাস্য কাহিনী বলি। আমার স্ত্রী এই ব্যাপারে বেশ কুশলী, অর্থাৎ আমার চাইতে অনেক ভালো, তাঁর কখনও দিন ক্ষণের গোলমাল হয় না। আমার প্রায়ই হয়। যখন ধরা পড়ে যাই তখন তা নিয়ে তিনি মোটেই হৈ চৈ করেন না, মাঝে মাঝে মনে হয়—একটু বরং করুক, কিন্তু তিনি শুধু হাসেন।

বাগানে যাওয়ার দরজার দিকে এগিয়ে এসে বেসিল হল্‌ওয়ার্ড বল্‌লেন!

"হ্যারী, তুমি যেভাবে তোমার বিবাহিত জীবনের কথা বলো তা আমার ভালো লাগেনা। আমি জানি তুমি আসলে বেশ ভালো স্বামী—অথচ নিজের সদ্‌গুণেই তুমি লজ্জা পাও। তুমি একটি অদ্ভুত প্রাণী। কোনদিন নৈতিক কথা বলোনা, অথচ কখনও এতটুকু অন্যায় করোনা। তোমার রুক্ষভংগী একটা 'পোজ' মাত্র।"

লর্ড হেনরী হেসে বল্লেন! "যা স্বাভাবিক তাই পোজ আর সেটা বিরক্তিকর পোজ বলেই মনে করি।"

দুই তরুণ বন্ধুতে বাগানে বেরিয়ে এসে কুঞ্জ ছায়ায় বাঁশের লম্বা আসনে বস্‌লেন। গাছের ঝক্ ঝকে পাতায়, ঘাসে সূর্য কিরণ পড়েছে, শুভ্র ডেইজীগুলি গীতিমুখর।

কিছুক্ষণ পরে ঘড়ি বার করে লর্ড হেনরী বল্‌লেন—"বেসিল, এবার আমাকে যেতে হয়, কিন্তু তার আগে কিছুক্ষণ পূর্বে তোমাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম তার জবাব চাই।

মাটিতে দৃষ্টি রেখে শিল্পী বল্‌লেন! "সেটি কি?

"তুমি তা ভালোই জানো।"

"আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না হ্যারী।"

"আচ্ছা, আমি তোমাকে বল্‌ছি, তুমি কেন এই ডোরিয়ান গ্রের ছবি প্রদর্শনীতে পাঠাবে না তার জবাব দাও। আমি প্রকৃত কারণ চাই।"

"আমি ত' তোমাকে প্রকৃত কারণ বলেছি।"

"না, বলোনি। তুমি শুধু বলেছ এর ভেতর নিজেকে অনেকখানি এনেছ, যা নিছক ছেলেমানুষী কথা।"

সোজা তার মুখের পানে তাকিয়ে বেসিল হলওয়ার্ড বললেন! "হ্যারী, অনুভূতি দিয়ে যে-সব পোর্টরেট আঁকা হয় সে শিল্পীরই পোর্টরেট, যাকে বসিয়ে আঁকা হয় তার নয়। মডেলটা আকস্মিক একটি ঘটনামাত্র। শিল্পী তাকে প্রকাশ করেনা। রঙীন ক্যানভাসে শিল্পী নিজেই আত্ম-প্রকাশ করে। আমি এ ছবি প্রদর্শনীতে পাঠাবনা। কারণ এতে আমি আমার নিজের আত্মার রহস্য প্রকাশ করে ফেলেছি।"

লর্ড হেনরী হেসে বল্‌লেন! "সেটি কি বস্তু?"

হলওয়ার্ডের মুখে একটা বিভ্রান্তিকর ভাব, তিনি বল্লেন! "আচ্ছা, বল্‌বো।"

তার পানে তাকিয়ে বন্ধু বল্‌লেন "আমি যে এদিকে শোনার জন্য ব্যাকুল।"

শিল্পী জবাবে বল্লেন! "অবশ্য বল্‌বার বিশেষ কিছুই নেই, হ্যারী। আমার মনে হয় তুমি হয়ত বিশ্বাসই করবেনা।"

লর্ড হেনরী হাস্‌লেন,—তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে একটা গোলাপী পাপড়ির ডেইজী তুলে নিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বললেন! "আমি ঠিকই বুঝব, আর বিশ্বাস করার কথা বল্‌ছ, নেহাৎ অবিশ্বাস্য না হলে আমি সবই বিশ্বাস করি।"

হাওয়ায় গাছ থেকে কয়েকটি মঞ্জরী ঝরে পড়্‌ল, আর লাইলাক গুচ্ছ মদির বাতাসে ইতঃস্ততঃ সঞ্চালিত হতে লাগ্‌ল। একটা গংগা ফড়িং দেওয়ালের ধারে কলরব সুরু করল। নীল সূতোর মত একটা রাক্ষুসে মাছি ভেসে গেল।

লর্ড হেনরীর মনে হ'ল যেন বেসিল হলওয়ার্ডের বুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অতঃপর কি শোনা যাবে তিনি ভাবতে লাগ্‌লেন।

কিছুক্ষণ পরে শিল্পী বল্‌লেন! "সংক্ষেপে কাহিনীটা এই,—মাস কয়েক আগে লেডী ব্রানডানের বাড়ি ভোজে গিয়েছিলাম! জানোই ত আমাদের আর্টিষ্ট বেচারাদের মাঝে মাঝে সমাজে দেখা দিতে হয়, অর্থাৎ সাধারণ্যে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় আমরা নেহাৎ বর্বর নই। তুমিই একবার বলেছিলে একটা ইভ্‌নিং কোট আর সাদা টাই পর্‌লে যে কোনো ব্যক্তি, এমন কি শেয়ার বাজারের দালাল পর্যন্ত, ভদ্র এবং সভ্য বলে দাবী করতে পারে। যাই হোক অতিরিক্ত পোষাক ভূষিতা ধনী বিধবা আর বিরক্তিকর পণ্ডিতদের সংগে সেই ঘরটিতে মিনিট-দশেক কাটাবার পর সহসা আমার মনে হল কে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘুরে দাঁড়ালাম, সেই প্রথম ডোরিয়ান গ্রেকে দেখ্‌লাম। প্রথম যখন আমাদের উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল তখন মনে হল

কেমন যেন হয়ে গেলাম। আমার মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভয়ের ভাব জাগ্‌লো। বুঝ্‌লাম এমন একজনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি যার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ প্রশ্রয় পেলে আমার সমগ্র প্রকৃতি, আত্মা এমন কি আমার আর্ট পর্যন্ত গ্রাস করে ফেল্‌বে। আমার জীবনে বহিরাগত কোনো প্রভাব কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি। তুমি তো জানো হ্যারী আমি স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ, চিরদিনই আমি নিজের মালিক—ডোরিয়ান গ্রেকে দেখার আগে অন্ততঃ তাই ছিলাম। তারপর ঠিক বুঝতে পারছিনা তোমাকে কি বল্‌ব। কেমন যেন মনে হল, যে আমার অদৃষ্টে অপরিসীম আনন্দ ও অসীম দুঃখ জমা আছে। ভীত হয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম কর্‌লাম, ঠিক বিবেক তাড়িত হয়ে নয়, এ এক প্রকার ভীরুতা। ঐ ভাবে পলায়নের উদ্যোগ করার মধ্যে আমার অবশ্য এতটুকু বাহাদুরী নেই।"

"বিবেক আর ভীরুতা একই বস্তু বেসিল। বিবেক একটা পোষাকী ব্যবসায়িক নাম মাত্র, এইটুকু প্রভেদ।"

"আমি তা বিশ্বাস করিনা হ্যারী, আর তুমি যে সে বিশ্বাস করো তা মনে করিনা। যাই হোক, উদ্দেশ্য যাই হোক্, হয়ত অহংকার। আমি অতিশয় দাম্ভিক ছিলাম। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে অবশ্য লেডী ব্রানডনের গায়ে ধাক্কা খেলাম। তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—'মিঃ হল্‌ওয়ার্ড; এখনই যাচ্ছেন নাকি?' তুমিত জানো ওঁর কি রকম চাঁচা গলা।"

শীর্ণ আঙ্গুলে ডেইজীটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে লর্ড হেনরী বল্লেন! "হ্যাঁ, রূপটুকু ছাড়া, আর সব বিষয়েই উনি ময়ূরের মত।"

"তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, তিনি আমাকে অভিজাত সম্প্রদায়, খেতাবধারী ও বিশাল মুকুটাপরা টিয়া পাখীর মত নাকওলা বৃদ্ধাদের কাছে নিয়ে গেলেন, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে পরিচয় দিলেন। আমি অথচ তাঁকে এর আগে একবার মাত্র দেখেছি। তিনি আমাকে বিরাট করে

তুল্লেন। এই সময়ে আমার কয়েকখানা ছবি সংবাদপত্রে প্রশংসিত হয়েছিল। উনিশ শতকের রীতি অনুসারে অমরত্ব লাভ। সহসা দেখি যে তরুণের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তাঁর মুখোমুখি এসে পড়্লাম। একেবারে কাছে এসে পড়েছি, ধরা ছোঁয়ার গণ্ডীর ভেতর। পুনরায় আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। মরিয়া হয়ে লেডী ব্রানডনকে বললাম আলাপ করিয়ে দিন। ব্যাপারটি হয়ত তেমন মারাত্মক নয়, তবে একেবারে অবশ্যম্ভাবী। কোনো পরিচয় না হলেও আমরা পরস্পর কথা বল্তাম সন্দেহ নেই। ডোরিয়ান পরে আমাকে একথা বলেছিল। সেও ঠিক ভেবেছিল আমাদের পরস্পরের পরিচয় ঘট্তই।"

বন্ধু প্রশ্ন কর্লেন! "আর লেডী ব্রানডন কি ভাবে এই অদ্ভুত তরুণটীর পরিচয় দিলেন? আমি জানি তাঁর অতিথিদের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বল্তে তিনি অভ্যস্ত। আমার মনে আছে একবার এক লালমুখো বৃদ্ধের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন, ভদ্রলোকটির সর্বাঙ্গে নানা রকমের পদক, তার পর কানের কাছে মুখ এনে ঘরের সকলের কানে যায় এমন ভাবে তাঁর অদ্ভুত গুণাবলী কীর্তন করতে সুরু করলেন। আমি শেষটায় পালিয়ে বাঁচি। আমি স্বয়ং লোক চিনে নিতেই ভালোবাসি। কিন্তু নীলামওলা যেমন তার মালের গুণাগুণ হাঁকে, লেডী ব্রানডন ও সেইভাবে তাঁর অতিথিদের কথা বলেন। তিনি হয় তাদের সবটুকুই বলে যান—নয় ঠিক যেটুকু জানা উচিত সেইটুকু বাদ দিয়ে আর সব বলে থাকেন।"

হলওয়াড বল্লেন! "আহা বেচারী লেডী ব্রানডন সম্পর্কে তুমি বড়ই অকরুণ।"

"ভায়াহে, উনি একটা Salon খুল্তে গিয়ে শেষটায় একটা রেস্তোরাঁ খুল্তে পেরেছিলেন। কি করে তাঁর প্রশংসা করি বল? যাই হোক্ এখন বলোত' তিনি মিঃ ডোরিয়ান গ্রে সম্পর্কে কি বল্লেন?"

"যেমন—'সোনার চাঁদ ছেলে, ওর মা আর আমি একেবারে হরিহর আত্মা, কি যে সে করে ভুলে গেলেন, কিছুই করেনা—হ্যাঁ হ্যাঁ পিয়ানো বাজায়, না বেহালা বোধ হয়, না মিঃ গ্রে ?' আমরা দুজনেই না হেসে থাক্‌তে পারলাম না, আর সেই থেকেই বন্ধু হয়ে গেলাম।"

"বন্ধুত্বের ব্যাপারে হাসিটা মুখবন্ধ হিসাবে মন্দ নয়, আবার বন্ধু-বিচ্ছেদের সময়ও ভালোই,—"আর একটি ডেইজী তুল্‌তে তুল্‌তে তরুণ লর্ড বল্‌লেন।

হলওয়ার্ড মাথা নাড়্‌লেন, মৃদুগলায় বল্লেন!—"হ্যারী বন্ধুত্ব কি জিনিষ তা তুমি জানো না। কিংবা শত্রুতা কাকে বলে তাও নয়। তুমি সবাইকেই পছন্দ কর, অর্থাৎ সবায়ের সম্পর্কেই উদাসীন।"

গ্রীষ্মের আকাশের সিলক্‌ মসৃণ শাদা মেঘের পানে তাকিয়ে মাথার টুপিটা ঠিক কর্‌তে কর্‌তে লর্ড হেনরী বল্লেন!—"কি ভয়ানক! এ তোমার ভারী অন্যায়! মানুষের প্রভেদ আমি বুঝি। সুন্দর আকৃতি দেখে বন্ধু নির্বাচন করি, আর সুন্দর চরিত্রের সংগে পরিচিত হই, আর অত্যন্ত বুদ্ধিমান দেখে শত্রু করি। শত্রু নির্বাচনে অবশ্য মানুষ সাবধানী হতে পারেন তবে আমার শত্রুরা কেউ মূর্খ নয়। সকলেই বেশ জ্ঞানবান, ফলে তাঁরাও আমাকে অন্ততঃ বোঝেন। এটা কি খুব দম্ভের ব্যাপার? আমার অবশ্য দম্ভ বলেই মনে হয়।"

"আমিও তাই মনে করি হ্যারী। তাহ'লে তোমার হিসাবানুসারে আমি পরিচিত মাত্র।"

"বেসিলভায়া, তুমি পরিচিতের চাইতেও অনেক বড়।"

"অথচ বন্ধুর চাইতেও কম, অনেকটা ভাই-টাই এর মত বোধকরি ?"

"ভাই? আমি ভাই-টাই ভালোবাসি না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে হল্‌ওয়ার্ড বল্লেন! "হ্যারী—"

"ভায়া হে, আমি আমার আত্মীয়দের অবজ্ঞা না করে পারিনা। হয়ত নিজেদের মধ্যে যে সব দোষ ত্রুটি আছে অপরের সেই দোষ ত্রুটি আমার চোখে দেখ্‌তে পারিনা। ওপর তলায় লোকেদের অনাচার সম্পর্কে ইংরাজী গণতন্ত্রের যে আক্রোশ তা আমি সমর্থন করি। জনসাধারণ মনে করে মাতলামী, বোকামী, ব্যাভিচার এ সব তাদের নিজস্ব সম্পত্তি, আমাদের কেউ যদি সে সব করে তখন তারা মনে করে তাদের ব্যক্তিগত অধিকারে হাত পড়্‌ল। বেচারা সাউথওয়ার্ক যখন ডিভোর্স আদালতে দাঁড়িয়েছিল তখন তাদের মধ্যে যে অবজ্ঞা ফুটে উঠেছিল তা অপূর্ব। তবু আমি মনে করিনা যে সর্বহারাদের মধ্যে শতকরা পনেরজন অন্ততঃ হিসাব মত থাকে।"

"তোমার একটি কথাও আমি সমর্থন করিনা, আর আমার নিশ্চিত মনে হয় তুমি নিজেও তা করোনা।"

লর্ড হেনরী তাঁর বাদামী রঙের ছুঁচালো দাড়িতে হাত বুলাতে লাগ্‌লেন—আর আবলুস কাঠের ছড়ি দিয়ে পেটেন্ট লেদারের জুতায় টোকা দিতে দিতে বল্লেন! "তুমি একেবারে খাঁটি ইংরেজ বেসিল। এই দ্বিতীয়বার তুমি একথা বল্‌লে। খাঁটি ইংরেজের কাছে কেউ যদি কোনো একটা আইডিয়া দেয়—সে একবার ভাবেও না আইডিয়াটি ভালো না মন্দ। অপরে ব্যাপারটি বিশ্বাস করে কিনা এইটুকু গুরুত্ব বিবেচনা করে মাত্র। যে মানুষ এই আইডিয়া প্রকাশ করে তার আন্তরিকতার সংগে আইডিয়ার মূল্যের কোনো যোগ নেই। অর্থাৎ যে মানুষ যতখানি অবিশ্বাসযোগ্য তার আইডিয়া ততই উন্নত শ্রেণীর, সেই সব ক্ষেত্রে তার অভাব, বা কামনা কিংবা পক্ষপাত দ্বারা তা প্রভাবান্বিত হবেনা। যাই হোক তোমার সংগে রাজনীতি, সমাজনীতি বা তত্ত্ববিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করতে বসিনি। আমি মতবাদের চাইতে মানুষকে ভালোবাসি। আর মতবাদহীন মানুষকেই আমি

সংসারে সবচেয়ে ভালোবাসি। মিঃ ডোরিয়ান গ্রে সম্পর্কে এখন কিছু বলো। তাঁর সংগে তোমার কখন দেখা হয়?"

"প্রতিদিনই, প্রতিদিন তাকে না দেখলে আমার তৃপ্তি হয়না। আমার কাছে সে একান্ত প্রয়োজনীয়।"

"কি আশ্চর্য! আমি ভাব্তাম এক আর্ট ছাড়া তুমি আর কিছুই গ্রাহ্য করোনা।"

"ওই এখন আমার সকল আর্টে দাঁড়িয়েছে," শিল্পী গম্ভীর গলায় বল্লেন। "জানো হ্যারী, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীর ইতিহাসে ছটি মাত্র যুগের গুরুত্ব আছে। প্রথমটি হল আর্টের নূতন মাধ্যমের প্রকাশ, আর দ্বিতীয়টি হ'ল আর্টের ক্ষেত্রে নূতন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। ভেনেসীয়দের কাছে তৈল চিত্রের আবিষ্কার, প্রাচীন গ্রীক ভাস্করদের কাছে যেমন এ্যান্টিনোর মুখ, ডোরিয়ান গ্রের মুখও আমার কাছে একদিন তেমনই হয়ে উঠ্বে। আমি যে শুধু ওকে দেখে ছবি আঁকি, স্কেচ করি তা নয়, অবশ্য সব রকমই করেছি—কিন্তু আমার কাছে ও মডেলের চাইতেও অনেক বড়। আমি অবশ্য বলতে চাইনা যে ওকে নিয়ে আমি যা করেছি তাতে আমি প্রীত নই, কিংবা ওর রূপ এমনই মধুর যে আর্টে তার প্রতিফলন সম্ভব নয়। আর্টে প্রকাশ করা যায় না এমন কোনো বস্তু নেই, আর এটুকু জানি ডোরিয়ান গ্রের সংগে দেখা হওয়ার পর যে সব কাজ করেছি তা ভালোই হয়েছে, সেই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। কিন্তু কেমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার—তুমি হয়ত ঠিক বুঝবেনা—ওর ব্যক্তিত্ব আমাকে আর্ট সম্পর্কে এক নূতন ধারায় অনুপ্রাণিত করেছে! অঙ্কনরীতিতে একটা সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি এনে দিয়েছে। এখন সব কিছু নূতন দৃষ্টিভংগীতে দেখি, নূতন ভাবে ভাবি। এখন এমন ভাবে জীবনকে রূপ দিতে পারি যার রহস্য এতকাল আমার কাছে গোপন ছিল।

সেই কে যেন বলেছিল না—'A dream of form in days of thought', নামটা মনে আসছেনা, যাই হোক, ডোরিয়ান গ্রে আমার কাছে তাই। এই ছেলেটির উপস্থিতি মাত্র—শুধু ছেলে বল্লে অবশ্য ঠিকমত বলা হয়না, আমার কাছে ছেলের চাইতেও বেশী, বয়স অবশ্য কুড়ির বেশী নয়,—ওর উপস্থিতি—আঃ! তুমি কি বুঝবে একথার কি অর্থ? অজ্ঞাতসারে ও আমার কাছে একটা নূতন ভংগীর ইংগিত এনেছে, যে ভংগীতে আছে কল্পনা বিলাসীর পরিপূর্ণ উদ্দামতা, গ্রীক্ ভংগীর সম্পূর্ণ পরিণতি। আত্মা ও দেহের অপূর্ব ঐক্যতান—কি তার মূল্য! আমরা বাতুলের মত দুটিকে আলাদা করে রেখেছি এবং এমন একটা বাস্তবতা আবিষ্কার করেছি যা কুৎসিৎ, এমন ভাববাদ যা রিক্ত। হ্যারী, ডোরিয়ান গ্রে যে আমার কাছে কি তা যদি জান্‌তে? এ্যাগন্থ সেই যে আমার আঁকা ল্যাণ্ড্‌স্কেপটার জন্য মোটা টাকা দিতে চেয়েছিল, আমি দিইনি, মনে আছে? অত ভালো কাজ আর আমার হাতে হয়নি, কিন্তু কেন? কারণ যখন সেটি এঁকেছিলাম ডোরিয়ান গ্রে আমার পাশে বসেছিল। ওর কাছ থেকে একটা সূক্ষ্ম প্রভাব আমার ওপর এসে পড়েছে, আর সেই সর্ব প্রথম সরল বনভূমিতে এমন এক অপরূপ রূপ খুঁজে পেলাম যা চিরদিন খুঁজে এসেছি, অথচ পাইনি।"

"বেসিল, এ অতি অদ্ভুত কাণ্ড! ডোরিয়ান গ্রেকে দেখতেই হবে।"

হলওয়ার্ড উঠে পড়ে বাগানে ঘোরা ফেরা করতে লাগ্‌লেন। কিছুপরে ফিরে এসে বল্লেন হ্যারী, ডোরিয়ান গ্রে আমার কাছে আর্টের একটা নিমিত্ত বিশেষ। তুমি হয়ত ওর ভেতর কিছুই পাবেনা। অথচ আমি ওর ভেতর সব কিছু পাই। ওর আকৃতি যেখানে নেই আমার সেই সব ছবিতেই ও আরো বেশী স্বপ্রকাশ। ও একটা দ্যোতনা, আগে যা বলেছি—একটা নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছে। ওর মধ্যে পাই রেখার ইংগিত, কোনো রঙের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি।—এই পর্যন্ত।"

লর্ড হেনরী বল্লেন, তাহলে ওর পোর্টরেটটা প্রদর্শনীতে দিচ্ছনা কেন?

"কারণ অনভিপ্রেত হলেও, আমি ওর ভেতর এই সব অদ্ভুত শিল্পগত পৌত্তলিকতার অভিব্যক্তি এনেছি—একথা ওকেও জানাইনি। ও এ বিষয় কিছুই জানেনা। কোনোদিনই জান্‌বেনা কিন্তু সারা জগৎ হয়ত অনুমান করবে, আর তাদের সেই নোংরা দৃষ্টির সামনে আমি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইনা। ওদের অনুবীক্ষণযন্ত্রে আমার হৃদয়কে ধরা দিতে চাইনা। এর ভিতর অতিরিক্ত আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছি—অতিমাত্রায়।"

"কবিরা কিন্তু তোমার মত এত খুঁতখুতে ন'ন, তাঁরা জানেন প্রয়োজনীয় আবেদনেরও প্রকাশের প্রয়োজন আছে। আজকাল ভগ্ন হৃদয়ের অনেক সংস্করণ সম্ভব।"

হলওয়ার্ড চীৎকার করে বল্লেন! "আমি তাঁদের এই কারণে ঘৃণা করি, শিল্পী সুন্দর রসবস্তু সৃষ্টি করবেন, কিন্তু নিজের জীবনের কিছুই তার ভেতর দেওয়া উচিত নয়। আমরা এমন এককালে বাস করছি যে কালে মানুষ আর্টকে এক ধরণের আত্মজীবনী বলে মনে করেন। আমরা রূপকল্পের নৈবর্ক্তিক দিকটা ভাবতে ভুলে গেছি। একদিন আমি জগৎকে তা দেখাব, বুঝিয়ে দেব; আর সেই কারণেই পৃথিবী আমার এই ডোরিয়ান গ্রের ছবি দেখতে পাবেনা।"

"আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ বেসিল। কিন্তু তোমার সংগে তর্ক করতে চাইনা, যারা তর্ক করে তারা বুদ্ধিহীন। বলো ত' ডোরিয়ান গ্রে কি তোমার অনুরাগী?"

শিল্পী কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন "আমাকে পছন্দ করে", তারপর একটু থেমে বল্লেন—"আমি জানি আমাকে ওর ভাল লাগে। আমি অবশ্য ভীষণ তোষামোদ করি। এমন সব কথা বলি যার জন্য আমাকে হয়ত অনুতাপ করতে হবে, তবু সেইসব কথা বলে আমি অতিশয় আনন্দ পাই। ছেলেটি মনোহর, ষ্টুডিওতে বসে হাজার রকমের

কথা বলে থাকি। মাঝে মাঝে ও নিতান্ত চিন্তাহীন, আমাকে বেদনা দিয়ে বেশ আনন্দ পায় মনে হয়। আমার কিন্তু মনে হয় হ্যারী, এমন একটি লোককে আত্মসমর্পন করে বসে আছি যে সেটিকে কোটে লাগাবার ফুল বলে মনে করে, যেন তার দাম্ভিকতা তৃপ্ত করার একটা লজ্জা বিশেষ, গ্রীষ্ম দিনের একটি অলংকার মাত্র।"

"বেসিল গ্রীষ্মের দিন একটু দীর্ঘস্থায়ী।" মৃদু গলায় বল্লেন লর্ড হেনরী "হয়ত তার আগেই তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। অবশ্য সে কথা ভাবতে বেদনা বোধকরি, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রতিভা সৌন্দর্যের চাইতে বেশী দিন টেকে। এতদ্বারা বোঝা যায় আমরা নিজেদের বেশী শিক্ষিত করতে গিয়ে কত কষ্ট পাই। জীবন যুদ্ধে আমরা এমন একটা কিছু চাই যা টেঁকশই হয়, তাই আসনটি রাখবার নির্বোধ বাসনায়. আমাদের মনটাকে রাবিশ আর তথ্য দিয়ে ভরাট করি। আধুনিক আদর্শ হল—পরিপূর্ণ ভাবে ওয়াকিবহাল মানুষ। আর এই ওয়াকিবহাল মানুষের মন বড় ভয়ংকর বস্তু। যেন পুরানো জিনিষের দোকান, খালি দানব আর ধূলা, আর সব জিনিষেরই দাম প্রকৃত মূল্যের অনেক বেশী। আমার মনে হয় তুমি সর্বাগ্রে ক্লান্ত হয়ে পড়্বে, যাক্ ও একই কথা। একদিন তোমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখ্বে, কেমন যেন ছবিতে আনা যায় না, রঙের মাত্রাটা ভালো লগ্বেনা কিংবা আর কিছু। মনে মনে ওকে তিরস্কার কর্বে, আর মনে করবে ও তোমাকে বিশ্রীভাবে ঠকিয়েছে। তারপর যখন ও তোমার কাছে আসবে তখন তুমি উদাসীন ও শীতল হয়ে বসে থাক্‌বে। সে এক অতিশয় দুঃখের কথা, কারণ তদ্বারা তোমার পরিবর্তন ঘট্‌বে। তুমি যা বল্‌লে তো হোল—রোমান্স, এক হিসাবে বলা যায় আর্টের রোমান্স—আর রোমান্সের নিকৃষ্ট দিক হোল তা মানুষকে শেষটা রোমান্সহীন করে তোলে।"

"হ্যারী, ওভাবে কথা বোলোনা। যতদিন বাঁচবো ডোরিয়ান গ্রের ব্যক্তিত্ব আমাকে ছেয়ে থাকবে। তুমি বুঝবেনা আমি কি ভাবি, তুমি সর্বদাই পরিবর্তনশীল।"

"হায়রে—বেসিল সেইজন্যই আমি বেশ ভালো করেই সব বুঝি! যারা নিষ্ঠাবান তারা প্রেমের তুচ্ছ দিকটাই জানে; যারা একনিষ্ঠ নয় তারাই জানে প্রেমের ট্রাজেডি কোথায়।" লর্ড হেনরী চমৎকার রূপার কেস্ থেকে সিগারেট ধরিয়ে আত্ম-সচেতন হয়ে তৃপ্ত ভংগীতে ধূমপান করতে লাগ্‌লেন। যেন পৃথিবীটাকে একটি কথায় বেঁধে দিয়েছেন। আইভির সবুজ পাতায় চড়াই পাখীর কলরব শোনা গেল, আর ঘাসের ওপর মেঘের ছায়া পাখীর মত ভাসতে লাগল। বাগানে কি চমৎকার লাগে! অপর ব্যক্তিদের ভাবাবেগও কেমন আনন্দময়! তাঁর মনে হ'ল তাদের আদর্শের চাইতেও মনোরম। মানুষের আত্মা—তাঁর বন্ধুর আবেগ, জীবনের এই ত মন ভোলানো দিক। বেসিলের সংগে এই ভাবে এতখানি সময় নষ্ট করে বিরক্তিকর মধ্যাহ্ন ভোজের হাত থেকে যে পরিত্রাণ পাওয়া গেল তার জন্য লর্ড হেনরী মনে মনে নীরব আনন্দ বোধ করতে লাগ্‌লেন। মাসীর বাড়ি গেলে নিশ্চয়ই লর্ড গুডবডির সংগে দেখা হ'ত, আর সমগ্র আলোচনাটা দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা সম্পর্কেই হ'ত, আর হ'ত আদর্শ বাসভবন সম্পর্কে কথা। সকল শ্রেণীর লোকেরাই নিজেদের জীবনে যার প্রয়োজন নেই সেই সব সদ্‌গুণাবলীর গুরুত্ব প্রচার করে থাকেন। ধনীরা হিসাব করে অর্থব্যয়ের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করেন, যে অলস সে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়। সে সবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল, বাঁচা গেল! মাসীর কথা মনে হ'তে হঠাৎ লর্ড হেনরীর একটা কথা মনে পড়ে গেল, তিনি হল্‌ওয়ার্ডের দিকে ফিরে বল্লেন! "ভায়া, একটা কথা মনে পড়ে গেল।"

"কি কথা মনে পড়্‌ল হ্যারী ?"

"ডোরিয়ান গ্রের নাম কোথায় শুনেছি মনে পড়ল।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে হল্‌ওয়ার্ড বল্লেন! "কোথায় শুনেছ ?"

"অত চটোনা ভাই, আমার মাসী লেডী এগাথার ওখানে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন এক অদ্ভুত তরুণকে আবিষ্কার করেছেন ইষ্ট্ এনডে সে নাকি তাঁকে সাহায্য করবে, আর তারই নাম ডোরিয়ান গ্রে। একথা অবশ্য বলতেই হবে তিনি বলেননি যে ছেলেটি সুশ্রী। মেয়েদের কাছে সুচেহারার কোনো দাম নেই, অন্ততঃ ভালো স্ত্রীলোকের কাছ ত' নয়ই। তিনি বলেছিলেন ছেলেটি বেশ আগ্রহশীল আর চমৎকার প্রকৃতির। আমি মনে মনে চশমা আঁটা শীর্ণ চেহারার কুশ্রী কোনো ছোকরার কথা ভেবেছিলাম, মুখে দাগ, বড় বড় পা নিয়ে হেঁটে বেড়ায়। আহা তোমার বন্ধু তা জানা উচিৎ ছিল।"

"তুমি যে জান্‌তেনা হ্যারী তার জন্য আমি খুসী।"

"কেন ?"

"আমি চাইনা তুমি তাকে দেখ ?"

"তুমি চাওনা আমাদের দেখা হয় ?"

"না।"

বাট্‌লার বাগানে এসে সংবাদ দিল "মিঃ ডোরিয়ান গ্রে ষ্টুডিয়োতে এসেছেন, হুজুর।"

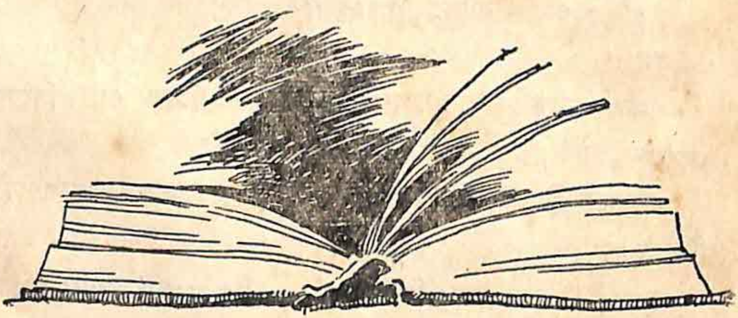
লর্ড হেনরী হেসে বল্লেন! "এইবার আমার সংগে আলাপ করিয়ে দিতেই হবে।"

ভৃত্যের দিকে চেয়ে শিল্পী বল্লেন! "মিঃ গ্রেকে অপেক্ষা করতে বল, আমি এখনই যাচ্ছি।" লোকটি অভিবাদন জানিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

তারপর লর্ড হেনরীর দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন! "ডোরিয়ান

গ্রে আমার প্রিয়তম বন্ধু, তোমার মাসী ঠিকই বলেছেন, ছেলেটি সরল আর সুন্দর প্রকৃতির। ওকে তুমি নষ্ট কোরোনা। ওকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা কোরোনা। তোমার প্রভাব অনিষ্টকর। পৃথিবী অনেক বড়, অনেক অপরূপ মানুষের সেখানে ভীড়। যে মানুষ আর্টের সকল মনোহারিত্ব আমাকে দান করেছে তাকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিওনা, শিল্পী হিসাবে আমার জীবন ওর ওপর নির্ভরশীল। হ্যারী আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।" বেসিল অতি ধীরে ধীরে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, মনে হল ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁর মুখ দিয়ে কথাগুলি বেরিয়ে এল।

লর্ড হেনরী হেসে বল্লেন! "কি পাগলের মত বক্‌ছ!" তারপর হল্‌ওয়ার্ডের হাত ধরে তাকে একরকম টেনে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘরে ঢুকতেই ডোরিয়ান গ্রেকে দেখা গেল। ওদের দিকে পিছন করে পিয়ানোর সামনে বসে স্যুমানের "Forest scenes"এর পাতা উলটিয়ে দেখছিল। বলে উঠ্‌ল—"বেসিল, এই বইটা আমাকে একবার দিতে হবে, আমি শিখে নেব, সত্যি চমৎকার।"

মিউজিক টুল থেকে ঘুরে বস্‌তে গিয়ে ছেলেটি আদুরে ভংগীতে বল্‌ল—"বসে বসে হায়রাণ হয়ে গেছি, আমার আর পুরো চেহারার ছবি চাইনা।" তারপর লর্ড হেনরীকে দেখে মুখের ভংগী সলজ্জ ও রক্তিম হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌ল! "মাফ কর ভাই বেসিল আমি জানতাম না তোমার সংগে আবার কেউ আছে।"

"ডোরিয়ান, ইনি লর্ড হেনরী ওটন, আমার অক্‌সফোর্ডের পুরানো বন্ধু। আমি এখনই ওকে বল্‌ছিলাম কি চমৎকার চুপ করে বস্‌তে পার তুমি, আর তুমি সব মাটি করে দিলে।"

লর্ড হেনরী এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন—আপনি কিন্তু আমাকে আপনার সংগে পরিচিত হওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেন নি। আমার মাসী প্রায়ই আপনার কথা বলেন, আপনি তাঁর অন্যতম প্রিয়জন, আর হয়ত তাঁর অন্যতম শিকার।"

ডোরিয়ান চমৎকার আবদারের ভংগী করে বল্লে! "আমি হয়ত এতদিনে লেডী আগাথার কালোখাতায় উঠে গেছি, গত মঙ্গলবার তাঁর সংগে হোয়াইট চ্যাপেলের এক ক্লাবে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সত্যি একেবারে ভুলে গিছ্‌লাম। আমাদের দুজনের দ্বৈত পিয়ানো বাজাবার কথা ছিল, তিনবার বোধহয় বাজাবার কথা। তিনি যে কি বলবেন জানিনা। ভয়ে আর তাঁর কাছে যেতে পার্‌ছিনা।"

"ও! আমি মাসীর সংগে আপনার বোঝাপাড়া করে দেব। তিনি আপনার গুণমুগ্ধ। আর আমার ত' মনে হয়না আপনি না যাওয়ায় এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে। শ্রোতারা ঠিক দ্বৈত বাজনা মনে করেছে, আগাথা মাসী যখন পিয়ানোয় বসেন তখন যা আওয়াজ করেন তা রীতিমত দুজনেরই ব্যাপার।"

ডোরিয়ান হেসে বল্লে! "তাঁর পক্ষে অবশ্য ভয়ংকর, আর আমার পক্ষেও তেমন ভালো নয়।"

লর্ড হেনরী তার পানে তাকালেন, সত্যি ছেলেটি অপরূপ রূপবান, চমৎকার রক্তিম ঠোঁট, নীল চোখ, শুখনো গোলাপী চুল। মুখে এমন একটা ভাব এক নজরেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। তারুণ্যের সকল মাধুর্যের সংগে যৌবনের উদগ্র পবিত্রতা তার মধ্যে বর্তমান। দেখলে মনে হয় সে সংসার থেকে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছে। বেসিল হল্-ওয়ার্ড তাকে পূজা করবে এ এমন বিচিত্র কি।

"সেবাকার্যে ঘোরার পক্ষে আপনি অতি মনোহর মিঃ গ্রে,—পরম রমণীয়।" ডিভানে বসে পড়ে লর্ড হেনরী সিগারেট কেস্ খুল্লেন।

শিল্পী রঙ গুল্তে এবং ব্রাস ঠিক করতে ব্যস্ত। তাঁর মুখে উদ্বেগের ভাব, লর্ড হেনরীর শেষ কথা শুনে তিনি তার পানে তাকিয়ে বল্লেন! "হ্যারী, আমি আজ এই ছবিটা শেষ করতে চাই। তোমাকে যদি চলে যেতে বলি তাহ'লে কি খুব রূঢ়তা হবে?"

লর্ড হেনরী ডোরিয়ান গ্রের পানে তাকিয়ে বল্লেন! "আমাকে কি যেতে হবে, মিঃ গ্রে?"

"না···না···লর্ড হেনরী যাবেন না, দেখচি বেসিলের মেজাজটা খারাপ, চট্‌লে আমি আর ওকে সহ্য করতে পারিনা। তা ছাড়া, আপনি আমাকে সেবা কার্যে যেতে কেন বারণ করছেন তা শুন্তে চাই।"

"ও বিষয়ে আপনাকে কি যে বল্‌ব মিঃ গ্রে তা জানিনা। বিষয়টি

এমনই বিরক্তিকর যে ও বিষয়ে গুরুতর আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু আপনি যখন থাকতে বল্‌ছেন তখন আর পালাচ্ছি না। বেসিল তুমি কিছু মনে করবে? অনেক সময় ত' বলো তোমার মডেলরা কারো সংগে কথা বলে তাই তুমি পছন্দ কর।

হল্‌ওয়ার্ড ঠোঁট কামড়ালেন—"ডোরিয়ান যদি চায় তুমি অবশ্যই থাক্‌বে। ডোরিয়ানের খেয়াল অন্যের কাছে আইনের সামিল, শুধু ওর নিজের বিষয় ছাড়া।"

লর্ড হেনরী টুপী আর দস্তানা খুলে ফেল্‌লেন! "তুমি বড় চাপছ বেসিল—তবে আমাকে দেখছি যেতেই হবে। অরলিনে এক ভদ্র-লোকের সংগে দেখা করব কথা দিয়েছি। নমস্কার মিঃ গ্রে, একদিন বিকালে কার্জন ষ্ট্রীটে আমাদের বাড়িতে আস্‌বেন। পাঁচটার সময় আমি প্রায় সাধারণতঃ বাড়ি থাকি। আসবার আগে একটা চিঠি দেবেন। আপনার সংগে দেখা না হলে ভারী দুঃখ পাব।"

ডোরিয়ান গ্রে চীৎকার করে উঠল! "বেসিল, লর্ড হেনরী ওটন যদি চলে যান আমিও যাব। তুমি ছবি আঁকবার সময় ত' মুখ খুলবে না, আর এই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মুখে মধুর ভাব রাখা বড় শক্ত। ওকে থাক্‌ত বল, এ আমার অনুরোধ।"

ছবির দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে হল্‌ওয়ার্ড বল্‌ল! "হ্যারী অন্ততঃ ডোরিয়ানের খাতিরে থেকে যাও। আমি ছবি আঁকার সময় কথা বলিনা, শুনিও না কিছু, আমার মডেল বেচারাদের কাছে নিশ্চয়ই তা বিরক্তিকর। তুমি থেকে যাও ভাই।"

"কিন্তু আমার অরলিনের সেই লোকটির কি হবে?"

শিল্পী হাস্‌লেন—"মনে হয় না তার জন্য খুব অসুবিধা হবে, নাও হ্যারী আবার বসে পড়—ডোরিয়ান বেদীতে উঠে দাঁড়াও, আর বেশী নড়া চড়া কোরোনা, কিংবা লর্ড হেনরীর কথায় কান দিও না।

বন্ধু-বান্ধবের ওপর ওঁর প্রভাব বড়ই অনিষ্টকর, আমিই যা একমাত্র ব্যতিক্রম।

ডোরিয়ান গ্রে গ্রীক শহীদের মত ভংগীতে মঞ্চে এসে দাঁড়াল, লর্ড হেনরীর দিকে একটা অস্বস্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ করল—ইতিমধ্যেই লর্ড হেনরীকে তার ভালো লেগেছে। বেসিলের চাইতে কত প্রভেদ। উভয়ের মধ্যে কি অপরূপ বৈসাদৃশ্য। কিছুক্ষণ পরে সে প্রশ্ন করল—সত্যি কি আপনার প্রভাব অনিষ্টকর লর্ড হেনরী? বেসিল যতটা খারাপ বল্‌ছে ততদূর?

"ইষ্টকর প্রভাব বলেও সংসারে কোনো বস্তু নেই মিঃ গ্রে। সকল প্রভাবই দুর্নীতিমূলক—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে রীতিমত দুর্নীতিমূলক।"

"কেন?"

"কারণ কাউকে প্রভাবান্বিত করতে হলে তাকে আত্ম-নিবেদন করতে হয়। নিজের স্বাভাবিক চিন্তাধারার কথা সে ভাবেনা বা স্বাভাবিক আবেগে উৎপীড়িত হয় না। তাঁর যা সদ্‌গুণ তা নিজের কাছেই খাঁটি নয়। তাঁর যা পাপ—অবশ্য পাপ বলে যদি কিছু থাকে, তা ধার করা। অপরের সংগীতের তিনি প্রতিধ্বনি মাত্র। নাটকের যে ভূমিকা তার জন্য লিখিত হয় নি যেন তারই অভিনেতা। জীবনের উদ্দেশ্য আত্মোন্নতি। নিজের প্রকৃতি ঠিকমত উপলব্ধি করতে হবে, সেইজন্যই ত' আমরা এখানে এসেছি। মানুষ আজকাল নিজেদের সম্পর্কেই ভীত হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় কর্তব্য তারা ভুলে গেছে যে-কর্তব্যের জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে ঋণী। অবশ্য প্রকৃতিতে তাঁদের বদান্যতা আছে, বুভুক্ষুর আহারের ব্যবস্থা করেন, ভিক্ষুককে বস্ত্র দান করেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের আত্মা উপবাসী আর নগ্ন। আমাদের জাতের ভেতর থেকে সাহস বলে বস্তু একেবারে চলে গেছে। হয়ত সে জিনিষ আমাদের কোনোদিনই ছিলনা। সমাজের ভয়—

নীতির যা ভিত্তি, আর ভগবানের জয়, ধর্মের যা গোপন তত্ত্ব—এই দুটি মাত্র বস্তু আমাদের নিয়ন্ত্রিত করছে। আর তবু—

কাজের ভেতর শিল্পী গভীরভাবে মগ্ন, ছেলেটির মুখে এমন একটা জ্যোতি উদ্ভাসিত যা তিনি আগে আর কখনও দেখেন নি, তিনি বল্লেন! "মাথাটা ডান দিকে আর একটু সরাও ডোরিয়ান।"

সুরেলা কণ্ঠে এবং মনোহর ভংগীতে হাত নেড়ে (সেই ইটনের দিন থেকে এটা তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য), লর্ড হেনরী বল্‌তে লাগলেন! "আমার মনে হয় মানুষ যদি নিজের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুৎ হয়ে সকল অনুভূতিকে রূপ দিতে পারে, সকল চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারে, সকল স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে, তাহলে জগৎ আনন্দের এমন এক নতুন আস্বাদ পাবে যে আমরা আমাদের মধ্য-যুগীয় ব্যাধি ভুলে যাব, এবং হেলেনিক আদর্শে ফিরে যাব—হয়ত হেলেনিক আদর্শের চাইতেও সূক্ষ্মতর, উন্নততর কিছু পাব। কিন্তু এ দিনে সব চেয়ে যিনি সাহসী তিনি নিজের সম্পর্কে শংকিত। যে-আত্মবঞ্চনা আমাদের জীবনকে নষ্ট করে তার মধ্যেই যে-পিশাচকে আমরা দমন করার চেষ্টা করি তার উজ্জীবন ঘটে। যে সব আবেগ আমরা দমন করার চেষ্টা করি তা মনের গহনে পাক খায় আর আমাদের জীবন বিষময় করে তোলে। দেহ একবার মাত্র পাপ করে, আর পাপের হাতে নিস্কৃতি পায়, কারণ সকল কর্মই শুদ্ধিকরণের পথ। শুধু আনন্দের আস্বাদটুকু বা একটা অনুতাপ মনে জেগে থাকে, আর ত' কিছুই থাকেনা। মোহ বা আসক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ তার ভেতর ঝাঁপ দিয়ে পড়া। বাধা দাও, তখনই তোমার আত্মা সেই নিষিদ্ধ বস্তুটির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে, যা বে-আইনি, যাকে ভয়ংকর আইন আরো ভয়ংকর করে তুলেছে তার জন্যই কামনায় আকুল হয়ে উঠবে। বলা হয় পৃথিবীর সব বড় জিনিষের

উৎপত্তি মস্তিষ্কে। শুধু মস্তিষ্ক, আর মস্তিষ্কেই জগতের সকল পাপেরও উৎপত্তি। এই আপনি—মিঃ গ্রে, এই যে আপনার গোলাপ-রাঙা যৌবন, এই যে গোলাপ শুভ্র কৈশোর, এই নিয়ে আপনি আপনার বাসনা কামনায় শংকিত, এই সব চিন্তা আপনাকে ভয় ও ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে—দিবাস্বপ্ন—নিশীথ স্বপ্নের স্মৃতিতেই লজ্জায় আপনার মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে—"

স্খলিত কণ্ঠে ডোরিয়ান গ্রে বল্লেন! "থামুন! থামুন! আপনি আমাকে বিহ্বল করে তুলেছেন, কি যে বল্‌ব বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই আপনার কথার জবাব আছে কিন্তু আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। কিছু বলবেন না, আমাকে একটু ভাবতে দিন। আমি বরং একটু ভাব্‌বার চেষ্টা করি।"

প্রায় দশ মিনিটকাল ঐ ভাবেই সে দাঁড়িয়ে রইল, নিশ্চল, ঠোঁট ছুটি উন্মুক্ত, চোখ ছুটি আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল। একটা নতুন প্রভাব যে তার মধ্যে ক্রিয়াশীল এ বিষয়ে সে ক্ষীণভাবে সচেতন। তবু তার মনে হচ্ছে সে প্রভাব তার কাছ থেকেই যেন এসেছে। বেসিলের বন্ধুটি সামান্য যে কটি কথা তাকে বল্লেন—আকস্মিকভাবেই বলেছেন সন্দেহ নেই, স্বেচ্ছাকৃত স্ববিরোধী উক্তি—কিন্তু সে কথা অন্তরের গোপনতম তন্ত্রে এমন আঘাত হেনেছে যা আর কখনও ঘটেনি। অনুভব করলো সারা দেহে স্নায়ু শিরায় সে কথা অনুরণিত।

সংগীত তাকে এই ভাবে চঞ্চল করেছে। সংগীত তাকে অনেকবার বিড়ম্বিত করেছে। কিন্তু সংগীত গ্রন্থিল নয়। একটা নূতন জগৎ নয়, বরং আমাদের মধ্যে আর একটি সংকট সৃষ্টি করে। কথা শুধু কথা! কি ভয়ংকর! কি তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট এবং নিষ্ঠুর! তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। অথচ তার ভেতর কি প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রজাল! যেন আকারহীন বস্তুর একটা আকারপ্রদ রূপ। কেমন একটা নিজস্ব সুর—যেন বেহালা বা

বাঁশীর তান! শুধু কথা! কথার চাইতেও বাস্তব আর কিছু আছে?

হ্যাঁ! বালককালের অনেক ঘটনা ঠিক বোঝা যায়নি। এখন তা বোঝা যায়। জীবন সহসা তার কাছে আগুনের রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে যেন আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। কেন সে তা বোঝেনি?

সূক্ষ্ম মৃদু হাসির ভেতর লর্ড হেনরী তাকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি জানেন এই মনস্তাত্বিক মুহূর্তে কিছুই বল্তে নেই। গভীরভাবে তিনি আগ্রহশীল হয়ে পড়েছেন। তাঁর কথায় যে আকস্মিক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে তাতে তিনি বিস্মিত হলেন, মনে পড়ল ষোলো বছর বয়সে পড়া একখানি গ্রন্থের কথা, এই গ্রন্থ অনেক কিছু অজানা গোপন রহস্য সেদিন উদ্ঘাটিত করেছিল। তিনি ভাবতে লাগ্লেন ডোরিয়ান গ্রে কি সেই অভিজ্ঞতার দোলায় দুল্ছে। তিনি আকাশে তীর ছুঁড়েছেন, সে কি লক্ষ্যভেদ কর্লো? ছেলেটা কি অপূর্ব মায়াময়!

হল্ওয়ার্ড তাঁর অনবদ্য বলিষ্ঠ তুলিতে এঁকে চলেছেন। শিল্পের প্রকৃতি সূক্ষ্ম ও মাধুর্যময় রূপের প্রকাশ শক্তিতে। নীরবতা সম্পর্কে তিনি অ-চেতন।

সহসা ডোরিয়ান গ্রে বলে উঠল! বেসিল আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এখন একটু বাগানে বেড়িয়ে এসে পরে বস্বো। এখানকার বাতাসে দম আট্কে আস্ছে।

"সত্যি, আমি ভারি লজ্জিত, যখন আমি ছবি আঁকি তখন আর কিছুর কথা মনে থাকে না। কিন্তু তুমিও আর কোনোদিন এত ভালো হয়ে দাঁড়াওনি। একেবারে চুপ করেছিলে। আর আমি ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম তাই নিতে পেরেছি, ঐ আধখোলা ঠোঁট আর চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি। হ্যারী যে তোমাকে কি সব বল্ছিল শুনিনি! কিন্তু

নিশ্চয়ই তোমার এই চমৎকার ভংগীর জন্য ওই দায়ী। মনে হয় তোমাকে প্রশংসা করছিল। ওর কথা এক বিন্দু বিশ্বাস কোরোনা।"

"মোটেই প্রশংসা করেননি উনি। ঠিক সেই কারণেই হয়ত ওঁর কোনো কথা আমি বিশ্বাস করিনি।"

স্বপ্নময় অলস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে লর্ড হেনরী বল্লেন! "সবাই যে বিশ্বাস করেছেন তা আপনি জানেন। আপনার সংগে আমিও বাগানে যাব। ষ্টুডিওর ভেতরটায় বেয়াড়া রকমের গরম। কিন্তু বেসিল বরফ দেওয়া কিছু পানীয় এনো, তার সঙ্গে কিছু ষ্ট্রবেরী।"

"নিশ্চয়ই, হ্যারী তুমি বেলটা টেপ, পারকার এলেই তোমরা যা চাও তাকে বলে দিচ্ছি। আমাকে এখন ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডটা ঠিক করতে হবে, আমি একটু পরে যাচ্ছি। ডোরিয়ানকে কিন্তু বেশীক্ষণ আটকে রেখনা, আজকের মত এমন চমৎকার মেজাজে আর কোনোদিন আমি থাকিনি। এই আমার 'মাষ্টারপীস্'—যা হয়েছে তাতেই মাষ্টারপীস্।"

লর্ড হেনরী বাগানে বেরিয়ে এলেন, দেখ্‌লেন ডোরিয়ান গ্রে লাইলাকের স্তবকে মুখ গুঁজে আকুল হয়ে সুরভি উপভোগ করছে, যেন সুরাপান করেছে। ওর খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে পিঠে হাত রেখে মৃদু গলায় বল্লেন! "ঠিকই করছেন—অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই আত্মাকে নিরাময় করতে পারেনা—যেমন অনুভূতিকেই আত্মা ছাড়া আর কেউ সুস্থ করতে পারে না।"

ছেলেটি সচকিত হয়ে পিছন ফিরে তাকাল। ওর মাথায় টুপি নেই, গাছের পাতাগুলি কোঁকড়ানো চুলে জড়িয়ে আছে চোখে একটা আতঙ্কের ভাব সহসা ঘুম ভেঙে গেলে মানুষের মুখে যেমন আতঙ্কিত ভাব জাগে। ওর সূক্ষ্ম নাসারন্ধ্র শিহরিত, আর কোনো গোপন স্নায়ুর প্রভাবে রক্তাভ ঠোঁট কম্পমান।

লর্ড হেনরী বল্‌তে লাগলেন! "হ্যাঁ জীবন রহস্যের এটি একটি

গোপন কথা—অনুভূতি দিয়ে আত্মাকে নিরাময় করা—আর আত্মাকে অনুভূতি দিয়ে। আপনি এক অপরূপ সৃষ্টি। আপনি যা জানেন মনে করেন, তার চেয়ে বেশীই জানেন, যেমন আপনি যা জানতে চান তার চাইতে কম জানেন।"

ডোরিয়ান গ্রে ভ্রূকুঞ্চিত করে মাথা সরিয়ে নিল—পাশে দাঁড়ান এই দীর্ঘাকৃতি, সুপুরুষ তরুণটিকে ভালো লাগে। জলপাই-রঙের রোমান্টিক মুখ এবং জীর্ণ অভিব্যক্তি ওর মনে আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। ওঁর মদালস কণ্ঠস্বরে একটা অপূর্ব যাদু আছে। শীতল-শুভ্র কুসুমাপেলব হাতের পর্যন্ত একটা আকর্ষণ আছে। কথা বলার সময় সেগুলি সংগীতের মত আন্দোলিত হয়—যেন তাদেরও একটা নিজস্ব ভাষা আছে। কিন্তু কেমন যেন লোকটিকে ভয় করে, আর এই ভয়ের জন্য ও নিজে লজ্জিত। শেষে একজন অপরিচিত ওর কাছে এসে ওকেই উদ্‌ঘাটিত করবে? বেসিল হল্‌ওয়ার্ডকে আজ কমাস ধরেই ত' জানে! কিন্তু সে ত ওর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনেনি। সহসা একজন জীবনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে, জীবনের রহস্য তার কাছে সেই যেন উদ্‌ঘাটিত কর্‌ল। আর—তবু এর মধ্যে শংকারই-বা কি আছে? সে ত' আর স্কুলের ছেলে বা ছোট মেয়েটি নয়। ভয় করার কোনো অর্থ হয় না।

লর্ড হেনরী বল্লেন! "চলুন, ছায়ায় গিয়ে বসি। পারকার পানীয় নিয়ে হাজির, এই রকম ঝাঁঝালো রোদে বস্‌লে মাটি হয়ে যাবেন—আর বেসিল আপনার ছবি আঁকবে না। আপনার পক্ষে রোদে পোড়া মোটেই উচিত নয়। রীতিমত অন্যায়।"

বাগানের প্রান্তে একটি আসনে বস্‌তে বস্‌তে হাসি মুখে ডোরিয়ান গ্রে বললেন! তাতে আর কি হবে?"

"অনেক কিছু হবে মিঃ গ্রে। আপনার কাছে অনেক কিছু।"

"কেন?"

"কারণ আপনার আছে অপরূপ যৌবন আর যৌবন এমন দ্রব্য যা থাকার মূল্য আছে।"

"আমার তা মনে হয় না লর্ড হেনরী।

"না, এখন বুঝতে পারবেন না। একদিন যখন প্রাচীন হবেন, কুঞ্চিত রেখায় কুশ্রী হয়ে উঠ্‌বেন, চিন্তার তাড়নায় কপালে রেখা দেখা দেবে, কামনা আপনার ঠোঁঠে বিশ্রী আগুন রেখে যাবে, সেদিন বুঝবেন, অতি নিদারুণ ভাবেই বুঝ্‌বেন। চিরদিনই কি এইভাব থাকবে?··· আপনার চমৎকার মুখাকৃতি মিঃ গ্রে। ভ্রূকুঞ্চিত করবেন না—সত্যি আপনার সুন্দর মুখ। সৌন্দর্য প্রতিভার একটা প্রকাশ—হয়ত প্রতিভার চেয়ে বড়, কারণ এর কোনো কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই। সূর্যালোক, বা বসন্তকাল কিংবা কালো জলে যে রূপালি বস্তুর ছায়া পড়ে, যাকে আমরা চাঁদ বলি, এ তার মতই জগতের চিরন্তণ তথ্য। এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। ওর একটা মহিমামণ্ডিত স্বর্গীয় দিক আছে। যাঁরা এই ধনে ধনী, রূপ তাঁদের রাজপুত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। আপনি হাসছেন? যখন এই সম্পদ হারাবেন তখন আর হাসবেন না···লোকে অনেক সময় বলে সৌন্দর্য কৃত্রিম বস্তু—হতে পারে। কিন্তু অন্ততঃ চিন্তার মত কৃত্রিম নয়। আমার কাছে সৌন্দর্য পরমাশ্চর্য বস্তু। যাঁরা লঘু চিত্ত তাঁরাই শুধু আকৃতি দেখে বিচার করেন না। পৃথিবীর প্রকৃত রহস্য দৃশ্য অদৃশ্য নয়।···হ্যাঁ মিঃ গ্রে, বিধাতা আপনার ওপর সদয়। কিন্তু তিনি যা দেন তা আবার তখনই নিয়ে নেন। আপনি শুধু কয়েক বছর পরিপূর্ণ ভাবে রীতিমত বাঁচবেন মাত্র। যৌবন যখন চলে যাবে তার সংগে রূপও যাবে—তখন সহসা দেখবেন আর তার জয়মাল্য গলায় নেই, তখন শুধু অতীতের স্মৃতিটুকু রোমন্থন করে কাটাতে হবে, পরাজয়ের গ্লানির চাইতেও তা তীক্ষ্ণ ও নির্মম। যত মাস কেটে যাচ্ছে ততই আপনি

ভয়ংকরের সামনে এগিয়ে চলেছেন। সময় আপনাকে ঈর্ষা করে, আপনার গোলাপ আর কমল দলের সংগে তার বিরোধ। আপনার গাল ভেঙ্গে যাবে, চোখ নিষ্প্রভ হবে। ভীষণ কষ্ট পাবেন—যৌবন যতক্ষণ আছে তাকে বুঝুন, জেনে নিন। জীবনের সোনালি মুহূর্ত হেলায় অপচয় করবেন না। বাজে কথা শুনে; অসার্থককে সার্থক করার চেষ্টা করে বা অজ্ঞ, সাধারণ, বা কুৎসিতের জন্য জীবনটা অপচয় করবেন না। আমাদের কালে এই সব আদর্শ ভুর্বল ও নিরর্থক।

বাঁচুন, বাঁচার মত বাঁচুন। যে অপরূপ জীবন পেয়েছেন উপভোগ করুন। এতটুকু অপচয় ঘট্‌তে দেবেন না। নূতন আনন্দ, নূতন উত্তেজনার সন্ধানে ঘুরুন। কোনো কিছুকে ভয় করবেন না···আমাদের এই যুগে চাই নূতন সুখবাদ। আপনি হবেন তার দৃশ্য প্রতীক্। এমন কিছুই নেই যা আপনার ব্যক্তিত্বের খাতিরে আপনি পেতে পারেন না। মাত্র একটী ঋতুর জন্য পৃথিবীটা আপনার। যে মুহূর্তে আপনাকে দেখেছি তখনই বুঝেছি কি সম্পদ আপনার আছে। আপনি প্রকৃতই কি হতে পারেন সে বিষয়ে আপনি সচেতন নন। আপনার মাধুর্য দেখে এমনই মোহিত হয়েছি যে মনে হ'ল আপনার সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলা প্রয়োজন। ভাবলাম এ সম্পদের যদি অপচয় ঘটে তা'হলে তা অতি করুণ হয়ে উঠবে। কারণ আপনার যৌবন অল্প কালের জন্যই থাকবে—অতি-অল্প সময়। সাধারণ পাহাড়ী ফুলও ঝরে যায়, কিন্তু আবার মুকুলিত হয়ে ওঠে। লাবারনাম আগামী জুন মাসে আবার আজকের মতই পীত হয়ে উঠবে, আর একমাস পরে ক্লেমাটিস্ লতায় নক্ষত্রের রঙ লাগবে, বছরের পর বছর ঐ ক্লেমাটিসের সবুজ আকাশে এমনই তারারা জ্বলে উঠবে। কিন্তু আমরা আর যৌবন ফিরে পাবনা। যে আনন্দ কুড়ি বছর বয়সে ধমনীতে সঞ্চরণশীল তা ক্রমে শ্লথ হয়ে আসে। আমাদের অঙ্গ অবশ হয়, চেতনা তার তীক্ষ্ণতা হারায়। আমরা ক্রমশঃ

পুতুলনাচের বিশ্রী পুতুল হয়ে উঠি, যার জন্য একদা আমরা অতিশয় শংকিত ছিলাম সেই সব কামনা আর বাসনার স্মৃতিতে তাড়িত হই। যে সব মোহের ফাঁদে সাহসের অভাবে পা দিইনি তার কথা ভাব্‌ব। তারুণ্য! যৌবন! পৃথিবীতে তারুণ্য ছাড়া আর কিছুই নেই।"

অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে ডোরিয়ান গ্রে শুনতে লাগলেন। তার হাত থেকে লাইলাকগুলি পাথরের ওপর পড়ল। একটা ভ্রমর কয়েক মুহূর্তের জন্য তার ওপর নেমে এসে গুঞ্জন করে সেই ডিম্বাকৃতি ফুলটাকে ঘিরে রইল। আমরা যখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠি, যখন নতুন কোনো অনুভূতি প্রকাশের পথ খুঁজে পাইনা, যখন কোনো আকস্মিক চিন্তা মস্তিষ্ক অধিকার করে আমাদের আতংকিত করে তোলে তখন আমরা এইভাবে তুচ্ছ বিষয়েই মন সংযোগ করি। কিছুক্ষণ পরে মৌমাছিটা উড়ে চলে গেল।

ও দেখতে লাগল ভ্রমরটা একটা রঙীন ঝুমকো লতায় উঁকি দিচ্ছে, কুঞ্জটা কেপে ওঠে, তারপর মৃদুভাবে আন্দোলিত হয়।

সহসা শিল্পী ষ্টুডিওর দরজার ধারে এসে ওদের ভেতরে আসবার ইঙ্গিত করলেন, উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

শিল্পী বল্লেন! "আমি এদিকে অপেক্ষা করছি, এইবার চলে এসো, এখনও বেশ আলো আছে, পানীয়টা না হয় নিয়েই এসো।"

দুজনে উঠে পড়ে পথ চলতে থাকে। দুটি সাদা ও সবুজ প্রজপতি পাশ কাটিয়ে উড়ে গেল, অদূরে বাগানের ধারে পীয়ার গাছে একটা শ্যামা পাখী শীষ্‌ দিতে স্থরু করল।

লর্ড হেনরী ওর পানে তাকিয়ে বল্লেন! আমার সংগে আলাপে খুসী হলেন মিঃ গ্রে?"

"হ্যাঁ এখন ত' খুসী, ভাবছি চিরদিন কি এমনই খুসী থাকব?"

"চিরদিন! ও বড় ভয়ানক কথা, ও কথা শুনলেই আমার গায়ে

কাঁটা দিয়ে ওঠে, মেয়েরা ঐ কথাটা বলতে ভারী ভালোবাসে। সব রোমান্স চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করে ওরা সব মাটি করে। কথাটিও অর্থহীন। চপলতা আর আমরণ কামনার মধ্যে প্রভেদ এই যে চপলতা বরং একটু বেশীদিন টেঁকে।"

ষ্টুডিও ঘরে ঢোকার সময় ডোরিয়ান গ্রে লর্ড হেনরীর কাঁধে হাত রাখল। মৃদু গলায় বললেন! "তাহ'লে আমাদের এই বন্ধুতা চপলতাই হোক্।" কথাটা উচ্চারণ করে নিজের সাহস প্রকাশ করে তার মুখ রক্তিম হয়ে উঠ্ল। মঞ্চে উঠে পড়ে 'পোজ' দেবার ভংগীতে আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন।

লর্ড হেনরী বেতের বড় আরাম কেদারায় বসে দেখতে লাগ্লেন। শুধু তুলি আর ব্রাসের আঁচড় টানার শব্দ স্তব্ধতা ভংগ করতে লাগল, আর মাঝে মাঝে হল্ওয়ার্ড দূর থেকে দাঁড়িয়ে ছবিটি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। উন্মুক্ত দরজার ফাঁকে তির্যক ভংগীতে যে রশ্মিরেখা এসে পড়্ছিল তাতে সোনালি ধূলা নৃত্য করতে থাকে। সব কিছুর ওপর গোপালের ভারী গন্ধ ভেসে আসে।

প্রায় পনর মিনিট পরে হল্ওয়ার্ড ছবি আঁকা বন্ধ করলেন, অনেকক্ষণ ধরে ডোরিয়ান গ্রেকে দেখলেন, তারপর আরো দীর্ঘকাল প্রকাণ্ড ব্রাসের প্রান্তদেশ কামড়ে ধরে ভ্রূকুঞ্চিত করে দেখলেন সদ্য অঙ্কিত ছবিটা। অবশেষে বলে উঠলেন! "যাক শেষ হয়েছে, তারপর ঝুঁকে পড়ে সিঁদূরে রঙ দিয়ে ছবির বাঁ পাশে লম্বা করে নিজের নাম অংকিত করলেন।

লর্ড হেনরী উঠে এসে ছবিটা দেখলেন। একটা প্রকৃত শিল্পকার্য বটে—আর আশ্চর্য প্রতিচ্ছবি।

তিনি বল্লেন! "ভায়া হে তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আধুনিক কালের মধ্যে এ হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ পোর্টরেট। মিঃ গ্রে এগিয়ে আসুন, নিজেকে দেখুন।"

সচকিত হলেন ডোরিয়ান, যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন, মঞ্চ থেকে নেমে এসে মৃদু গলায় বল্লেন ! "শেষ হয়েছে ? সত্যি ?"

শিল্পী বল্লেন ! হ্যাঁ শেষ হয়ে গেল, আজ চমৎকার দাঁড়িয়েছিলে, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

লর্ড হেনরী বাধা দিয়ে বল্লেন ! "তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ আমার, কেমন মিঃ গ্রে, তাই না ?"

ডোরিয়ান কোনো উত্তর দিলেন না, নীরবে ছবির দিকে এগিয়ে এসে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছবিটী দেখে একটু পিছু হটে এলেন, আনন্দ মুখখানি রঙীন হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্য। বিস্ময়ে আকুল হয়ে ছবিটীর দিকে স্তব্ধ হয়ে রইলেন, হল্ওয়ার্ড কি একটা বলছেন এটা মনে রইল। নিজের রূপ সম্পর্কে যেন সহসা সচেতন হয়ে উঠলেন। আর কোনদিন এভাব মনে জাগেনি। বেসিল হল্ওয়ার্ডের প্রশংসাবাক্য বন্ধুত্বের মনোরম আতিশয্য বলেই মনে হয়েছে, সে কথা শুনেছেন, হেসেছেন আবার ভুলেও গেছেন। তাঁর প্রকৃতিতে কোনো প্রভাব আনেনি সেই সব কথা। তারপর এলেন লর্ড হেনরী ওটন, যৌবন সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত প্রশস্তি, যৌবনের ক্ষণ-স্থায়ীত্ব সম্পর্কে তাঁর সতর্ক হুঁসিয়ারী। সেই সময় সেই সব কথা ডোরিয়ানের মনকে নাড়া দিয়েছে, এখন নিজের সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথাগুলির প্রকৃত অর্থ যেন বেশী করেই বোঝা গেল। হ্যাঁ একদিন আসবে যখন মুখে ফুটে উঠবে কুঞ্চিত রেখায় জরার ছাপ, চোখ নিষ্প্রভ ও বর্ণহীন হয়ে উঠবে, দেহের সুষমা নষ্ট হয়ে বিকৃত হবে। ঠোঁটের রক্তিমতা আর চুলের এই সোনালি রঙ কোথায় মিলিয়ে যাবে। যে জীবন ওর আত্মাকে গড়ে তুলবে সেই ওর দেহটী ধ্বংস করবে। বিশ্রী, ভয়ংকর, বিকট হয়ে উঠবে ওর মূর্তি।

এই চিন্তায় তার সারা দেহের মধ্যে যেন একটা তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাত

অনুভূত হল, দেহের প্রতিটি তন্ত্রী শিহরিত হয়ে উঠল। চোখ দুটি রক্তিম, চোখের কোণে চোখের জলের কুয়াশা। তার মনে হ'ল যেন তার বুকের ওপর কে তুষার শীতল হাত রাখ্‌ল।

ছেলেটীর এই নীরবতায় বিস্মিত হয়ে হল্‌ওয়ার্ড বল্লেন! "কি হে, পছন্দ হচ্ছে না?"

লর্ড হেনরী বল্লেন! "নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছে, কার পছন্দ হবেনা বল? আধুনিক কালের মধ্যে এ এক অপূর্ব শিল্পকর্ম। এর জন্য তুমি যা চাইবে আমি দেব, এটী আমার চাই।"

"এটী আমার সম্পত্তি নয় হ্যারী।"

"তাহ'লে আবার কার সম্পত্তি?"

শিল্পী বল্লেন! "ডোরিয়ানের, আবার কার!"

"ওঁর ভাগ্যটা দেখছি ভালো।"

ছবির দিকে চোখ রেখে ডোরিয়ান মৃদু গলায় বল্লেন! "কিন্তু অতি দুঃখের কথা, একদিন বুড়ো হয়ে যাব, বিশ্রী, বিকট, ও বিকৃত হয়ে উঠ্‌ব। কিন্তু এই ছবিটি চিরদিন চিরনূতন হয়ে থাকবে, অক্ষয় যৌবন এই ছবিটির। আজ জুন মাসের এই দিনটির চাইতে একদিনও বেশী এর বয়স বাড়বে না! কিন্তু যদি উলটা কাণ্ডটাই ঘট্‌ত, আমি যুবা থেকে যেতাম, আর ছবিটা দিন দিন বুড়ো হ'ত! ও—তার জন্য আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে পারি! সত্যি, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমি দিতে পারি না! আমার আত্মাটাই দিয়ে দেব।"

লর্ড হেনরী হেসে বলে উঠলেন! "কিন্তু সেই ব্যবস্থায় বেসিল তুমি কি রাজী হ'বে? তোমার ছবির পক্ষে অবশ্য তা বিশেষ কঠোর হয়ে উঠ্‌বে!"

হল্‌ওয়ার্ড বল্লেন! "হ্যারী, তোমার কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই।"

ডোরিয়ান গ্রে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালেন! "হ্যাঁ, তোমার

অবশ্য এই রকম করাই উচিত। তুমি তোমার বন্ধুর চাইতে ছবিকেই ভালোবাস বেশী। আমি তোমার কাছে একটা সবুজ ব্রোঞ্জের মূর্তির চাইতে বেশী কিছু নয়। হয় ত তাও নয়।"

শিল্পী বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ডোরিয়ানের পক্ষে এভাবে কথা বলা একটু যেন কেমন তরো। কি হ'ল? বেশ যেন রেগে আছে। মুখটা রক্তিম, গাল দুটি যেন জল্‌ছে।

ডোরিয়ান বল্‌তে লাগ্‌লেন! "সত্যি, আমি তোমার কাছে ঐ হাতির দাঁতের হারমেস মূর্তি বা রূপার হরিণটার চাইতে কি আর এমন বেশী। ওদের তুমি চিরদিনই ভালোবাসবে। কিন্তু আমার ওপর তোমার প্রীতি কতদিন থাকবে? প্রথম কপালের রেখা না ফুটে ওঠা পর্যন্ত বোধ করি। এখন বুঝছি, মানুষের সুকুমার আকৃতির যেই শেষ হয়, তখন সে আর যাই হোক না কেন, সব হারায়। তোমার ছবিতে এইটুকু শিখলাম। লর্ড হেনরী ওটন ঠিকই বলেছেন। যৌবনই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু—যখন দেখব বুড়ো হয়ে যাচ্ছি তখন আমি নিজেকে খুন করব।"

হল্‌ওয়ার্ডের মুখ শাদা হয়ে গেল, তার হাত ধরে বলে উঠ্‌লেন! "ডোরিয়ান, ডোরিয়ান! ওভাবে কথা বোলোনা, তোমার মত বন্ধু কখনও আমার ছিলনা, এরকম আর হবেও না। তুমি এই সব জড় বস্তু সম্বন্ধে কি ঈর্ষিত!—ওদের চাইতে কত সুন্দর, কত অপরূপ তুমি?"

"যে বস্তুর রূপের অন্ত নেই, যার কোনোদিন সৌন্দর্যের ভাণ্ডার দেউলিয়া হবেনা সেই আমার ঈর্ষার পাত্র। তুমি আমার ছবি এঁকেছ সেও আমার ঈর্ষার বস্তু। আমি যা হারাব, ও সেই সম্পদ ধরে রেখে দিতে পারবে। প্রতিমুহূর্তেই আমার কিছু অংশ ক্ষয় হচ্ছে কিন্তু যদি অন্যটা ঘট্‌ত, আমি ঠিক থাক্‌তাম, আর ছবিটা একটু একটু করে নষ্ট হয়ে যেত,···কেন তুমি এ ছবি আঁক্‌লে? একদিন এই ছবি আমাকে ব্যঙ্গ করবে—ভীষণভাবে ব্যঙ্গ করবে।" ওর চোখ দিয়ে উষ্ণ জলধারা

গড়িয়ে পড়ল। হাতটা ছড়িয়ে ডিভানে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। যেন প্রার্থনা করছে।

শিল্পী তীক্ষ্ণ গলায় বল্লেন! "হ্যারী, এ সব তোমারই কাণ্ড!"

কাঁধ নেড়ে লর্ড হেনরী বল্লেন—"এই হোল আসল ডোরিয়ান গ্রে, এই পর্যন্ত।"

"না, তা নয়।"

"তা যদি না হয়, আমার তাতে কি করার আছে?"

শিল্পী মৃদু গলায় বল্লেন! "যখন বলেছিলাম তখন তোমার চলে যাওয়াই উচিত ছিল।"

লর্ড হেনরী জবাবে বল্লেন! "তুমি বলতে তবেই ত' আমি রয়ে গেলাম।"

"হ্যারী, আমার দুটি প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে একই সময়ে কলহে মাত্‌তে পারিনা, তবে তোমরা দুজনে মিলে আমার এই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম সম্পর্কে আমার মনে ঘৃণা জাগিয়েছ, আমি এ ছবি নষ্ট করব। ক্যানভাস্ আর রঙ ছাড়া এ আর কি? আমাদের তিনজনের জীবনের মধ্যে এটিকে এনে আমি তা নষ্ট করতে দেবনা।"

উপাধান থেকে সোনালি চুলওলা মাথা তুলে অশ্রুভারাক্রান্ত পাণ্ডুর মুখে ডোরিয়ান শিল্পীর দিকে তাকাল, সে তখন পরদা ঘেরা জানলার ধারে রাখা পেনটিং-টেবলের দিকে যাচ্ছে। ওদিকে যাচ্ছে কেন? টিনের রঙের টিউব আর শুখ্‌নো ব্রাসের ভেতর কি যেন খুঁজছে। সত্যি, লম্বা ছুরীটা ওর ভেতর থেকে টেনে বার কর্‌ল, সরু ইস্পাতের ফলা চক্‌চক্ করছে। ছুরিটা খুঁজে পেয়েছে—ক্যানভাসটা এইবার টুকরো করে ছিঁড়বে।

চাপা কান্নায় গুমরে উঠে কাউচ্ থেকে উঠে দাঁড়াল ডোরিয়ান, তারপর ছুরিটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ষ্টুডিওর এক প্রান্তে ফেলে

দিয়ে চীৎকার করে বল্‌লে! "না, না, বেসিল ও কাজ কোরোনা, তাহ'লে খুন করাই হবে।"

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে শিল্পী ঠাণ্ডা গলায় বল্‌লেন! "তুমি যে শেষটায় ছবিটাকে পছন্দ করেছ এ জেনে খুসী হলাম ডোরিয়ান, এ ছবি যে তোমার ভালো লাগ্‌বে কোনোদিন তা ভাবিনি।"

"পছন্দ হওয়ার কথা বলছ? আমি রীতিমত ওর প্রেমে পড়ে গেছি বেসিল। বেশ বুঝেছি ওটা আমারই একটা অংশ বিশেষ।"

"বেশ তাহ'লে ছবির-তুমি একটু শুখিয়ে এলেই তোমার ওপর ভানিস চড়াব, তারপর বাঁধাই হবে আর তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দেব। তখন ওটাকে নিয়ে যা খুসী কোরো।" এই বলে ঘরের ভেতর এগিয়ে গিয়ে চায়ের ফরমাসে ঘণ্টা বাজালেন, বল্লেন "চা খাবে ত' ডোরিয়ান? আর-হ্যারী তুমিও? না এই সব তুচ্ছ আনন্দে তোমার আপত্তি আছে?"

লর্ড হেনরী বল্লেন! "তুচ্ছ ব্যাপারেই ত' আমার আনন্দ! যৌগিক ব্যাপারের সেই ত' আশ্রয়। তবে এক ষ্টেজ ছাড়া আর কোথাও নাটকীয় অভিনয় পছন্দ করি না। কি অদ্ভুত মানুষ তোমরা, তোমরা দুজনেই! তাই ভাবি মানুষকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী কে বলেছিলেন। এই রকম অপরিণত উক্তি আর নেই। মানুষ অনেক কিছুই, কিন্তু আর যাই হোক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী নয়। আর তা যে নয়, তার জন্য আমি খুসী; অবশ্য তোমরা দুজনে ছবিটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না কর সেটাও আমার কাম্য। বেসিল ছবিটা বরং আমাকেই দিয়ে দাও। এই বোকা ছোকরাটি প্রকৃতই যে এটাকে চায় তা নয়, অথচ আমি চাই।"

ডোরিয়ান চীৎকার করে উঠ্‌ল..."আমি ছাড়া আর কাউকে এ ছবি দিলে আমি তোমাকে কখনই ক্ষমা কোরবো না বেসিল, আর আমাকে লোকে বোকা ছোকরা বল্‌বে এটাও পছন্দ করি না।"

"তুমি ত জানো, এ ছবি তোমারই ডোরিয়ান, ও ছবি আঁকা হওয়ার আগেই তোমাকে দিয়ে দিয়েছি।"

"আর মিঃ গ্রে আপনি যে কিঞ্চিৎ বোকা সেটা ত' জানেনই, এবং আপনার তারুণ্য সম্পর্কে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলাম তাতে কি আপনার সত্যি আপত্তি আছে।"

"আজ সকালে হ'লে তীব্র প্রতিবাদ করতাম, লর্ড হেনরী।"

"আজ সকাল! সে কাল কেটে গেছে।"

অতঃপর দরজায় একটা আওয়াজ শোনা গেল আর সেই সংগে চায়ের সরঞ্জামপূর্ণ ট্রে নিয়ে বাটলার ঘরে এসে ছোট্ট জাপানী টেবলে সব সাজিয়ে রাখল। পেয়ালা আর ডিসের টুং টাং আওয়াজ শোনা যেতে লাগ্‌ল, একজন চাকর দুটি গোলাকার চীনে মাটির ডিস নিয়ে এল। ডোরিয়ান এগিয়ে গিয়ে চা ঢাল্‌তে লাগ্‌ল। আর দুজন মদালস পদক্ষেপে টেবলের কাছে গিয়ে ঢাকাটা তুলে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন ভেতরে কি আছে।

লর্ড হেনরী বল্লেন! "চলো আজ রাতে থিয়েটারে যাওয়া যাক। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু একটা আছে—হোয়াইটে একজন পুরাতন বন্ধুর সংগে ডিনার খাওয়ার কথা দিয়েছি, তাঁকে একটা তার পাঠিয়ে দিই শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছে, বা অন্য একটা কাজের জন্য যাওয়ার বাধা আছে। আমার মনে হয় এই কথাটিই ভালো হ'বে, ওর মধ্যে একটা সারল্য আছে।"

হল্‌ওয়ার্ড বল্‌লেন! "আবার সেই ডিনার ড্রেস চড়ানোর হাঙ্গামা, আর পরার পরও কি বিশ্রী দেখায়।"

লর্ড হেনরী স্বপ্নাবিষ্ট গলায় বল্লেন! হ্যাঁ, ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষাক বড় বেয়াড়া। এমন একটা অবসাদপূর্ণ বিষাদময় ভাব। আধুনিক জীবনের একমাত্র বর্ণ বাহুল্য হ'ল পাপ।"

"হ্যারী, ডোরিয়ান গ্রের সামনে এ ধরণের কথা বলা তোমার ঠিক নয়।"

"কার সামনে? কোন্ ডোরিয়ান? যে চা ঢাল্‌ছে—না যার ছবি?"

"উভয়েরই।"

ছেলেটি বল্‌ল! "আমি আপনার সংগে থিয়েটারে যাব লর্ড হেনরী।"

"বেশ ত' আসুন; আর বেসিল তুমিও এসো। আস্‌বে না?"

"না, ভাই পারবো না, চট্ করে পারবো না, আমার অনেক কিছু কাজ রয়েছে।"

"বেশ, তা'হলে আমরা দুজনেই যাব মিঃ গ্রে।"

"বেশ মজা হ'বে।"

শিল্পী-ঠোঁটটা কামড়ে কাপটি হাতে নিয়ে ছবির কাছে গিয়ে করুণ গলায় বল্লেন!" "আমি আসল ডোরিয়ানকে নিয়েই থাক্‌ব।"

শিল্পীর কাছে এগিয়ে এসে আসল ডোরিয়ান বল্লে! "এই কি আসল ডোরিয়ান? আমি কি সত্যি এমন দেখ্‌তে?"

"হ্যাঁ, তুমি ঠিক এই রকম।"

"কি আশ্চর্য কাণ্ড, বেসিল!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হল্‌ওয়ার্ড বল্লেন। "অন্ততঃ আকৃতিতে তাই, কিন্তু-এর আর কোনো পরিবর্তন নেই। সেও অনেক কিছু।"

"মানুষ নিষ্ঠা নিয়ে কি বাড়াবাড়িই না করে! কিন্তু-প্রেমের ব্যাপারে এ বিষয়টি নিছক দেহধর্মের প্রশ্ন। আমাদের নিজেদের ইচ্ছার সংগে এর কোনো সংযোগ নেই! তরুণরা নিষ্ঠাবান হতে চায়, কিন্তু তারা তা নয়। বৃদ্ধরা চায় বিশ্বাস বজায় রাখতে, কিন্তু পারেনা, এইটুকুই শুধু বলা যায়।"

হল্‌ওয়ার্ড বল্লেন! "আজ রাতে আর থিয়েটারে যেয়োনা ডোরিয়ান, থেকে যাও, আমার সংগে বরং একত্রে ডিনার খাওয়া যাবে।

"আমি পারবোনা বেসিল।"

"কেন?"

"লর্ড হেনরী ওটনের কাছে যাব বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।"

"প্রতিশ্রুতি রাখলেই যে তিনি তোমাকে অধিক স্নেহ করবেন তা মনে কোরোনা, উনি বরাবর তা ভেঙেই থাকেন। আমি বল্‌ছি যেয়ো না।"

ডোরিয়ান গ্রে হেসে মাথা নাড়লেন।

"আমি মিনতি কর্‌ছি।"

ছেলেটি ইতঃস্ততঃ করে লর্ড হেনরীর মুখের পানে তাকালেন, তিনি চায়ের টেবল থেকে উভয়ের পানে তাকিয়ে মজা অনুভব করে হাসছেন।

ডোরিয়ান বল্লে! "আমি যাবোই, বেসিল।"

ট্রের ওপর কাপ রেখে হলওয়ার্ড বল্লেন! "বেশ, তা ড্রেস করতে হবে ত', দেরী হয়ে গেছে, তা হ'লে আর সময় নষ্ট কোরোনা, আচ্ছা গুড্‌ বাই, হ্যারী। গুড্‌ বাই ডোরিয়ান। আবার এসো তাড়াতাড়ি, কালই এসো।"

"নিশ্চয়ই।"

"ভুল্‌বেনা ত'?"

ডোরিয়ান বল্লে! "না, নিশ্চয়ই না।"

"আর···হ্যারী!"

"কি, বেসিল?"

"বাগানে যে সব কথা বল্‌লাম মনে রেখ কিন্তু।"

"আমি ভুলে গেছি।"

"আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।"

লর্ড হেনরী হেসে বল্লেন! "নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলে খুশীই হ'তাম। আসুন মিঃ গ্রে আমার গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার ওখানে নামিয়ে দেব। আচ্ছা বেসিল গুড্ বাই, চমৎকার সন্ধ্যাটি কাট্‌ল।"

ওদের পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার পর শিল্পী শোফায় শুয়ে পড়্‌লেন, তাঁর মুখে বেদনার ছায়া নামল।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন সাড়ে বারোটার পর লর্ড হেনরী ওটন কার্জন ষ্ট্রীট থেকে এ্যালবাণীতে তাঁর মাতুল লর্ড ফারমরের সংগে দেখা করতে গেলেন, লোকটি ভদ্র হ'লেও একটু কড়া মেজাজের.চিরকুমার, বাইরের জগৎ তাঁকে স্বার্থপর বলে জানে, কারণ তাঁর কাছে বিশেষ উপকার পায় না, কিন্তু সমাজ তাঁকে সহৃদয় বলে জানে কারণ যাঁদের ভালো লাগ্‌ত তাদের তিনি খাওয়াতে ভালোবাসতেন। ইসাবেলা যখন ছোট এবং প্রিম্ জন্মায়নি তখন ওঁর বাবা মাদ্রিদে আমাদের এ্যামবাসাডার ছিলেন। কিন্তু প্যারীর এ্যামবাসীর পদটা না দেওয়াতে তিনি রাগের মাথায় কূটনৈতিক চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দেন, তাঁর ধারণা ছিল বংশগত. কারণে, তাঁর অলসতা, ডেসপ্যাচের ভালো ইংরাজী আর আমাদের দিকে অত্যধিক আগ্রহের জন্য তিনিই ঐ পদের জন্য বিশেষভাবে অধিকারী। ছেলে ছিলেন বাপের সেক্রেটারী, তিনিও কর্তার সংগে পদত্যাগ কর্‌লেন। সেই সময় মনে হয়েছিল কাজটা বোকামী হ'ল। কয়েক মাস পরে বাপের উপাধির অধিকারী হয়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের মহৎ আর্ট অর্থাৎ একেবারে কিছুই না করা সম্পর্কে গবেষণা সুরু করলেন। ওঁর দুটি বড় বড় বাড়ি আছে, তবু ছোট বাড়িতে থাকতেই ভালোবাসেন আর বেশীরভাগ খানা ক্লাবেই সেরে নেন। মিড্‌ল্যাণ্ড অঞ্চলস্থ তাঁর দুটি কয়লার খনি সম্পর্কে তাঁর কিছু আগ্রহ আছে, এ বিষয়ে তাঁর কৈফিয়ৎ এই যে কয়লার মালিক হওয়ার একমাত্র সুবিধা এই যে ভদ্র লোকেরা নিজেদের অগ্নিকুণ্ডের আগুনটা জ্বালাতে পারেন। রাজনীতিতে তিনি টোরী, অবশ্য যখন টোরীরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে

না, সেই সময়টা তিনি তাদের র‍্যাডিক্যালের দল বলে গাল দিতে থাকেন। তিনি ভ্যালেটের কাছে বীর, অথচ সে তাঁকে ধমকায়, আর তাঁর অধিকাংশ আত্মীয়দের কাছে ভয়ের বস্তু। শুধু ইংলণ্ডেই ওঁর মত প্রাণী জন্মানো সম্ভব, আর উনি বলেন দেশটা গোল্লায় গেল। মতবাদ সেকেলে, কিন্তু তাঁর ধারণা সম্বন্ধে অনেক কথা বলারও আছে।

লর্ড হেনরী ঘরে ঢুকে দেখলেন মাতুল একটা মোটা কোট গায়ে দিয়ে চুরুট মুখে নিয়ে "টাইমস্" পত্রিকা নিয়ে গজ্ গজ্ করছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওকে দেখে বল্লেন! "কি হে হ্যারী, তুমি যে এত সকাল সকাল? ব্যাপার কি? আমার ত' ধারণা তোমাদের মতো সৌখীন প্রাণীরা দুটোর আগে ঘুম থেকে ওঠে না, পাঁচটার আগে তাদের দেখাই যায় না"।

"এ নেহাৎ আপনার আত্মীয় বাৎসল্য জর্জমামা, আমি এখন আপনার কাছে কিছু চাই।"

মুখটা গম্ভীর করে লর্ড ফারমর বল্লেন! "টাকা চাও বোধ হয়? বেশ বস, কি ব্যাপার বল। তোমাদের মত নব্য ছোকরারা মনে ভাব টাকাটা বুঝি কিছু নয়।"

বাটনহোলে ফুলটা ঠিক করতে করতে লর্ড হেনরী বল্লেন! "হ্যাঁ, একটু যখন বয়স বাড়ে তখন অবশ্য বুঝতে পারে। কিন্তু আমি টাকা চাইনা। যাদের বিলের টাকা শোধ করতে হয় তারা টাকার কথা ভাবে। জর্জমামা, বিলের টাকা আমি দিইনা। তরুণ বয়সে ধারটাই হ'ল পুঁজী, তাইতেই বেশ আনন্দে থাকা যায়। তাছাড়া আমি ডার্টমুরের বেপারীদের সংগে কাজ করি, তারা কখনও তেমন জ্বালায় না। আমি শুধু একটা খবর জানতে চাই। খুব দরকারী খবর নয়, একটা অ-দরকারী খবর।"

"বেশত', ইংরাজী ব্লু বুকের যে কোন খবর তোমাকে দিতে পারি, তবে কি জানো হ্যারী, আজকাল ওরাও যা তা লেখে। আমি যখন কূটনৈতিক কাজে ছিলাম, তখন অবশ্য অন্যরকম সব ব্যবস্থা ছিল।

এখন নাকি সব পরীক্ষা করে নেয়। কি আর আশা কর? পরীক্ষা? ওসব একেবারে আগাগোড়া ভাঁওতা। কোনো ব্যক্তি যদি ভদ্রলোক হয় সে অনেক কিছু জানে, আর যদি তা না হয়, যা জানে তার সবটাই তার পক্ষে খারাপ।"

মদালস কণ্ঠে লর্ড হেনরী বললেন! "মিঃ ডোরিয়ান গ্রের খবর রু বুকে নেই জর্জমামা!" লর্ড ফারমর ঘন ভ্রূ ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন! "মিঃ ডোরিয়ান গ্রে? তিনি আবার কিনি?"

"সেইটাই ত' জানতে এসেছি, জর্জমামা,। আমি অবশ্য একটু জানি, লোকটি যে কে তা জানি, সর্বশেষ লর্ড কেলসোর দৌহিত্র, ওর মার নাম দেভারো, লেডী মার্গারেট দেভারো। ওর মার সম্বন্ধে কিছু বলুন। তিনি কি রকম দেখতে ছিলেন? কাকে বিয়ে করেছিলেন? আপনি ত' আপনাদের কালের সবাইকেই চিনতেন, হয়ত ওর মাকেও চিন্‌তেন। আমি মিঃ গ্রের সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে পড়েছি,—তাঁর সঙ্গে সবে আলাপ হয়েছে।"

ভদ্রলোক প্রতিধ্বনি করলেন! "কেলসোর নাতি! কেলসোর নাতি! নিশ্চয়ই···ওর মাকে খুব জানতাম। মনে হচ্ছে তার নামকরণ উৎসবে উপস্থিত ছিলাম। পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল। মার্গারেট দেভরো। একটা কপর্দকহীন ছোঁড়ার সংগে পালিয়ে গিয়ে প্রায় সবাইকেই পাগল করে তুলেছিল। ছোঁড়াটা একেবারে-যাকে বলে কেউনা। পদাতিক বাহিনীর একজন ছোট সেপাই না ঐরকম একটা কি যেন! নিশ্চয়ই। জানি বৈকি, যেন কালকের ঘটনা, সব মনে আছে। বিয়ের কয়েকমাস পরে স্পাতে এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মারা যায়। ও বিষয়ে একটা কুৎসিৎ কাহিনী আছে। লোকে বলে কেলসো জামাইকে প্রকাশ্যে অপমান করার জন্য একজন বেলজীয়ান গুণ্ডাকে পাঠিয়েছিল। রীতিমত তাকে পয়সা দিয়েছিল এই কার্যের জন্য, আর লোকটা ওর

গায়ে থুতু দিয়েছিল, যেমন পায়রার গায়ে লোকে থুতু ছিটোয়। ব্যাপারটি চাপা দেওয়া হ'ল, তবে কেলসো বেচারী এরপর অনেককাল ক্লাবে একাই আহার করত। মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, তবে শুনেছি মেয়েটি বাপের সঙ্গে আর কথা বলেনি। ওঃ—সে সব অতি কেলেঙ্কারী। মেয়েটাও মারা গেল—এক বছরের মধ্যেই মারা গেল! তার ছেলে ছিল, ছেলে রেখে গেছে? সে সব ভুলে গেছি। কি রকম ছেলে হে? মার মত অমনি স্থন্দর দেখ্‌তে হয়েছে?"

লর্ড হেনরী জবাব দিলেন—"হ্যাঁ, অতি স্থন্দর চেহারা।"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন—"আশাকরি ছোঁড়াটা ভালো সংশ্রবেই থাকবে। কেলসো যদি ঠিকমত কাজ করে থাকে তাহলে ও অনেক টাকা পাবে। টাকার জাহাজ। ওর মারও টাকা ছিল। সেলবীদের সমস্ত সম্পত্তি সে আবার দাদামশায়ের তরফ থেকে পেয়েছিল। ওর দাদামশায় কেলসোকে ঘৃণা করতেন, একটা ছোটলোক কুত্তা মনে করতেন। লোকটিও তাই ছিলেন। আমি যখন মাদ্রিদে ছিলাম একবার এসেছিলেন। হা ভগবান, আমি ত' দেখে লজ্জায় মরি। রাণী আমাকে যে সব ইংরেজ ভদ্রলোক গাড়ি ভাড়া নিয়ে কোচোয়ানদের সংগে ঝগড়া করতেন তাঁদের কথা বল্‌তেন। ও সে সব এক কাহিনী। আমি দরবারে মাসখানেক যেতেই পারতাম না। মনে হয় নাতির সংগে অন্ততঃ গাড়ির গাড়োয়ানদের চাইতে ভালো ব্যবহার করেছেন।"

লর্ড হেনরী বল্লেন! "সে সব জানিনা। তবে মনে হয় ছোকরার অবস্থা ভালোই, ছোকরা এখনও সাবালক হয়নি। সেলবির সম্পত্তি আছে, আমাকে বলেছে, আর—ওর মা সত্যি খুব স্থন্দরী ছিলেন?"

"মার্গারেট দেভারো অতি রমনীয় রমনী। এ রকমটি আর দেখিনি হ্যারী। কেন যে অমন কাণ্ড করতে গেল আমি কোনোদিন ভেবে পাইনা। যাকে হোক পছন্দ করে বিয়ে করতে পারত। কালিংটন ত'

ওর জন্য পাগল। মেয়েটাও রোমান্টিক ধরনের ছিল। ওদের বাড়ির সব মেয়েই ওই রকম। পুরুষগুলো বাজে। কিন্তু, ও ভগবান! মেয়েরা একেবারে অপূর্ব! কার্লিংটন ত' হাঁটু গেড়ে ওর কাছে গিয়ে হাজির। আমাকে নিজেই ঐ কথা বলেছিল। মেয়েটা হেসে উড়িয়ে দিল। অথচ সেই সময়ে লণ্ডনে এমন একটা মেয়ে ছিলনা যে কার্লিংটনের পিছনে ঘুরত না। হ্যাঁ ভালো কথা, হ্যারী, ওসব ছাই বিয়ের কথা কি বল্‌ছি, তোমার বাবা আমাকে বলছিলেন ডার্টমুর নাকি একটা আমেরিকানকে বিয়ে করতে চাইছে? কেন ইংরেজ মেয়েরা বুঝি তাঁর উপযুক্ত নয়?"

"এখন আমেরিকান মেয়েদের বিয়ে করাটাই ফ্যাসান জর্জমামা।"
"আমি সারা পৃথিবীর বিনিময়ে ইংরেজ মেয়েকেই সমর্থন করব, হ্যারী।"

লর্ড ফারমর এই কথা বলে টেবলে ঘুঁসি মারলেন।

"বাজীটা আমেরিকানদের ওপর।"

মাতুল মৃদুগলায় বল্লেন "ও সব বেশীদিন টেঁকেনা, শুনেছি।"

"দীর্ঘদিনের—প্রলম্বিত আলাপ-আলোচনায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তবে ওরা ভালোই। সব কিছু উড়ন্ত মনে গ্রহণ করে। তবে ডার্টমুরের খুব বেশী আশা আছে মনে হয়না।"

বৃদ্ধ বললেন! "মেয়েটার লোকজন কেউ আছে? কেউ হয়ত নেই?"

উঠ্‌তে উঠ্‌তে লর্ড হেনরী বলেন! "ইংরেজ মেয়েরা যেমন অতীতটা গোপন রাখতে চায়, আমেরিকানরা তেমনই পিতৃ পরিচয় গোপন রাখতে ভালোবাসে।"

"শূয়ার পোষে-টোষে হয়ত?"

"তাই হবে জর্জমামা, অন্ততঃ ডার্টমুরের কপালে তাই হয়েছে তবে শুনেছি আমেরিকায় রাজনীতির পরেই শূকর প্রতিপালন অতি লাভজনক ব্যবসা।"

"মেয়েটা ভালো দেখতে ?"

"ভাবটা দেখায় যেন নিজে খুব সুন্দরী, তা প্রায় সব মার্কিন মেয়েরাই ঐ রকম। ওটা হোল ওদের রূপের গোপন তত্ত্ব।"

"তা এসব মার্কিন মেয়েরা নিজেদের দেশেই থাকে না কেন? সর্বদাই ত' শুনি মেয়েদের স্বর্গ হল আমেরিকা।"

লর্ড হেনরী বললেন! "তা বটে, সেই জন্যই ত' চলে আসে। ইভের মত স্বর্গ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্যই ওরা ব্যাকুল। কিন্তু আমি এবার যাই জর্জমামা, আর একটু থাকলে লাঞ্চ খাওয়ার দেরী হয়ে যাবে। খবরটার জন্য ধন্যবাদ। আমি আবার আমার নতুন বন্ধুদের সম্পর্কে সব কিছু জানতে ভালোবাসি—পুরানোদের অবশ্য কিছুই জানতে চাইনা।"

কোথায় লাঞ্চ খাবে হ্যারী ?"

আগাথা মাসীর ওখানে—মিঃ গ্রে আর আমি যাব। গ্রে হ'ল ওঁর সর্বাধুনিক শিষ্য।"

"হুঁ! তোমার আগাথা মাসীটিকে বোলো হ্যারী আমাকে আর ঐসব সাহায্য আবেদন যেন না পাঠায়, আমি একেবারে ব্যাতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। কি জানি ভদ্রমহিলার কি ধারণা, ওঁর সব বেয়াড়া খেয়ালের জন্য চেক লেখাই যেন আমার একমাত্র কর্ম।"

"আচ্ছা জর্জমামা, তাই বলবো তাঁকে, তবে ফল কিছুই হবেনা। যারা দানশীল ও জনসেবী তাঁরা চিরদিনই মানব প্রকৃতি সম্পর্কে অকরুণ। ওটা তাঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সমর্থনের ভংগী গুঞ্জন করে চাকর ডাকার জন্য ঘণ্টা বাজালেন। লর্ড হেনরী বার্লিংটন ষ্ট্রীট অতিক্রম করে বার্কলে স্কোয়ারের দিকে পা বাড়ালেন।

তাহলে এই হ'ল ডোরিয়ান গ্রের পিতৃ-পরিচয়। রূঢ়ভাবে বলা

হলেও এর ভেতর একটা রীতিমত আধুনিক এবং অদ্ভুত রোমান্সের ইংগিত রয়েছে। উদগ্র কামনার বশে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে সব কিছু ঝুঁকি নিয়েছে। কয়েকটা উদ্দাম সপ্তাহ, তারপর বিশ্বাস ঘাতকের বিশ্রী অপচেষ্টায় সেই সুখের পরিসমাপ্তি। কয়েক মাসের বাণীহীন ব্যথা ও বেদনা, তারপর যন্ত্রণার ভেতর সন্তানের জন্ম। মৃত্যু মাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আর সন্তান এক মায়া-মমতাহীন বৃদ্ধের অত্যাচার আর নিঃসঙ্গতার হাতে পড়ে রইল। সত্যি, চমৎকার পটভূমিকা। এর ভেতর ছেলেটি গড়ে উঠেছে,– আরো সম্পূর্ণ হয়েছে। যা কিছু সুন্দর বস্তু আছে তার পিছনে আছে একটা কিছু বিয়োগান্ত ইতিহাস।

ছোট্ট ফুলটিও যাতে ফুটে ওঠে তার জন্য পৃথিবীর প্রসব-বেদনা ভোগ করে। গত রজনীতে ডিনারে ছেলেটি কেমন রমণীয় হয়ে উঠেছিল। চোখ দুটি সচকিত, আধখোলা ঠোঁট যেন আনন্দে শংকিত। ক্লাবে ঠিক অপর দিকেই ও বসেছিল, ওর মুখের গোলাপী আভায় বাতির ছায়া পড়ে কেমন একটা সদ্য জাগরিত বিস্ময়ের ঘোর। ওর সংগে কথা বলাটা যেন বেহালাকে মনোহর সুরে ঝঙ্কৃত করা। প্রতিটি স্পর্শ, ছড়ের প্রতিটি টানের ভেতর ও মুখরিত হয়ে উঠেছে।…প্রভাবের স্পর্শে রয়েছে একটা তীব্র উত্তেজনা! ..এমন প্রতিক্রিয়া আর নেই। কারো আত্মাকে এমন একটা রমণীয় রূপে রূপায়িত করে তোলা, তারপর একটি মুহূর্ত সেইভাবে রাখা; নিজের বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি অপরের মধ্যে তারুণ্য ও আবেগে মিশ্রিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হওয়া; একটা অপরূপ সুগন্ধি দ্রব্য বা তরল পদার্থের মত একজনের মনোভংগী অপরের ভেতর প্রবাহিত করা…এর মাঝেই ত' প্রকৃত আনন্দ,…যে-যুগের আনন্দ স্থূলভাবে চপল ও চটুল আর উদ্দেশ্য অতি সাধারণ, হয়ত এই গণ্ডীবদ্ধ কুৎসিৎ যুগে, এই বোধ করি একমাত্র তৃপ্তিকর আনন্দ।…ছেলেটার একটা চমৎকার

বৈশিষ্ট্য আছে, বরাতক্রমে বেসিলের ষ্টুডিয়োতে আলাপটা খুব হয়ে গেছে, ওকে নতুন ভাবে অন্ততঃ গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রাচীন গ্রীক মর্মর মূর্তির মত ওর তরুণ তনুতে আছে লাবণ্য আর কৈশোরের শুভ্রতা। ওকে নিয়ে কি না করা যায়—টাইটানের মত দানব বা পুতুল দুই গড়া যায়। অথচ কি নিদারুণ কথা—এই রূপরাশিও একদিন ম্লান হয়ে পড়বে।...আর বেসিল? মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ কি অদ্ভুত! এমন একটি মানুষের দৃশ্য উপস্থিতিতে শিল্পকর্মের নূতন ধারা, জীবন ধরণের নব্য দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে একটা আভাস মেলে, অথচ সে স্বয়ং এইসব বিষয়ে সচেতন নয়। বন-অংগনে যে-নীরব আত্মা বিচরণ শীল, উন্মুক্ত প্রান্তরে যার অদৃশ্য গতিবিধি, সেই যেন সহসা বন-দেবী ড্রায়াডের মত ভয়-হীন চিত্তে প্রকাশ্যে দর্শন দিয়েছে। কারণ তার আত্মার গভীরে যে প্রাণীটি তার সন্ধানে ফিরছিল সেই যেন সেই অপূর্ব স্বপ্নের মাঝে সহসা জেগে উঠেছে। যা শুধু অপরূপ তারই প্রকাশ এই স্বপ্নে। বস্তুর আকৃতি আর প্রকৃতি যেন পরিশ্রুত হয়ে একটা প্রতীকময় মূল্য পেয়েছে, তারা স্বয়ং যেন একটা সম্পূর্ণতর অবয়বের এমন এক নমুনা। যার ছায়া পেয়েছে কায়ার আকার। কি সব আশ্চর্য কাণ্ড! ইতিহাসের এমনই একটা কি বিষয়ের কথা লর্ড হেনরীর মনে এল—মননশীল শিল্পী প্লেটোই ত' এই কথাটা বিশ্লেষণ করেছিলেন? না সনেটের রঙীন মর্মরে গ্রথিত করেছিলেন বুয়োনারাটি? কিন্তু আমাদের এই শতাব্দীতে এসব অদ্ভুত ব্যাপার...সত্যি। ঐ অপরূপ পোর্টরেটটির শিল্পীর কাছে নিজের অজ্ঞাতসারে ডোরিয়ান গ্রে যা হয়েছিল, ডোরিয়ান গ্রের কাছে লর্ড হেনরী তাই হয়ে ওঠার চেষ্টা করবেন, ওর ওপর পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করবেন, ইতিমধ্যেই ত' প্রায় আর্ধেক হয়ে এসেছে। ঐ অপূর্ব আত্মাকে নিজস্ব করে তুলবেন। এই জীবন ও মৃত্যুর সন্তানের ভেতর এ কি যেন একটা অপরূপ সম্মোহিনী শক্তি আছে।

সহসা তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে বাড়িগুলির দিকে তাকালেন, আগাথা মাসীর বাড়ি অনেক আগেই ছেড়ে এসেছেন। নিজের মনে একটু হেসে আবার তিনি পিছনে তাকালেন। হলে প্রবেশ করতেই বাট্‌লার জানালো সবাই লাঞ্চে বসেছেন, একজন চাকরের হাতে তাঁর হ্যাট আর ছড়িটি দিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকে পড়লেন।

ওঁর পানে তাকিয়ে মাথা নেড়ে তাঁর মাসী বলে উঠলেন—"হ্যারীর চিরদিনই দেরী।"

উনি একটা মৌখিক অজুহাত বানিয়ে বলে আগাথা মাসীর পাশের খালি চেয়ারটিতে বসে পড়ে আর কারা উপস্থিত একবার দেখে নিলেন। ডোরিয়ান টেবিলের এক প্রান্ত থেকে সলজ্জ ভংগীতে হেসে অভিবাদন জানালো, তার গালে আনন্দের একটা আভাষ। ঠিক সামনে ডাচেস্ অব্ হারলে, ভদ্রমহিলার প্রকৃতি ও মেজাজ অতি চমৎকার, পরিচিত মহলে সবাই তাঁকে ভালোবাসে। তাঁর পাশেই ডানদিকে বসেছেন স্যার টমাস বরডন, পার্লামেন্টের র‍্যাডিক্যাল দলের সদস্য। প্রকাশ্যে তাঁর দলপতিকে অনুসরণ করেন, আর ব্যক্তিগত জীবনে অনুসরণ করেন ভালো রাঁধুনীদের। টোরীদের সঙ্গে ভোজন করেন, আর বুদ্ধিমানদের নীতি অনুসারে লিবারেলদের মত চিন্তা করেন। তাঁর বাম দিকে বসেছেন ট্রিডলের মিঃ আরস্কিন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সংস্কৃতিবান এবং মধুর স্বভাবের, কিন্তু ইদানীং নীরব থাকতেই ভালোবাসেন, আগাথা মাসীকে একদা বলেছেন যা কিছু তাঁর বলার ছিল সব ত্রিশের আগেই বলে শেষ করেছেন। ওঁর পাশে বসেছেন মিসেস ভ্যাণ্ডেলুর, মাসীর পুরাতন বান্ধবী, মহিলা সমাজে রীতিমত মহীয়সী কিন্তু এমনই হীনবেশা যে তাকে দেখলে কদর্য বাঁধাই স্তোত্র-গ্রন্থের কথা মনে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর অপর দিকে বসেছেন লর্ড ফডেল, মধ্যবয়সী মননশীল ব্যক্তি। কথাবার্তা হাউস অব কমন্সের মন্ত্রীদের বিবৃতির মত

ভোঁতা। অত্যন্ত আগ্রহভরে তাঁর সংগেই মহিলাটি আলাপ করছেন, সবাই এই ভুল করে, আর এঁর হাত থেকে কেউ পালাতে পারেনা। একদিন লর্ড হেনরীর নিজেরই এই কথা মনে হয়েছিল।

টেবিলের ওপর থেকে মধুরভাবে মাথা নেড়ে ডাচেস্ বলে উঠলেন — "আমরা ডার্টমুর বেচারার কথা আলোচনা করছিলাম, আপনার কি মনে হয় ঐ মোহিনী মেয়েটিকে সে সত্যি বিয়ে করছে ?

"আমার ত' মনে হয় মেয়েটি বিয়ের প্রস্তাব কর্‌ছে শীগ্‌গীর !

লেডী আগাথা বললেন—"কি ভয়ানক! একজন কারো বাধা দেওয়া উচিত।"

স্যার টমাস বরডন বোকার মত মুখ করে বললেন—"আমি খুব ভালো লোকের কাছে শুনেছি মেয়েটির বাপের মার্কিনী শুখো-মালের দোকান আছে।"

"আমার মামা ত' বলছিলেন শূয়ার-চালানি কারবার, স্যার টমাস।"

বড় বড় হাত দুটি বিস্ময়ে উপরে উঠিয়ে ডাচেস্ বললেন—"শুখো-মাল, সেটি আবার কি জিনিষ ?"

খেতে খেতে লর্ড হেনরী বললেন—"মার্কিন উপন্যাস আর কি।"

ডার্চেস্ ধাঁধাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন।

লেডী আগাথা বললেন—"ওর কথা শুনবেন না, ও যা বলে তা ওর মনের কথা নয়।"

র‍্যাডিক্যাল সদস্যটি বল্‌তে সুরু করেন—"আমেরিকা যখন আবিষ্কৃত হয়—" তারপর নানাবিধ ক্লান্তিকর তথ্য পরিবেশন করতে লাগলেন। ডাচেস্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর বাধা দেওয়ার অধিকারটুকুর সুযোগ নিয়ে বল্লেন—"ও দেশ একেবারে আবিষ্কৃত না হলেই ছিল ভালো। আমাদের মেয়েরা আজকাল সুযোগই পায় না, এ অতি অবিচার।"

মিঃ আরস্কিন বললেন—"হয়ত আমেরিকা আবিষ্কৃতই হয়নি, আমি অন্ততঃ বল্‌ব অনুসন্ধান করে পাওয়া গেছে।"

ডাচেস্ বললেন—"আমি কিন্তু আদিবাসীদের কিছু নমুনা দেখেছি। আমি স্বীকার করব তাদের অনেকেই বেশ সুশ্রী, পোষাকও পরে চমৎকার। প্যারী থেকে পোষাক আনায়—আমরা যদি ওরকম খরচ করতে পারতাম।"

স্যার টমাসের ছেঁদো রসিকতার ভাণ্ডার আছে, তিনি বলে উঠলেন—"লোকে বলে ভালো আমেরিকানরা যখন মরে তখন প্যারী যায়।"

ডাচেস্ বল্লেন—"তাই নাকি! আরে বাজে আমেরিকানরা কোন দেশে যায়?"

মৃদুকণ্ঠে লর্ড হেনরী বললেন—"তারা আমেরিকায় যায়।"

স্যার টমাস ভ্রূকুঞ্চিত করে লেডী আগাথাকে বললেন—"আমার মনে হয় আপনার বোনপোটির ঐ দেশ সম্পর্কে একটু পক্ষপাত আছে। আমি ডাইরেকটারদের দেওয়া গাড়ি চড়ে সারা দেশটা ঘুরেছি, লোকগুলো এসব ব্যাপারে বেশ ভদ্র। আমি বল্‌তে পারি ওদেশ ভ্রমন করলে শিক্ষা হয়।"

মিঃ আরস্কিন বললেন—"তাহলে শিক্ষিত হওয়ার জন্য কি আমাদের ওদেশে যেতে হবে? আমার ত' ইচ্ছে করেনা।"

স্যার টমাস হাত নেড়ে বললেন—"ট্রিডলীর আরস্কিনের সেলফেই সারা পৃথিবীটা রয়েছে। আমরা ব্যবহারিক জগতের মানুষ, পড়ার চাইতে স্বচক্ষে সব দেখতে ভালোবাসি। আমেরিকানরা বেশ চমৎকার মানুষ, যুক্তিবাদী। আমার ত' মনে হয় ঐটাই তাদের বিশেষত্ব। সত্যি মিঃ আরস্কিন, ওরা চমৎকার মানুষ, আমি আপনাকে বলতে পারি ওদের মধ্যে এতটুকু নোঙরামি নেই।

লর্ড হেনরী বললেন—"কি ভয়ানক! আমি পাশব শক্তি সইতে

পারি। কিন্তু কঠোর যুক্তি, ওঃ অসহ্য। ওর ব্যবহারটাও ঠিক সঙ্গত নয়, যেন বুদ্ধির তলদেশে প্রহার।”

স্যার টমাস লাল হয়ে বলেন—“আমি ঠিক আপনার কথা বুঝছিনা।”

মিঃ আরস্কিন হেসে বললেন—“আমি কিছু বুঝি লর্ড হেনরী।”

ব্যারনেট বললেন—“স্ব-বিরোধী উক্তি মাত্রেই একরকম ভালো…”

মিঃ আরস্কিন বলেন—“ওটা কি স্ব-বিরোধী উক্তি নাকি? আমার ত' তা মনে হলনা, হয়ত তাই। যা স্ববিরোধী-তাই সত্য। বাস্তবকে দেখতে হ'লে তা ঐ দড়ির খেলার শক্ত দড়িতেই পরখ করতে হবে। সত্যতা যখন দড়ির খেলার বাজীকর হয়ে ওঠে তখনই তা বিচার করা সহজ হয়।”

“হায়রে! পুরুষরা কি তর্ক করতেই না পারে। কি যে তোমরা আলোচনা করছ তা বুঝতেই পারছিনা। হ্যারী তোমার ওপর বাছা আমি রেগে গেছি। আমাদের ঐ চমৎকার মিঃ ডোরিয়ান গ্রেকে ইষ্ট এনড থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছ কেন? ওঁর অনেক দাম —ওঁর বাজনা শুনতে সবাই ভালোবাসে।”

লর্ড হেনরী হেসে বললেন—“এইবার আমার জন্য উনি বাজাবেন।” এই বলে টেবিলের প্রান্তে ডোরিয়ানের মুখে সম্মতিসূচক হাসির রেখা দেখ্‌লেন।

লেডী আগাথা বলেন—“কিন্তু হোয়াইট চ্যাপেলের যে কি কষ্ট?”

লর্ড হেনরী কাঁধ নেড়ে বললেন—“সব কিছুই সয়, ওই দুর্দশা সইতে পারিনা। ওই সবে সহানুভূতি জানাতে পারিনা। অতি কুৎসিত, অতি বিশ্রী, অতি গ্লানিকর। ব্যথা ও বেদনা সম্পর্কে আধুনিক সমবেদনা অতি বীভৎস। মানুষ সমবেদনা জানাবে রঙকে, রূপকে, জীবনের আনন্দকে। জীবনের যা ক্ষত সে বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল।”

স্যার টমাস গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—"তবু ইষ্ট এনড একটা ভীষণ সমস্যা।"

"সত্যি কথা, সমস্যাটি হ'ল দাসত্বের, আর আমরা সেই দাসত্বের বেদনা সমাধানের চেষ্টা করছি একটু প্রমোদের ব্যবস্থা করে।"

রাজনৈতিক ভদ্রলোকটি তার দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি পরিবর্তন প্রস্তাব করেন ?"

লর্ড হেনরী হেসে বললেন—ইংলণ্ডের এক আবহাওয়া ছাড়া আর কিছুই আমি বদলাতে চাইনা। দার্শনিক চিন্তা নিয়ে আমি বেশ তৃপ্তিতে আছি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী সমবেদনার অকৃপণ দানে দেউলিয়া হয়ে গেছে, আমার মনে হয় এখন বিজ্ঞানের কাছে আবেদন করা উচিত আমাদের সহজ এবং সরল করার জন্য। আবেগ আমাদের বিপথগামী করে। আর বিজ্ঞানের সুবিধা এই যে সেটি ভাবপ্রবণ নয়।"

ভ্যানডেলুর একটু ভীরু গলায় বল্লেন, "কিন্তু আমাদের এই কঠিন দায়িত্ব—।"

লেডী আগাথা বল্লেন—ভীষণ সংকটজনক পরিস্থিতি।

লর্ড হেনরী মিঃ আরস্কিনের দিকে তাকিয়ে বল্লন—"মানবতা অতি গুরুতর ব্যাপার—পৃথিবীর আদিম পাপ। গুহাবাসীরা যদি হাসতে জানত তাহ'লে ইতিহাস আজ অন্য রকম হ'ত।"

ডাচেস্ বল্লেন—"আপনি বড় চমৎকার বলেন, আপনার মাসীকে যখন দেখতে আসি তখন নিজেকে বারবার অপরাধী মনে হয়, ইষ্ট এনড সম্পর্কে বিশেষ কিছু করতে পারি না বলেই আমার কুণ্ঠা। এখন সোজাসুজি মুখের পানে তাকাতে পারব। আর মুখ লজ্জায় রাঙা হবেনা।"

লর্ড হেনরী মন্তব্য করলেন—"লজ্জারুণ মুখ ভালো জিনিষ, ডাচেস্।"

পারি। কিন্তু কঠোর যুক্তি, ওঃ অসহ্য। ওর ব্যবহারটাও ঠিক সঙ্গত নয়, যেন বুদ্ধির তলদেশে প্রহার।"

স্যার টমাস লাল হয়ে বলেন—"আমি ঠিক আপনার কথা বুঝছিনা।"

মিঃ আরস্কিন হেসে বললেন—"আমি কিছু বুঝি লর্ড হেনরী।"

ব্যারনেট বললেন—"স্ব-বিরোধী উক্তি মাত্রেই একরকম ভালো···"

মিঃ আরস্কিন বলেন—"ওটা কি স্ব-বিরোধী উক্তি নাকি? আমার ত' তা মনে হলনা, হয়ত তাই। যা স্ববিরোধী-তাই সত্য। বাস্তবকে দেখতে হ'লে তা ঐ দড়ির খেলার শক্ত দড়িতেই পরখ করতে হবে। সত্যতা যখন দড়ির খেলার বাজীকর হয়ে ওঠে তখনই তা বিচার করা সহজ হয়।"

"হায়রে! পুরুষরা কি তর্ক করতেই না পারে। কি যে তোমরা আলোচনা করছ তা বুঝতেই পারছিনা। হ্যারী তোমার ওপর বাছা আমি রেগে গেছি। আমাদের ঐ চমৎকার মিঃ ডোরিয়ান গ্রেকে ইষ্ট এনড থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছ কেন? ওঁর অনেক দাম —ওঁর বাজনা শুনতে সবাই ভালোবাসে।"

লর্ড হেনরী হেসে বললেন—"এইবার আমার জন্য উনি বাজাবেন।" এই বলে টেবিলের প্রান্তে ডোরিয়ানের মুখে সম্মতিসূচক হাসির রেখা দেখ্‌লেন।

লেডী আগাথা বলেন—"কিন্তু হোয়াইট চ্যাপেলের যে কি কষ্ট?"

লর্ড হেনরী কাঁধ নেড়ে বললেন—"সব কিছুই সয়, ওই দুর্দশা সইতে পারিনা। ওই সবে সহানুভূতি জানাতে পারিনা। অতি কুৎসিত, অতি বিশ্রী, অতি গ্লানিকর। ব্যথা ও বেদনা সম্পর্কে আধুনিক সমবেদনা অতি বীভৎস। মানুষ সমবেদনা জানাবে রঙকে, রূপকে, জীবনের আনন্দকে। জীবনের যা ক্ষত সে বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল।"

স্যার টমাস গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—"তবু ইষ্ট এনড একটা ভীষণ সমস্যা।"

"সত্যি কথা, সমস্যাটি হ'ল দাসত্বের, আর আমরা সেই দাসত্বের বেদনা সমাধানের চেষ্টা করছি একটু প্রমোদের ব্যবস্থা করে।"

রাজনৈতিক ভদ্রলোকটি তার দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি পরিবর্তন প্রস্তাব করেন ?"

লর্ড হেনরী হেসে বললেন—ইংলণ্ডের এক আবহাওয়া ছাড়া আর কিছুই আমি বদলাতে চাইনা। দার্শনিক চিন্তা নিয়ে আমি বেশ তৃপ্তিতে আছি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী সমবেদনার অকৃপণ দানে দেউলিয়া হয়ে গেছে, আমার মনে হয় এখন বিজ্ঞানের কাছে আবেদন করা উচিত আমাদের সহজ এবং সরল করার জন্য। আবেগ আমাদের বিপথগামী করে। আর বিজ্ঞানের স্থবিধা এই যে সেটি ভাবপ্রবণ নয়।"

ভ্যানডেলুর একটু ভীরু গলায় বল্লেন, "কিন্তু আমাদের এই কঠিন দায়িত্ব—।"

লেডী আগাথা বল্লেন—ভীষণ সংকটজনক পরিস্থিতি।

লর্ড হেনরী মিঃ আরস্কিনের দিকে তাকিয়ে বল্লন—"মানবতা অতি গুরুতর ব্যাপার—পৃথিবীর আদিম পাপ। গুহাবাসীরা যদি হাসতে জানত তাহ'লে ইতিহাস আজ অন্য রকম হ'ত।"

ডাচেস্ বল্লেন—"আপনি বড় চমৎকার বলেন, আপনার মাসীকে যখন দেখতে আসি তখন নিজেকে বারবার অপরাধী মনে হয়, ইষ্ট এনড সম্পর্কে বিশেষ কিছু করতে পারি না বলেই আমার কুণ্ঠা। এখন সোজাসুজি মুখের পানে তাকাতে পারব। আর মুখ লজ্জায় রাঙা হবেনা।"

লর্ড হেনরী মন্তব্য করলেন—"লজ্জারুণ মুখ ভালো জিনিষ, ডাচেস্।"

"হ্যাঁ-তরুণীদের মুখ, আমাদের মত বৃদ্ধাদের আরক্তিম মুখ অতি কুদৃশ্য। লর্ড হেনরী আবার কি ভাবে তারুণ্য ফিরে পাওয়া যায় সেই রহস্য একটু বলুন।"

কিঞ্চিৎ চিন্তা করে টেবিলের প্রান্ত থেকে উনি প্রশ্ন করলেন—"অল্পবয়সে কোনো বড়রকমের ভুল করেছেন, মনে পড়ে ডাচেস্?"

তিনি বলে উঠলেন—"মনে হয় অনেক বেশী ভুল করেছি।"

লর্ড হেনরী গম্ভীর হয়ে বলেন—"তাহলে আবার তার পুনরাবৃত্তি করুন, যৌবন ফিরে পেতে হ'লে অতীতের ত্রুটী বিচ্যুতির শুধু পুনরাবৃত্তি করলেই হবে।"

তিনি বল্লেন—"চমৎকার তত্ত্ব ত'! নিশ্চয়ই পরীক্ষা করতে হবে।" স্যার টমাসের দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটের ভেতর দিয়ে কথা বেরুল! "অতি ভয়ংকর তত্ত্ব!" লেডী আগাথাও মাথা নাড়লেন, কিন্তু তিনিও মজা উপভোগ করছিলেন। মিঃ আরস্কিন শুনে যাচ্ছেন সব।

লর্ড হেনরী বলতে থাকেন—"সত্যি! জীবনের এ এক বিরাট রহস্য। আজকাল অধিকাংশ লোকই বেশী জ্ঞানের বোঝা নিয়ে মরে, আর একেবারে শেষ সময়ে মনে পড়ে যায় যে মানুষ যে বিষয়ে অনুতাপ করে না, সেটি হ'ল অতীতের ত্রুটি।"

টেবিলের চতুর্দিকে হাসির রোল উঠ্ল।

একটা আইডিয়া নিয়ে উনি মজা করতে গিয়ে সহসা গভীর হয়ে পড়লেন, বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে সেটা রূপান্তরিত করলেন,—একবার তাকে চলে যেতে দিয়ে পুনরায় তাকে ধরলেন। কল্পনায় তাকে রামধনুর আকার দেওয়া হ'ল, আর স্ব বিরোধী উক্তির পাখ্না জুড়ে দেওয়া হ'ল। পাপের প্রশংসা উচ্চারিত হয়ে দর্শনে রূপান্তরিত হয়ে গেল। দর্শন তারুণ্য লাভ করল। সে আনন্দের উন্মাদ স্বরে আকৃষ্ট হয়ে, তার মদিরারঞ্জিত ওড়না গায়ে দিয়ে সুরাদেবতা বাকাসের পূজারিণীর মত জীবনের শৈলশৃঙ্গে

নৃত্য সুরু করে দিয়েছে, আর ধীর গতি সিলেনসকে (বাকাসের শিক্ষক) শান্ত সমাহিত বলে ব্যঙ্গ করছে।

ওঁর মনে হ'ল ডোরিয়ান গ্রের চোখ দুটি যেন তাঁর পানেই নিবদ্ধ। শ্রোতাদের মধ্যে অন্ততঃ এমন একজন আছে যার মনোভংগী উদ্‌ভ্রান্ত করাই তাঁর কাম্য, একথা মনে হওয়ায় লর্ড হেনরীর বক্তব্য আরো তীক্ষ্ণ হ'ল, তাঁর কল্পনা যেন আরো রঙীন হয়ে উঠ্‌ল। ওঁর কথাগুলি চমৎকার, মনোহর অথচ দায়িত্বহীন। শ্রোতাদের কথা নিয়েই তাদের মোহিত করা হচ্ছে, আর তারা ওঁর হাসির বাঁশীর সুরে সুর টেনে চলেছে। ডোরিয়ান ওঁর দিক থেকে চোখ তোলেনি, বরং মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে আছে, ঠোঁটের প্রান্তে হাসির রেখা, আর কালো আঁখি তারায় বিস্ময়ের বিমূঢ়তা।

অবশেষে বাস্তবের প্রবেশ। কালোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত ভৃত্য এসে ডাচেসকে তাঁর গাড়ি অপেক্ষা করছে এই সংবাদ জানাল। হাত কচ্‌লিয়ে ডাচেস্ বল্লেন—"কি বিরক্তিকর কাণ্ড! যেতেই হবে! স্বামীকে ক্লাব থেকে তুলে নিয়ে 'উইলিস রুমে' এক বাজে মিটিং-এ নিয়ে যেতে হবে, উনিই আবার সভাপতি। দেরী হলেই এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হবে, এই পোষাকে সে সব আর সইবেনা, এ বড় ভঙ্গুর, এতটুকু কঠিন কথাতেই ভেঙে চূর হয়ে যাবে। আগাথা আমাকে যেতেই হবে। লর্ড হেনরী—গুড্ বাই। আপনি অতি চমৎকার অথচ ভীষণ দুর্নীতিবিদ্। আপনার মতবাদ সম্পর্কে কি যে বল্‌ব জানিনা। একদিন রাতে আমাদের ওখানে ভোজে আসতে হবে। মঙ্গলবার? মঙ্গলবার কোনো কাজ আছে?"

লর্ড হেনরী মাথা নত করে বল্লেন—"আপনার জন্য সবাইকে ছাড়তে পারি ডাচেস্।"

তিনি বল্লেন—"চমৎকার, কিন্তু কাজটা গর্হিত, আস্‌বেন কিন্তু।"—এই বলে তিনি ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলেন, পিছনে পিছনে লেডী আগাথা আর অন্য কয়েকটি মহিলা বেরিয়ে গেলেন।

লর্ড হেনরী আবার যখন বসলেন মিঃ আরস্কিন তাঁর কাছাকাছি এক চেয়ারে এসে বসে বল্লেন—"আপনি ত বই-এর মত কথা বলেন, একটা লিখে ফেলুন না কেন ?"

"মিঃ আরস্কিন—আমি পড়তে ভালোবাসি লিখতে ভালোবাসি না। তবে একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছা আছে। একেবারে পার্সীয়ান কার্পেটের মত সুন্দর, অথচ অবাস্তব। কিন্তু প্রাথমিক বই, বিশ্বকোষ আর সংবাদপত্র পাঠক ছাড়া ইংলণ্ডে সাহিত্য রসিক লোক কই ? পৃথিবীর সকল জাতের মধ্যে ইংরাজদের সাহিত্য ও সৌন্দর্যজ্ঞান অতি কম।"

মিঃ আরস্কিন বল্লেন—"আমার মনে হয় আপনার কথাই ঠিক। আমার নিজেরই সাহিত্যিক উচ্চাশা ছিল। অনেকদিন সে সব ত্যাগ করেছি। এখন বন্ধু, যদি অবশ্য বন্ধু বলতে অনুমতি দেন, বলুন ত' লাঞ্চের সময় যা বল্লেন এই কি আপনার প্রকৃত অভিমত ?"

লর্ড হেনরী হেসে বল্লেন—"কি যে বলেছি, ভুলে গেছি। খুব খারাপ কথা বলে ফেলেছি কি ?"

"অতি খারাপ, আমি ত' আপনাকে ভয়ংকর মনে করি। যদি আমাদের ডাচেসের কিছু হয় তাহলে আপনাকেই আমরা পুরাপুরি দায়ী মনে করব। কিন্তু জীবন সম্পর্কে আপনার সংগে কথা আছে,—যে যুগে আমি জন্মেছি সে অতি বিরক্তিকর। লণ্ডনে অরুচি হলে যদি ট্রিডলীতে আসেন ত' ভালো হয়, তারপর আপনার এই সুখবাদী দর্শন সম্পর্কে বারগ্যাণ্ডি পান করতে করতে আলোচনা করা যাবে। সৌভাগ্যক্রমে আমার কিছু ভালো বারগ্যাণ্ডি আছে।"

"বেশত' ভালোই লাগবে। ট্রিডলীতে বেড়াতে গেলে আনন্দের হবে। চমৎকার গৃহকর্তা আর সুন্দর লাইব্রেরী।"

উত্তরে বৃদ্ধ সবিনয়ে প্রণতি জানিয়ে বল্লেন—"আপনি গেলে তা সম্পূর্ণ হবে। এখন আপনার চমৎকার মাসীর কাছ থেকে বিদায়

জানিয়ে আসি। এ্যথেনিয়ুম-এ যেতে হবে, এই সময় আমরা সবাই সেখানে ঘুমাই।"

"আপনারা সবাই, মিঃ আরস্কিন?"

"চল্লিশটি আরাম কেদারায় আমরা চল্লিশজন। আমরা একটা ইংরাজী সাহিত্যের একাডেমী গঠনের জন্য সচেষ্ট।"

লর্ড হেনরী হেসে উঠে দাঁড়ালেন, বল্লেন—"আমি পার্কে যাব।" দরজা অতিক্রম করে যাবার সময় ডোরিয়ান গ্রে এসে বাহু স্পর্শ করে মৃদু গলায় বল্লেন—"আমি আপনার সংগে যাব।"

লর্ড হেনরী জবাবে বল্লেন—"কিন্তু আমার ধারণা ছিল বেসিল হল্‌ওয়ার্ডের ওখানে যাওয়ার জন্য আপনি প্রতিশ্রুত।"

"না আমি আপনার সংগে যাব। মনে হচ্ছে আপনার সংগে যেতেই হবে। আমাকে সংগে নিন। আর সব সময় আমার সংগে কথা বল্‌বেন ত'? আপনার মত এমন কথা কেউ বল্‌তে পারে না।"

লর্ড হেনরী হেসে বল্লেন "আজকের মত অনেক কথাই ত' বলে ফেলেছি। এখন জীবন দেখতে চাই। আপনিও ইচ্ছা করলে আমার সংগে এসে অনেক দেখ্‌তে পারেন।"



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একমাস পরে এক অপরাহ্নে লর্ড হেনরীর মে ফেয়ারের বাড়ির ছোট্ট লাইব্রেরী ঘরে একটি মূল্যবান ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল ডোরিয়ান গ্রে। ঘরটি অতি মনোরম, জলপাই রঙের ওক্ কাঠের প্যানেলে মোড়া দেওয়াল, ক্রীম রঙের কার্নিশ আর চওড়া পলেস্তারা করা ছাত। সুরকি-রঙের ফেল্‌টের কার্পেট মেঝে পাতা রয়েছে, তার পাশে পার্শীয়ান রাগের ঝালর। ছোট একটি সাটিন উড্ টেবলের ওপর একটি ছোটমূর্তি, ক্লোডিয়নের তৈরী। তারপাশে একখণ্ড "Les Cent Nouve'les" মার্গারেট অফ ভ্যালোই'র জন্য ক্লোভিস ইভের বাঁধাই, সোনালি ডেইজী দিয়ে পাউডার রঞ্জিত। অগ্নিকুণ্ডের ওপরকার সেলফে কয়েকটি নীল রঙের বড় বড় চীনা মাটির জার, আর টিউলিপ ফুল সাজানো—গবাক্ষ পথে লণ্ডনের গ্রীষ্মদিনের খুবানী রঙের আলো ঘরের ভেতর এসে পড়ছে।

লর্ড হেনরী এখনও ফেরেন নি। নিজস্ব মতবাদ অনুসারে তিনি চিরদিনই সব কাজে বিলম্ব করেন, তাঁর মতবাদ সময়ানুবর্তিতার অর্থ সময়কে চুরি করা। সুতরাং ডোরিয়ানের মুখে একটু অভিমানের রেখা, বুক কেস থেকে "Manon Lescaut" এর একখণ্ড সচিত্র সংস্করণ তুলে নিয়ে চঞ্চল আঙুল দিয়ে পাতা উলটিয়ে দেখ্‌ছিল। লুই কোয়াটোর্জ ঘড়ির একঘেয়ে টিক্‌টিক্ আওয়াজে বিরক্তি বোধ হচ্ছে। এক আধবার উঠে চলে যাওয়ার ইচ্ছেও মনে জাগছিল।

অবশেষে বাইরে পদধ্বনি শোনা গেল, দরজা খোলার আওয়াজ হ'ল। মৃদু গলায় ডোরিয়ান বলে উঠ্‌ল—"কত দেরী করলে বলোত' হ্যারী!"

একটা কর্কশ কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল···"আমি হ্যারী নই মিঃ গ্রে!"

তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে ডোরিয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল – "মাফ করবেন, আমি মনে করেছিলাম – "

"যে আমার স্বামী, কিন্তু আমি তাঁর স্ত্রী। এই আমার পরিচয়। আপনাকে অবশ্য আপনার ফটোগ্রাফের মাধ্যমে ভালো করেই জানি। আমার স্বামীর কাছে বোধহয় সতেরটি আছে।"

"সতেরটি নাকি, লেডী হেনরী?"

"তাহলে আঠারটি হবে। তা ছাড়া সেদিন রাতে ওঁর সংগে আপনাকে অপেরায় দেখ্‌লাম।" কথাটা বলার সময় লেডী হেনরী নার্ভাস ভংগীতে হাস্‌তে থাকেন, আর তাঁর সেই 'ভুলোনা আমায়' চোখ মেলে ওর পানে তাকিয়ে থাকেন। মহিলাটি বড়ই অদ্ভুত প্রকৃতির, তাঁর পরিচ্ছদ দেখলে মনে হবে যেন তা ক্রোধের বশে তৈরী আর ঝড়ের মাথায় পরা হয়েছে। সর্বদাই তিনি কারো প্রেমে মগ্ন, তাঁর প্রেমকামনার প্রতিদান পাওয়া যায়না তাই তাঁর মোহটা সজীব রেখেছেন। ছবির মত করে নিজেকে সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করেন কিন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছেন অপরিচ্ছন্ন। মহিলাটির নাম ভিক্‌টোরিয়া, চার্চে যাওয়ার বাতিক আছে।

"বোধকরি লোহেনগ্রীনের কথা বল্‌ছেন, লেডী হেনরী?"

"হ্যাঁ···লোহেনগ্রীনেই ত' দেখা হয়েছিল। আমি আর সবার চাইতে ওয়াগনারের সঙ্গীতই বেশী পছন্দ করি। এতই তার চড়া আওয়াজ যে সব সময় কথা বলা যায়, অথচ কি বলা হচ্ছে অপরে কিছু শুন্‌তে পায় না, এ এক মস্ত সুবিধা। আপনার কি মনে হয় মিঃ গ্রে?"

একটা লম্বা টর্টয়েজ সেল নির্মিত কাগজ কাটা ছুরী হাতে নিয়ে আবার সেই নার্ভাস্ অসংবদ্ধ হাসি।

ডোরিয়ান হেসে মাথা নেড়ে বল্‌ল – "আমি কিন্তু তা মনে করিনা লেডী হেনরী। আমি সঙ্গীতের মাঝে মোটেই কথা বলিনা, অন্ততঃ

ভালো সঙ্গীতের সময় ত' নয়ই, খারাপ সঙ্গীত অবশ্য কথা বলে ডুবিয়ে দেওয়াই উচিত।"

"ওসব হ্যারীর কথা, না মিঃ গ্রে? আমি সর্বদাই হ্যারীর মতবাদ তার বন্ধুদের কাছেই শুনি। ঐ ভাবেই তাঁদের পরিচয় পাই। কিন্তু একথা যেন ভাব্‌বেন না যে আমি ভালো সঙ্গীতের সমঝদার নই, আমি ভালো সঙ্গীত ভালোবাসি, তবে ভয়ও করি। সঙ্গীত আমাকে কেমন রোমান্টিক করে তোলে। আমি ত' পিয়ানোবাদকদের পূজা করি, মাঝে মাঝে অন্ততঃ দুজনকেও একই সংগে ভক্তি করেছি। হয়ত তাঁরা বিদেশী বলে, ওঁরা বেশীর ভাগই বিদেশী নয়? এমন কি যাঁরা ইংলণ্ডে জন্মান তাঁরাও কিছুকাল পরে বিদেশী হয়ে উঠেন। তাই নয়? এক হিসাবে তাঁদের এই চালাকীতে আর্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করাই হয়। বেশ একটা সার্বভৌম রূপ হয় আর্টের কি বলেন? আপনি কখনও আমার পার্টিতে আসেন নি না? আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে। আমি অর্কিড রাখ্‌তে পারিনা বটে কিন্তু বিদেশীর জন্য খরচ করতে কুণ্ঠিত নই। ওদের উপস্থিতি ঘরকে ছবির মত করে তোলে। এই যে হ্যারী এসেছেন—হ্যারী! তোমার সংগে দেখা করতে এসেছিলুম, কি একটা বলার ছিল, ভুলে গেলুম, যাক্‌গে মিঃ গ্রের সংগে দেখা হয়ে গেল। সঙ্গীত সম্পর্কে ওঁর সংগে ভারী মধুর আলোচনা হ'ল। দুজনেরই প্রায় একই মত··· না না আমাদের উভয়ের মত সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু উনি অতি চমৎকার। ওঁর সংগে আলাপ হয়ে বড় আনন্দ হ'ল।"

অর্ধচন্দ্রাকৃতি কৃষ্ণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে উভয়ের পানে তাকিয়ে একটু হেসে লর্ড হেনরী বল্লেন—"ভারী খুসী হলাম, সত্যি ভারী আনন্দ হ'ল। একটু দেরী হয়ে গেল ডোরিয়ান···বড়ই দুঃখিত। ওয়ারডোর ষ্ট্রীটে এক টুকরো পুরানো ব্রোকেডের সন্ধানে গিছ্‌লাম তার জন্যে ক ঘণ্টা

ধরে সমানে দর কষাকষি করতে হল। আজকাল মানুষ সব কিছুরই দাম জানে · কিন্তু কিছুরই মূল্য জানেনা।"

লেডী হেনরী বল্লেন "আমাকে এইবার যেতে হবে, ডাচেসের সংগে মোটরে যাব। আচ্ছা বিদায় মিঃ গ্রে, বিদায় হ্যারী। তুমি ত' বাইরে ডিনার খাবে? আমারও তাই···হয়ত লেডী থর্নবেরীর ওখানে দেখা হবে।"

ফ্রঙ্গিপানির মৃদু সুরভির সুগন্ধে ঘরটিকে আমোদিত করে লেডী হেনরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আকৃতিটা যেন সারা রাত বৃষ্টি-ভেজা স্বর্গের পাখীর মত। লর্ড হেনরী তার পিছনে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বল্লেন—"আমি হয়ত যেতে পারবোনা।" তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে সোফায় বসে পড়লেন।

সিগারেটে কয়েকটি টান দিয়ে বল্লেন—"খড় রঙের চুল-ওলা কোন মেয়েকে বিয়ে কোরোনা ডোরিয়ান।"

"কেন হ্যারী?"

"কারণ তারা অতি ভাবপ্রবণ হয়।"

"আমি ত' সেন্টিমেণ্টাল মানুষই পছন্দ করি।"

"বিয়ে কোরোনা ডোরিয়ান। পুরুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাই বিয়ে করে। নারীরা কৌতূহলী। দুপক্ষই শেষে হতাশ হয়ে পড়ে।"

"আমি যে বিয়ে করব তা মনেই হয়না, হেনরী। আমি এখন প্রেমে ডুবে আছি। এ তোমারই একটা সংজ্ঞা। আমি তোমার সংজ্ঞাই অভ্যাস করছি, কারণ তুমি যা কিছু বলো আমি তাই করার চেষ্টা করি।"

একটু থেমে লর্ড হেনরী বল্লেন—"কার সংগে তুমি প্রেমে পড়েছ?"

মুখ রাঙা করে ডোরিয়ান গ্রে বল্ল—"একজন অভিনেত্রী।"

লর্ড হেনরী কাঁধ নেড়ে বল্লেন—"সে ত' অতি সাধারণ কাণ্ড।"

"তাকে দেখ্‌লে আর একথা বল্‌বে না হ্যারী।"

"তিনি কে ?"

"তার নাম সিবিল ভেন।"

"কখনও নাম শুনিনি !"

"কেউই শোনেনি, একদিন সবাই শুন্‌বে। মেয়েটি অসীম প্রতিভার অধিকারিণী।"

"খোকা! কোনো নারীই প্রতিভার অধিকারি নয়। স্ত্রীলোক হ'ল একটা অলংকারের মত পোষাকী প্রাণী। কিছুই ওদের বলার নেই তবু যা বলে চমৎকার করে বলে। স্ত্রীলোক হ'ল মানব মনের ওপর পদার্থের বিজয়ের প্রতীক, যেমন নীতির ওপর মানব মনের বিজয়ের প্রতীক হ'ল পুরুষরা।

"কি সব বল্‌ছ হ্যারী ?"

"ডোরিয়ান ভায়া, যা বলছি, তা নিছক সত্য। আমি বর্তমানে মেয়েদের বিশ্লেষণ কর্‌ছি তাই আমি জানি। বিষয়টি তেমন দুরধিগম্য নয়, যেমনটি আমি ভেবেছিলাম। দেখছি দু জাতের রমণী আছে···শাদা আর রঙীন। শাদাসিধে স্ত্রীলোক অতি প্রয়োজনীয়। যদি শ্রদ্ধা ও প্রতিষ্ঠা চাও তা'হলে তাদের শুধু নৈশভোজে নিয়ে যাও। আর অপরা···যাঁরা রঙীন, তাঁরা চমৎকার। তারা অবশ্য ভুল করে। মুখে রঙ মাখে, দেহকে তারুণ্যের আকার দেবার জন্য সাজে। আমাদের ঠানদিরাও রঙ মেখেছেন, ভালো করে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। সেদিন রুজ আর-স্পিরীট হাত ধরে চল্‌ত। আজ আর সেদিন নেই। নিজের মেয়ের চেয়ে দশবছর বয়স কম করতে পারলেই স্ত্রীলোকরা খুসী হয়। আর আলাপ-আলোচনার উপযুক্ত স্ত্রীলোক বর্তমানে লণ্ডনে মাত্র পাঁচজন আছেন। তাদের মধ্যে আবার দুজনকে কোনো ভদ্র সমাজে নিয়ে যাওয়া যাবেনা। যাই হোক, এখন তোমার 'প্রতিভাটি'র কথা বল, কতদিন ধরে তাঁকে জানো ?"

"হ্যারী, তোমার মতবাদে আমি শংকিত হয়ে উঠ্‌ছি।"

"সে সব ভেবোনা। কতকাল ধরে তাঁকে জানো তাই বলো।"

"প্রায় তিন সপ্তাহ।"

"কোথায় দেখা শোনা হ'ল ?"

"আমি তোমাকে বল্‌ছি হ্যারী, কিন্তু তুমি সহানুভূতিহীন হয়ে বিষয়টি দেখোনা। তোমার সংগে দেখা না হলে আসলে এই ঘটনা ঘটতোই না। জীবনের সব কিছু জানার এক অপূর্ব উন্মাদনা তুমি আমার মনে এনে দিয়েছে। তোমার সংগে পরিচয়ের পর কয়েকদিন যেন আমার ধমনীতে কি যেন উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ল। পার্কে বেড়াবার সময় যখন পিকেডেলীতে হাঁটতাম···আমার পাশ দিয়ে যে যেত তার পানে আমি উন্মাদ কৌতূহলে, বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম। ভাবতাম কি ভাবে কেমন জীবন তারা যাপন করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে আকুল করেছে, আবার অনেকে আমার মনে ভীতি সঞ্চার করেছে। বাতাসে এক অপূর্ব বিষাক্ত আবহাওয়া! উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের প্রতি আমার একটা স্বভাবগত আবেগ আছে—তারপর একদিন সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় একটা কিছু দুঃসাহসিক অভিযানে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে বেরোলাম। ভাব্‌লাম আমাদের এই ধূসর দানবীয় লণ্ডন, এর এই অসংখ্য জনগণ, ঘৃণ্য পাপীর দল আর মনোরম পাপ, তুমিই একদিন কথাটা বলেছিলে···এর ভেতর আমার কিছু খোরাক নিশ্চয়ই আছে। হাজার রকম কথা কল্পনা করতে লাগ্‌লাম,···বিপদের সম্ভাবনায় মনে একটা আনন্দের আভাস জাগ্‌ল। প্রথম যেদিন আমরা উভয়ে ডিনার খেয়েছিলাম সেই সন্ধ্যায় তুমি আমাকে কি বলেছিলে তা আমার মনে আছে, তুমি বলেছিলে সৌন্দর্যের সন্ধান করাই জীবনের আসল রহস্য। কি যে আমার প্রত্যাশা ছিল জানিনা, আমি পথে বেরিয়ে পূব দিকে চল্‌লাম। ঘাসহীন অন্ধকার

স্কোয়ার আর ছমছমে রাস্তা পার হয়ে গেলাম—প্রায় সাড়ে আটটার সময় একটা বাজে ধরনের ক্ষুদে লিটল থিয়েটারের ধারে গিয়ে পড়্লাম। সামনে উৎকট গ্যাসের আলো, আর বেয়াড়া ধরনের প্রাচীর চিত্র। এক কুৎসিত ধরনের ইহুদী, অদ্ভুত ওয়েষ্টকোট গায়ে দিয়ে দোর গোড়ায় দাড়িয়ে আছে, অমন ওয়েষ্টকোটও কখনও আর দেখিনি। লোকটা একটা বিশ্রী চুরুট টানছিল, কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ বেশ তৈলাক্ত, আর ময়লা সার্টের মাঝখানে একটা বেশ বড় হীরক জল্‌ছে। লোকটা আমাকে দেখেই বল্‌ল—"একটা বক্স নিন না মাই লর্ড। আর বিশেষ সম্ভ্রমভরে অতি দীনতা সহকারে মাথা থেকে টুপীটা খুলে ফেল্‌ল।"

লোকটার ভেতর এমন একটা ভাব ছিল যা আমার কাছে বেশ মজার মনে হ'ল। একটা দানব বিশেষ। তুমি হয়ত হাসবে··জানি, কিন্তু আমি সত্যি এক গিনি দিয়ে একটা বক্স নিলাম। আজ পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি কেন তা করেছিলাম, আর তা যদি না করতাম হ্যারী, তাহ'লে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্স থেকে বঞ্চিত হতাম। হাস্‌ছ তুমি · এ তোমার অতি বেয়াড়া রীতি।

"হাস্‌ছিনা ডোরিয়ান, অন্ততঃ তোমার জন্য হাস্‌ছিনা। তুমি কিন্তু জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্স কথাটি বোলোনা। বরং বলো তোমার জীবনের প্রথম রোমান্স। তোমাকে সবাই ভালোবাসে, আর তুমি চিরদিন যা প্রেম তারই প্রেমে জড়িয়ে থাকবে। যাকে বলি Grande Passion ··দুর্দম কামনা, সে হ'ল যে সব মানুষের কোনো কিছু কাজ নেই তাদের বিলাস। দেশের অলসগোষ্ঠীর এই কাজ। ভয় পেয়োনা এখনও অনেক অপূর্ব বস্তু তোমার মিল্‌বে, এই ত' সবে সুরু।"

ডোরিয়ান গ্রে রাগত কণ্ঠে বল্লেন—"আমি কি এতই ছ্যাবলা মনে কর?"

"না, আমার মনে হয় তোমার প্রকৃতি অতি গভীর।"

"তার মানে ?"

"খোকা, যারা জীবনে একবার মাত্র প্রেমে পড়ে তারাই অগভীর··· ছ্যাবলাশ্রেণীর। তারা যাকে নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা বলে, আমি তাকে বলি অলসতা বা কল্পনাহীনতা। বুদ্ধিজীবীর কাছে পারম্পর্য যা, আবেগময় জীবনে তারই নাম একনিষ্ঠত্ব। পরাজয়ের একটা স্বীকৃতি — একনিষ্ঠত্ব! ওটা একদিন পরে বিশ্লেষণ করে দেব। ওর মধ্যে সম্পত্তি কামনা আছে। এমন অনেক জিনিষ আছে যা আমরা ফেলে দিতাম, শুধু অপরে হয়ত কুড়িয়ে নেবে এই ভয়ে তা করি না। কিন্তু বাধা দিতে চাইনা, গল্পটা বলে যাও।"

"তারপর, আমি ত' সেই বিশ্রী ছোট্ট বক্সে গিয়ে বসলাম, সামনে একটা কুৎসিত ড্রপসীন। পরদার ফাঁকে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহটি নিরীক্ষণ করতে লাগ্‌লাম। চটকদার ব্যাপার, চারদিকে বিয়ের তৃতীয় শ্রেণীর কেকের মত···কিউপিড আর শ্রীপদ্ম আঁকা। গ্যালারী ও পিট প্রায় ভর্তি, কিন্তু সামনের দু সারি ষ্টল একেবারে ফাঁকা। ড্রেস সার্কেল বলে যেটি মনে হ'ল, সেখানে ত' কেউ নেই। জিঞ্জার বীয়ার আর কমলালেবু ফেরী করে মেয়েরা ঘুরছে, আর চতুর্দিকে সবাই ভীষণভাবে বাদামভাজা খাচ্ছে।"

"ব্রিটিশ নাটকের সেই স্বর্ণ যুগের ব্যাপার।"

"ঠিক তাই, আমারও তাই মনে হ'ল। বড়ই হতাশাময় পরিবেশ। ভাব্‌তে লাগ্‌লাম কি করা যায়, এমন সময় নাটকের বিজ্ঞাপন চোখে পড়্‌ল, কি নাটক অভিনীত হচ্ছিল বলো ত' হ্যারী ?"

"হয়ত দি 'ইডিয়ট বয়,' বা 'ডাম্ব বাট্ ইনোসেণ্ট'। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা ঐ জাতীয় নাটকই পছন্দ করতেন, বোধ হয়।"

"যতদিন যাচ্ছে ডোরিয়ান, ততই আমার মনে হচ্ছে আমাদের পিতৃ পিতামহের আমলে যা তাঁদের পক্ষে ভালো মনে হয়েছে আমাদের

পক্ষে তা মঙ্গলকর নয়। যেমন রাজনীতিতে তেমনই সাহিত্যে··· les grandperes ont toujours tort," পিতামহরা ভুল করে এসেছেন।"

"সেদিনের নাটক কিন্তু আমাদের এই কালের পক্ষেও ভালো, হ্যারী। রোমিও জুলিয়েটের অভিনয় হচ্ছিল। এমনই একটা তৃতীয় শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চে সেকস্‌পীয়রের রোমিও জুলিয়েট দেখতে হবে বলে আমি অতিশয় বিরক্ত হয়েছিলাম, তবু কৌতূহলও ছিল। যাই হোক অন্ততঃ প্রথম অঙ্ক দেখার জন্য বসে রইলাম। ভয়ংকর অর্কেষ্ট্রা, এক ভাঙা পিয়ানোর সামনে এক তরুণ ইহুদী, প্রায় পালিয়ে আস্‌ছিলাম, এমন সময় ড্রপ উঠ্‌লো, অভিনয় সুরু হ'ল। রোমিও বেশ মোটা সোটা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, কাকের মত কালো ভ্রূযুগ, বিষাদভরা ধরা গলা, আর আকারটি বীয়ারের পিঁপের মত। মারকুসিয়ো ততোধিক বিশ্রী। লোকটা নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়, কয়েকটা নিজস্ব ঢঙ ছিল, আর পিছনের সিটের দর্শকের অতি প্রিয়। দৃশ্যপটের মত উভয়েই বিরাট —কিন্তু জুলিয়েট! হ্যারী একবার কল্পনা কর - সতেরও পার হয়নি এমন একটি মেয়ে, ফুলের মত মুখ, গ্রীকধরনের মাথা, তাতে কুঞ্চিত কেশদাম, চোখদুটি যেন কামনার কূপ। ঠোঁট যেন গোলাপের পাপ্‌ড়ি। আমার জীবনের সুন্দরতম বস্তু। তুমি একদিন বলেছিলে ব্যথা ও বেদনায় তুমি অবিচল, কিন্তু এই সৌন্দর্য, এই অপূর্ব রূপরাশি নিশ্চয়ই তোমার চোখে জল আনত। সত্যি বল্‌ছি হ্যারী, আমার চোখের জলে সব এমন ঝাপসা হয়ে গেল, আমি ভালো করে বিশেষ কিছু যেন দেখতে পারছিলাম না। আর কণ্ঠস্বর··· এমন গলা কখনও শুনিনি। প্রথমটা অতি মৃদু অথচ সুরেলা, কানে এসে যেন মধুবর্ষন করে। কণ্ঠস্বর ক্রমেই চড়ায় উঠ্‌ল যেন বাঁশীর আওয়াজ, দূরাগত সানাই। প্রভাতী পাখীরা যখন গান করে তখন যে পরিবেশ সৃষ্টি

হয়, উত্থান দৃশ্যে সেই অপরূপ মোহ সঞ্চারিত হল। পরে বেহালার সুরের উন্মাদনা জেগেছে এমন মুহূর্তও এসেছিল। তুমি ত' জানো কণ্ঠস্বর মানুষকে কিভাবে আকুল করে। তোমার কণ্ঠ আর সিবিল ভেনের কণ্ঠস্বর এ দুটি জিনিষ আমি জীবনে ভুলবোনা। চোখ বন্ধ করলে সেই কণ্ঠ শুনি বিভিন্ন সুর কানে ভেসে এসে। কি যে করি ঠিক করতে পারিনা। কেন তাকে ভালোবাসবো না? হ্যারী আমি তাকে ভালোবাসি। আমার জীবনে সেই সব। রাতের পর রাত তার অভিনয় দেখতে যাই। কোনো রাতে সে রোসালিণ্ড. পরদিন সন্ধ্যায় সেই আবার ইমোজেন। ইতালীয় সমাধিতে প্রেমিকের ওষ্ঠ থেকে বিষলেহন করে তাকে মরতে দেখেছি। আরডেনের বনভূমিতে সঞ্চরন করতে দেখছি, বালকের ছদ্মবেশ, পায়ে মোজা, মাথায় টুপী। মেয়েটি উন্মাদ হয়ে অপরাধী সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা তিক্ত শিকড়ের স্বাদ গ্রহণ করতে দিয়েছে। নিষ্পাপ মেয়েটিকে বিদ্বেষ ও ঈর্ষার কালো হাত গলা টিপে মার্ছে। সকল বয়সে সকল পোষাকেই তাকে দেখেছি।

যারা সাধারণ মেয়ে, তারা কারো মনে আবেদন জাগায়না। তারা তাদের শতাব্দীতেই সীমাবদ্ধ। কোনো সৌন্দর্যাবলেপ তাদের রূপান্তর ঘটাতে পারেনা। ওদের মন আর মাথার মুকুট সহজেই জানা যায়। সহজেই তাদের বোঝা যায়। তাদের ভেতর কোনো রহস্য নেই। তারা সকালে পার্কে বেড়ায় আর অপরাহ্ণে চায়ের আসরে কলরব করে। তাদের ওজন করা হাসি আর ফ্যাসনদুরস্ত ভংগী আছে। তারা অদ্ভুত · কিন্তু অভিনেত্রী? অভিনেত্রীরা কিন্তু বিভিন্ন! ভালোবাসতে হলে শুধু অভিনেত্রীকেই ভালোবাসা যায়, একথা আমাকে আগে কেন বলোনি হ্যারী?

"বলিনি কারণ আমি ওদের অনেককেই ভালোবেসেছি।"

"রঙকরা মুখ আর ছোপানো চুল ··অদ্ভুত।"

"রঙকরা মুখ আর ছোপান চুলকে উপেক্ষা কোরোনা ভাই, ওদের মধ্যেও মাঝে মাঝে একটা অপরূপ মাধুরী মেলে।" লর্ড হেনরী বল্লেন।

"এখন দেখছি সিবিল ভেনের কথা তোমাকে না বল্লেই হত।"

"আমাকে না বলে থাকতে পারতেনা ডোরিয়ান। সারা জীবন ধরে তুমি যা কিছু করবে আমাকে বলে যাবে।"

"ঠিক বলেছ—হ্যারী, আমার ওপর তোমার একটা অদ্ভুত প্রভাব রয়েছে, যদি কোনো অপরাধ করে বসি তাহ'লেও তোমার কাছে এসে হয়ত স্বীকার কর্‌ব। তুমি ঠিক আমাকে বুঝবে।"

"তোমাদের মত লোক···যারা জীবনের রবিরশ্মি তারা অপরাধ করেনা। কিন্তু তোমার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ। তারপর বল ···দেশলাইটা এগিয়ে দাও ত' লক্ষ্মী ছেলে!·· ধন্যবাদ!·· এখন সিবিল ভেনের সংগে তোমার প্রকৃত সম্পর্কটা কি?"

ডোরিয়ান উঠে দাঁড়াল, তার মুখ রক্তিম, চোখ জ্বলছে। বল্‌ল— "হ্যারী—সিবিল ভেন অতি পবিত্র।"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"পৃথিবীতে যা পবিত্র তাই শুধু স্পর্শযোগ্য ডোরিয়ান···কিন্তু তুমি চট্‌ছ কেন? আশাকরি একদিন তোমরা বিবাহ বন্ধনে ধরা দেব। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন আত্মবঞ্চনা থেকে সুরু করে, আর অপরকে প্রবঞ্চনা করেই তার পরিসমাপ্তি। একেই লোকে বলে রোমান্স। যাই হোক, মেয়েটির সংগে আলাপ হয়েছে ত'?"

"নিশ্চয়ই! আমাদের পরিচয় হয়েছে। প্রথম রাত্রেই সেই অদ্ভুত বৃদ্ধ ইহুদী অভিনয়ান্তে বক্সে এসে আমাকে সাজঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে মেয়েটির সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব জানালেন। আমি চটে উঠে বল্লাম, জুলিয়েট অনেককাল আগেই গত হয়েছে, ভেরোনার মর্মর সমাধির নীচে তার মৃতদেহ শান্তিতে শুয়ে আছে। লোকটি এমনই

সবিস্ময়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল, মনে হ'ল তার ধারণা হয়েছে আমি একটু বেশী মাত্রায় স্যাম্পেন বা আর কিছু টেনেছি।"

"তা আর আশ্চর্য কি!"

"লোকটি তারপর জানতে চাইল আমি কোনো সংবাদপত্রে লিখে থাকি কিনা। আমি বল্লাম—লেখা দূরে থাক আমি সংবাদপত্র কখনও পড়িনা পর্যন্ত। লোকটি ত' সে কথায় ভীষণ হতাশ হয়ে গেল···তারপর আমাকে গোপনে জানালো যে সব নাট্য-সমালোচকই ওদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, আর তাদের সবাইকেই নাকি পয়সা দিয়ে কেনা যায়।"

"কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলেনি, বরং ওঁদের আকৃতি দেখে মনে হয়না যে ওঁরা তেমন বহুমূল্য।"

ডোরিয়ান হেসে বলল—"যাই হোক লোকটির কিন্তু ধারণা যে ওরা তার নাগালের বাইরে—ইতিমধ্যে আবার থিয়েটারের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল··আমাকে চলে আসতেই হল। লোকটি একটা চুরুট দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল···খুব নাকি ভালো চুরুট···আমি প্রত্যাখান করলাম। পরদিন রাতে আমি আবার সেখানে গেলাম। লোকটি আমাকে দেখে আবার মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বল্ল আমি একজন কলারসিক বদান্য পৃষ্ঠপোষক। লোকটা অতি বেয়াড়া, কিন্তু সেকস্‌পীয়ার সম্বন্ধে তার বিশেষ দুর্বলতা। আমাকে একবার বলেছিল এই 'চারণকবি'র (সেক্সপীয়ারকে ঐ নামেই সে উল্লেখ করত) জন্য সে পাঁচবার দেউলিয়া হয়েছে। এটা তার একটা বৈশিষ্ট্য বলেই মনে করে।"

"নিশ্চয়ই একটা বৈশিষ্ট্য বৈকি ডোরিয়ান, এ এক মহৎ বৈশিষ্ট। জীবনের গদ্যময় অংশের জন্য অনেক মানুষ দেউলিয়া হয়, কাব্যের খাতিরে দেউলিয়া হওয়া একটা মর্যাদার বিষয়। কিন্তু মিস্‌ সিবিল ভেনের সংগে তোমার প্রথম কথাটা হল কখন ?"

"তৃতীয় রাত্রে। সেদিন রোসালিণ্ডের ভূমিকায় অভিনয় কর্‌ছিল, ভেতরে না গিয়ে পারলাম না। কিছু ফুল ছুঁড়ে ফেলেছিলাম, মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়েছিল, অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছিল। বুড়ো ইহুদী ভীষণ ঝুলোঝুলি করতে লাগল, আমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই রাজী হলাম। ওকে না জানাটা আমার পক্ষে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হ'ত ··নয় কি?"

"না, আমার অবশ্য তা মনে হয় না।"

"কেন ভাই হ্যারী?"

"অন্য এক সময় বলব, এখন তোমার সেই মেয়েটির কথা বলো শুনি!"

"সিবিল? মেয়েটি ভীষণ লাজুক আর কি ভদ্র। একেবারে যেন শিশুর মত। আমি যখন তার অভিনয়ের কথা বললাম, তখন ওর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'ল, নিজের শক্তি সম্পর্কে সে যেন সম্পূর্ণ অচেতন। মনে হয় আমরা দুজনেই একটু নার্ভাস হয়েছিলাম। সেই ধূলিমলিন সাজঘরের দরজায় বুড়ো ইহুদীটা দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের উভয়ের সম্পর্কেই তার কি বক্তৃতা, আর আমরা দুজনে শিশুর মত পরস্পরের পানে চেয়ে রইলাম। লোকটা আমাকে সমানে 'মাই লর্ড' বলে সম্বোধন কর্‌ছিল, তাই সিবিলকে জানালাম আমি ওসব কিছুই নই। মেয়েটি শুধু বল্ল তোমাকে রূপকথার রাজপুত্রের মত দেখতে, আমি তোমাকে রাজকুমারই বলব।"

"একথা আমাকে বল্‌তেই হবে ডোরিয়ান, মিস্ সিবিল অন্ততঃ তোমার প্রাপ্য প্রশংসাটুকু দিতে জানে।"

"তুমি তাকে ঠিক বুঝতে পার্‌ছ না, হ্যারী। সে আমাকে অভিনয়ের একটি চরিত্র মাত্র মনে করেছে। জীবনের সে কিছুই জানে না। মার সংগে থাকে, ক্লান্ত জননী। ম্যাজেণ্টা রঙের একটা আলোয়ান গায়ে

দিয়ে লেডী ক্যাপুলেটের ভূমিকায় প্রথম রজনীতে অভিনয়ে নেমেছিলেন···দেখে মনে হয় একদিন তিনি সুখের মুখ দেখেছিলেন।"

নিজের আংটিটি পরীক্ষা করতে লাগলেন লর্ড হেনরী, বল্লেন— "ও রকম আকৃতি আমার দেখা আছে, ওতে আমার মনটা দমে যায়।"

"ইহুদীটা আমাকে ভদ্রমহিলার ইতিহাস বলতে চেয়েছিল, আমি তাঁকে নিরস্ত করে বল্লাম ওতে আমার আগ্রহ নেই।"

"ঠিকই করেছ। অপরের জীবনের ট্রাজেডি জানার ভেতর চিরদিনই একটা নীচতা আছে।"

"সিবিলই একমাত্র প্রাণী যাতে আমার আগ্রহ, কোথা থেকে যে এল সে জেনে আমার লাভ কি? তার ঐ ছোট্ট পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব কিছুর ভেতরই একটা পরিপূর্ণ স্বর্গীয় বিভূতি। আমার জীবনের প্রতি রজনীতেই তার অভিনয় দেখ্‌তে যাই, আর প্রতিদিনই সে সুন্দরতর হয়ে উঠ্‌ছে।"

"এই কারণেই বোধকরি আজকাল আর আমার সংগে ডিনারে আসতে পারোনা? আমি ভেবেছিলাম একটা কিছু রোমান্স নিয়ে মেতে আছো, তবে ঠিক এই রোমান্সটা আমি আশা করিনি।"

ডোরিয়ান তার নীল চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে বল্‌ল "সেকি হ্যারী! আমি ত' তোমার সংগে হয় লাঞ্চ নয় সাপার খাই, অনেকবার অপেরাতেও ত' এক সংগে গেছি।"

"এসেছ, কিন্তু ভীষণ দেরী করে আস!"

সে বল্‌ল –"সিবিলের অভিনয় না দেখে আমি থাক্‌তে পারিনা, এমন কি সামান্য একটা অঙ্কের অভিনয় হলেও আমি দেখে থাকি। ওর উপস্থিতির জন্য আমি বুভুক্ষিত হয়ে থাকি। আর যখন ঐ শুভ্রতার গহনে যে অপূর্ব আত্মা আত্মাগোপন রয়েছে তার কথা ভাবি তখন আমার মনটা কেমন আতংকে ভরে যায়।"

"আজ রাতে আমার সংগে ডিনার খাবে ডোরিয়ান, আসতে পারবে?"

ডোরিয়ান মাথা নাড়ল। বল্‌ল—"আজ রাত্তিরে ও ইমোজেন, আর আগামী কাল জুলিয়েট।"

"আর কখন তিনি সি বি ল ভে ন?"

"কখনও নয়।"

"তোমাকে অভিনন্দন জানাই।"

"তুমি অতি বেয়াড়া লোক। সিবিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নায়িকাদের সমন্বয়। সে একটি স্বতন্ত্র প্রাণী নয়। তুমি হাস্‌ছ, কিন্তু আমি তোমাকে বল্‌ছি, মেয়েটির প্রতিভা আছে। আমি ওকে ভালোবাসি আর সে যাতে আমাকে ভালোবাসে সে ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি ভাই জীবনের সব রহস্যই ত' জানো, বলে দাও কি করে সিবিল ভেনকে মোহিত করে তার ভালোবাসা পাব। রোমিওকে ঈর্ষিত করতে চাই। পৃথিবীর মৃত নায়কদের আত্মা আমাদের হাসি শুনুক, বেদনা বোধ করুক। আমি চাই যে আমাদের হৃদয়াবেগের নিশ্বাস ওদের ধূলিময় জীবনকে চেতন করে তুলুক। বিধাতা জানেন···হ্যারী···আমি ওকে বড় ভালোবাসি।" কথা বলার সময় ও সারা ঘরটিতে পায়চারী করছিল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল···অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে।

একটা প্রচ্ছন্ন প্রসন্নতায় লর্ড হেনরী ওকে লক্ষ্য করছিলেন। বেসিলের ষ্টুডিয়োতে দেখা সেই লাজুক, ভীরু ছেলেটির সংগে এ দিনের ডোরিয়ান কত বিভিন্ন। ওর চরিত্র ফুলের মত বিকশিত হয়েছে, এখন তার রক্তাভ কোরকগুলি প্রস্ফুটিত। এখন গোপন-গহ্বর থেকে আত্মা বাইরে এসে উঁকি দিচ্ছে, পথে কামনা এসে দেখা দিয়েছে।

লর্ড হেনরী অবশেষে বল্লেন—"এখন তা'হলে কি করবে মনে করেছ?"

"তুমি আর বেসিল একদিন রাতে এসে ওর অভিনয় দেখ। ফল সম্বন্ধে আমার এতটুকু আশংকা নেই। তোমরা তার প্রতিভা স্বীকার

করবেই। তারপর ঐ ইহুদীর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে হবে। তিন বছরের জন্য ওর কাছে সে চুক্তিবদ্ধ, এখন থেকে হল প্রায় দু'বছর আট মাস। আমি ওকে অবশ্য কিছু দেব। এই সব ব্যবস্থা হয়ে গেলে ওকে ওয়েষ্ট এনডের থিয়েটারে এনে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত করব্। তারপর ও আমাকে যেমন পাগল করেছে সারা পৃথিবীকে তেমনই মাতিয়ে তুল্‌বে।"

"সেটি অবশ্য সম্ভব নয়···খোকা।"

"সত্যি, দেখো ও তাই করবে। শুধু যে ওর আর্ট জ্ঞান আছে তা নয়, আছে একটা আর্ট-চেতনা, আর আছে ব্যক্তিত্ব। আর তুমি ত' বলেছ মতবাদ নয় ব্যক্তিত্বই যুগকে পরিচালিত করে।"

"বেশ, কোন রাত্তিরে আমরা যাব ?"

"দাঁড়াও দেখি···আজ হ'ল মঙ্গলবার, কাল ঠিক করা যাক, কাল ও জুলিয়েট।"

"বেশ···রাত আটটায় ব্রিষ্টল, আমি বেসিলকে নিয়ে আস্‌ব।"

"আটটা নয় হেনরী···সাড়ে ছটা। পর্দা ওঠার আগেই ওখানে আমাদের যাওয়া চাই। প্রথম দৃশ্যে যেখানে রোমিওর সংগে দেখা হচ্ছে, সেটি দেখা চাই।"

"সাড়ে ছটা অতি বেয়াড়া সময়। যেন মাংস-চা খাওয়া, ইংরেজী নভেল পড়ার মত। সাতটা করো। সাতটার আগে কোনো ভদ্রলোক ডিনার খায় না। ইতিমধ্যে বেসিলের সংগে দেখা করবে ? না আমি তাকে চিঠি দেব ?"

"বেসিল ! প্রায় সপ্তাহখানেক ওদিকে যাইনি। আমার পক্ষে অবশ্য অতি বেয়াড়া ব্যাপার। একটা অপূর্ব ফ্রেমে বাঁধিয়ে ও ছবিটা আমাকে পাঠিয়েছে, নিজের ডিজাইন। যদিও ছবিটা সম্পর্কে আমি মনে মনে ঈর্ষান্বিত, কারণ ছবিতে প্রায় এক মাসের মত বয়স কম দেখায়, তবু স্বীকার করতেই হবে আমি ছবিটিতে আনন্দ পেয়েছি। তুমি ওকে

বরং একটা চিঠি দিয়ে দাও। আমি ওর সংগে একা দেখা করতে চাই না। এমন সব কথা বলে আমার রাগ হয়···কেবল সদুপদেশ।”

লর্ড হেনরী হাসলেন—“মানুষের নিজের যেটা বেশী প্রয়োজন সেইটাই সে অপরকে দিতে ভালোবাসে। আমি বলি ওর নামই মহানুভবতার গভীরতা।”

“বেসিল লোকটা খুব ভালো, তবে কেমন যেন ফিলিস্তিনের মতো। তোমার সংগে পরিচয় হওয়ার পর আমি এটা আবিষ্কার করেছি।”

“ভায়াহে! যা কিছু মাধুর্যময় বেসিল তাই ওর নিজের কাছে ঢেলে দিতে চায়। ফলে দাড়িয়েছে এই যে নিজের মতবাদ, পক্ষপাত আর বুদ্ধিটুকু ছাড়া জীবনের আর কিছু রাখেনি। যে সব আর্টিষ্টকে ব্যক্তিগতভাবেও বেশ মনোহর লেগেছে তারা সবাই খারাপ শিল্পী। ভালো শিল্পী যা সৃষ্টি করে তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, ফলে তারা নিজে যা তা হয়ে পড়ে অকিঞ্চিৎকর। বড় কবি, প্রকৃত যিনি মহৎ কবি, সকল মানুষের চাইতে তিনিই সব চেয়ে বড় অ-কবি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট কবিরা অতি চমৎকার। কবিতা তাদের যতই খারাপ হোক, আকৃতি মনোরম। দ্বিতীয় শ্রেণীর সনেট সমষ্টি দিয়ে কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছে সেই গৌরব তাকে দুর্দমনীয় করে তোলে। যে কবিতা রচনা করার সামর্থ্য নেই সেই কবিতার ভেতরই সে বাস করে, আর অপরে এমন কবিতা রচনা করে যার মর্ম তারা নিজেই গ্রহণ করতে পারে না।”

টেবিলের ওপর থেকে একটা বড় সুগন্ধির শিশি থেকে কিঞ্চিৎ গন্ধসার রুমালে ঢেলে ডোরিয়ান বল্‌ল—“হ্যারী, কথাটি কি ঠিক? তুমি যখন বল্‌লে, নিশ্চয়ই তাই। এখন আমি কিন্তু যাই। ইমোজেন আমার প্রতীক্ষায় আছে। আগামী কালের কথা কিন্তু ভুলোনা··· আচ্ছা···গুড্ বাই।”

ডোরিয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর লর্ড হেনরীর ভারী চোখের

পাতা নেমে পড়্‌ল, তিনি চিন্তা করতে লাগ্‌লেন। সত্যি···ডোরিয়ান গ্রের মত—এমন ভাবে খুব কম লোকই তাঁকে আকর্ষণ করেছে, আর তবু এই বালকের অপরের প্রতি আগ্রহ ও আকাঙ্খায় তাঁর মনে এতটুকু ঈর্ষা বা বিরক্তি নেই। বরং তিনি খুসী হয়েছেন। এতদ্বারা ছেলেটির সম্বন্ধে কৌতূহল আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে তিনি চিরদিনই আনন্দ বোধ করেছেন। কিন্তু সেই বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়বস্তু তাঁর কাছে তুচ্ছ অর্থহীন মনে হয়েছে।

তাই চুলচিরে আত্ম-বিশ্লেষণ করতে সুরু করলেন, এতকাল যেমন অপরকে করে এসেছেন। মানব-জীবন রীতিমত একটা গবেষণার বিষয়। তুলনায় এর তুল্যমূল্য আর কিছুই নেই। এমন সূক্ষ্ম বিষ আছে যার প্রতিক্রিয়া জানতে হলে সেই বিষ আস্বাদ করা চাই, এমন অনেক ব্যাধি আছে যে তার প্রকৃতি জানতে হলে সেই ব্যাধির জ্বালা ভোগ করতে হয়। তারপর কি অপরূপ পুরস্কারই না মেলে। সারা জগৎ তখন চোখের ওপর কেমন বিস্ময়ের বস্তু হয়ে ওঠে। বাসনার কঠিন লজিক, প্রজ্ঞার সেই ভাবাবেগপ্রধান রঙীন জীবন···কোথায় তারা মেশে, কোথায় তাদের বিচ্ছেদ···কোন পথে মিলন, কোথায় বিরহ···এসব লক্ষ্য করতে ভালো লাগে, তার ভেতর একটা আনন্দ আছে। এই পিপাসার জন্য মানুষ চরম মূল্যই দিতে পারে।

লর্ড হেনরী সচেতন হয়ে উঠলেন···এই চিন্তা তাঁর চোখে একটা ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে, তাঁরই কয়েকটি কথায়, সুরেলা বাচন-ভংগীর ফলে ডোরিয়ান গ্রের মনকে এই শুভ্রা তরুণীটির ওপর আকৃষ্ট করেছে, সে তাকে বন্দনা সুরু করেছে। ছেলেটি অনেকাংশে তাঁরই হাতে গড়া। একটু অকালে তাকে সচেতন করা হয়েছে···কিন্তু তারও মূল্য আছে। সাধারণতঃ জীবনের রহস্য যতক্ষণ না উন্মোচিত হয় ততক্ষণ সে অপেক্ষায় থাকে, কিন্তু শুধু নির্বাচিত কয়েকজনের জীবনে এই অবগুণ্ঠন

খোলার আগেই জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিক্রিয়া আর্টের···বিশেষতঃ সাহিত্য—হৃদয়াবেগ আর বুদ্ধিবৃত্তি নিয়েই সাহিত্যের কারবার।

ছোকরাটি অপরিণত, বসন্ত শেষ হওয়ার আগেই তার ফসল কুড়ানোর পালা স্বরু হয়েছে। যৌবনের চঞ্চল স্নায়ু শিরা আর আবেগ দুই-ই এর ভেতর আছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ও আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছে। ওকে দেখলে আনন্দ হয়। এমন অপরূপ মন আর স্বকুমার মুখশ্রী ডোরিয়ানের, যে ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। কি আকারে এর পরিণতি···কোথায় বা এর শেষ, কি এসে যায় সে কথায়। ও যেন একটা মিছিল বা নাটকের একটা মনোহর মূর্তি। ওর যা আনন্দ অন্যের কাছে তা সুদূর···অথচ ওর বেদনায় অপরের সৌন্দর্যবোধ আন্দোলিত হয়। আর ওর ক্ষত লাল গোলাপের মতই রক্তিম।

দেহ আর মন, মন আর দেহ···কি রহস্যময় বস্তু—মনের একটা পাশবিক দিক আছে, কিন্তু দেহে আছে অধ্যাত্ম মুহূর্ত। চেতনা সূক্ষ্ম হতে পারে, বুদ্ধিবৃত্তি ম্লান হয়ে যায়। কামনার আবেগ—কোথায় সমাপ্তি, বা দৈহিক অনুভূতির কোথায় স্বরু কে বলতে পারে? সাধারণ মনঃস্তাত্ত্বিকের এক তরফা সংজ্ঞা কত অগভীর। অথচ বিভিন্ন মতের যুক্তি খণ্ডন করাও কঠিন। আত্মা কি পাপের আশ্রয়ে অধিবাসী ছায়া মাত্র? জিওরদানো ব্রুনোর কথামত সত্যই কি আত্মার অন্তরে দেহ আছে? পদার্থ থেকে শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা একটা রহস্য, আবার শক্তিকে পদার্থে একীভূত করাটাও আর এক রহস্য।

লর্ড হেনরী ভাবতে থাকেন, মনস্তত্ত্বকে কি আমরা এমন এক সঠিক বিজ্ঞানে পরিণত করতে পারব, যদ্বারা জীবনের মর্মবাণী আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমরা চিরদিন নিজেদেরই ভুল বুঝি আর

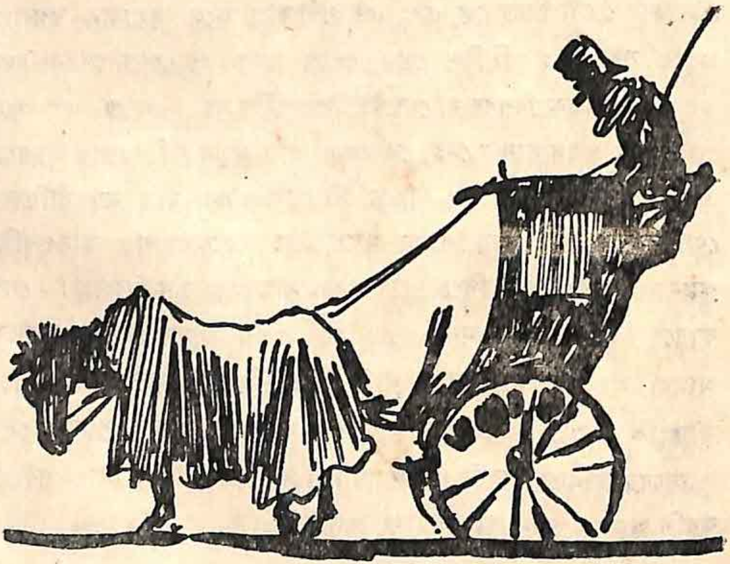
অপরকে কদাচিৎ বুঝি। অভিজ্ঞতা···তার কি কোনো নীতিগত মূল্য আছে···জীবনের অসংখ্য ভুলের সমষ্টির এই অর্থহীন নাম।

মানুষ তাদের ভ্রমকে এমনই একটা নাম দিয়েছে। নীতিবাগীশরা এটাকে একটা সতর্কতার রীতি ধরে নিয়েছেন, চরিত্রগঠনে এর একটা নীতিগত নিরাময়তা আছে এই তাঁরা বলে থাকেন। এই বলে তাঁরা এর প্রশংসা করেছেন কারণ কি আমাদের অনুসরণীয় তা দেখিয়েছে, আর কি এড়িয়ে যেতে হবে তার শিক্ষা দিয়েছে। বিবেকের মত এরও অতি অল্পই সক্রিয় কারণ আছে। প্রকৃতপক্ষে যা দেখান হয়েছে তাতে জানা যায় অতীতের মতই হ'বে আমাদের ভবিষ্যৎ। আর যে পাপ একবার করেছি, তার জন্য অনুতাপ করেছি, আবার বহুবার সেই পাপই পরমানন্দে করে যাব।

তাঁর মনে সহসা একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বাসনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের একমাত্র পন্থা হ'ল পরীক্ষামূলক পন্থা, আর ডোরিয়ান গ্রে হ'ল তার তৈরী বিষয় বস্তু, এবং এই পরীক্ষার ফলে মূল্যবান ফললাভ করার সম্ভাবনা। সিবিল ভেন সম্বন্ধে তার এই প্রেমোন্মাদনা এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় যা মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। অবশ্য এর মূলে কৌতূহলই প্রবল সন্দেহ নেই, কৌতূহল আর নতুন অভিজ্ঞতার আগ্রহই এখানে প্রখর হয়ে উঠেছে।···কিন্তু এটি সরল বাসনা মাত্র নয় রীতিমত যৌগিক ব্যাপার। এর পিছনে আছে কৈশোরের সহজাত কামপ্রবৃত্তি, কল্পনার পক্ষীরাজের পিঠে উঠে কামনা আজ অন্য রূপ নিয়েছে। সেই কারণে অবস্থাটা বিপজ্জনক। যে সব বাসনা কামনার উৎস সম্পর্কে আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করে থাকি সেইগুলি আমাদের প্রবলভাবে আতংকিত করে। যে প্রবৃত্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা সচেতন সেই আমাদের দুর্বলতম প্রবৃত্তি। যখন আমরা অপরের ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা করছি আসলে তখন আত্ম-পরীক্ষা চলেছে।

লর্ড হেনরী যখন এই ভাবে স্বপ্ন-বিলাসে আচ্ছন্ন, তখন দরজায় ঘা পড়্‌ল, তাঁর ভ্যালেট্ ঘরে এল। সে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছে যে ডিনারের পোষাক পরার সময় হয়েছে। লর্ড হেনরী উঠে পড়ে বাহিরে রাস্তার দিকে তাকালেন। অপরদিকের বাড়িগুলির উপরতলার জানালাগুলিতে অস্তমান সূর্যের সোনালি আলো এসে পড়েছে, জলন্ত ইস্পাতের মত জানালার কাঁচগুলি উদ্ভাসিত। উপরের আকাশ বিবর্ণ গোলাপের মত ম্লান হয়ে আস্‌ছে। লর্ড হেনরী তাঁর বন্ধুটির আগুন-রাঙা তরুণ জীবনের কথা চিন্তা করতে লাগ্‌লেন···কি ভাবে তার পরিণতি ঘটবে কে জানে।

রাত সাড়ে বারটার পর বাড়ি ফিরে লর্ড হেনরী দেখ্‌লেন হল ঘরের টেবিলে একটি টেলিগ্রাম পড়ে রয়েছে। খুলে দেখ্‌লেন ডোরিয়ান গ্রে লিখেছে···সিবিল ভেনের সংগে তার বিবাহের কথা পাকা হয়ে গেছে।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোট্ট বস্‌বার ঘরে ক্লান্ত জননী বসেছিলেন, তাঁর কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বল্‌ছিল···"মা···মাগো, আজ আমার বড় আনন্দ! আর তুমিও নিশ্চয়ই আমার এ আনন্দে খুসী হয়েছে মা মনি।"

ব্যথাহত মিসেস্ ভেন, তাঁর শাদা হাতদুটি মেয়ের কপালে রেখে প্রতিধ্বনি করলেন—"খুসী! যখন তোকে অভিনয় করতে দেখি তখনই আমি বেশী-খুসী হই। এখন অভিনয় ছাড়া আর কিছুর কথা মনে আনিসনি। মিঃ আইস্যাক্‌স আমাদের প্রতি অতি সদয়···আমরাও তাঁর কাছে ঋণী। তিনি টাকা পাবেন।"

মেয়েটি মুখ তুলে তাকিয়ে বল্‌ল—"টাকার কথা বলছ মাগো? টাকার কি প্রয়োজন মা? ভালোবাসার দাম যে টাকার চেয়ে বেশী।"

"মিঃ আইস্যাক্‌স আমাদের দেনা শোধ করার জন্য পঞ্চাশ পাউণ্ড ধার দিয়েছেন, জেমসের কাপড়-চোপড়ের জন্যও দিয়েছেন। সেকথা ভুলিস্‌নি মা সিবিল। পঞ্চাশ পাউণ্ড মোটা টাকা। মিঃ আইস্যাক্‌স অতি বিবেচক।"

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে যেতে যেতে মেয়েটি বল্‌ল—"কিন্তু লোকটি মোটেই ভদ্র নয় মা···যেভাবে আমার সংগে কথা বলে তাতে ঘৃণা হয়।"

একটু রাগত স্বরে বৃদ্ধা বল্‌লেন—"উনি না থাক্‌লে আমরা কি যে করতাম জানিনা।"

সিবিল ভেন মাথা নেড়ে হেসে বলল—"আর তাকে দরকার নেই মা, এখন রাজপুত্তুর আমাদের সব ভার নেবেন।" তারপর সে

একটু থাম্‌ল। মুখখানি রক্তিম হয়ে উঠ্‌ল···দ্রুত নিঃশ্বাসে ঠোঁটদুটি কাঁপতে লাগল। বাসনার দখিনা বাতাস যেন তার ওপর বয়ে গেল··· পোষাকের অংশগুলি সে বাতাসে আন্দোলিত। মেয়েটি এবার শুধু বলল—"আমি যে ওকে ভালোবাসি মা!"

জবাবে তোতাপাখীর মত শুধু শোনা গেল "বোকা মেয়ে! বোকা মেয়ে!" কৃত্রিম মণিখচিত আংটি পরা শীর্ণ আঙুলের আন্দোলনে কথাটির গুরুত্ব যেন বেড়ে ওঠে।

মেয়েটি আবার হেসে ওঠে। তার কণ্ঠস্বরে খাঁচার পাখীর আনন্দ কাকলী। চোখদুটী সেই তালে তালে মিলিয়েছে···তারপর যেন রহস্য-টুকু প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য আবার বুজে গেল। যখন আবার খুল্‌ল তখন তার ওপর দিয়ে স্বপন কুহেলী প্রবাহিত হয়ে গেছে।

সরু ঠোঁটের জ্ঞানগর্ভ বাণী সেই পুরাতন আরাম কেদারা থেকে ভেসে বেড়ায়···দূরদর্শিতার কথা বলে, ভীরুতা সম্পর্কিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতবাণী বলে। মেয়েটি শোনেনা, বাসনার কারাগারে সে মুক্ত পক্ষ। তার জীবনের রাজপুত্র, রূপকথার রাজপুত্র, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসেছে, স্মৃতি দিয়ে তাকে সে নতুন করে গড়ছে, তার মনকে পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে খুঁজে আন্‌তে, মন তাঁকে বন্দী করে এনে হাজির করেছে। ওর মুখে তাঁর চুম্বনের জলন্ত উত্তাপ। তাঁর নিশ্বাসে ওর আঁখি-পল্লব উত্তপ্ত।

বৃদ্ধা পদ্ধতি বদ্‌লিয়ে অবলোকন ও আবিষ্কার সম্বন্ধে কথা বলতে লাগলেন। তরুণটি হয়ত ধনী। তা যদি হয় তাহলে অবশ্য বিবাহের কথা ভাবা যায়। তাঁর কানের পাশে সাংসারিক ধূর্তামির তরঙ্গ প্রবাহিত···তীরটি ঠিক মত নিক্ষেপ করা হয়েছে, পাতলা ঠোঁট দুটি নড়ছে···তারপর হাসির রেখা দেখা গেল।

সহসা মেয়েটির কথা বলার বাসনা হল, নীরবতা তার কাছে পীড়া-

দায়ক। সে বলে উঠ্‌ল—"মা-ও কেন আমাকে অত ভালবাসে? আমি যে কেন ভালোবাসি তা জানি। ভালোবাসি তার কারণ ও হোল ঠিক প্রেমের মতই দেখ্‌তে, প্রেমের আকার বুঝি এই রকম, কিন্তু ও আমার ভেতর কি পেয়েছে? আমি ওর যোগ্য নই। কিন্তু তবু···ওর চেয়ে নিজেকে এত নীচে মনে হলেও আমি যেন ওর কাছে কিছুতেই ছোট নই। আমার কেমন গর্ব হয় মা, ভীষণ গর্ব···মা, রাজপুত্তুরকে আমি যেমন ভালোবেসেছি তুমি কি বাবাকে সেই রকম ভালোবাসতে?"

বৃদ্ধা রমণীর পাউডার চর্চিত মুখখানি ম্লান হয়ে গেল, শুখ্‌নো ঠোঁট ছুটি বেদনায় আকুল হয়ে উঠ্‌ল। সিবিল তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে গলায় হাত জড়িয়ে চুমু খেয়ে বল্‌ল—"মাফ করো মা, আমি জানি বাবার কথা বল্‌তে তোমার কষ্ট হয়, কিন্তু এই বেদনার কারণ, তুমি তাঁকে এত ভালোবাসতে তাই। অমন করুণ মুখে থেকোনা মা, কুড়ি বছর আগে তুমি যেমন আনন্দে ছিলে···আজ আমার সেই আনন্দ। সারা জীবন যেন এই আনন্দেই কাটে।"

"খুকী···প্রেমের কথা জানার পক্ষে তোর বয়স অতি কাঁচা। তাছাড়া এই ছোকরাটির সম্বন্ধে তুমি কতটুকুই বা জানো? তাঁর নাম পর্যন্ত জানোনা। সব ব্যাপারটিই গোলমেলে, তার ওপর জেমস আবার এই সময় অষ্ট্রেলিয়া যাচ্ছে, কত কি ভাব্‌তে হচ্ছে। এসব কথা তোমার একটু ভাবা উচিত ছিল মা। যাই হোক···আমি ত' আগেই বলেছি ও যদি ধনীর সন্তান হয়···"

"মা, মা মনি, আমায় একটু সুখী হ'তে দাও মা।"

মিসেস ভেন তার মুখের পানে তাকালেন···অভিনেত্রীর জীবনে অভিনয় করাটাই স্বভাবে দাঁড়ায়, তাই একটা অভিনয়ের কৃত্রিম ভংগীতে মেয়েকে দুই বাহুর ভেতর টেনে নিলেন। এই সময় দরজা খুলে বাদামী রঙের চুলওলা একটি ছেলে ঘরে এসে ঢুকলো। ছেলেটি বেশ সুপুষ্ট, হাত

পা বড়, চলাফেরা একটু বেয়াড়া ধরণের। বোনের মত অমন সুন্দরভাবে মানুষ হয়নি, উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান তা ভালো করে না দেখ্‌লে বোঝার উপায় নেই। মিসেস ভেন তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ছেলেকে দর্শক শ্রেণীভুক্ত করে নিয়েছেন, তাঁর মূক অভিনয় যে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

ছেলেটি অনুযোগের স্বরে বল্‌ল—"আমার জন্য কয়েকটি চুমু জমা রাখিস্ দিদি ভাই।"

মেয়েটি বলে ওঠে—"তুমি যে আবার চুমু ভালোবাসনা জিম, বুড়ো ভাল্লুক কোথাকার।" এই বলে দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

বোনের মুখের পানে করুণ ভাবে চেয়ে জেমস্ ভেন বল্‌ল—"আমার সংগে একটু বেড়াতে যাবি সিবিল···আর যে এই নোঙরা লণ্ডন দেখতে পাব তার আশা নেই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

অভিনয়ের একটা পুরাতন পোষাকে তালি বসাচ্ছিলেন মিসেস ভেন, তিনি বলে উঠ্‌লেন—"অমন সর্বনেশে কথা বলিসনি বাবা জিম্।" ওদের দলে জিম যোগ দেয়নি বলে তিনি হতাশ হয়েছিলেন তাহলেই বেশ একটা নাটকীয় ছবি গড়ে উঠ্‌ত।

"কেন মা? আমি ত' এই মনে করি।"

"তোমার কথায় আমি ব্যথা পাই খোকা। আশা করি অষ্ট্রেলিয়া থেকে তুমি একদিন মানুষ হয়ে ফিরে আস্‌বে। কলোনীতে নিশ্চয়ই কোনো সমাজ নেই, অন্ততঃ তাকে একটা ভদ্র সমাজ বলা যায় না··· তাই যখন তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে, তখন লণ্ডনে ফিরে এসে নিজের একটা আসন ঠিক করে নেবে।"

ছেলেটি বলে—"সমাজ! আমি সমাজ টমাজ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই না মা···কিছু টাকা করতে চাই তারপর তোমাকে আর

সিবিলকে ষ্টেজ থেকে টেনে নিয়ে আস্‌ব···ও আমার ভালো লাগেনা, কেমন ঘৃণা হয়।"

সিবিল বলে ওঠে—"ওঃ জিম, তুই কি নিষ্ঠুর! কিন্তু সত্যি আমার সংগে বেড়াতে যাবি নাকি? চমৎকার হবে!···ভাবছিলাম হয়ত বা তোর বন্ধুদের কাছে বিদায় নিতে যাবি···টম হার্ডি, যে তোকে সেই অদ্ভুত পাইপ দিয়েছিল, কিংবা নেড ল্যাংটন, পাইপ খাওয়া নিয়ে যে তোকে ঠাট্টা করে। আজকের শেষ দিনটিতে আমাকে সংগে নিচ্ছিস সত্যি এ তোর অতিশয় করুণা কিন্তু কোথায় যাবো আমরা? চল পার্কে যাই।"

ছেলেটি ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্লে—"আমি বড় নোংরা, শুধু পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিরাই ত' পার্কে যান।"

জিমের কোটের হাতা টেনে মৃদুগলায় সিবিল বল্‌ল—"পাগ্‌লামি করিস্‌নি।"

একটু ইতঃস্ততঃ করে সে অবশেষে বল্‌ল—"বেশ, কিন্তু বেশী দেরী করোনা যেন সাজ করতে।" মেয়েটি নাচের ভংগীতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ওপরের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে গান গাইছে শোনা গেল···তার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

দু তিন মিনিট ঘরের ভেতর পায়চারী করে ছেলেটি, চেয়ারে স্থির হয়ে মা বসে আছেন···সে বল্‌ল—"মা আমার জিনিষপত্র গোছ হয়েছে?"

কাজের ওপর নজর রেখে তিনি বল্লেন—"সব ঠিক আছে বাবা।" কয়েক মাস ধরে এই রূঢ় রুক্ষ ছেলেটির সংগে একা কথা বলতে তিনি অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন। ওর চোখে চোখ পড়লে তাঁর অগভীর প্রকৃতি বিব্রত হয়। তিনি ভাবেন, ও কি কিছু সন্দেহ করে? কেন ওর এই নীরবতা? ও কোনো কথা বলেনা···এ তাঁর কাছে অসহনীয়। তিনি

অনুযোগ করেন। মেয়েরা প্রতিঘাত করেই প্রতিরক্ষা করে, যেমন ওরা আকস্মিক আত্ম-সমর্পণ করে আক্রমণ করে।

জননী বল্লেন—"আশাকরি তোমার এই নৌ-জীবনে তুমি খুসী হবে, এটা তোমার নিজের খুসীমত বেছে নিয়েছ। সলিসিটরের আফিসে ঢুকতে পারতে, ঐ কাজটি অতি সম্ভ্রান্ত, সব চেয়ে বনেদী ঘরের সংগে তাঁরা খানাপিনা করেন।"

সে বল্‌ল—"আমি আফিস-টাফিস ভালোবাসিনা, কেরাণীদের আমি ঘৃণাকরি। তবে তোমার কথাই ঠিক। আমি আমার নিজের জীবন বেছে নিয়েছি। শুধু এইটুকু বলতে চাই সিবিলের ওপর একটু নজর রেখো। তার যেন কোনও অনিষ্ট না হয়। মা ওকে একটু দেখো।"

"জেমস, তোমার কথাগুলো সত্যি কেমনতরো। আমি ত' সিবিলকে চোখে রেখেছি।"

"আমি শুনলাম একজন ভদ্রলোক প্রতি-রাত্রে থিয়েটারে আসেন, অভিনয় শেষে গ্রীনরুমে সিবিলের সংগে কথা বলেন, কথাটি কি সত্য? তাহলে তুমি কি নজর রাখো?"

"জেমস, যা বোঝোনা সেই বিষয়ে কথা বল্‌ছ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সাধারণের চোখে আমাদের অনেকখানি আসতে হয়। একদা আমি নিজেও অনেক ফুলের তোড়া পেয়েছি। অভিনয় ঠিক মত বুঝলে এমনটি হয়। সিবিল সম্পর্কে আমি অবশ্য ঠিক অবস্থাটা জানিনা। তবে একথা ঠিক তরুণটি রীতিমত ভদ্রলোক। আমার সংগে অতি বিনীত হয়ে কথা বলেন। তাছাড়া তাঁকে দেখে ধনী বলে মনে হয়—যে সব ফুল পাঠান তা মূল্যবান।"

ছেলেটি কর্কশ গলায় বললে—"অথচ তুমি এখনও তাঁর নামই জানোনা।"

মা মুখভংগী করে বল্লেন—"না, এখনও তিনি তাঁর নাম বলেননি। রীতিমত রোমাণ্টিক কাণ্ড। তবে ছেলেটি হয়ত বনেদী ঘরের।"

জেমস ভেন দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বল্‌ল—"একটু নজর রেখো মা, নজর রেখো।"

"খোকা তোমার কথায় আমি আঘাত পাই। সিবিল আমার চোখে চোখে আছে। ভদ্রলোকটি যদি ধনী হ'ন তাহ'লে এই মেলা মেশায় কিসের আর আপত্তি। ছেলেটি বনেদী ঘরের, দেখতেও তাই। সিবিলের পক্ষে এ বিবাহ ভালোই হ'বে···চমৎকার বিয়ে হবে। কি চেহারা! সকলে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে!"

ছেলেটা কি যেন বল্‌ল, তারপর মোটা মোটা আঙুল দিয়ে জানলার কাঁচে বাজনা বাজাতে লাগল। কি একটা কথা বলার জন্য মুখ ফিরিয়েছে এমন সময় দরজা খুলে সিবিল দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল।

সে বল্‌ল—"কি ব্যাপার! দুজনে অমন মুখ ভার করে রয়েছ?"

ছেলেটি বলল—"না কিছুনা, তবে কি জানো মাঝে মাঝে একটু গম্ভীর হওয়া ভালো। আচ্ছা মা যাচ্ছি। পাঁচটায় ডিনার খাবো। সব কিছু প্যাক করা হয়ে গেছে, সার্টগুলো বাকী আছে, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবেনা।"

জননী কষ্ট-কল্পিত ভংগীতে শুধু বল্লেন—"গুড্‌ বাই।"

ছেলের কথার ভংগী মার বিরক্তি বাড়িয়ে তুল্‌ল, তা ছাড়া ওর দৃষ্টিটা এমন যে দেখলে ভয় হয়।

মেয়ে বল্‌ল—"মা আমাকে চুমা দাও।" তার ফুলের পাপ্‌ড়ির মত ঠোঁট দুটি বৃদ্ধা জননীর কুঞ্চিত গালে লাগ্‌ল।

কল্পিত গ্যালারীর উদ্দেশ্যে মৃতের পানে তাকিয়ে মিসেস্‌ ভেন বল্লেন—"সিবিল, মা আমার।"

অনুযোগ করেন। মেয়েরা প্রতিঘাত করেই প্রতিরক্ষা করে, যেমন ওরা আকস্মিক আত্ম-সমর্পণ করে আক্রমণ করে।

জননী বল্লেন—"আশাকরি তোমার এই নৌ-জীবনে তুমি খুসী হবে, এটা তোমার নিজের খুসীমত বেছে নিয়েছ। সলিসিটরের আফিসে ঢুকতে পারতে, ঐ কাজটি অতি সম্ভ্রান্ত, সব চেয়ে বনেদী ঘরের সংগে তাঁরা খানাপিনা করেন।"

সে বল্‌ল—"আমি আফিস-টাফিস ভালোবাসিনা, কেরাণীদের আমি ঘৃণাকরি। তবে তোমার কথাই ঠিক। আমি আমার নিজের জীবন বেছে নিয়েছি। শুধু এইটুকু বলতে চাই সিবিলের ওপর একটু নজর রেখো। তার যেন কোনও অনিষ্ট না হয়। মা ওকে একটু দেখো।"

"জেমস, তোমার কথাগুলো সত্যি কেমনতরো। আমি ত' সিবিলকে চোখে রেখেছি।"

"আমি শুনলাম একজন ভদ্রলোক প্রতি-রাত্রে থিয়েটারে আসেন, অভিনয় শেষে গ্রীনরুমে সিবিলের সংগে কথা বলেন, কথাটি কি সত্য? তাহলে তুমি কি নজর রাখো?"

"জেমস, যা বোঝোনা সেই বিষয়ে কথা বল্‌ছ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সাধারণের চোখে আমাদের অনেকখানি আসতে হয়। একদা আমি নিজেও অনেক ফুলের তোড়া পেয়েছি। অভিনয় ঠিক মত বুঝলে এমনটি হয়। সিবিল সম্পর্কে আমি অবশ্য ঠিক অবস্থাটা জানিনা। তবে একথা ঠিক তরুণটি রীতিমত ভদ্রলোক। আমার সংগে অতি বিনীত হয়ে কথা বলেন। তাছাড়া তাঁকে দেখে ধনী বলে মনে হয়—যে সব ফুল পাঠান তা মূল্যবান।"

ছেলেটি কর্কশ গলায় বললে—"অথচ তুমি এখনও তাঁর নামই জানোনা।"

মা মুখভংগী করে বল্লেন—"না, এখনও তিনি তাঁর নাম বলেননি। রীতিমত রোমান্টিক কাণ্ড। তবে ছেলেটি হয়ত বনেদী ঘরের।"

জেমস ভেন দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বল্‌ল—"একটু নজর রেখো মা, নজর রেখো।"

"খোকা তোমার কথায় আমি আঘাত পাই। সিবিল আমার চোখে চোখে আছে। ভদ্রলোকটি যদি ধনী হ'ন তাহ'লে এই মেলা মেশায় কিসের আর আপত্তি। ছেলেটি বনেদী ঘরের, দেখতেও তাই। সিবিলের পক্ষে এ বিবাহ ভালোই হ'বে···চমৎকার বিয়ে হবে। কি চেহারা! সকলে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে!"

ছেলেটা কি যেন বল্‌ল, তারপর মোটা মোটা আঙুল দিয়ে জানলার কাঁচে বাজনা বাজাতে লাগল। কি একটা কথা বলার জন্য মুখ ফিরিয়েছে এমন সময় দরজা খুলে সিবিল দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল।

সে বল্‌ল—"কি ব্যাপার! দুজনে অমন মুখ ভার করে রয়েছ?"

ছেলেটি বলল—"না কিছুনা, তবে কি জানো মাঝে মাঝে একটু গম্ভীর হওয়া ভালো। আচ্ছা মা যাচ্ছি। পাঁচটায় ডিনার খাবো। সব কিছু প্যাক করা হয়ে গেছে, সার্টগুলো বাকী আছে, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবেনা।"

জননী কষ্ট-কল্পিত ভংগীতে শুধু বল্লেন—"গুড্ বাই।"

ছেলের কথার ভংগী মার বিরক্তি বাড়িয়ে তুল্‌ল, তা ছাড়া ওর দৃষ্টিটা এমন যে দেখলে ভয় হয়।

মেয়ে বল্‌ল—"মা আমাকে চুমা দাও।" তার ফুলের পাপ্‌ড়ির মত ঠোঁট দুটি বৃদ্ধা জননীর কুঞ্চিত গালে লাগ্‌ল।

কল্পিত গ্যালারীর উদ্দেশ্যে মৃতের পানে তাকিয়ে মিসেস ভেন বল্লেন—"সিবিল, মা আমার।"

ভাই অসহিষ্ণু গলায় বলে ওঠে—"চলে এস সিবিল।"
"মার এই আদিখ্যেতা তার আর ভালো লাগে না।

বাতাস ভরা সূর্যালোকে উভয়ে পথে বেরিয়ে এসে ইউষ্টন রোডে বেড়াতে লাগল। পথচারী জনতা বেমানান জামাপরা এই ষণ্ডামার্কা যুবাটির দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, এমন পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত তরুণীর পাশে ঐ ছেলে। যেন গোলাপ ফুল হাতে করে বাগানের মালী চলেছে।

অপরিচিতের কঠোর দৃষ্টির সংগে চোখোচোখি হ'তে জিম মাঝে মাঝে ভ্রূকুঞ্চিত করছে। পরিণত বয়সে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের অপরের দৃষ্টি সম্পর্কে যেমন বিতৃষ্ণা জাগে জিমেরও তেমনই বিতৃষ্ণা। সিবিল কিন্তু তার রূপের এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন। তার কম্পমান ঠোঁটের হাসিতে ভালোবাসা ঝরে পড়ছে। সে রাজপুত্তুরের কথা ভাবছে। জিমের কথাও ভাবতে পারে, কিন্তু সে সব কথা বল্‌ছে না। ভাব্‌ছে জিম যে জাহাজে চড়ে যাবে, নিশ্চয়ই সে সোনার সন্ধান পাবে, তারপর অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণীকে দুবৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করবে। সে নিশ্চয়ই নাবিক হয়ে জীবন কাটাবে না, নাবিকের জীবন ভীষণ। হয়ত বিশ্রী জাহাজে আটকে পড়েছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে আস্‌ছে···কালো হাওয়া বইছে, পাল নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাল ছিঁড়ে যাচ্ছে···কি অবস্থা! মেলবোর্নে জাহাজ থেকে নেমে কাপ্তেনকে বিদায় জানিয়েই সোনার খনির পানে ছুটবে। এক সপ্তাহের ভেতরই খাঁটি সোনার তাল পাবে, সব চেয়ে বড় তাল···বড় ওয়াগানে করে···ছ জন ঘোড়সওয়ার পুলিস পাহারায় সেই সোনা এসে পৌঁছবে। দুবৃত্তরা তিনবার আক্রমণ করবে, কিন্তু ওদের ভীষণ ক্ষতি হবে। না না, ওকে মোটেই সোনার খনিতে যেতে হবেনা, বড় খারাপ জায়গা,

সেখানে মানুষ ভাঁটিখানায় মদের গেলাস হাতে নিয়ে পরস্পরকে গুলি করে মারে···খারাপ ভাষায় কথা বলে। তার চেয়ে বরং মেষ পালক হবে, একদিন সন্ধ্যায় যখন মেষ চরিয়ে ফিরছে দেখবে এক রমণীয় রমণী, অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণীকে কালো ঘোড়ায় চড়ে দস্যুরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ও তাদের দৌড়ে গিয়ে ধরবে। মেয়েটি অবশ্য ওর প্রেমে পড়বে, ছেলেটিও, অবশেষে একদিন বিবাহ হবে, বাড়ি ফিরে আসবে, লণ্ডনের এক বিরাট প্রাসাদে বাস করবে। সত্যি ওর জন্য অনেক কিছুই ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। কিন্তু ওকেও খুব ভালো হতে হবে, মেজাজ খারাপ করলে চল্‌বেনা···বোকার মত টাকা নষ্ট করলেও না। ওর চেয়ে সিবিল মাত্র এক বছরের বড়। ওর চেয়ে সে কিন্তু জীবনের অনেক কিছুই জানে। প্রতি ডাকে ওকে চিঠি লেখা উচিত। প্রতি রাতে শোবার আগে যেন প্রার্থনা করে। ভগবান মঙ্গলময়, ওর দিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন। সিবিলও ওর জন্য প্রার্থনা করবে। কয়েক বছরের ভেতরই ও অসীম ধনী ও সুখী হয়ে দেশে ফিরবে।

ছেলেটি ওর কথাগুলি শুনে যাচ্ছে, কিছু বলছেনা, বাড়ি ছেড়ে যেতে তার মনেও কষ্ট। কিন্তু শুধু এই ব্যাপারটিই তাকে যে বিষণ্ণ ও চিন্তিত করে তুলেছে তা নয়। যদিও তার অভিজ্ঞতা নেই তবু সিবিলের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তার একটা গভীর ধারণা হয়েছে। এই যে তরুণ ধনী-তনয়টি সিবিলের সংগে প্রেম সুরু করেছে, তাতে সিবিলের কিছুই ভালো হবেনা। লোকটি ভদ্রলোক, সেই জন্যেই তার আরো ঘৃণা, কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা যার সে কারণ খুঁজে পায়না, আর সেই কারণেই এই কথাটাই ওর মনে প্রবল হয়ে উঠেছে। জননীর প্রকৃতির অগভীরতা এবং তাঁর অহমিকা সম্বন্ধে সে সচেতন, তাই তার ভেতরেই যে সিবিলের অনন্ত বিপদ ও তার সুখ শান্তির পথে বিঘ্ন হওয়ার

ভাই অসহিষ্ণু গলায় বলে ওঠে—"চলে এস সিবিল।"
"মার এই আদিখ্যেতা তার আর ভালো লাগে না।

বাতাস ভরা সূর্যালোকে উভয়ে পথে বেরিয়ে এসে ইউষ্টন রোডে বেড়াতে লাগল। পথচারী জনতা বেমানান জামাপরা এই ষণ্ডামার্কা যুবাটির দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, এমন পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত তরুণীর পাশে ঐ ছেলে। যেন গোলাপ ফুল হাতে করে বাগানের মালী চলেছে।

অপরিচিতের কঠোর দৃষ্টির সংগে চোখোচোখি হ'তে জিম মাঝে মাঝে ভ্রূকুঞ্চিত করছে। পরিণত বয়সে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের অপরের দৃষ্টি সম্পর্কে যেমন বিতৃষ্ণা জাগে জিমেরও তেমনই বিতৃষ্ণা। সিবিল কিন্তু তার রূপের এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন। তার কম্পমান ঠোঁটের হাসিতে ভালোবাসা ঝরে পড়ছে। সে রাজপুত্তুরের কথা ভাবছে। জিমের কথাও ভাবতে পারে, কিন্তু সে সব কথা বল্‌ছে না। ভাব্‌ছে জিম যে জাহাজে চড়ে যাবে, নিশ্চয়ই সে সোনার সন্ধান পাবে, তারপর অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণীকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করবে। সে নিশ্চয়ই নাবিক হয়ে জীবন কাটাবে না, নাবিকের জীবন ভীষণ। হয়ত বিশ্রী জাহাজে আটকে পড়েছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে আস্‌ছে···কালো হাওয়া বইছে, পাল নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাল ছিঁড়ে যাচ্ছে···কি অবস্থা! মেলবোর্নে জাহাজ থেকে নেমে কাপ্তেনকে বিদায় জানিয়েই সোনার খনির পানে ছুটবে। এক সপ্তাহের ভেতরই খাঁটি সোনার তাল পাবে, সব চেয়ে বড় তাল···বড় ওয়াগানে করে···ছ জন ঘোড়সওয়ার পুলিস পাহারায় সেই সোনা এসে পৌঁছবে। দুর্বৃত্তরা তিনবার আক্রমণ করবে, কিন্তু ওদের ভীষণ ক্ষতি হবে। না না, ওকে মোটেই সোনার খনিতে যেতে হবেনা, বড় খারাপ জায়গা,

সেখানে মানুষ ভাঁটিখানায় মদের গেলাস হাতে নিয়ে পরস্পরকে গুলি করে মারে···খারাপ ভাষায় কথা বলে। তার চেয়ে বরং মেষ পালক হবে, একদিন সন্ধ্যায় যখন মেষ চরিয়ে ফিরছে দেখবে এক রমণীয় রমণী, অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণীকে কালো ঘোড়ায় চড়ে দস্যুরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ও তাদের দৌড়ে গিয়ে ধরবে। মেয়েটি অবশ্য ওর প্রেমে পড়্‌বে, ছেলেটিও, অবশেষে একদিন বিবাহ হবে, বাড়ি ফিরে আসবে, লণ্ডনের এক বিরাট প্রাসাদে বাস করবে। সত্যি ওর জন্য অনেক কিছুই ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। কিন্তু ওকেও খুব ভালো হতে হবে, মেজাজ খারাপ করলে চল্‌বেনা···বোকার মত টাকা নষ্ট করলেও না। ওর চেয়ে সিবিল মাত্র এক বছরের বড়। ওর চেয়ে সে কিন্তু জীবনের অনেক কিছুই জানে। প্রতি ডাকে ওকে চিঠি লেখা উচিত। প্রতি রাতে শোবার আগে যেন প্রার্থনা করে। ভগবান মঙ্গলময়, ওর দিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন। সিবিলও ওর জন্য প্রার্থনা করবে। কয়েক বছরের ভেতরই ও অসীম ধনী ও সুখী হয়ে দেশে ফিরবে।

ছেলেটি ওর কথাগুলি শুনে যাচ্ছে, কিছু বলছেনা, বাড়ি ছেড়ে যেতে তার মনেও কষ্ট। কিন্তু শুধু এই ব্যাপারটিই তাকে যে বিষণ্ণ ও চিন্তিত করে তুলেছে তা নয়। যদিও তার অভিজ্ঞতা নেই তবু সিবিলের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তার একটা গভীর ধারণা হয়েছে। এই যে তরুণ ধনী-তনয়টি সিবিলের সংগে প্রেম সুরু করেছে, তাতে সিবিলের কিছুই ভালো হবেনা। লোকটি ভদ্রলোক, সেই জন্যেই তার আরো ঘৃণা, কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা যার সে কারণ খুঁজে পায়না, আর সেই কারণেই এই কথাটাই ওর মনে প্রবল হয়ে উঠেছে। জননীর প্রকৃতির অগভীরতা এবং তাঁর অহমিকা সম্বন্ধে সে সচেতন, তাই তার ভেতরেই যে সিবিলের অনন্ত বিপদ ও তার সুখ শান্তির পথে বিঘ্ন হওয়ার

সম্ভাবনা রয়েছে তা বোঝে। ছেলেরা মা বাপের ভালোবাসা দিয়ে জীবন স্বরু করে, বয়স বৃদ্ধির সংগে তাদের বিচার করে; কখনও বা তাদের ক্ষমা করে।

ওর জননী—তাঁকে কিছু প্রশ্ন করার কথা অনেকদিন ধরে জিমের মনে জেগেছিল, দীর্ঘদিন নীরবে এই কথা সে মনে মনে ভেবেছে। থিয়েটারে হঠাৎ শোনা টুকুরো কথা, ষ্টেজের দরজায় শোনা এক রাত্রের ফিস্‌ফিসানি ওর মাথায় বীভৎস চিন্তার সৃষ্টি করেছে। জেমসের মনে হয়েছে ওর মুখে কে যেন চাবুক মেরেছে। ওর ভ্রূযুগল লাঙলের ফলার মত বেঁকে গিয়েছে। অসীম বেদনায় সে নিজের ঠোঁট দুটি দাঁত দিয়ে কামড়েছে।

সিবিল বলে উঠে—"তুমি আমার কথা এক বিন্দুও শুন্‌ছোনা জিম্। আমি এদিকে তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অপূর্ব ছবি এঁকে চলেছি। কিছু অন্ততঃ বলো।"

"কি বলাতে চাও বলো?"

ওর পানে তাকিয়ে হেসে সিবিল বলে—"লক্ষ্মী হয়ে থাক্‌বে, আমাদের কথা ভুলবেনা বল।"

জেমস কাঁধ নেড়ে বলে ওঠে—"কিন্তু তুমিই হয়তো আমাকে ভুলে যাবে সিবিল, আমি হয়ত তোমাকে ভুল্‌বো না।"

সিবিলের মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল—সে বল্‌ল—"তার মানে?"

"তোমার নতুন বন্ধু জুটেছে শুন্‌ছি। লোকটি কে? আমাকে তার কথা কিছু বলোনি কেন? ওর দ্বারা তোমার কিছুই ভালো হবেনা।"

সে বলে উঠ্‌ল—"থামো জিম্, তার বিরুদ্ধে কিছু তুমি বলোনা, আমি তাঁকে ভালোবাসি।"

ছেলেটি বলে "কেন? তুমি ত' তার নামও জানোনা। লোকটি কে? আমার জানার অধিকার আছে।"

"তার নাম রাজপুত্তুর, রূপকথার সেই রাজপুত্তুর—তুমি বড়

বোকা! আর কখনও একথা ভুলোনা। তাঁকে একবার দেখলে বুঝ্‌বে পৃথিবীর মধ্যে একজন অপূর্ব ব্যক্তি। একদিন তাঁর সংগে তোমার দেখা হবে; অষ্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এলেই দেখা হবে। তোমার খুব ভালো লাগ্‌বে। সবাই তাঁকে ভালোবাসে, আর্ আমি···তাঁকে আমি ভালোবাসি। আজ রাত্রে থিয়েটারে এসোনা। উনিও আস্‌বেন। আমি জুলিয়েট করব। ও—কি করে যে অভিনয় কর্‌ব!

ভা্বো দেখি জিম্, এদিকে ভালোবাসায় ডুবে আছি তার ওপর জুলিয়েটের ভূমিকায় অভিনয়। উনি আবার সামনে বসে থাকবেন। ওঁর আনন্দের জন্যই অভিনয় করতে হবে। আমার ভয় হয় আমি হয় সকলকে ভয় পাইয়ে দেব নয় পুলকিত করব। প্রেমে পড়া মানে সব কিছু ছাড়িয়ে যাওয়া। বেচারা মিঃ আইসাক্‌স হয়ত মদের আসরে বসে "জিনিয়াস" বলে তাঁর সংগীদের কাছে জাহির করবেন। এতদিন তিনি আমাকে একটা সিদ্ধান্ত বলে চালিয়েছেন, আজ বল্‌বেন রহস্যময় প্রকাশন। আমিও তা অনুভব করি। সব কিন্তু তাঁর জন্য, সেই রূপকথার রাজপুত্তুর, আমার অপূর্ব প্রেমিক, আমার অন্তরের দেবতা। আমি ওঁর পাশে অতি তুচ্ছ। তুচ্ছ! তাতে কি এসে যায়। দারিদ্র দোর গোড়ায় এসে উঁকি দিলে প্রেম জানালা দিয়ে উড়ে পালায়। আমাদের প্রবাদগুলি আবার নতুন করে লেখা দরকার। শীতের দিনে সে সব লেখা হয়েছে, এখন কিন্তু বসন্ত। আমার জীবনের বসন্ত। আমার মনে হয় নীল আকাশে ফুলেরা নাচছে।"

ছেলেটি অভিমান ভরে বল্‌ল—"লোকটি ভদ্রলোক?"

সুরেলা গলায় মেয়েটি বল্‌ল—"রাজপুত্তুর—আর কি চাও?"

"তোমাকে দাসী করতে চায়।"

"মুক্ত থাকতে আমার ভয় হয়।"

"আমি তোমাকে লোকটির সম্বন্ধে সাবধান করতে চাই।"

"ওকে দেখ্‌লেই পূজা করতে বাসনা হয়, জানলেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়।"

"সিবিল, তুমি লোকটির জন্য পাগল হয়েছে।"

মেয়েটি হেসে জেমসের হাতটি নিজের হাতের ভেতর টেনে নিয়ে হেসে বল্‌ল—"ওরে আমার বুড়ো খোকা! এমনভাবে কথা বলছিস যেন তোর একশো বছর বয়স হয়েছে। একদিন তুইও প্রেমে পড়্‌বি, তখন সব বুঝবি। অত গম্ভীর হস্‌নি। এইভেবে তুই খুসী থাকিস্‌ যে আমাকে আনন্দের ভেতর রেখে যাচ্ছিস, এতখানি আনন্দ আমার জীবনে আর আসেনি। জীবন আমাদের দুজনেরই অতি কষ্টে কেটেছে, ভীষণ দুঃখ আর কষ্টে দিন কাটিয়েছি। এখন সেদিনের পরিবর্তন হ'তে চলেছে। তুমি একটা নতুন জগতে যাচ্ছ, আমিও নতুন জগৎ পেয়েছি। এই যে দুটি চেয়ার রয়েছে, এসো এইখানে বসে বসে কেমন সব লোক চলাফেরা করছে দেখা যাক্‌।"

অনেক লোকের চোখের সামনে দুজনে চেয়ারে বসে পড়্‌ল। পথের ধারে টিউলিপের ঝোপ যেন আগুনের রঙে রাঙা হয়ে নাচ্‌ছে। একটা শাদা রঙের ধূলো আকাশের ক্লান্ত বাতাসে উড়ছে। রঙীন ছাতাগুলি যেন অতিকায় প্রজাপতির মত নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

ভাইকে তার জীবনের আশা, আনন্দও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলায় সিবিল। জিম্‌ ধীরে ধীরে অতি কষ্টে কথ বলছে। দাবা খেলার সময় পরস্পরে যেমন চাল দেয়, ওরাও তেমনই পালটা-পালটি কথা বলে চলে। সিবিলের কেমন অস্বস্তিবোধ হ'চ্ছিল। সে তার আনন্দের আভাস প্রকাশ করতে পারছে না। সেই গম্ভীর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠছে মাত্র—কিছুক্ষণ পরে সিবিলও নীরব হয়ে গেল। সহসা সে দেখ্‌ল একটা খোলাগাড়িতে দুজন মহিলার সংগে ডোরিয়ান গ্রে যাচ্ছে, তার সোনালি চুল আর হাসিমাখা ঠোঁট দুটি চকিতে দেখা গেল।

সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বল্‌ল—"ঐ যে—!"

জিম্‌ প্রশ্ন করে—"কে ?"

ভিক্‌টোরিয়া গাড়িখানির পানে তাকিয়ে সিবিল বলে ওঠে—"আমার রাজপুত্তুর।" ছেলেটি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল, ওর হাতটি ধরে বল্‌ল—"কই আমাকে দেখাও, কোন্‌ লোকটি ? দেখিয়ে দাও। আমাকে দেখ্‌তেই হ'বে।" কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ডিউক অফ্‌ বেরউইকের চৌঘুড়ি এসে পড়ায় কিছু দেখা গেলনা—যখন জায়গাটা পরিষ্কার হল—তখন ডোরিয়ানের গাড়ি পার্ক থেকে বেরিয়ে গেছে।

বিষাদভরে সিবিল বলে ওঠে—"চলে গেছে ভাই, তুই দেখ্‌লে বেশ হ'ত।"

"দেখ্‌লে ভালোই হ'ত, ওপরে ভগবান আছেন, তিনি জানেন, ও যদি তোমার কোনো অনিষ্ট করে তাহ'লে আমি ওকে খুন কর্‌ব।"

আতংকে তার মুখের পানে তাকাল সিবিল। জিম্‌ তার কথার পুনরাবৃত্তি করে। ওর চোখের করুণা ঠোঁটের হাসি হয়ে ভেসে উঠ্‌ল। সে মাথা নেড়ে বল্‌ল—"ছিঃ! তুই অতি বোকা জিম্‌—ভীষণ বোকা। অতি বদ্‌-রাগী ছেলে। যাক্‌গে—কি করে অমন বেয়াড়া কথা উচ্চারণ করলি ? কি যে বল্‌ছিস জানিস না। ভীষণ নির্দয় তুই। ওঃ প্রার্থনা করি তুইও প্রেমে পড়। প্রেম মানুষকে ভালো করে দেয়—তুমি যা বল্লে তা খারাপ কথা।"

ছেলেটি বলে—"আমার বয়স ষোলো। কি যে বলছি তা জানি। মা তোমার পক্ষে মোটেই সহায়ক ন'ন। কিভাবে যে তোমাকে দেখা উচিত তিনি জানেন না। এখন আমার মনে হয় অষ্ট্রেলিয়া মোটে না গেলেই হ'ত। সমস্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে যাবার আমার ইচ্ছে ছিল। করতামও তাই, কাগজপত্র যে সই করা হয়ে গেছে।"

"অত সিরিয়াস হ'স নি জিম্‌। মা যে সব মেলো ড্রামায় অভিনয়

করতে ভালোবাসেন—তুই যেন তার নায়ক। আমি অবশ্য ঝগড়া করতে চাইনা—তবে আমি জানি আমি যাকে ভালোবাসি—তুই তার কোনো ক্ষতি কর্‌বি না – কেমন তাই না?"

"অন্ততঃ যতক্ষণ তুমি তাকে ভালোবাসবে—" জিম্‌ গম্ভীর গলায় বলে।

সিবিল বলে ওঠে—"আমি ওকে চিরদিনই ভালোবাসবো।"

"আর সে?"

"চিরদিন, নিশ্চয়ই।"

"সেই হ'লেই ভালো।"

ভয়ে ওকে ছেড়ে সরে এল সিবিল। তারপর কাঁধে আবার হাত রাখল। জিম্‌ ত' একটা শিশু মাত্র।

মার্বেল আর্চে পৌঁছে ওরা হাত দেখিয়ে একটা বাস দাঁড় করাল। ইউষ্টন রোডে ওদের নোঙরা বাড়িটার ধারেই বাসটা ওদের নামিয়ে দিল। পাঁচটা বেজে গেছে তখন। সিবিল শুয়ে পড়্‌ল, অভিনয়ের আগে সে ঘণ্টা দুই এমনই শুয়ে থাকে। জিম্‌ই আবার জোর করে তাকে শুতে বল্‌ল। জিম্‌ বলল – মা বাড়ি নেই তাই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চায়। মা বাড়িতে থাকলেই একটা নাটকীয় দৃশ্য সুরু করবে, ওসব তার মোটেই ভালো লাগেনা।

সিবিলের ঘরে এসে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হ'ল। ছেলেটার মনে একটা ঈর্ষা জেগেছে, যে অপরিচিত লোকটি উভয়ের মাঝে এসে পড়েছে, তার জন্য ওর মনে একটা বিজাতীয় ঘৃণা সঞ্চারিত হয়েছে। তবু যখন সিবিলের বাহুলতা ওর কণ্ঠ বেষ্টন করেছিল, যখন তার আঙুলগুলি ওর চুলের ভেতর খেলা কর্‌ছিল, তখন সে কিঞ্চিৎ নরম হয়েছিল — প্রকৃত স্নেহের বশে দিদিকে চুমাও খেল। নীচে চলে যাওয়ার সময় ওর চোখে জল ঝরে পড়্‌ছে।

মা নীচে ওর জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। ও ঘরে ঢুকতেই মা

সময়ানুবর্তিতার ব্যাতিক্রম হওয়াতে অনুযোগ করলেন। ছেলেটি কোনো কথা না বলে খেতে বস্‌ল। সামান্যই আহার্য। টেবিলের আশে পাশে মাছি উড়ছে, তরকারি রঞ্জিত টেবলের ঢাকনির ওপর এসে বস্‌ছে। পথের ওপর বাসের আওয়াজ আর ঘোড়ার গাড়ির ঘড়ঘড়ানি সত্ত্বেও যে সামান্য সময় হাতে আছে তা যে কমে আস্‌ছে তা জিম্ বুঝছে।

কিছুক্ষণ পরে প্লেটখানা সরিয়ে রেখে মাথায় হাত রেখে ও বসে রইল। ওর মনে হচ্ছিল সব কিছু জানার ওর অধিকার আছে। ও যা সন্দেহ কর্‌ছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে অনেক আগেই ওকে বলা উচিত ছিল। ভীতি-বিহ্বল চোখে মা ওর পানে তাকিয়ে আছেন। যান্ত্রিকগতিতে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে—। হাতে একটি ছেঁড়া রুমাল জড়ানো। ঘড়িতে ছ'টা বাজতেই জিম্ উঠে পড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর পিছন ফিরে মার দিকে চেয়ে দেখ্‌ল। উভয়ের চোখের মিলন হ'ল। জননীর চোখে কেমন একটা করুণা ভিক্ষার আবেদন। জিমের রাগ বেড়ে গেল।

সে বল্‌ল—"মা, একটা কথা তোমার কাছে জানতে চাই।" জননীর চোখ আবছাভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। তিনি কোনো কথা বল্লেন না।

"সত্যি কথা বলো—আমার জানার অধিকার আছে। বাবার সংগে তোমার বিয়ে হয়েছিল?"

জননী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস। সেই ভয়ংকর মুহূর্ত, যে মুহূর্তের কথা দিনরাত, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভেবেছেন, সেই ভয়ংকর মুহূর্ত সামনে এসেছে—অথচ তাঁর মনে শংকা নেই। এক হিসাবে এটা অবশ্য একটা গভীর হতাশা। প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত অশ্লীল ইঙ্গিতের একটা সোজা উত্তরের প্রয়োজন। ধীরে ধীরে এই অবস্থায় এসে পৌছানো হয়নি—অতি বিশ্রী পরিস্থিতি। একটা অতি

বিশ্রী রিহার্সেল। তিনি বল্লেন—"না।" জীবনের সরলতায় তিনি নিজেই বিস্মিত হ'লেন।

হাতের মুঠি দৃঢ়বদ্ধ করে জিম্ চীৎকার করে উঠ্‌ল—"তাহ'লে তিনিও একজন লম্পট ছিলেন।"

জননী মাথা নাড়লেন। "আমি জানতাম তিনি বিবাহিত। আমরা উভয়কেই ভালোবাসতাম। তিনি বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আমাদের একটা ব্যবস্থা করে যেতেন। তার বিরুদ্ধে কথা বলোনা জিম্—তিনি তোমার বাবা, তিনি ভদ্রলোকই ছিলেন। অতি বড় ঘরের ছেলে ছিলেন তিনি।"

জিমের গলা থেকে একটা শপথ বাক্য বেরিয়ে এল। সে বলে উঠ্‌ল—"আমার জন্য ভাবিনা মা—কিন্তু সিবিল যেন—লোকটা ভদ্রলোক, না? যে সিবিলকে ভালোবাসে? অন্ততঃ তাই ত' বলে, না? বড়ঘরের ছেলেও বটে—তাই না?"

সেই মুহূর্তে একটা নিদারুণ অপমানের ভার জননীর বুকে চেপে বস্‌ল। মাথা নীচু করে তিনি বসে রইলেন। কম্পিত হস্তে চোখ মুছে তিনি শুধু বল্লেন—"সিবিলের মা আছে—আমার কেউ ছিলনা।"

কথাগুলি জিমের অন্তরস্পর্শ কর্‌ল। সে জননীর কাছে এগিয়ে এসে তাঁর মুখ চুম্বন করে বল্‌ল—"বাবার কথা জানতে চেয়ে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি মা—কিছু মনে কোরোনা—কিন্তু একথা না বলেও থাকতে পারিনি। এখন আমি যাই—গুড্ বাই। ভুলোনা মা এখন শুধু একটিই ভার তোমার উপর রইল—আর জেনো এই লোকটা যদি কোনো অন্যায় করে—তাহ'লে আমি তাকে খুঁজে বার কর্‌ব, আর কুকুরের মত মেরে ফেল্‌ব—এই আমার দিব্যি রইলো।"

হুঁসিয়ারীর অতিশয়োক্তির বোকামী, আনুসঙ্গিক ভাবাবেগ আর নাটকীয় বাচনভংগী সব মিলিয়ে জীবনটা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই

পরিবেশের সঙ্গে জননীর পরিচয় আছে। এখন তিনি সহজেই নিঃশ্বাস নিতে পারছেন—আর দীর্ঘকাল পরে এই সর্বপ্রথম তিনি তাঁর ছেলেকে প্রশংসার চোখে দেখ্লেন। এই দৃশ্য এইরকম নাটকীয়ভাবে আরো কিছুক্ষণ চলুক এই তাঁর ইচ্ছা হলেও, তিনি তাকে থামিয়ে দিলেন। ট্রাঙ্কগুলি নীচে নামাতে হবে। ভাড়াটে বাড়ির লোকজন ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসছে। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের সংগে দর কষাকষি আছে। অনেকখানি সময় বিশ্রীভাবেই কাটে। হতাশাভরে তিনি জানালা থেকে সেই ছিন্ন রুমালখানি নাড়তে থাকেন, জিমের গাড়ি চলে গেল।

একটা পরম সুযোগ চলে গেল যে বিষয়ে তিনি সচেতন। এখন তিনি কত নিঃসঙ্গ বোধ করছেন এই কথা সিবিলকে বলে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেলেন—এখন শুধু একা সিবিলকেই দেখা শোনা করতে হবে। জিমের এই কথাটি মনে এল। কথাটি ভালো লেগেছে। হুঁসিয়ারীর কথা কিছু সিবিলকে বল্লেন না। অতি নাটকীয় ভংগীতে কথাগুলি বলেছে জিম্। জননীর মনে হ'ল—একদিন এই কথা মনে করে ওরা সবাই হয়ত হাসবে।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রিষ্টলের একটা নিভৃত কক্ষে তিনজনের মত ডিনারের আয়োজন হয়েছে। হলওয়ার্ডকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়ার পথে লর্ড হেনরী বল্লেন—"বেসিলের খবরটা শুনেছ নিশ্চয়ই ?

নতমস্তক পরিচারকের হাতে হ্যাট এবং কোটটি রেখে শিল্পী বল্লেন—"না হারী, কিছু ত' শুনিনি, কি খবর ? রাজনীতি নয় আশা করি ? ওতে আমার কৌতূহল নেই। হাউস অব কমন্সে এমন একটাও প্রাণী নেই যাঁর ছবি আঁকা যায় ; যদিও একটু চুনকাম করে দিলে ওঁদের মধ্যে অনেকেই ভালো হয়ে উঠবেন।"

কথা বলার সময় ওর দিকে লক্ষ্য রেখে লর্ড হেনরী বল্লেন—"ডোরিয়ান গ্রের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।"

হলওয়ার্ড সচকিত হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে উঠ্লেন—"ডোরিয়ানের বিয়ে স্থির হয়ে গেল—অসম্ভব !"

"অসম্ভব নয়—খাঁটি সত্য।"

"কার সংগে ?"

"কে একজন অভিনেত্রী না কি !"

"আমার ত' বিশ্বাস হয়না, ডোরিয়ান অনেক বুদ্ধিমান।"

"বেসিল ভায়া, ডোরিয়ান মাঝে মাঝে ভুল করার মত প্রাণী নয়, সে হিসাবে অনেক চতুর।"

"হ্যারী—বিয়েটা অবশ্য এমন ব্যাপার নয় যা মানুষ মাঝে মাঝে করে।"

হেনরী বল্লেন—"অবশ্য আমেরিকা বাদ দিয়ে—তবে আমি ত' বলিনি

বিয়ে হয়ে গেছে, বললাম বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। ওর মধ্যে অনেক প্রভেদ। আমার অবশ্য বিয়ের কথা মনে আছে, কিন্তু কারো সংগে 'এনগেজড' হয়ে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করার কথা স্মরণ নেই। ও কার্য কখনও হয়নি এই কথা মনে করতেই বরং ভালো লাগে।"

"কিন্তু ডোরিয়ানের বংশ-মর্যাদা, অর্থসম্পদ ইত্যাদির কথা একবার ভাবো। এ রকম নীচ ঘরে বিয়ে করাটা কি অসম্ভব নয় ?"

"তুমি যদি বিয়েটা চাও তাহ'লে তাকে বোলো, সে নিশ্চয়ই কথা শুন্‌বে। মানুষ যখন আহাম্মকের মত কাজ করে তখন ভাবে যে সে একটা মহৎ উদ্দেশ্যেই কাজটা করছে।"

"হ্যারী আশা করি মেয়েটি ভালোই। ডোরিয়ান একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক এ আমি চাইনা। সে তার প্রকৃতির অধঃপতন ঘটাবে, বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট করবে।"

এক গ্লাস ভারমুথে চুমুক দিয়ে লর্ড হেনরী বল্লেন—"না মেয়েটা ভালোই, রূপসী—ডোরিয়ান বলে—পরমা সুন্দরী। আর ওসব বিষয়ে সে বড় ভুল করেনা। তোমার আঁকা ডোরিয়ানের পোর্টরেটটি ওকে অপরের ব্যক্তিগত রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। ছবিটির একটা চমৎকার প্রতিক্রিয়া আছে। আজ রাতে আমরা মেয়েটিকে দেখ্‌তে পাব, অবশ্য ছোকরা যদি তার প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে না থাকে।"

"তুমি ঠাট্টা কর্‌ছনা ত'? সত্যি বলছ ?"

"খাটি সত্য—বেসিল এখন আমি যে ভাবে কথা বল্‌ছি অন্য কোনো কালে এর চাইতে এতখানি গম্ভীর হয়ে কথা বল্‌ব একথা ভাবলেও আমি দুঃখ বোধকরি।"

"তুমি তা হ'লে বিয়েটা অনুমোদন কর্‌ছ হ্যারী ?" শিল্পী প্রশ্ন করে নিজের ঠোঁট কামড়ে ঘরে পায়চারী করতে লাগ্‌লেন। "তুমি নিশ্চয়ই অনুমোদন করোনি। এ একটা বোকার মত আকর্ষণ।"

"আমি এসব কখনও অনুমোদন করিনা আবার বাধাও দিইনা। জীবন সম্বন্ধে এ একটা অদ্ভুত মনোভংগী। নৈতিক ছুঁৎমার্গ প্রকাশ করার জন্য আমাদের পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি। সাধারণ লোকে কি বলে সে সব কথায় আমি কখনও কান দিইনা। আর মানুষ কি করছে না করছে সে বিষয়েও আমি মাথা ঘামাইনা। কোনো ব্যক্তি যদি আমাকে আকর্ষণ করে তাহ'লে সে যেকোনো ধরণের জীবনই যাপন করুক না আমার কাছে তা আনন্দের। একটি সুন্দরী মেয়ে জুলিয়েটের ভূমিকায় অভিনয় করে, ডোরিয়ান গ্রে তারই প্রেমে পড়ে বিবাহ প্রস্তাব জানিয়েছে। আর কেনই বা করবে না? যদি মেসালিনাকে বিবাহ করত তাহ'লেও সে বড় কম মজার হ'ত না। জানোই ত' আমি নিজে বিয়ে টিয়ের তত পৃষ্ঠপোষক নই, বিবাহের আসল ত্রুটী হল এতে মানুষ স্বার্থপর হয়ে ওঠে। আবার স্বার্থহীন ব্যক্তিরাও কেমন বর্ণহীন। তাদের ব্যক্তিত্ব নেই। তবু এমন কতকগুলি মনোভংগী আছে যার জন্য বিবাহ-ব্যবস্থা আরো জটিল হয়ে ওঠে। তারা তাদের গোঁ বজায় রাখে, আর তার সংগে আরো অনেক কিছু যোগও করে। একাধিক ধারায় জীবনযাপন করতে তারা বাধ্য হয়। তারা বেশ সংগঠিত হয়ে ওঠে আর সু-সংগঠিত হওয়ার অর্থ আমার ত' মনে হয় মানুষের স্থিতির উদ্দেশ্য। তাছাড়া কি জানো সকল অভিজ্ঞতারই একটা মূল্য আছে, বিবাহের বিরুদ্ধে যাই কিছু বলা যাক্‌না, বিবাহ একটা অভিজ্ঞতা। আমি ত' আশাকরি ডোরিয়ান গ্রে এই মেয়েটিকে বিবাহ করে ছমাস পরম আবেগে তাকে ভালোবাসবে, তারপর সহসা অন্য কোনো রমণীতে আকৃষ্ট হয়ে নজর ফেরাবে। ডোরিয়ানের ব্যাপার-একটা দেখবার মত কাণ্ড হবে।"

"এ সব কথার একটাও তোমার মনের কথা নয় হ্যারী, তুমি নিজেও তা জানো। ডোরিয়ানের জীবন যদি নষ্ট হয় তাহলে তোমার চাইতে

বেশী দুঃখিত বোধকরি আর কেউ হবেনা। তুমি যা সেজে বেড়াও তার চেয়ে অনেক ভালো লোক। লর্ড হেনরী হাসলেন—

"কারণটা এই আমরা অপরের সম্বন্ধে ভালোর দিকটা এত ভাবি যে নিজেদের সম্পর্কে সর্বদাই আমরা শংকিত। আশাবাদের ভিত্তি হল আতংক। আমরা ভাবি আমরা মহানুভব, কেননা আমাদের প্রতিবেশীদের ওপর আমরা সেইসব সদ্গুণাবলী আরোপ করি, যদ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারি। ব্যাঙ্কারকে প্রশংসা করি যাতে ওভার ড্রাফট পাই, ডাকাতকে মহৎ বলি যদি পকেট ও প্রাণটা বেঁচে যায়। আমি যা বলেছি সবই আমার মনের কথা। আশাবাদের বিরুদ্ধে আছে আমার তীব্র ঘৃণা। আর জীবন নষ্ট হওয়ার কথা বল্ছ? কোনো জীবনই নষ্ট হয়না। সেই জীবনই নষ্ট যার গতি রুদ্ধ হয়। প্রকৃতিকে যদি নষ্ট করতে চাও তাহ'লে তাকে ভেঙে গড়তে হবে। বিবাহ সম্পর্কে এটা অবশ্য বোকামি—তবে এ ছাড়াও নর-নারীর জীবনে আরো অনেক কৌতূহলকর বন্ধন আছে। আমি নিশ্চয়ই উৎসাহিত করব—ওর মধ্যে বিলাসব্যসনের মাধুর্য আছে। আমি উৎসাহ দেব। যাক্ এই ত' ডোরিয়ান এসে গেছে—আমার চাইতে ওই তোমাকে ভালো করে সব বলতে পারবে।"

সান্ধ্য পোষাকটি ফেলে দিয়ে উভয়ের করমর্দন করে ডোরিয়ান বল্ল—"ভাই হ্যারী, বেসিলভায়া—তোমাদের দুজনেরই আমাকে অভিনন্দিত করা উচিত। জীবনে কোনোদিন এত খুসী হইনি, অবশ্য ব্যাপারটি হঠাৎ ঘটেছে। সকল আনন্দই সব সময় এমনই হঠাৎ এসে পড়ে।" আনন্দ ও উত্তেজনায় ডোরিয়ানের মুখ উজ্জ্বল, তাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

হলওয়ার্ড বল্লেন—"আশাকরি তুমি চিরদিনই আনন্দে থাকবে ডোরিয়ান, কিন্তু তোমার বিয়ের খবর আমাকে বলোনি তার জন্য আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছি, অথচ হ্যারীকে বলেছ।"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"আর দেরী করে ডিনারে এসেছ তার জন্য আমিও তোমাকে ক্ষমা করবোনা। ডোরিয়ানের কাঁধে হাত রেখে হাস্তে হাস্তে হেনরী বল্লেন—নাও বসে পড়, এখন দেখা যাক এখানকার নতুন রাঁধুনী কি রকম রাঁধে, তারপর কি করে কি হ'ল আমাদের বলো।"

সকলে মিলে টেবিলে বসার সময় ডোরিয়ান বল্ল—"সত্যি, অবশ্য তেমন কিছু বলার নেই। যা ঘটেছে সংক্ষেপে তা হ'লো এই, গতকাল সন্ধ্যায় হ্যারী তোমাকে ত' ছাড়লাম, তারপর পোষাক পরে তোমার সেই রুপার্ট ষ্ট্রীটের ইতালীয়ান রেস্তোরাঁয় ডিনার সেরে নিয়ে আটটার সময় থিয়েটারে গেলাম। সিবিল রোজালিন্দের পার্ট কর্ছিল। দৃশ্যপট অবশ্য কুৎসিত, ওরলাণ্ডো একেবারে বাজে। কিন্তু সিবিল, ও তাকে তোমাদের দেখা উচিত। যখন পুরুষের পোষাক পরে এসে ষ্টেজে দাঁড়াল সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটা শেওলা রঙের ভেলভেট পাজামা, হলদে রঙের হাতাওলা জামা, আর মোজা, মাথায় সবুজ টুপী তাতে আবার বকের পালক, তার নীচে মণি মুক্তা খচিত। আমার চোখে ওকে আর কোনোদিন এত স্তন্দরী দেখায়নি। তোমার ষ্টুডিওতে যে ছোট্ট তানাগ্রা মূর্তিটি আছে অনেকটা তার মতই মনোহর ভংগী। শাদা গোলাপের চারপাশে যেমন কালো পাতার বাহার, তেমনই তাঁর মুখের চারপাশে কালোচুল। আর অভিনয়—? আচ্ছা আজ রাতেই তা দেখতে পাবে। একেবারে জন্ম অভিনেত্রী, আমি সেই বেয়াড়া বক্সে রোমাঞ্চিত হয়ে বসেছিলাম। আমি যে লণ্ডনে আছি এবং উনবিংশ শতাব্দীতে আছি সে কথা ভুলে গিছ্লাম। আমার প্রিয়াকে নিয়ে এমন এক অরণ্যে চলে গিয়েছি, সে অরণ্যে কোনোদিন কেউ থাকেনি। অভিনয়ান্তে আমি ভেতরে গিয়ে ওর সংগে কথা বল্লাম। আমরা যখন এক সংগে বসে আছি তখন সহসা

ওর চোখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠ্‌ল, যা আগে আর দেখিনি। ওর ঠোটের দিকে আমার ঠোঁটটা এগিয়ে নিলাম। পরস্পর চুমা খেলাম। সে মুহূর্তে কি যে মনে হয়েছিল তা আর কি বল্‌ব। সাদা নার্শিসাসের মত সে বেপথুমতী, সারা শরীর কম্পমান। তারপর সহসা সে নীচু হয়ে আমার হাত দুটি চুম্বন কর্‌ল। আমার মনে হচ্ছে এ কথাটা তোমাদের বলা উচিত নয়, কিন্তু না বলেও পারছিনা। অবশ্য আমাদের বিবাহের কথাটা অতি গোপনীয়। সেও তার মাকে পর্যন্ত বলেনি। আমার অভিভাবকরাই বা কি বলবেন জানিনা। লর্ড রাডলী নিশ্চয়ই চটে আগুন হবেন। আমি ওসব গ্রাহ্য করিনা। আর এক বছরের ভেতরই আমি সাবালক হব। তখন যা খুসী করতে পারব। কবিতার ভেতর থেকে প্রিয়াকে পেলাম, স্ত্রী পেলাম সেক্স-পীয়রের নাটকে, কেমন বেসিল আমি ঠিক করিনি? যে ঠোঁটকে সেক্‌সপীয়র কথা বলিয়েছেন সেই ঠোঁট তার গোপন কথা আমার কানে কানে বল্‌ছে। রোজালিন্দের বাহু আমার গলায়, এদিকে জুলিয়েটের মুখচুম্বন করছি।"

হলওয়ার্ড ধীরে ধীরে বল্লেন—"হ্যাঁ, ডোরিয়ান হয়ত তোমার কথাই ঠিক।"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"আজ তার সংগে দেখা হয়েছে?"

ডোরিয়ান মাথা নাড়ল—"আমি তাকে আর্ডেনের অরণ্যে ছেড়ে এসেছি আজ আবার ভেরোনার কুঞ্জবনে তাকে ফিরে পাব।"

লর্ড হেনরী চিন্তাকুল হয়ে স্যাম্পেনে চুমুক দিলেন - "ঠিক কোন্ জায়গায় তুমি বিবাহের কথা উল্লেখ করলে আর তিনিই বা জবাবে কি বল্লেন? হয়ত সে সব কথা ভুলে গেছ?"

"ভাই হ্যারী আমি অত পাটোয়ারী হিসাবে ব্যাপারটি গ্রহণ করিনি আর ঠিক আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রস্তাব তুলিনি। শুধু বলেছি যে

তাকে ভালোবাসি। ও শুধু বলেছে সে আমার স্ত্রী হবার যোগ্য নয়। কেন? সারা জগৎও তার তুলনায় আমার কাছে কিছু নয়।"

লর্ড হেনরী মৃদু গলায় বল্লেন—"মেয়েরা ভারী প্র্যাকটিক্যাল—আমাদের চাইতে অনেক অনেক বেশী। ঐ রকম অবস্থায় আমরা বিবাহের কথা বলতে ভুলেই যাই, ওরাই সর্বদা মনে করিয়ে দেয়।"

হলওয়ার্ড তাঁর কাধে হাত রেখে বল্লেন-"ছি হ্যারী তুমি ডোরিয়ানকে চটিয়ে দিচ্ছ। ও অপর লোকজনের মত নয়, সে কাউকে কোনোদিন কষ্ট দেবেনা। ওর প্রকৃতি অতি কোমল।"

লর্ড হেনরী টেবিলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন "ডোরিয়ান কখনও আমার ওপর চটেনা—আমি বিশেষ কারণেই প্রশ্নটা করেছি। সেই কারণটাই অবশ্য একমাত্র কারণ যার ফলে যে কোনো প্রশ্ন করা যায়, সেটি হল, সাধারণ কৌতূহল। আমার একটা ধারণা আছে যে মেয়েরাই আমাদের কাছে প্রস্তাব করে, আমরা মেয়েদের কাছে প্রস্তাব দিইনা। অবশ্য মধ্যবিত্ত সমাজের কথা আলাদা—এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাও অবশ্য তেমন আধুনিক নয়।"

ডোরিয়ান গ্রে হেসে মাথা নাড়লেন—"হ্যারী তুমি একেবারে অদম্য, তবে আমি কিছু মনে করিনি, তোমার ওপর রাগ করা অসম্ভব। সিবিল ভেনকে যখন দেখবে তখন বুঝবে—যে তার অনিষ্ট করবে সে পশু, হৃদয়হীন পশু। আমি ত' বুঝিনা যাকে ভালোবাসা যায় তাকে কি করে মানুষ লজ্জায় ফেলে। আমি সিবিল ভেনকে ভালোবাসি, আমি তাকে স্বর্ণ সিংহাসনে বসাতে চাই। আর আমার সেই প্রিয়তমা নারীকে জগৎ পূজা করছে দেখতে চাই। বিবাহটা কি? একটা অপরিতজ্য শপথ। তুমি ঠাট্টা করতে পারো। ঠাট্টা কোরোনা ভাই। আমি এই অপরিতজ্য শপথ গ্রহণ করছি। ওর নির্ভরশীলতা আমাকে বিশ্বাসী করেছে, সিবিলের ধারণা আমাকে সৎ করেছে। ওর কাছে যখন থাকি

তখন তুমি আমাকে যা সব বলেছ তার জন্য অনুতাপ করি। তুমি আমাকে যেমনটি জানো তার রূপান্তর ঘটে। আমার পরিবর্তন হয়েছে, সিবিল ভেনের স্পর্শে আমি তোমাকে এবং তোমার যা কিছু মায়াময় বিষাক্ত অন্যায়, আর মনোরম মতবাদ ভুলে যাই।"

লর্ড হেনরী কিছু সালাড্ তুলে বল্লেন—"আর সে গুলি হ'ল—?"

"জীবন সম্পর্কে, প্রেম সম্পর্কে, আনন্দ সম্পর্কে তোমার মতবাদ। আসলে সবই তোমার নিজস্ব থিয়োরী হ্যারী।"

ধীর এবং সুরেলা গলায় তিনি বল্লেন—"আনন্দ একমাত্র বস্তু যার সম্পর্কে একটা মতবাদ থাকা ভালো। তবে আমার থিয়োরীগুলি নিজস্ব বলতে পারিনা। প্রকৃতিই তার মালিক, আমি নই। আনন্দ প্রকৃতির পরীক্ষা, তার অনুমোদনের চিহ্ন। আমরা যখন খুসী থাকি তখন আমরা সর্বদাই ভালো। কিন্তু যখন ভালো থাকি তখন যে সব সময় আনন্দে আছি তা নয়।"

বেসিল হলওয়ার্ড বলে উঠলেন—"ভালো অর্থে কি বল্‌তে চাও?"

চেয়ারে হেলান দিয়ে রক্তিম ফুলগুলির ভেতর দিয়ে তাকিয়ে ডোরিয়ান বলে উঠ্‌ল—"সত্যি, ভালো অর্থে তুমি কি বোঝো হ্যারী?"

"ভালো মানে নিজের আত্মার সংগে একটা সুর সঙ্গতি।" চশমার সরু ডাঁটিতে শুভ্র লম্বা আঙুল বুলিয়ে লর্ড হেনরী বল্লেন। "বিরোধের অর্থ অন্যের সংগে একমত হতে বাধ্য হওয়া। নিজস্ব জীবন সে একটা বিশেষ ব্যাপার। যেমন কারো প্রতিবেশীর জীবন সম্পর্কে যদি কেউ দাম্ভিক বা নীতিবাগীশ হ'ন, তাঁর নিজস্ব নৈতিক মত তাদের ওপর আরোপ করতে পারেন। সেটি কিন্তু কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। তাছাড়া স্বাতন্ত্র্যের কোনো উচ্চ আদর্শ নেই। সমকালীন যুগের আদর্শ মেনে নেওয়াই হ'ল আধুনিক নীতিবাদ। আমার মনে হয় কোনো

সংস্কৃতিবান মানুষের পক্ষে সমকালীন নীতিবাদ মেনে নেওয়াই হ'ল চরমতম দুর্নীতি।

শিল্পী বল্লেন--"মানুষ যদি শুধু নিজের খাতিরেই জীবন কাটায়, তাহলে তাকে তার জন্য একটা নিদারুণ মূল্য দিতে হয় না কি হ্যারী ?"

"হ্যাঁ, আজকাল সব কিছুর জন্যই আমাদের বেশী দাম দিতে হয়। দরিদ্রের জীবনের প্রকৃত ট্রাজেডি সেইখানেই, আত্ম-বঞ্চনা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারেনা। মনোরম বস্তুর মতই যা মনোরম পাপ শুধু ধনীদের তাতে অধিকার।"

"অর্থ ছাড়া অন্য মূল্যও ত' তার জন্য দিতে হয়।"

"কোন পথে বেসিল ?"

"অনুতাপ, ক্লেশ, দুর্দশা,···অধঃপতনের চেতনা।"

লর্ড হেনরী কাঁধ নাড়লেন,—"ভায়া হে, মধ্যযুগীয় আর্ট চমৎকার, কিন্তু মধ্যযুগীয় ভাববাদ আজ অচল। অবশ্য উপন্যাসে তার চল আছে। উপন্যাসে আবার সেই বস্তুই চালু- জীবনে যার ব্যবহার শেষ হয়েছে। বিশ্বাস করো কোনো সুসভ্য মানুষ আনন্দের জন্য অনুতাপ করেনা, আর কোনো অসভ্য প্রাণী আনন্দ যে কি বস্তু তা জানেই না।

ডোরিয়ান গ্রে বল্ল– "আমি জানি আনন্দ কি, কাউকে আদর করা, বা ভালোবাসাই হ'ল আনন্দ।"

কিছু ফল নিয়ে নাড়া চাড়া করে লর্ড হেনরী বল্লেন—"আদর পাওয়ার চাইতে তা অবশ্য অনেক ভালো। আদর পাওয়া এক বিশ্রী ব্যাপার। মানুষ ভগবানকে যে চোখে দেখে স্ত্রীলোকেরা আমাদের সেই চোখে দেখে, আমাদের পূজা করে আর সর্বদাই তাদের জন্য কিছু করে দেওয়ার জন্য বিরক্ত করে।"

ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বল্ল– "আমার বলা উচিত ছিল মেয়েরা যা কিছু আমাদের কাছে চায় তা ওরাই আমাদের আগে দেয়। আমাদের

প্রকৃতিতে ওরাই প্রেম আনে—তা ফিরে চাওয়ার অধিকার তাদের আছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লর্ড হেনরী বল্লেন - "সম্ভবতঃ তাই, কিন্তু তা খুচ্‌রো ভাবে চায়, এই ত' মুস্কিল। একজন ফরাসী বলেছিলেন, মেয়েরা আমাদের মনের মধ্যে 'মাষ্টারপীস্' হয়ে ওঠার বাসনা জাগায়, আর তা হয়ে উঠতে বরাবর বাধা সৃষ্টি করে।"

"হ্যারী - তুমি অতি বেয়াড়া লোক! কেন যে তোমাকে এত পছন্দ করি জানিনা।

তিনি বল্লেন—"তুমি আমাকে চিরদিনই এইভাবে পছন্দ করবে ডোরিয়ান - একটু কফি চল্‌বে নাকি তোমাদের ?—ওয়েটার কফি নিয়ে এসো। আর ভালো স্যাম্পেন—সিগারেট। না সিগারেট দরকার নেই, আমার কিছু সিগারেট আছে। বেসিল তোমার ওই সিগার খাওয়া আমার ভালো লাগেনা। তুমি বরং একটা সিগারেট নাও। সিগারেট হ'ল সর্বাঙ্গসুন্দর আনন্দবস্তু। চমৎকার—মানুষকে অতৃপ্ত রাখে। আর কি চাই ? সত্যি ডোরিয়ান তুমি চিরদিনই আমার অনুরাগী থাকবে। যে পাপ করার সাহস তোমার কোনোদিন হবেনা আমি তারই প্রতিনিধি।"

ওয়েটারের কাছ থেকে এক পেয়ালা কফি হাতে তুলে নিয়ে ছেলেটি বল্‌ল--"কি সব বাজে বক্‌ছ হ্যারী। চলো থিয়েটারে যাই। সিবিল যখন ষ্টেজে আসবে তখন জীবনের একটা নতুন আদর্শ দেখ্‌বে। যা তুমি কখনও দেখোনি সিবিল তারই প্রতীক্।"

চোখে একটা ক্লান্ত দৃষ্টি এনে লর্ড হেনরী বল্লেন—"আমি সবই জানি, কিন্তু নতুন আবেগের জন্য আমি সর্বদাই আকুল। তবে কি জানো আমার কাছে আর নতুন কিছু উত্তেজনা নেই। অভিনয় ভালোবাসি। জীবনের চাইতেও তা বাস্তব। চলো ডোরিয়ান, তুমি আমার সংগে

যাবে। বেসিল আমি দুঃখিত, ক্রহামে শুধু দুজনের জায়গা আছে। তুমি অন্য একটা গাড়িতে এসো।"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফিটা শেষ করে সকলে কোট পরে নিলেন। শিল্পী নীরবে কি ভাবছেন। তার মুখে একটা বেদনার ছায়া। এই বিবাহ তিনি সহ্য করতে পারছেন না। তবু আরো যা সব ঘটতে পারে তার চাইতে অনেক ভালো এই তার মানে হচ্ছে। কয়েক মিনিট পরে সকলে নীচে নেমে এলেন। কথামত বেসিল একাই একটা ভাড়াটে গাড়িতে চড়ে পিছনে চল্‌তে লাগ্‌লেন—সামনের ক্রহামের আলো লক্ষ্য করছেন। তাঁর মনে একটা আসন্ন ক্ষতির ভাব জেগেছে। তাঁর মনে হচ্ছে ডোরিয়ান অতীতে তাঁর কাছে যা ছিল তা আর থাক্‌বেনা। উভয়ের মাঝে জীবন এসে দাঁড়িয়েছে···ওঁর চোখে অন্ধকার নেমেছে—পথ-জনতা আর আলোর চাকচিক্য তাঁর চোখে ঝাপ্‌সা হয়ে উঠেছে। গাড়ি যখন থিয়েটারের সামনে এসে দাঁড়াল তখন ওঁর মনে হ'ল বয়স ইতিমধ্যে কয়েক বছর বেড়ে গেছে।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

যে কোনো কারণেই হোক সে রাত্রে থিয়েটার হল ভীড়ে বোঝাই, আর সেই মোটা ইহুদী ম্যানেজারের মুখে হাসি আর ধরে না, এদিকে কানের পাশে তেল গড়িয়ে পড়ছে। ওদের সকলকে অতিরিক্ত বিনয় সহকারে বক্সে নিয়ে গিয়ে বসাল, রত্ন খচিত আঙুল ঝক্ ঝক্ করছে, আর উচ্চৈস্বরে কথা বলছে। ডোরিয়ান গ্রের লোকটিকে আরো খারাপ লাগছে। তার মনে হচ্ছে যেন মিরান্দাকে দেখতে এসে কালিবানের সামনে পড়েছে। এদিকে লর্ড হেনরীর কিন্তু তাকে ভালো লেগেছে। অন্ততঃ তিনি ত তাই বল্লেন, এত বড় প্রতিভাকে যে আবিষ্কার করেছে তাঁর দেখা পেয়ে তিনি ধন্য, বিশেষ করে সেকস্-পীয়রের জন্য যে দেউলিয়া হয়েছে। হলওয়ার্ড পীটের দর্শকদের লক্ষ্য করে আনন্দ পাচ্ছে। অসহনীয় গরম, হলদে রঙের পাপড়িওলা একটা বিরাট ডালিয়া ফুলের আকৃতির স্কাটলাইট জ্বল্ছে। গ্যালারীর ছোকরারা কোট, ওয়েষ্ট কোট খুলে ফেলে পাশে ঝুলিয়ে রেখেছে, পরস্পরের সংগে কথাবার্তা বল্ছে, পাশের মেয়েদের সংগে কমলালেবু দেওয়া নেওয়া চলেছে। পীটের আসন থেকে কয়েকটা মেয়ে হাস্ছে, কণ্ঠস্বর অতি কর্কশ আর বেসুরো। বার থেকে মদের বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

লর্ড হেনরী বল্লেন—স্বর্গীয় বস্তুর সন্ধান পাওয়ার উপযুক্ত যায়গা বটে।"

ডোরিয়ান গ্রে জবাবে বল্‌ল—"সত্যি! এখানেই ওকে পেয়েছি। আর প্রকৃতই জীবিত প্রাণীর মধ্যে সিবিল স্বর্গীয়। যখন অভিনয় করবে তখন সব ভুলিয়ে দেবে। ও যখন ষ্টেজে নামে তখন এই সব

বিশ্রী বেয়াড়া সাধারণ দর্শকমণ্ডলীও অন্যরকম হয়ে যাবে। ওরা তখন নীরবে অভিনয় শোনে। ও যদি কাঁদে ওরা কাদ্‌বে, হাসলে হাস্‌বে। একেবারে বেহালার মত স্থর ফুটে উঠবে। ওদের আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটে, মনে হবে সবাই যেন একাত্মা হয়ে গেছে।

লর্ড হেনরী বল্লেন—"বলো কি একাত্মা ? আশাকরি তা হবেনা।" এই বলে তিনি অপেরা গ্লাস দিয়ে গ্যালারীর দর্শকদের নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

শিল্পী বলেন—"ডোরিয়ান ওর কথায় কান দিওনা। তুমি যা বল্‌ছ আমি ঠিক বুঝেছি। তুমি যাকে ভালোবাস সে নিশ্চয়ই অপরূপ, আর তুমি যেমন বল্‌ছ, যে মেয়ের ভেতর এ সব আছে সে নিশ্চয়ই মহৎ। আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটানো একটা কাজের মত কাজ। আত্মাহীন মানুষের মনে এই মেয়েটি যদি আত্মা এনে থেকে, যাদের জীবন কুৎসিত ও ঘৃণ্য, যদি তাদের স্বার্থহীন করে অপরের বেদনায় তাদের চোখে জল আনতে পারে, তাহলে তাকে সত্যই পূজা করতে হয়, সারা পৃথিবী তার পূজা করবে। বিবাহই উপযুক্ত ব্যবস্থা। আগে আমি একথা ভাবিনি। এখন আমি একথা স্বীকার করি। বিধাতা সিবিল ভেনকে তোমার জন্যই গড়েছেন। ওকে না পেলে তোমার জীবন অসম্পূর্ণ।"

ওর হাত দুটি চেপে ডোরিয়ান বল্লে—"ধন্যবাদ! আমি জানতাম তুমি আমাকে বুঝ্‌ছে। হ্যারী বড় বাঁকা কথা বলে। ওকে আমার ভয় করে। এই যে অর্কেষ্ট্রা আরম্ভ হ'ল। অবশ্য অতি বিশ্রী, তবে পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। তারপর ড্রপ উঠ্‌বে—তারপর যে মেয়েটিকে জীবন সঁপে দেব তাকে দেখবে, আমার যা কিছু ভালো তা ওকে দিয়েছি।"

প্রায় পনের মিনিট পরে অভাবনীয় করতালির মধ্যে ষ্টেজে সিবিল ভেনের আবির্ভাব ঘট্‌লো। সত্যি! মেয়েটি অপরূপ স্থন্দরী বটে।

অসামান্য রূপ। লর্ড হেনরীর মনে হ'ল এমনটি আর দেখেন নি। তার সলজ্জ ভংগী ও সচকিত নয়নে হরিণীর মধুরিমা। উৎসাহী দর্শকদের এই অভিনন্দনে রূপালি আয়নায় গোলাপের প্রতিফলনের মত তার গালে একটা ক্ষীণ রক্তিম আভা ফুটে উঠ্‌ল। সে কয়েক পা পিছিয়ে গেল—তার ঠোঁট দুটি যেন কাঁপছে। বেসিল হলওয়ার্ড উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিলেন,—স্বপ্নাচ্ছন্নের মত স্পন্দহীন অবস্থায় তার পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ডোরিয়ান গ্রে। লর্ড হেনরী অপেরা গ্লাসের ভেতর দিয়ে নিরীক্ষণ করে শুধু বল্‌ছেন—"অপূর্ব! অপরূপ!"

কাপুলেটের বাড়ির হলঘরের দৃশ্য, রোমিও যাত্রীর বেশে সজ্জিত হয়ে মার্কুসিয়ো ও অন্যান্য বন্ধুসহ-এসে উপস্থিত। যন্ত্রসংগীতে একটা সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌ল—নৃত্য সুরু হ'ল। সেই অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ভূষিত অভিনেতার ভীড়ে সিবিল ভেন মার্জিত সমাজের প্রাণীর মত বিচরণ কর্‌ছে। জলের ভেতর পদ্মের মৃণাল যেমন সঞ্চরণশীল সিবিল ভেনের দেহ সেইভাবে নাচের তালে দুল্‌ছে। শুভ্র কমলের মতই তার চলার লীলায়িত ভংগী। শাদা হাতীর দাঁতে যেন তার শীতল হাতটি গড়া হয়েছে।

তবু সে যেন কেমন অশান্ত—রোমিওর চোখে যখন চোখ পড়্‌ছে তখন তার মধ্যে কোনো আনন্দের প্রকাশ নেই। কয়েকটি মাত্র কথা—

Good Pilgrim, you do wrong your hand too much,
Which mannerly devotion shows in this;
For saints have hands that pilgrims' hands do touch,
And palm to palm is holy palmers' kiss—"

তারপর সংক্ষিপ্ত সংলাপ—কিন্তু সিবিল কথাগুলি অত্যন্ত যান্ত্রিক ভংগীতে উচ্চারণ করল। কণ্ঠস্বর অতুলনীয়, কিন্তু বাচনভংগীর দিক

থেকে একেবারে কৃত্রিম। বর্ণহীন। কবিতার সম্পূর্ণ প্রাণ অন্তর্হিত। আবেগ অবাস্তব।

ডোরিয়ান গ্রে তার দিকে তাকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে উদ্বিগ্ন ও ধাঁধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ওর বন্ধুরাও কোনো কথা বল্‌তে সাহস করছে না—তাঁদের কাছে মেয়েটি অত্যন্ত অপটু ঠেক্‌ছে। তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছেন।

তবু তাঁরা ভাব্‌ছেন—যে কোনো জুলিয়েটের আসল পরীক্ষা হ'ল দ্বিতীয় অংকের অলিন্দ দৃশ্য। তাঁরা তার অপেক্ষায় আছেন। সেখানেও যদি মেয়েটি অপারক হয় তাহ'লে আর ওর মধ্যে কিছুই নেই।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মঞ্চে সিবিল যখন এল তখন ওকে অতি চমৎকার দেখাচ্ছিল। একথা অস্বীকার করা চলেনা। কিন্তু তার মঞ্চঘেঁষা অভিনয় অসহ্য, ক্রমে আরো খারাপ হতে লাগ্‌ল। অঙ্গ-সঞ্চালন অতি কৃত্রিম। যা কিছু বক্তব্য সবই আতিশয্য হয়ে উঠ্‌ছে। অমন চমৎকার পংক্তি—

"Thou knowest the mask of might is on my face,
Else would a maiden blush bepaint my cheek
For that which thou hast heard me speak to night—"

যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পরিচালনায় শেখা স্কুলের মেয়ের নীরস আবৃত্তির মত শোনালো। অলিন্দে ঝুঁকে পড়ে যখন বল্‌ছে—

Although I joy in thee,
I have no joy of this contract to-night :

"প্রেমের এই কোরক বসন্তের স্পর্শে আমাদের আগামী মিলনে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক—"

কথাগুলি যেন তার কাছে অর্থহীন। অথচ সে এতটুকু নার্ভাস হয়নি, বেশ আত্ম-সমাহিত। অতি কদর্য অভিনয়—একেবারে অসার্থক।

এমন কি পীট ও গ্যালারীর অতি সাধারণ, অশিক্ষিত দর্শকরাও অভিনয়ের মধ্যে আর তেমন রস পাচ্ছে না, তারা অস্থির হয়ে উচ্চৈস্বরে কথা বলছে, শীষ্ দিচ্ছে। ইহুদী ম্যানেজার ড্রেস সার্কেলের পাশে দাঁড়িয়ে রাগে ফুল্‌ছে। একমাত্র সিবিল ভেন অচঞ্চল।

দ্বিতীয় অংক শেষ হওয়ার পর কোলাহলের ঝড় উঠ্‌ল—লর্ড হেনরী চেয়ার থেকে উঠে পড়ে কোট পরে নিয়ে বল্লেন—"মেয়েটি সুন্দরী বটে ডোরিয়ান, তবে অভিনয় অচল। এখন চলো যাই।"

তিক্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডোরিয়ান বল্লে—"আমি শেষ পর্যন্ত দেখ্‌ব। তোমাদের সন্ধ্যাটা মাটি হ'ল তার জন্য সত্যি দুঃখিত। হ্যারী আমি তোমাদের কাছে মাফ্ চাইছি।"

হলওয়ার্ড বল্লেন—"ডোরিয়ান ভায়া, মিস্ ভেন বোধহয় অসুস্থ, আর একদিন না হয় আসা যাবে।"

ডোরিয়ান বল্‌ল—"অসুখ হ'লে সুখী হতাম। কিন্তু তা ত' নয়, কেমন যেন একটা প্রাণহীন জোলো ভাব। একেবারে বদ্‌লে গেছে, অথচ গত রজনীতে ওর অপূর্ব অভিনয় দেখেছি। আজ রাত্রে একেবারে সাধারণ, তৃতীয় শ্রেণীর অভিনয়।"

"যাকে ভালোবাসো তার সম্পর্কে ও রকম বোলোনা। ডোরিয়ান, প্রেম আর্টের চেয়েও বড়ো।"

লর্ড হেনরী মন্তব্য করলেন—"ও দুটো জিনিষই অনুকরণের দুটি বিভিন্ন আঙ্গিক। কিন্তু চলো ডোরিয়ান যাওয়া যাক, এখানে আর থেকোনা —খারাপ অভিনয় দেখা নীতির দিক থেকে ঠিক নয়। তাছাড়া তুমি ত' আর তোমার স্ত্রীকে দিয়ে অভিনয় করাবেনা, সে যদি জুলিয়েটের ভূমিকা কাঠের পুতুলের মতো করে ত' কি এসে যায়? মেয়েটি চমৎকার—অভিনয়ের মত জীবনের কিঞ্চিৎ যদি তার জানা থাকে তাহলেই ও এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার বস্তু। দুরকমের মানুষের

প্রকৃত আকর্ষণ আছে,—যারা সব জানে, আর যারা একদম কিছুই জানেনা। হা ভগবান! তুমি খোকা অমন করুণ মুখ করে থেকো না। তরুণ হয়ে থাকার গোপন রহস্য হ'ল অশোভন ভাবাবেগে আকুল না হওয়া। বেসিলও আমার সংগে ক্লাবে এসো - সিগারেট আর মদ্য পান করা যাবে, সিবিলের রূপের জন্য স্বাস্থ্য পান করা যাবে। মেয়েটি রূপবতী। আর কি চাও?"

ছেলেটি বলে উঠ্ল—"হ্যারী তুমি যাও, আমি একটু একা থাকতে চাই। বেসিল তোমরা যাও। আমার মন একেবারে ভেঙে গেছে দেখছো না?" তার চোখে উষ্ণ জল, ঠোঁট দুটি কাঁপছে, হাতের ভেতর মুখটি ঢেকে বক্সের পিছনে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ডোরিয়ান।

কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত কোমলতা এনে লর্ড হেনরী বল্লেন—"চলো আমরা যাই বেসিল।" তরুণ বন্ধুদ্বয় চলে গেলেন।

কয়েক মিনিট পরে আবার পাদপ্রদীপ জ্বলে উঠ্ল, তৃতীয় অংকের যবনিকা উঠ্ল—ডোরিয়ান গ্রে আবার এসে বস্ল। মুখটা বিবর্ণ, অথচ দাম্ভিক এবং উদাসীন। অভিনয় চল্ছে—যেন এর শেষ নেই। অর্ধেক প্রেক্ষাগৃহ খালি হয়ে গেল, জুতার শব্দ করে হাস্তে হাস্তে সবাই চলে যাচ্ছে। সব জড়িয়ে একটা কেলেংকারী। 'শেষ অংক একেবারে খালি 'হলে' অভিনয় হ'ল। আর্তনাদ করে যবনিকা পতন হ'ল।

অভিনয় শেষ হতেই ডোরিয়ান গ্রে তাড়াতাড়ি গ্রীনরুমে উঠে গেল। সিবিল একা দাঁড়িয়েছিল, মুখে তার বিজয়িনীর দীপ্ত ভংগীমা। চোখে তার একটা অপূর্ব দাহ, সারা দেহে ঔজ্জ্বল্য, উন্মুক্ত ঠোঁট দুটিতে যেন কোনো গোপন রহস্যের মৃদু হাসি।

ডোরিয়ান এসে ঘরে ঢুকতেই ওর মনে যেন এক অন্তহীন আনন্দের ঢেউ জেগে উঠল—সে বল্ল "আজ কি বিশ্রী অভিনয় হ'ল ডোরিয়ান?"

ওর মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে ডোরিয়ান বল্‌ল—"অতি বিশ্রী, বীভৎস! তোমার কি কোনো অসুখ করেছে? কত খারাপ হয়েছে তোমার ধারণা নেই। তুমি বুঝ্‌বে না কি কষ্টই না আমি পেয়েছি।"

কণ্ঠস্বরে বিলম্বিত সুর টেনে মেয়েটি বল্‌ল—

"ডোরিয়ান" ওর ঠোঁটের পাপড়িতে কথাকটি যেন মধু-র চাইতেও মধুর। ডোরিয়ান, তোমারো ত' বোঝা উচিত ছিল! এখন হয়ত বুঝেছ, না?"

ক্রুদ্ধ হয়ে ডোরিয়ান বল্‌ল—"বুঝ্‌ব আবার কি?"

"কেন আজ এত খারাপ হ'ল? কেন এখন থেকে আমার বরাবরই খারাপ হবে, আমি আর কখনও ভালো অভিনয় করতেই পারবো না।"

কাঁধনেড়ে ডোরিয়ান বল্‌ল—"তোমার বোধহয় অসুখ করেছে, অসুস্থ হয়ে আর অভিনয় কোরোনা। এতে নিজেকেই হাস্যাস্পদ করে তোলো। আমার বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে গেছেন, আমারও সেই অবস্থা।"

মেয়েটি যেন ওর কথা শুন্‌ছেনা, সে আনন্দে আত্মহারা। আনন্দের একটা প্লাবন তার সারা দেহে প্রবহমান।

সে বল্‌ল—"ডোরিয়ান, ডোরিয়ান, তোমাকে দেখার আগে অভিনয় ছিল আমার জীবনের একমাত্র বাস্তবতা। থিয়েটারে এই অভিনয়ের ভেতরই আমি বেঁচেছি, ভাবতাম এই সত্য, এমনই হয়, এক রজনীতে রোসালিণ্ড, তার পরদিন পোর্সিয়া। বিয়েত্রিচের আনন্দই আমার আনন্দ, আবার কর্ডেলিয়ার বেদনা আমারই বেদনা। সব কিছুই বিশ্বাস করেছি। যে সব সাধারণ মানুষ আমার সংগে অভিনয় করেছে তারা আমার কাছে দেবতা। অঙ্কিত দৃশ্যপট আমার জগৎ। ছায়া ছাড়া আর কিছুই জানতামনা, কিন্তু সেই সব সত্য বলে জানতাম। তুমি এলে, আমার জীবনের প্রথম প্রেম! জীবনের রাজপুত্র—আমার আত্মাকে তুমিই কারাগারের কঠিন বাঁধন থেকে মুক্তি দিলে। বাস্তবতা যে কি

বস্তু তুমিই আমাকে শেখালে। আজই জীবনে সর্বপ্রথম আমি এই সবের অগভীরতা বুঝলাম। কি অসার্থক, শূন্যগর্ভ অসার মিছিলে আমি এতদিন অভিনয় করে এসেছি। আজ সর্বপ্রথম দেখ্‌লাম, রোমিওটা কুৎসিত, একটা রঙমাখা বৃদ্ধ। কুঞ্জবনের চাঁদের আলো কৃত্রিম, দৃশ্যপট বীভৎস, যে সব কথা বলেছি তা অবাস্তব, আমার মনের কথা নয়, সে কথা ত' আমি যা বল্‌তে চাই তা নয়। তুমি আমাকে অনেক ওপরে নিয়ে এসেছ, এমন জিনিষ দিয়েছ যার কাছে সব আর্টই ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়। তুমিই আমাকে প্রকৃত প্রেম কি তার আস্বাদ দিয়েছ। ওগো রাজপুত্র। আমার জীবনের রাজকুমার—আমি যে ছায়ার মায়ায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পৃথিবীর সকল আর্টের চেয়েও তুমি আমার কাছে বড়। থিয়েটারের এই পুতুল নাচের পালা আর আমার সয়না—এ নিয়ে আমার কি হবে? আজ রাতে যখন এলাম কিছুতেই বুঝতে পারিনা সবকিছু কেমন যেন আমার মন থেকে মুছে গেছে, মনে হ'ল আমি হঠাৎ অপূর্ব হয়ে গেছি—কিছুই আর করতে পারছিনা দেখ্‌লাম। সহসা আমার অন্তরে এর যে কি অর্থ তা ধরা পড়্‌ল। সেই জ্ঞানটুকু আমার কাছে অপূর্ব। আমি শুনেছি ওরা শীষ্‌ দিচ্ছে, আমি শুধু হেসেছি। ওরা আমাদের প্রেমের কি জানে? ডোরিয়ান তুমি আমাকে নিয়ে চলো···তোমার সংগে নিয়ে চলো, যেখানে শুধু আমরা একা। ষ্টেজ আর আমার ভালো লাগেনা, আমি ঘৃণা করি। যে আবেগ আমি অন্তরে অনুভব করিনা তা আমি নকল করতে পারি, কিন্তু হৃদয়ে যা জল্‌ছে সে আগুন কি করে বাইরে প্রকাশ করবো। ডোরিয়ান, এখন বোধ হয় বুঝেছ এর অর্থ কি? যদিও আমি অভিনয় করি, তাহলে প্রেমে পড়ার অভিনয় করতে গেলে তা কৃত্রিম হবে। তুমিই ত' আমাকে তা দেখ্‌তে শিখিয়েছ।"

ডোরিয়ান সোফায় বসে পড়্‌ল। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে

বল্‌ল—"তুমি আমার প্রেমের অপমৃত্যু ঘটিয়েছ···তাকে হত্যা করেছ।"

ওর মুখের পানে সবিস্ময়ে তাকিয়ে সিবিল হেসে উঠ্‌ল। ডোরিয়ান কোনো জবাব দেয়না। সিবিল তার কাছে সরে এল, তারপর তার শীর্ণ আঙুলগুলি দিয়ে তার চুলগুলি নাড়তে লাগল। নীচু হয়ে বসে ওর হাত দুটি ঠোঁটে ঠেকাল। শিউরে উঠে সে হাত দুটি ডোরিয়ান সরিয়ে দিল। তারপর উঠে পড়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। বল্‌ল—"সত্যি! তুমি আমার প্রেমের মৃত্যু ঘটিয়েছে···তুমি আমার কল্পনাকে উদ্দাম করেছিলে···এখন আর আমার মনে এতটুকুও কৌতূহল আন্‌তে পারোনা। তোমাকে ভালোবেসেছিলাম তুমি অপূর্ব বলে···তোমার প্রতিভা ছিল, বুদ্ধি ছিল, তুমি আর্টের অর্থ অনুভব করেছিলে—সে সব তুমি হেলায় অপচয় করেছ। তুমি অতি নির্বোধ আর ভোঁতা। হা ভগবান!—পাগলের মত তোমাকেই ভালোবেসেছিলাম। কি নীরেট বোকা আমি। তুমি আর আমার কাছে কিছুই নও···আমি আর তোমাকে দেখবো না। তোমারে কথা কখনও মনে আনবো না। তোমার নাম উচ্চারণ করবো না। তুমি ত' জানোনা একদা তুমি আমার কি ছিলে। শুধু একদা কেন···! ও—আর ভাবতেও পারিনা। তোমার দিকে যদি আমার চোখ না পড়্‌ত! তুমি আমার জীবনের রোমান্স নষ্ট করেছ। প্রেম আর্টকে ক্ষুণ্ণ করে বল্‌ছ, তুমি প্রেমের কতটুকু জানো? আর্টহীন তুমি কে? কি তোমার মূল্য? আমি তোমাকে খ্যাতি দিতাম, প্রতিষ্ঠা এনে দিতাম, তোমাকে অপরূপ···অপূর্ব করতাম! আমার নাম তোমার সংগে জড়িয়ে থাকত। সারা জগৎ তোমাকে দেবীর মত পূজা কর্‌ত। আর এখন তুমি কি? সুন্দর মুখওলা তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ অভিনেত্রী।"

মেয়েটি একেবারে পাংশু হয়ে গেছে, তার সারা দেহ কাঁপছে। সে

হাতদুটি মুঠো করে বাষ্পরূদ্ধ কণ্ঠে বলল – "ডোরিয়ান এসব কি বল্ছ, ঠাট্টা কর্ছ, এ তোমার অভিনয় ?"

"অভিনয় ? অভিনয় তোমার কাজ ! তুমিই সেটা ভালো জানো।" তিক্ত গলায় ডোরিয়ান বল্‌ল।

সিবিল উঠে দাঁড়াল···তার মুখে বেদনার করুণ অভিব্যক্তি, ওর সংগে সেও ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ওর কাঁধে হাত রেখে চোখের পানে তাকাল, সে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বল্‌ল ! "আমাকে ছুঁয়োনা।"

দলিত কুসুমের মত সিবিল মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল তার কণ্ঠে ক্ষীণ কান্নার আভাস। মৃদুগলায় বল্‌ল – "ডোরিয়ান, ডোরিয়ান, আমাকে ছেড়ে যেওনা। ভালো অভিনয় করতে পারিনি তার জন্য দুঃখিত। কিন্তু তোমার কথাই সারাক্ষণ ভেবেছি। আমি সত্যি এবার চেষ্টা করবো···খুব চেষ্টা কর্‌বো ! সহসা আমার মনে তোমার প্রেম ভেসে উঠ্‌ল, তুমি যদি আমাকে চুমা না খেতে তাহ'লে আমি কিন্তু জানতেই পারতাম না···আমাকে আবার চুমা দাও। ওরকম চলে যেওনা। এ আমি সইতে পারবো না। আমার ভাই তোমাকে ঠিক বোঝেনি···সে ঠাট্টা করেছে। কিন্তু যাক্ সে কথা। আজ রাতের মত তুমি কি মার্জনা করবেনা ? আমি এবার আরো খাট্‌বো আবার ভালো অভিনয় করবো।

পৃথিবীর আর সব বস্তুর চাইতেও তোমাকেই বেশী ভালোবাসি, তার জন্য আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়োনা। যাই হোক, এই ত' একবার আমার ত্রুটী হয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছ ডোরিয়ান, আর্টিষ্ট হিসাবে আমার আরো কিছু করা উচিত ছিল। আমার পক্ষে নিছক বোকামী হয়েছে, অথচ আমার কোনো হাত নেই। আমাকে তুমি ছেড়ে যেওনা··· ছেড়ে চলে যেওনা।" চাপাকান্নায় তার কণ্ঠস্বর রূদ্ধ হয়ে গেল। আহত পাখীর মত সিবিল মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল আর ডোরিয়ান তার সুন্দর

চোখ মেলে তার পানে চেয়ে আছে, তার বঙ্কিম ঠোঁটে নিদারুণ ঘৃণা ফুটে উঠেছে।

ধীর অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে ডোরিয়ান অবশেষে বল্‌ল—"আমি যাচ্ছি! আমি নির্দয় হতে চাইনা, তবে আমি আর আসতেও পারবোনা। তুমি আমাকে অতিশয় হতাশ করেছ।"

সিবিল নীরবে কাঁদতে থাকে, কোনো কথা বলেনা, তবে আরো কাছে সরে এসে। তার ছোট্ট হাতদুটি অন্ধের মত বাড়িয়ে দেয়, মনে হ'ল যেন ওকেই খুঁজছে। ডোরিয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই থিয়েটার থেকে চলে গেল।

কোথায় যে চলেছে ডোরিয়ান জানেনা। স্বপ্নালোকিত পথে কালো ছায়াঘেরা খিলানওলা কুশ্রী বাড়ির সার। ভাঙাগলা আর কর্কশ হাসিওলা মেয়েমানুষের দল পিছন থেকে চেঁচাছে। বিরাট-বানরের মত মাতালগুলো আবোল-তাবোল বকৃছে আর গাল মন্দ করৃছে। দোরগড়ায় নোঙরা ছেলেমেয়ের ভীড়, আর বাড়ির ভেতর থেকে চীৎকার আর শাপান্ত শোনা যাচ্ছে।

ভোর হয়ে আস্‌ছে এমন সময় ডোরিয়ান বুঝ্‌ল সে কোভেণ্ট্ গার্ডেনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। অন্ধকার ক্রমে কমে এল, পূর্ব দিকের আকাশ লাল হয়ে উঠ্‌ছে, আকাশের গায়ে মুক্তার রঙ। জনশূন্য পথে ফুল বোঝাই বড় বড় গাড়ির চলাচল সুরু হ'ল। বাতাসে ফুলের মনোরম গন্ধ। ফুলের এই গন্ধ যেন তার বেদনার তাপহরণ করৃলো। বাজারের ভেতর গিয়ে গাড়ি থেকে মাল খালাস করা দেখতে লাগল। একজন গাড়োয়ান ওকে কিছু চেরী উপহার দিল, ধন্যবাদ জানিয়ে ডোরিয়ান ভাবে লোকটা কেন দাম নিতে চাইল না কে জানে···তারপর চেরীগুলি গোগ্রাসে খেতে সুরু করৃলো, মধ্যরাত্রে গাছ থেকে তোলা হয়েছে তার ওপর চাঁদের আলোর শীতল পরশ প্রবেশ করেছে। ছেলের

দল লম্বা সার বেঁধে টিউলিপ, হল্‌দে বা লালগোলাপের ঝুড়ি বইছে। ওর সামনে দিয়ে তরি তরকারির সবুজ পাহাড় ভেদ করে তারা চলেছে। বারান্দার নীচে রৌদ্রোজ্জ্বল থামের তলায় খালি মাথায় মেয়ের দল নীলাম শেষ হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। পিয়াজার কফি হাউসের দোলানো দরজায় আর একদল মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির ঘোড়াগুলি পাথরের ওপর পা ঠুক্‌ছে, তাদের গলার ঘণ্টা বাজ্‌ছে। কয়েকজন গাড়োয়ান থলের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে। গোলাপী পা আর রামধনু আঁকা ঘাড়ওলা পায়রার দল ইতস্ততঃ ছড়ানো বীজ খুঁটে বেড়াচ্ছে।

আর একটু পরে ডোরিয়ান একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে বাড়ির দিকে চল্‌ল। কয়েক মিনিট দরজার সামনে পায়চারী কর্‌ল—সামনের শান্ত পার্কের দিকে চেয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে বিরাট বাড়ি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ এখন পরিষ্কার নীল হয়ে গেছে, সূর্যালোকে বাড়ির ছাদগুলিতে রূপালি ছাপ পড়েছে। ওদিকের কয়েকটি চিমনী থেকে সরু ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠ্‌ছে।

হলঘরের ভেতর তখনও ভেনেসীয় লণ্ঠনের আলো জ্বল্‌ছে, ডোরিয়ান আলোটা নিভিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর হ্যাট আর কোটটা রাখ্‌ল, তারপর লাইব্রেরী ঘরের ভেতর দিয়ে শোবার ঘরে চল্‌ল—নীচের তলায় এই ছ' কোণা ঘরটা সে তার সদ্যজাগ্রত সৌন্দর্যবোধ অনুসারে নতুন করে নতুন ঢঙে সাজিয়েছিল, রেনাসাঁ যুগের কয়েকটি অদ্ভুত ধরণের কাপড়ের পর্দা ও আসবাবের ঢাকা তৈরী করেছিল। দরজার হাতল ঘোরাতে গিয়ে হঠাৎ বেসিল হল্‌ওয়ার্ডের আঁকা ওর ছবিটার দিকে চোখ পড়্‌ল। সবিস্ময়ে সে সেদিকে তাকালো। কোট থেকে বাটনহোলটা খুলে ডোরিয়ান একটু ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌ল, তারপর ফিরে এসে ছবিটা ভালো করে দেখ্‌তে লাগ্‌ল

–জানালা দিয়ে ভেসে আসা ক্ষীণ আলোকে মনে হ'ল ছবির মুখটা কেমন যেন বদলে গেছে। মুখভংগী পরিবর্তিত হয়েছে–মুখে কেমন একটা নির্মম ভাব ফুটে উঠেছে–সত্যি, বড় অদ্ভুত কাণ্ড!

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে খড়খড়িটা উঠিয়ে দিল। উজ্জ্বল প্রভাত ঘরের ভেতর ভেসে এল, প্রেতায়িত ছায়া কোথায় বিদূরিত হ'ল। কিন্তু পোর্টরেটের মুখে যে বিস্ময়কর অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গিছ্‌ল তা যেন রয়ে গেছে, যেন আরো নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে। কম্পমান রবিরশ্মি সেই মুখের নির্মম নিষ্ঠুরতা আরো স্পষ্ট করে তুলেছে, একটা ভয়াবহ কাণ্ডের পর যেন আয়নায় মুখ দেখা।

লর্ড হেনরী প্রদত্ত অজস্র উপহার দ্রব্যের মধ্যে হাতির দাঁতে বাঁধানো একটা ডিম্বাকৃতি আরশী ছিল—সেইটি তুলে নিয়ে ডোরিয়ান তার উজ্জ্বল বুকে নিজের মুখের প্রতিফলন দেখতে লাগ্‌ল। তার লাল ঠোঁটে কই তেমন কোনো রেখা নেই? তাহ'লে এর অর্থ কি?

চোখ মুছে পুনরায় ছবির কাছে এসে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখ্‌ল ডোরিয়ান। ছবিটিতে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি তবু যেন সমগ্র ভঙ্গিমাই পাল্‌টে গেছে। এ তার কল্পনা-বিলাস নয়–এ যে নিষ্ঠুর সত্য।

চেয়ারে বসে পড়ে ভাবতে থাকে ডোরিয়ান। সহসা তার মনে পড়ল ছবিটি যেদিন শেষ হয়েছিল সেদিন বেসিল হল্‌ওয়ার্ডের ষ্টুডিওতে ও কি বলেছিল। সে কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন সে পাগলের মত বলেছিল ছবিটার বয়স বাড়ুক তবু সে যেন তরুণ থেকে যায়। ওর নিজের মুখ যেন অবিকৃত থাকে, ওর পাপ আর সম্ভোগের ভার বুকে নিয়ে ক্যানভাসে অঙ্কিত ছবিটি বিকৃত হোক। ছবির মুখে ফুটে উঠুক কুঞ্চিত রেখা, বেদনার ছাপ, আর ওর সদ্যজাগ্রত যৌবনের তনু-লাবণ্য অটুট থাকুক। তার সেই বাসনা কি পূর্ণ হোল? একি অসম্ভব কাণ্ড!

নিষ্ঠুরতা? ও কি সত্যই নির্মম? অপরাধ ত' মেয়েটির, ওর নয়। ও তার মাঝে বিরাট প্রতিভার স্বপ্ন দেখেছিল—বড় মনে করেছিল বলেই তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। মেয়েটি কিন্তু তাকে হতাশ করেছে। অত্যন্ত অযোগ্য ও অপটু। তবু সে ওর পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল এই কথাটি মনে হওয়ায় ওর মনে একটা নিদারুণ অনুশোচনা জাগ্‌ল। কেন সে তখন অমন নিস্পন্দ হয়ে তাকে দেখ্‌ছিল? কেন তখন তার ঐ পরিবর্তন এসেছিল? কেন তখন মনের এই অবস্থা ঘটেছিল? কিন্তু তারও ত' কষ্টভোগ হয়েছে। যে ভয়ংকর তিনটি ঘণ্টা ধরে অভিনয় চলেছে—ডোরিয়ান ততক্ষণ অন্তরে তীব্র জ্বালা ও যন্ত্রণা ভোগ করেছে। তবে ওর জীবন মেয়েটির যোগ্য। সে একমুহূর্তের জন্য ডোরিয়ানকে আহত করেছে কিন্তু সে যে সিবিলের মনে একযুগের জ্বালা এনে দিয়েছে। আর মেয়েরা পুরুষের চাইতেও ব্যথা সইতে পারে। ওরা ত' আবেগ আর ভাবালুতা নিয়েই আছে। প্রিয়তমকে আঁকড়ে ধরে একটা নাটকীয় দৃশ্যের সুযোগ নেয়। লর্ড হেনরীই ত' এই কথা বলেছেন, মেয়েরা কি বস্তু তিনি ভালোই জানেন। আর সিবিল ভেনের কথা ভেবে ও কেন মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছে? সে এখন ডোরিয়ানের কাছে কিছুই নয়!

কিন্তু ছবিটা? সে বিষয় কি বলার আছে? ওর মধ্যেই রয়েছে ডোরিয়ানের জীবনের গোপনরহস্য, ওর জীবন কাহিনী। নিজের সৌন্দর্যকে পূজা করতে শিখিয়েছে এই ছবি। এই ছবি কি আবার নিজের আত্মাকে ঘৃণা করতেও শেখাবে? আর কি এই ছবির দিকে সে তাকাবে?"

সত্যি ছবিটি বিকৃত মুখ আর নিষ্ঠুর হাসি নিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। প্রভাতী আলোয় উজ্জ্বল চুলগুলি চক্ চক্ করছে। ছবির নীল চোখের সংগে ওর চোখের মিলন হ'ল। ইতিমধ্যেই ছবির পরিবর্তন

ঘটেছে, পরে আরো ঘটবে। ছবির সোনালি রঙ ধূসর হবে, লাল আর শাদা গোলাপ শুখাবে। ওর প্রতিটি পাপের জন্য ছবির মনোহর রূপ নষ্ট হবে। কিন্তু ও পাপ করবেনা। পরিবর্তিত কিংবা অপরিবর্তিত ঐ ছবি ওর কাছে বিবেকের একটা দৃশ্য প্রতীক হয়ে থাকবে। লোভকে জয় করবে। লর্ড হেনরীর সংগে আর দেখা করবে না, অন্ততঃ তাঁর বিষময় মতবাদে কান দেবেনা, বেসিল হলওয়ার্ডের বাগানে শোনা লর্ড হেনরীর বিষময় বাণী ওর প্রাণে এনেছে অসম্ভবের কামনা, সম্ভোগের দাহ। ও সিবিল ভেনের কাছে ফিরে যাবে, অপরাধের জন্য মার্জনা চাইবে, বিবাহ করবে, আবার তাকে ভালোবাসবে। এটা ওর কর্তব্য। ওর চাইতেও বেশী কষ্ট নিশ্চয়ই মেয়েটি ভোগ করেছে। আহা বেচারা! সে নিতান্ত স্বার্থপর ও নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করেছে। ওরা দুজনে সুখী হবে। ওদের দুজনের জীবন সুন্দর ও পবিত্র হবে।

ডোরিয়ান চেয়ার থেকে ওঠে দাঁড়িয়ে পোর্টরেটের সামনে একটা পাতলা পর্দা এনে ঢেকে দিল ; ছবিটির দিকে চেয়ে ও নিজেই শিউরে উঠে মনে মনে বলে—"কি ভয়ানক!" তারপর জানালাটা খুলে দিয়ে। বাইরে ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে ডোরিয়ান একটা গভীর নিশ্বাস ফেল্‌ল। প্রভাতের তাজা হাওয়ায় ওর মনের মেঘ কেটে গেল। ও এখন কেবল সিবিলের কথা ভাব্‌ছে। তার প্রেমের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মনে ভেসে আস্‌ছে। বারবার সে তার নাম উচ্চারণ করে।

শিশির ধৌত বাগানে পাখীরা গান গেয়ে ফুলের কানে কানে যেন এই খবরটিই নিবেদন করেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর ডোরিয়ানের ঘুম ভাঙালো। তার চাকর কয়েকবার পা টিপে ঘরে এসে দেখে গেছে মনিব নড়ছে কিনা আর ভেবেছে এত নিদ্রার হেতুটা কি! অবশেষে ঘণ্টা বাজতেই ভিক্‌টর ট্রেতে এক কাপ চা নিয়ে লঘুপদে ঘরে এল, সেই সংগে একতাড়া চিঠি, তারপর জানালা থেকে জলপাই রঙের পর্দা সরিয়ে দিল।

সে হেসে বল্‌ল—"হুজুর আজ সকালে খুব ঘুমিয়েছেন।"

তন্দ্রা জড়িত কণ্ঠে ডোরিয়ান প্রশ্ন করে—"কটা বেজেছে ভিক্‌টর?

"স' একটা হুজুর।"

এত দেরী! ডোরিয়ান তাড়াতাড়ি উঠে বসে একটু চা খেয়েই চিঠিগুলি দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তার মধ্যে একটি লর্ড চিঠি হেনরী লিখিত, হাতে করে কেউ নিয়ে এসেছে। একটু ইতস্ততঃ করে সে চিঠিটা সরিয়ে রেখে অন্য চিঠিগুলি তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল। সেগুলি সাধারণ নিমন্ত্রণ পত্র, ডিনার, থিয়েটার, সাহায্য রজনী ইত্যাদি। সৌখীন সম্প্রদায়ের তরুণদের কাছে এসব প্রচুর আসে। ওর মধ্যে আবার একটা লুই কুইনজে টয়লেট সেটের দরুণ মোটা অঙ্কের বিল রয়েছে। প্রাচীনপন্থী অভিভাবকদের কাছে বিলটি পাঠাতে সাহস হয়নি, তাঁরা বোঝেন না যে তাঁরা যা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন সেইগুলিই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। আর আছে জেরমিন ষ্ট্রীটের সুদখোরদের মধুর লিপি, যে কোনো মুহূর্তে ন্যায্য হারে নামমাত্র সুদে তারা টাকা বাড়িতে পৌছে দিতে সর্বদাই প্রস্তুত।

মিনিট দশেক পরে ডোরিয়ান উঠে পড়্‌ল, তারপর সিলকের কাজকরা

কাশ্মিরী পশমের একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়িয়ে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। দীর্ঘ নিদ্রার পর শীতল জল তার শ্রান্তি দূর করল। গত রজনীর ঘটনা যেন সে ভুলে গেছে। একবার বা দুবার এক বিস্ময়কর ট্রাজেডিতে যে সে অংশ নিয়েছিল সে কথা স্মরণ হ'ল, কিন্তু তার মধ্যে কেমন যেন স্বপ্নের অবাস্তবতা।

পোষাক পরার পালা শেষ হওয়ার পরই লাইব্রেরী কক্ষে বসে ফরাসী ব্রেকফাষ্ট সেরে নিল। খোলা জানালার সামনে ছোট্ট টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছিল, দিনটিও চমৎকার। উষ্ণ বাতাসে সুগন্ধ ভরপুর। গন্ধকের মত হলদে গোলাপের ফুলদানিতে একটা ভ্রমর এসে গুণগুণিয়ে গেল। ডোরিয়ান এখন বেশ খুসী বোধ করছে।

সহসা পোর্টরেটটির ওপর ঢাকা দেওয়া পর্দাটা নজরে আসতেই ডোরিয়ান শিউরে উঠল। টেবিলে একটি ওমলেট রেখে ভ্যালেট বলল ...“শীত করছে হুজুর, জানালাটা বন্ধ করে দেব?”

ডোরিয়ান মাথা নাড়্‌ল, তারপর মৃদুগলায় বল্‌ল—“না···শীত করেনি।”

কিন্তু ব্যাপারটি কি সত্যি? ছবিটা কি বদ্‌লেছে? কিংবা ওর কল্পনা বিভ্রম? আনন্দ মূর্তির বদলে ডোরিয়ান অভিশপ্ত আকৃতি দেখেছে! একটা রঙকরা ক্যানভাস কি বদলে যেতে পারে? এ অবিশ্বাস্য কাণ্ড! একদিন বেসিলকে ঘটনাটা বলা যাবে। বেসিল হয়ত হাসবে।

তবু সমগ্র ঘটনাটির স্মৃতি কত স্পষ্ট হয়ে মনে আস্‌ছে। প্রথমে সেই প্রদোষান্ধকার, তারপর উজ্জল প্রভাতে সে ঐ ঠোঁটের ভেতর নির্মমতার ছাপ দেখেছে। ভ্যালেট ঘর ছেড়ে চলে যেতে ও একটু ভীত হয়ে উঠেছিল। যখন একা থাক্‌বে তখন পোর্টরেটটি একবার ভালো করে পরীক্ষা করবে। নিশ্চয়তা সম্পর্কেই ওর শংকা বেশী। কফি আর সিগারেট দিয়ে ভ্যালেট্‌ যখন চলে যাওয়ার উপক্রম কর্‌ছে তখন

ডোরিয়ানের মনে হয়েছে ওকে থাকতে বল্‌বে। সে যখন দরজা ভেজিয়ে চলে যাচ্ছে তখন ডোরিয়ান তাকে ডাক্‌ল। লোকটি হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে, ডোরিয়ান তার মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"কেউ আমার খোঁজে এলে বোলো আমি বাড়ি নেই, বুঝলে ভিকটর!" লোকটি সেলাম করে চলে গেল।

ডোরিয়ান টেবিল থেকে উঠে পড়ে একটি সিগারেট ধরাল তারপর একটা গদী আঁটা কৌচে বসে সেই পর্দার দিকে চেয়ে রইল।

স্ক্রীনটা পুরাতন। স্প্যানীস্ চামড়ায় তৈরী, লুই কোয়াটোজ ধরণের চিত্রিত করা। ডোরিয়ান তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবে আর কোনোদিন কি এই ভাবে সে কোনো মানুষের জীবনের গোপন রহস্য আবৃত করেছে।

ওকি স্ক্রীনটা সরিয়ে দেবে? ঐভাবেই থাকুক না কেন? ভালো করে জানার কি প্রয়োজন? ঘটনাটি যদি সত্য হয় তাহ'লে ভয়ঙ্কর! যদি সত্য না হয়, মাথা ঘামাবার কি আছে? কিন্তু যদি কোনোদিন ঘটনাচক্রে অন্য কারো নজর ঐ ছবির ওপর পড়ে? সে যদি এই বীভৎস পরিবর্তন ধরে ফেলে? বেসিল হল্‌ওয়ার্ড এসে যদি তার আঁকা ছবিটি দেখ্‌তে চায়? বেসিল নিশ্চয়ই তা চাইবে! না, এখনই একবার ভালো করে দেখ্‌তেই হবে। এই সন্দেহের দোলায় দোলার চাইতেও সে ভালো।

ডোরিয়ান উঠে পড়ে দুটি দরজাই বন্ধ করল। এই লজ্জার মুখোসটি অন্ততঃ সে একাই দেখুক। তারপর পর্দাটা সরিয়ে ছবির সামনে মুখোমুখি দাঁড়াল। ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য। ছবির রূপান্তর ঘটেছে।

এর পরও এই কথা ওর প্রায়ই মনে হয়েছে, সর্বদাই সে সবিস্ময়ে ভেবেছে আর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে ছবিটি লক্ষ্য করেছে। এমন একটা পরিবর্তন ঘটতে পারে এ যেন ওর কাছে অসম্ভব মনে হয়েছে। তবু

এই সত্য! রাসায়নিক আণবিক পদার্থ যা ক্যান্‌ভাসের রঙে একটা আকার নিয়েছে তার সংগে ওর নিজস্ব আত্মার কোনো আত্মিক যোগাযোগ আছে? আত্মা যা ভাবে, ওরাও তা অনুভব করে?—যা স্বপ্ন তা ওদের কাছে সত্য? কিংবা অন্য কোনো ভয়ংকর হেতু আছে? ডোরিয়ান আতংকে শিউরে ওঠে···সে শংকিত - কৌচে ফিরে গিয়ে নিদারুণ ভয়ে সে ছবিটির দিকে চেয়ে থাকে।

ছবিটা কিন্তু একটা উপকার করেছে, সিবিল ভেনের প্রতি ডোরিয়ান যে অন্যায় অবিচার করেছে সেই বিষয় তাকে সচেতন করে তুলেছে। এখনও সংশোধনের সময় আছে। এখনও তাকে স্ত্রী করা যায়। ওর অবাস্তব ও স্বার্থপর প্রেম বৃহত্তর প্রভাবে মহত্তর আবেগে পরিণত হবে। বেসিল হলওয়ার্ডের আঁকা ছবিটা আজীবন ওর কাছে একটা নির্দেশক হয়ে থাকবে। কারো কারো কাছে পবিত্রতা, বিবেক এবং আমাদের সকলের কাছে ঈশ্বর-ভীতি যেমন বস্তু, ছবিটিও ডোরিয়ানের কাছে তারই স্মারক হয়ে থাকবে। বিমর্ষতার ওষুধ আছে, মাদক দ্রব্য নৈতিক জ্ঞানকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। পাপের পরিণামের কি অদ্ভুত প্রতীক্ এই ছবি! মানুষ তার আত্মাকে যেভাবে ধ্বংস করে এই তার চিরস্থায়ী চিহ্ন।

তিনটে—সাড়ে তিনটে, চারটে,—সাড়ে চার—তবু ডোরিয়ান গ্রে চুপ করে বসে আছে, নড়েনা। জীবনের লোহিতসূত্রগুলি গ্রথিত করার চেষ্টা করছে সে, একটা কোনো পদ্ধতিতে তাদের চয়ন করতে হবে, কামনার যে পথে সে ভ্রাম্যমান তার ভেতর পথ খুঁজে নিতে হবে। কি যে করবে আর কি ভাব্‌বে ত' ভেবে পায়না। অবশেষে সে টেবিলে এসে বসে তার প্রিয়তমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে একটি চিঠি লিখ্‌ল, চিঠিতে নিজেকে বাতুল বলে উল্লেখ করল। পাতার পর পাতা দুঃখ ও বেদনার উদ্দাম আকুলতায় ভরিয়ে দিল, আত্ম-পীড়নে একটা বিলাস

আছে। আমরা যখন আত্মনিন্দা করি তখন ভাবি আর কারো সেই কাজটা করার অধিকার নেই। মৃত্যুকালে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাতেই আমাদের মুক্তি, পুরোহিতের জন্য নয়। চিঠিখানি শেষ করে ডোরিয়ানের মনে হল সে ইতিমধ্যেই মার্জনা লাভ করেছে।

সহসা দরজায় একটা আঘাত পড়্‌ল, বাইরে লর্ড হেনরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তিনি বল্লেন—"খোকা, তোমার সংগে দেখা হওয়া দরকার, আমাকে এখনই ভেতরে ঢুক্‌তে দাও—তুমি এভাবে ভেতরে বসে থাকবে এ আমার সইবে না।"

প্রথমটা কোনো জবাব না দিয়ে ডোরিয়ান চুপ করে রইল। দরজায় ধাক্কা চল্‌ল—ক্রমে তা প্রবলতর হয়ে উঠ্‌ল। লর্ড হেনরীকে আসতে দেওয়াই ভালো, যে নূতন জীবন ও অতঃপর গ্রহণ করবে ঠিক করেছে সে কথা স্পষ্ট করে বলাই ভালো, প্রয়োজন হলে কলহও করবে। পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটার যদি প্রয়োজন হয় তা হ'বে। ডোরিয়ান উঠে পড়্‌ল, তাড়াতাড়ি ছবির সামনে পর্দাটা টেনে দিয়ে তারপর দরজা খুল্‌লো।

লর্ড হেনরী ঘরে এসে বল্লেন—"ভারী দুঃখ হোল ডোরিয়ান, তবে এ নিয়ে তুমি বেশী উতলা হয়োনা।"

ছেলেটি বলল "সিবিল ভেনের কথা বলছ?"

চেয়ারে বসে পড়ে হাতের হলদে রঙের দস্তানা খুলে লর্ড হেনরী বল্লেন—"হ্যাঁ নিশ্চয়ই, একদিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে, বিষয়টি ভয়ংকর, তবে তোমার আর অপরাধ কি। আচ্ছা অভিনয় শেষ হওয়ার পর তুমি কি ভেতরে গিয়ে ওর সংগে দেখা করেছিলে?"

"হ্যাঁ"...

"আমিও তাই মনে করেছিলাম, তারপর কি একটা কলহ হয়?"

"হ্যাঁ একেবারে পশুর মত ব্যবহার করেছি...তবে এখন সব ঠিক

হয়ে গেছে, যাক ওর জন্য আমার দুঃখ নেই। এতে আমি নিজেকেই ভালো করে চিনে নিতে পেরেছি।"

"যাক্ ডোরিয়ান, তুমি যে ব্যাপারটি এইভাবে নিয়েছ এতে আমি খুসী হয়েছি। ভয় হয়েছিল হয়ত এসে দেখব তুমি শোকে অভিভূত হয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছ।"

মাথা নেড়ে হেসে ডোরিয়ান বল্‌ল—"সে অবস্থা কেটে গেছে, এখন আমি রীতিমত শান্তিতে আছি। এখন জানি বিবেক কি বস্তু! অন্ততঃ তুমি যা বলেছিলে তা নয়। বিবেক আমাদের অন্তরের পবিত্র বস্তু—আর ও কথা নিয়ে বিদ্রূপ কোরোনা হ্যারী, অন্ততঃ আমার কাছে,—আমি এখন ভালো হতে চাই, আমার আত্মা কুৎসিত হোক এ আমি চাইনা।"

"সৌন্দর্যতত্ত্বের এ এক মনোরম শিল্পীজনোচিত মনোভংগী ডোরিয়ান! আমি তোমাকে অভিনন্দিত করি। কিন্তু কিভাবে তোমার সুরু?"

"সিবিল ভেনকে বিবাহ করে।"

লর্ড হেনরী দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"সিবিল ভেনকে বিয়ে—!" তাঁর চোখে মুখে বিভ্রান্তিকর বিস্ময়ের রেখা। তিনি আবার বল্লেন—"ভাই ডোরিয়ান—"

"জানি হ্যারী তুমি কি বলতে চাও, হয়ত বিবাহ সম্বন্ধে ভয়ংকর কিছু। কিন্তু বোলোনা—ও ধরণের কোনো কথা আর আমাকে বোলোনা—দুদিন আগে সিবিলকে বিবাহের কথা বলেছি, সে কথার নড় চড় হবেনা, সিবিল আমার স্ত্রী হবে।"

"ডোরিয়ান! সিবিল তোমার স্ত্রী!...তবে কি আমার চিঠি পাওনি? আজ সকালে আমার নিজের লোক দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, তুমি পাওনি?"

"তোমার চিঠি? হ্যাঁ মনে পড়ছে। আমি সে চিঠি এখনও

পড়িনি। মনে মনে ভয় ছিল হয়ত এমন কথা লিখেছ যা আমার মনেমত হবেনা, তুমি তোমার বাক্যের জ্বালায় জীবনকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলো।"

"তাহ'লে কিছুই জানোনা এখনও ?"

"কিসের কথা বলছ ?"

লর্ড হেনরী ঘরের এক পাশে উঠে গিয়ে ডোরিয়ান গ্রের পাশে বসে তার হাতদুটি নিজের হাতের ভেতর টেনে নিয়ে দৃঢ়ভাবে ধরে বল্লেন—"ডোরিয়ান—ভয় কোরোনা, আমার চিঠিতে সিবিল ভেনের মৃত্যু সংবাদ ছিল।"

ছেলেটির ঠোঁটের ভেতর থেকে একটা বেদনার্ত করুণ শব্দ বেরিয়ে এল, সে লর্ড হেনরীর হাতের ভেতর থেকে নিজের হাত সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠ্‌ল—"মৃত্যু সংবাদ! সিবিল ভেন মারা গেছে? মিথ্যা খবর। অতি বীভৎস মিথ্যা কথা! কি করে তুমি একথা উচ্চারণ করলে ?"

লর্ড হেনরী গম্ভীর গলায় বল্লেন - "কথাটি নিদারুণ সত্য—সকালের সব কাগজেই সংবাদটি আছে, আমি চিঠিতে শুধু লিখেছিলাম যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ কারো সংগে দেখা কোরোনা। একটা তদন্ত হবে নিশ্চয়ই, তার ভেতর তোমার জড়িয়ে পড়াটা ঠিক হবেনা। প্যারীতে এ ধরণের ঘটনা অবশ্য ফ্যাসনেব্‌ল—লণ্ডনের মানুষের কিন্তু ছুঁৎমার্গ আছে।

এই দেশে একটা কলংকের ছাপ নিয়ে যাত্রা স্থরু করাটা মোটেই স্থশোভন নয়। ও সব বৃদ্ধ বয়সের জন্য রিজার্ভ রাখা উচিত। থিয়েটারে ওরা তোমার নাম-টাম জানে না ত'? যদি না জানে ত' ভালোই। তোমাকে কেউ ঘরে যেতে দেখেছিল? ওটা একটা বিশেষ ব্যাপার!"

ডোরিয়ান প্রথমটা জবাব দেয় না। আতংকে সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অবশেষে সে স্খলিত কণ্ঠে বল্লে—"হ্যারী তদন্ত হবে বলছিলে

না? তার অর্থ? সিবিল কি—? হ্যারী অসহ্য! কিন্তু বলো ভাই আমাকে সব এখনই খুলে বলো।"

"ব্যাপারটি এ্যাকসিডেণ্ট্ সন্দেহ নেই, অবশ্য সাধারণ্যে এই ভাবেই ঘটনাটি পরিবেশিত হ'বে। থিয়েটার থেকে রাত্তির সাড়ে বারোটা নাগাৎ মার সংগে যখন বাড়ি ফির্‌ছিল তখন হঠাৎ বল্লে ওপরে কি যেন ভুলে ফেলে এসেছে। কিছুক্ষণ ওর জন্য সবাই অপেক্ষা করল, ও তবু আর ফিরে আসে না। অবশেষে দেখা গেল সাজঘরে সিবিলের মৃত-দেহটি পড়ে আছে। ভুল করে কি খেয়েছে—থিয়েটারের নানারকমের সব দ্রব্য ত' আছে, জানি না কি সে বস্তু, তবে প্রুসিক এ্যাসিড, না শাদা সীষা এমনই একটা কি – আমার মনে হয় প্রুসিক এ্যাসিড্, কেননা মেয়েটা তৎক্ষণাৎ মারা গেছে।"

ডোরিয়ান বলে উঠ্‌ল—"হ্যারী, কি বীভৎস কাণ্ড?"

"সত্যি! অতি বেদনাদায়ক ব্যাপার বটে, তবে তুমি আর এর ভেতর জড়িয়ে পোড়োনা। "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকায় লিখেছে মেয়েটির বয়স সতেরো, আমি ত' ভেবেছিলাম ওর চেয়ে কম বয়স। একেবারে নাবালিকা, অভিনয়ের কিই বা জানতো। ডোরিয়ান এসব নিয়ে আর মাথা ঘামিয়োনা। আজ আমার সংগে ডিনারে এসো, পরে কোনো অপেরায় যাওয়া যাবে। আজ "পাট্টি রজনী" সবাই সেখানে যাবে, তুমি আমার বোনের বক্‌সে এসে বস্‌তে পারো, তাঁর সংগে দু' চারজন স্মার্ট মহিলাও থাকবেন।

ডোরিয়ান আত্মগতভাবে বল্‌ল—"তাহ'লে সিবিলকে আমিই হত্যা করেছি। একেবারে ছুরি দিয়ে গলাটা কেটে ফেলেছি। কিন্তু গোলাপের সৌন্দর্য কি কিছু কমেছে? পাখীরাও ঠিক আগের মতই আনন্দে গান গাইছে। আজ রাতে আমিও তোমার সংগে ডিনারে যাবো। সেখান থেকে অপেরায়, তারপর অন্য কোথাও সাপার খাব।

জীবন কত নাটকীয়! হ্যারী কোনো গ্রন্থে এই কাহিনীটি যদি পড়্তাম তাহলে নিশ্চয়ই আমি কেঁদে ফেল্তাম। যাই হোক্ এখন যখন সবই ঘট্লো, আবার আমার জীবনেই ঘটলো, তখন ভাব্ছি এর দাম চোখের জলের চাইতেও বেশী। আমার জীবনের এই প্রথম প্রেমপত্র— আশ্চর্য! আমার সেই প্রথম প্রেমপত্র প্রাণহীনার উদ্দেশ্যে রচিত। যাদের আমরা মৃত বলি তারা কি কিছু অনুভব করে। সিবিল! সে কি কিছু অনুভব করছে? শুনছে, জান্তে পারছে? হ্যারী ওকে কি ভালোই না বেসেছিলাম। এখন যেন মনে হচ্ছে কতদিনের কথা— আমার কাছে ও সব ছিল, তারপর সেই কালরাত্রি একি কাল রাতের ঘটনা? সিবিলের খারাপ অভিনয় দেখে আমার মন ভেঙে গিছ্ল, সে আমাকে সব বুঝিয়ে বলেছিল। অতি করুণ! কিন্তু আমি অবিচল। আমি ওকে ছ্যাব্লা ভেবেছি—সহসা এমন একটা ব্যাপার ঘট্লো যে আমি ভীত হয়ে উঠ্লাম, সেটি যে কি তা বলতে পার্বো না, তবে অতি ভয়ংকর। মনে মনে স্থির করলাম ওর কাছে ফিরে যাব, বুঝ্লাম অবিচার করেছি। এখন সে মৃত। হা ভগবান—! হ্যারী—আমি কি কর্বো হ্যারী? আমি যে কি বিপদে আছি জানোনা আমাকে আর সোজা রাখার মত কিছুই নেই—ওই সে সব করতে পারতো, ওর আত্মহত্যার অধিকার নেই। এ অতি স্বার্থপরতা!"

লর্ড হেনরী কেস্ থেকে একটি সিগারেট তুলে নিয়ে স্বর্ণমণ্ডিত দেশলাই বাক্সো থেকে কাঠি বার করে বল্লেন—"ডোরিয়ান ভায়া, মানুষকে মুক্ত করার একটি পন্থা স্ত্রীলোকের আছে সে হোল পুরুষকে এমন ভাবে উত্ত্যক্ত করা যদ্বারা জীবন সম্বন্ধে তার সকল আগ্রহের অবসান হয়। এই মেয়েটিকে বিবাহ করলে তোমার জীবন দুর্বহ হয়ে উঠ্ত। তুমি অবশ্য তার প্রতি সদয় ব্যবহারই করতে। যার ওপর কোনো টান থাকেনা তার প্রতি মানুষ চিরদিনই সদয়। সে কিন্তু সহজেই বুঝে নিত যে তুমি তার

প্রতি উদাসীন। স্বামীর এই মনোভাব স্ত্রী যখন বোঝে তখন আর বেশভূষায় তার আগ্রহ থাকেনা এবং সে বিশ্রী হয়ে ওঠে, নয় এমন অলঙ্কারে সাজে যার মূল্য দিতে হয় অপর স্ত্রীলোকের স্বামীকে। সামাজিক ক্রটী সম্পর্কে আমার কিছু মন্তব্য নেই। তবে একথা বলতে পারি যে এই বিবাহের পরিণাম সফল হ'ত না।"

পাংশুমুখে ঘরময় পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে ছেলেটি মৃদুগলায় বল্‌ল—"আমারও তাই মনে হয়, তবে আমি এটি কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। যা ন্যায়সঙ্গত মনে করেছিলাম এই নিদারুণ ট্রাজেডির ফলে তা ব্যহত হ'ল, কিন্তু সে অপরাধ আমার নয়। মনে পড়ে তুমি একবার বলেছিলে আমাদের সব সদিচ্ছার অপমৃত্যু ঘটে—আর একেবারে শেষ মুহূর্তই আমরা সব সংকল্প করি, অন্ততঃ আমি ত' তাই করেছিলাম।"

বৈজ্ঞানিক নীতি লঙ্ঘন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হ'ল এই সব সৎ সংকল্প। পরিপূর্ণ অহমিকায় এর উৎপত্তি। আর ফলাফল একেবারে শূন্য। মাঝে মাঝে এতদ্বারা একটা বন্ধ্যা আবেগের উদ্ভব হয়, যার প্রতি দুর্বলচিত্তের কিঞ্চিৎ মোহ আছে। এ বিষয়ে শুধু এইটুকুই বলা যায়। যেন যে-ব্যাঙ্কে কোনো একাউণ্ট্‌ নেই তার ওপর চেক্ কাটা।

ওর পাশে এসে বসে ডোরিয়ান বলে ওঠে—"হ্যারী, বলো ত' এই ঘটনায় আমি যে ভাবে পীড়িত হয়েছি মনে ঠিক ততখানি বেদনা নেই কেন? অথচ আমি একেবারে হৃদয়হীন নই। বল্‌তে পারো?"

বিষাদভরা মধুর হাসি হেসে লর্ড হেনরী জবাব দিলেন—"গত পনের দিন ধরে তুমি এমন নির্বোধের মত কর্ম করেছ যে অন্ততঃ ঐ বিশেষণের অধিকার তোমার নেই।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে ডোরিরান বল্‌ল…"তোমার ঐ কৈফিয়ৎ আমার ভালো লাগে না। তবে তুমি আমাকে হৃদয়হীন মনে করোনা তাতে

আমি খুসী। আমি জানি, আমি নির্দয় নই। তবে একথাও স্বীকার করি এই দুর্ঘটনায় আমার যেভাবে আকুল হওয়া উচিত ছিল আমি তা হইনি। এ যেন এক অপূর্ব নাটকের অপরূপ পরিণতি। গ্রীক ট্রাজেডির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য এর ভেতর রয়েছে, এই নাটকের মূল ভূমিকায় রয়েছি আমি, অথচ আহত হইনি।”

বালকের এই অবচেতন আত্মশ্লাঘায় উস্কানি দিয়ে লর্ড হেনরী একটা অপরূপ আনন্দ উপভোগ করছিলেন, তিনি বল্লেন—“প্রশ্নটা চমৎকার। রীতিমত মূল্যবান প্রশ্ন। অনেক সময় প্রকৃত ট্রাজেডি এমনই রূঢ়ভাবে ঘটে যায় যার স্থূল আঘাতটা আমাদের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। একেবারে অর্থহীন, অসংলগ্ন, পদ্ধতিহীন কাণ্ড! কদর্যতায় আমরা যেমন উৎপীড়িত হই, অনেকটা সেইরকম। আমাদের মনে একটা পাশবিক শক্তির ছাপ এনে দেয়, মন তাই বিদ্রোহ হয়ে ওঠে। আবার যেসব ট্রাজেডির ভেতর সৌন্দর্যের সূক্ষ্মসূত্র আছে সেগুলি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। সৌন্দর্যের মূল উপাদান যদি বাস্তব হয় তাহলে আমাদের নাট্য-বোধের কাছে সমগ্র বিষয়টির আবেদন হৃদয়-গ্রাহী হয়। সহসা মনে হয় আমরা আর অভিনেতা নই, নাটকের দর্শকের আসনে বসে আছি। কিংবা উভয়বিধ ভূমিকাতেই আছি। আমরা আমাদেরই দেখ্ছি, সমগ্র দৃশ্যটির কথা ভেবে চমকিত হচ্ছি। বর্তমানক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনাটি কি? তোমার প্রেমে একজন আত্মহত্যা করেছে, আমার যদি এই রকম একটা অভিজ্ঞতা থাকতো, তাহলে সারাজীবন ‘প্রেমে’র প্রেমেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম। যাঁরা আমাকে ভালোবেসেছেন অবশ্য সংখ্যায় তারা তেমন বেশী ন’ন, বেঁচে থাকার দিকেই তাদের আগ্রহ, অথচ তাঁদের প্রতি আমার বা আমার প্রতি তাঁদের আসক্তি অনেক আগেই শেষ হয়েছে। তাঁরা হয়ত মোটা ও বিশ্রী হয়ে উঠেছেন, আর দেখা মাত্রেই অতীতের স্মৃতি রোমন্থন।

ওঃ স্ত্রীলোকের স্মৃতি! সে যে কি ভীতিজনক কাণ্ড! জীবনের রঙটা গ্রহণ করা উচিত কিন্তু তার খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। বিস্তারিত বিবরণ চিরদিনই কুৎসিত।”

ডোরিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠ্‌ল “এইবার বাগানে পপি চাষ করব।”

বন্ধু বল্লেন—“তার প্রয়োজন নেই, জীবনের হাতে অনেক পপি আছে, অবশ্য মাঝে মাঝে দু একটি ব্যাপার কিছুদিন স্মরণে থাকে আমি যেমন একবার অনেকদিন ধরে ভায়োলেট ছাড়া আর কোন কিছুই পরতাম না, একটি অমর রোমান্সকে স্মরণ রাখার জন্য এই শিল্পীজনোচিত শোকের বেশ। অবশেষে তার অবসান ঘটলো, কিসে যে কি হ’ল মনে নেই, আমার জন্য মেয়েটি সারা জগৎটাই ত্যাগ করতে চেয়েছিল, হয়তো সেইটাই কারণ, সে এক ভয়ংকর মুহূর্ত। এর মধ্যে একটা চিরন্তনের আতংক রয়েছে। বিশ্বাস করতে পারো এই সপ্তাহ-খানেক আগে লেডী হ্যাম্পসায়ারের বাড়ির ডিনারে একেবারে সেই মহিলাটির পাশেই বসেছিলাম, আর তিনি অতীতের কথা রোমন্থণ স্বরু করলেন এবং কেবল সেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কথা। যে রোমান্সকে পারিজাত বনে কবরস্থ করেছি তাকে কবর থেকে তুলে এনে ভদ্রমহিলা বল্‌তে লাগলেন আমি তাঁর জীবনটা নষ্ট করেছি। আমি দেখ্‌লাম তিনি বেশ গোগ্রাসে ভোজন করলেন, স্থতরাং আর উদ্বেগের কোনো কারণ রইল না,—মহিলাটির রুচির কোনো বালাই নেই। অতীতের একমাত্র মাধুর্য এই যে তা অতীত। কিন্তু মেয়েরা কখনও জানতে পারেনা কোথায় যবনিকা পতন হল। পঞ্চাঙ্কের পর তারা চায় ষষ্ঠাঙ্ক, নাটকের সম্পর্কে আগ্রহের যেখানে অবসান ঘটেছে, ওরা তারপর আরো টেনে যেতে চায়। তাদের মতে চলতে হলে সব মিলনান্তক নাটকের

বিয়োগান্ত পরিণতি হ'ত, আর বিয়োগান্তের পরিণতি ঘটতো প্রহসনে। ওরা মনোহরভাবে কৃত্রিম কিন্তু মনে এতটুকু শিল্পজ্ঞান নেই। তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবান—একথা বলতে পারি, আমি যাদের ভালো বেসেছিলাম সেই সব মেয়েদের মধ্যে কেউই সিবিল ভেন তোমার জন্য যা করেছে তা করতো না। সাধারণ মেয়েরা সান্ত্বনা খুঁজে পায়—কেউ কেউ ভাবপ্রবণ রঙের জামাকাপড় পরে, যে সব স্ত্রীলোক মভ্ রঙের জামাকাপড় ব্যবহার করেন কখনও তাঁদের বিশ্বাস কোরোনা,—পঁয়ত্রিশের অধিক বয়সী স্ত্রীলোক যদি গোলাপী রিবন ব্যবহার করেন, জানবে তাঁর পিছনে একটা ইতিহাস আছে। অনেকে আবার স্বামীদের মধ্যে সহসা সদগুণ খুঁজে পান, যেন অপরের মুখে দাম্পত্য প্রেম ছুঁড়ে মারা, যেন তা পাপের মধ্যে পরম রমণীয়। কেউ বা ধর্মের আশ্রয়ে সান্ত্বনা পান। জনৈক মহিলা আমাকে একদা বলেছিলেন—ধর্মের রহস্যের মধ্যে প্রণয় রঙ্গের সকল মাধুরী আছে—আমিও তা বুঝি। তা ছাড়া কাউকে যদি পাপী বলে চিহ্নিত করা হয়—তাহলে তার দম্ভ বেড়ে যায়। বিবেক আমাদের আত্মশ্লাঘাপরায়ণ করে,—সত্যি, আধুনিক জীবনে স্ত্রীলোক যে সান্ত্বনা পায় তার আর শেষ নেই। আমি অবশ্য সেটি যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা বলিনি।"

ছেলেটি অধীর আগ্রহে প্রশ্ন কর্‌ল—"সেটি কি হ্যারী ?"

"সেই অবশ্যম্ভাবী সান্ত্বনা—নিজেরটি হারিয়ে অপরের প্রিয়তমকে আঁকড়ে ধরা। ভালো সমাজে এই ভাবেই স্ত্রীলোকের কলংকের কালিমাকে চুনকাম করা হয়ে থাকে। কিন্তু সত্যি ডোরিয়ান, যে সব স্ত্রীলোক সচরাচর দেখা যায় তাদের চাইতে সিবিল ভেন কত বিভিন্ন। তার এই মৃত্যুর মধ্যে একটা সুন্দর দিক আমার মনে লেগেছে, এমন এক যুগে বাস কর্‌ছি যে যুগে এমন আশ্চর্য কাণ্ডও ঘটে, এই কথা ভেবে আমি আনন্দ পাচ্ছি। আমরা রোমান্স, কামনা, প্রেম ইত্যাদি যেসব

বস্তু নিয়ে খেলা করে থাকি এতদ্বারা তার অন্তর্নিহিত বাস্তব রূপ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করা হয়েছে।

"আমি ওর প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি, সে কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ।"

"দেখ আমার কিন্তু মনে হয় মেয়েরা নির্মমতা পছন্দ করে, সব কিছুর চাইতেও নির্মম নিষ্ঠুরতা। ওদের একটা অদ্ভুত আদিম সহজাত প্রবৃত্তি আছে, আমরা ওদের স্বাধীনতা দিয়েছি, ওরা কিন্তু দাসীর মত প্রভুর মুখপানে চেয়ে আছে। প্রভুত্বের চাপটাই ওরা ভালোবাসে—আমার ত' বিশ্বাস তুমি নিশ্চয়ই চমৎকার কাণ্ড করেছ। আমি ত' তোমাকে কখনও রাগতে দেখিনি। তবে তোমাকে কেমন সুন্দর মানিয়েছিল তা কল্পনা করছি। আর তাছাড়া পরশু দিন তুমি আমাকে একটা কথা বলেছিলে—আমার কাছে তখন তা নিছক কল্পনার ভাবাবেগ মনে হয়েছিল—কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তা সর্বৈব সত্য—তার ভেতরই এই রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে।"

"সেটি আবার কি শুনি ?"

"তুমি বলেছিলে সিবিল তোমার কাছে সকল রোমান্সের বহু বিচিত্র নায়িকার সমন্বয়—এক রাতে ডেস্‌ডেমোনা, অপর রাতে ওফেলিয়া। জুলিয়েটের মত যদি মরে—পরে আবার ইমোজেন হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়।"

মুখটি হাত দিয়ে ঢেকে ছেলেটি বল্‌ল—"আর কিন্তু সে ফিরে আসবে না।"

"না সিবিলের আর পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা নেই, সে তার সর্বশেষ ভূমিকায় অভিনয় করেছে। কিন্তু সেই চটকদার ড্রেসিংরুমে তার নিঃসঙ্গমৃত্যু কল্পনা কর—যেন জ্যাকোবীন ট্রাজেডির একটা ছিন্ন পাপ্‌ড়ি। ওয়েবষ্টার বা ফোর্ড, বা সিরিল টুর্নিয়োরের নাটকের একটি অপূর্ব দৃশ্য। মেয়েটি কোনদিন জীবনে ছিলনা—তাই তার প্রকৃত মৃত্যুও

ঘটেনি। তোমার কাছে অন্ততঃ সে ছিল একটা স্বপ্ন—সেক্সপীয়রের নাটকের ভেতর থেকে এক অশরীরি ছায়ামূর্তি আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার উপস্থিতির ফলেই নায়িকাগুলি অত মধুর মনে হয়েছিল—ও যেন একটা তন্ত্রী—যদ্বারা সেকস্‌পীরীয় সংগীত আরো সুন্দর আরো মধুর হয়ে শোনা গেছে। যে মুহূর্তে সে রূঢ় বাস্তবকে স্পর্শ করেছে সেই খানেই সব মাটি হয়ে গেছে, আর সেইখানে তার নিজেরও পরাজয়, তাই তার মৃত্যু ঘটেছে। যদি ইচ্ছা হয়, তবে ওফেলিয়ার জন্য শোক কর, কর্ডেলিয়াকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে সেই শোকে মাথায় ভস্মরাশি রাখো—ব্রাবানসিয়োর কন্যার মৃত্যুতে বিধাতার বিরুদ্ধে অভিশাপ দাও, কিন্তু সিবিল ভেনের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল নষ্ট কোরোনা—সে ত' আর ওদের মত অতখানি বাস্তব নয়।"

সারা ঘরটিতে নীরবতা বিরাজমান। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরে নেমে এল। নিঃশব্দে রূপালি চরণে বাগানের ছায়া ঘরে এসে ঢোকে—সব কিছুর ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বর্ণ-বৈচিত্র্য ম্লান হয়ে আসে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিছু পরে ডোরিয়ান গ্রে মুখ তুলে বল্‌ল—"তুমি আমার মনোভংগী আমাকেই বুঝিয়ে দিলে হ্যারী। তোমার এসব কথা আমারও মনে হয়েছে, কিন্তু কেমন যেন ভয় ছিল, তাই ঠিক মত নিজেকে বোঝাতে পারছিলাম না। তুমি আমাকে কি সহজেই বুঝেছ। কিন্তু যা ঘটে গেছে এ নিয়ে আমরা আর আলোচনা করব না—এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা! এই পর্যন্ত! তাই ভাবি জীবনের পাত্রে আমার জন্য আরো কি অপূর্ব বস্তু সঞ্চিত আছে।"

"জীবনের ভাণ্ডারে অনেক কিছুই তোমার জন্য সঞ্চিত আছে ডোরিয়ান। তোমার ঐ অপরূপ কমনীয় কান্তিতে এমন কিছু কাজ নেই যা তুমি করতে পারবে না।"

"কিন্তু হ্যারী—ধর, আমি যদি জীর্ণ, লোলচর্ম ও রেখাগ্রস্ত হয়ে পড়ি ?—তাহ'লে ?"

চলে যাবার জন্য উঠে পড়ে লর্ড হেনরী বল্লেন—"তাহ'লে, তাহ'লে ডোরিয়ান ভায়া তোমাকে বিজয়ের জন্য পথ করে নিতে হবে। এখন তা সহজেই তোমার কাছে এসে হাজির হচ্ছে। না তোমার ঐ অনুপম-আকৃতি রাখতেই হবে। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি—যে যুগে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য অতিরিক্ত পড়ি, আর সুন্দর হবার জন্য অতিশয় চিন্তা করি। তোমাকে ত' আমরা হারাতে পারবো না, যাক এখন পোষাক পরে নাও, ক্লাবে চলে এস। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে।"

"মনে করছি তোমার সংগে অপেরায় দেখা করব হ্যারী। এত ক্লান্ত হয়ে আছি খেতে আর বাসনা নেই। তোমার বোনের বক্সটির নম্বর কত ?"

"সাতাশ বোধ হয় দরজায় ওর নাম লেখা থাকবে—কিন্তু তুমি খেতে আসবে না এর জন্য আমি দুঃখিত।"

ডোরিয়ান বল্ল – "না, খাওয়ার ইচ্ছে মোটেই নেই, কিন্তু তুমি যা বল্ছো তার জন্য আমি সত্যি তোমার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। তোমার মত আর কেউ আমাকে কোনোদিন বোঝেনি।"

তার করমর্দন করে লর্ড হেনরী বল্লেন—"এই ত' আমাদের বন্ধুত্বের সবে সুরু ডোরিয়ান—আচ্ছ গুড্ বাই, তোমার সংগে সাড়ে নটায় দেখা হবে আশাকরি,—মনে রেখ 'পাট্টি' গান গাইবে।"

লর্ড হেনরী চলে যাওয়ার পর ডোরিয়ান গ্রে ঘণ্টা বাজাতেই আলো হাতে ভিক্টর এসে ঘরে ঢুক্ল—তারপর জানালার খড়খড়ি সব বন্ধ করে দিল। ওর যাওয়ার জন্য ডোরিয়ান অসহিষ্ণু হয়ে আছে, লোকটি কিন্তু সব ব্যাপারে একটা অহেতুক সময় নিচ্ছে।

ভিকটর চলে যেতেই ডোরিয়ান দৌড়ে গিয়ে পরদাটি সরিয়ে ছবিটা দেখ্লো—না আর কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। সিবিল ভেনের মৃত্যু সংবাদ ডোরিয়ান জানার অনেক আগেই ছবিটি তা বুঝতে পেরেছিল। জীবনের ঘটনা সম্পর্কে ছবিটি সচেতন। সিবিলের বিষপানের সংগেই মুখের ঐ সূক্ষ্ম রেখাগুলিতে নির্মম নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। কিংবা ছবি কি ফলাফলে উদাসীন?

অন্তরে যে পরিবর্তন ঘট্ছে শুধু কি সেইটুকুই ছবিতে ফুটে ওঠে? ডোরিয়ান মনে ভাবে হয়ত কোনোদিন ওর চোখের সামনেই ছবির রূপান্তর ঘট্ছে দেখ্তে পাবে—কথাটি চিন্তা করতেও ডোরিয়ান শিউরে ওঠে।

বেচারী সিবিল! কি অপূর্ব তার রোমান্স! ষ্টেজে সে অনেকবার মৃত্যুর অভিনয় করেছে - অবশেষে মৃত্যু এসে তাকে স্পর্শ করেছে, তাকে গ্রহণ করেছে। কি ভাবে সেই ভয়ংকর শেষ দৃশ্য সে অভিনয় করেছে কে জানে? মৃত্যুকালে ওকে কি অভিশাপ দিয়েছে? না, ওর প্রেমের জন্যই ত' সে মরণ বরণ করেছে। প্রেম এখন থেকে ওর কাছে পরম পবিত্র বস্তু। এই ভাবে আত্মবলিদান করে যে অপূর্ব ত্যাগ সিবিল করেছে তাতে সব পাপ ধুয়ে মুছে গেছে। থিয়েটারের সেই ভয়ংকর রাত্রে যে অসীম নির্যাতন সে স্বয়ং ভোগ করেছে সে কথা আর মনে আনবে না। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে প্রেমের সর্বোচ্চ বাস্তবতা প্রদর্শনের জন্য এক অপরূপ করুণ-মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, সিবিল সম্পর্কে এই কথাটিই মনে আন্‌বে। অপরূপ করুণ মূর্তি! সিবিলের শিশুসুলভ মুখের কথা, তার সেই মায়াময় চোখ আর মনোহর ভংগীর কথা মনে হ'তে ডোরিয়ানের চোখে জল এল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ডোরিয়ান আবার ছবির দিকে তাকাল।

ডোরিয়ানের মন হ'ল একটা পথ বেছে নেওয়ার সময় এসেছে, কিংবা

ইতিমধ্যেই সে কার্য কি শেষ হয়েছে? জীবন-এবং জীবন সম্পর্কে তার অনন্ত জিজ্ঞাসা, ডোরিয়ানের হয়ে সব স্থির করে দিয়েছে। চির যৌবন, অনন্ত কামনা, সূক্ষ্ম ও গোপন আনন্দ, উন্মাদ আনন্দ আর দুরন্ত পাপ —এসব কিছুই সে পরিপূর্ণরূপে পাবে। আর ঐ ছবিতে তার সকল লজ্জা আর কলঙ্কের ছাপ আঁকা থাকবে।

ক্যান্‌ভাসে অঙ্কিত ঐ ছবির অদৃষ্টে কি লাঞ্ছনা সঞ্চিত আছে এই কথা ভেবে ডোরিয়ানের মনে একটা বেদনা জাগ্‌ল। একদা ছেলে-মানুষী খেয়ালে নার্শিসাসের মত সে ঐ ছবিটির রঙীন ঠোঁটে চুম্বন রেখা এঁকেছিল। এখন সেই পেলব ঠোঁটে কি ক্রুর হাসি ফুটেছে। দিনের পর দিন, কত প্রভাতে, ঐ ছবিটির অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নীরবে বসে কাটিয়েছে। এখন কি সেই ছবি ধীরে ধীরে ওর মনোভংগীর সংগে বিকৃত হয়ে যাবে? এমন একটা বীভৎস ও কুৎসিত বস্তুতে রূপান্তরিত হবে যে গোপনে চাবী বন্ধ করে রাখতে হবে? যে-রবিরশ্মি ছবির সোনালি চুলগুলি স্পর্শ করেছে আজ তার সেই স্পর্শ থেকে ছবিটিকে সরিয়ে রাখতে হ'বে? কি নিদারুণ অবস্থা!

একবার মনে হ'ল ছবিটির প্রতি ডোরিয়ানের যে ভংয়কর মমতা তার অবসানকল্পে সে প্রার্থনা জানাবে। প্রার্থনার ফলেই ছবিটির রূপান্তর ঘটেছে, আজ আবার প্রার্থনার ফলেই তার আকৃতি অপরিবর্তিত থাকুক। তথাপি জীবনের রহস্য যে জেনেছে পরিণাম যাই হোক সে কি চিরতরুণ হয়ে থাকার এই সুযোগ নষ্ট করবে? তাছাড়া সত্যি কি ব্যাপারটি তার নিয়ন্ত্রণাধীন? শুধু প্রার্থনার ফলেই কি এই রূপান্তর ঘটেছে? এর পশ্চাতে কোনো অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কিনা কে জানে। ইচ্ছাশক্তি যদি জীবাত্মার পরিবর্তন ঘটাতে পারে তাহলে অচেতন জড়বস্তুর ওপরও কি তার প্রভাব ঘটে না? না—সচেতন কামনা বা চিন্তা ছাড়াও বাহ্যিক বস্তু কি আমাদের আবেগ ও মনোভংগীর সংগে

এ কযোগে তরঙ্গায়িত হয় না? একাত্মার গোপন মিলন কামনায় প্রতি পরমাণুতে কিসের অপূর্ব আহ্বান জাগে? কিন্তু যুক্তির তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। প্রার্থনার দ্বারা এমন কোনো প্রচণ্ড শক্তিলাভে সে আর প্রলোভিত হতে চায় না। ছবির যদি রূপান্তর ঘটে ঘটুক। ঐ পর্যন্ত! তার অন্তর্নিহিত কারণানুসন্ধানে কি প্রয়োজন?

ছবিটিকে লক্ষ্য করে একটা অদ্ভুত আনন্দ পাওয়া যাবে। আত্মার গোপন রহস্য এই ছবির ভেতর অনুসরণ করা চল্‌বে না। এই ছবি তার কাছে ইন্দ্রজালের দর্পন। নিজের আকৃতি ঐ আয়নায় যেমনভাবে প্রতিফলিত তেমনই অন্তরাত্মারও প্রতিকৃতি এই ছবির ভেতরই পাওয়া যাবে। ছবির গায়ে যখন শীতের জড়িমা, তখন গ্রীষ্মদিনের প্রান্তসীমায় কম্পমান বসন্তের মত ও এসে দাঁড়াবে। ছবির মুখ যখন রক্তহীন পাংশু, চোখদুটি ভারাক্রান্ত, তখনও ডোরিয়ান যৌবন রসে উচ্ছল। সৌন্দর্যের একটি পাপ্‌ড়িও ম্লান হবেনা, ধমনীতে থাকবে সতেজ চাঞ্চল্য। গ্রীকদেবতার মত ও থাকবে দৃঢ় ও আনন্দময়। ক্যানভাসের ঐ রঞ্জিত মূর্তি যদি বিবর্ণ হয়, কি আসে যায় তাতে? ডোরিয়ান ত' নিরাপদ। তাহ'লেই হ'ল।

সহাস্যে ছবির সামনে আবার পরদা টেনে দিয়ে ডোরিয়ান শোবার ঘরে চলে গেল। ভ্যালেট আগে থেকেই তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল ডোরিয়ান অপেরায় গিয়ে বসেছে, আর তার চেয়ারের ওপরে ঝুঁকে বসে আছেন লর্ড হেনরী।

নবম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে ব্রেকফাষ্ট খেতে বসেছে ডোরিয়ান এমন সময় বেসিল ঘরে এসে ঢুকলো।

গম্ভীর গলায় বেসিল বল্‌ল—"তোমার সংগে দেখা হয়ে ভারী আনন্দ হোল ডোরিয়ান। আমি গতকাল রাতে এসেছিলাম, শুন্‌লাম তুমি নাকি অপেরায় গেছো। অবশ্য জানি তা অসম্ভব। তবে ঠিক কোথায় গিয়েছিলে সে কথা বলে গেলেই হ'ত। কি উদ্বেগেই আমার সন্ধ্যা কেটেছে কি বল্‌ব—কারণ একটি দুর্ঘটনার পর আর একটি দুর্ঘটনা ঘটাই সম্ভব। খবরটা শুনে আমাকে টেলিগ্রাম করলেই ত' পারতে। ক্লাবে 'গ্লোব' পত্রিকার সর্বশেষ সংস্করণে হঠাৎ খবরটায় চোখ পড়্‌ল। তখনই এখানে দৌড়ে এলাম, তোমার সংগে দেখা না হওয়ায় মনটা এমন বিশ্রী খারাপ হয়ে গেল—সমস্ত ঘটনাটিতে আমার মন একেবারে ভেঙে গেছে। তোমার যে কি কষ্ট হয়েছে তা বুঝ্‌ছি—কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি? তুমি কি মেয়েটির মার সংগে দেখা করেছ? একবার ভাবলাম ওখানেই যাই, খবরের কাগজে ঠিকানাটা দেওয়া ছিল, ইউষ্টন রোড, নয়? কিন্তু ভাবলাম যে দুঃখে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমার নেই সেখানে গিয়ে কি কর্‌ব! আহা বেচারা! কি দুর্দশায় না তিনি আছেন, ঐ ত' একমাত্র সন্তান। তিনি কি বল্লেন?"

অত্যন্ত বিরক্তিভরে স্বর্ণখচিত ভেনেসীয় গ্লাসে হলদে রঙের মদ্য এক চুমুক পান করে ডোরিয়ান মৃদু গলায় বল্‌ল—"আমি কি জানি? আমি অপেরায় গিছ্‌লাম! তুমিও এলে পারতে। হ্যারীর বোন লেডী গয়েণ্ডলীনের সংগে আলাপ হ'ল, এই প্রথম তাঁকে দেখ্‌লাম। আর 'পার্টি'

কি চমৎকার যে গাইল। ওসব ভীষণ বিষয় আর আলোচনা কোরোনা। ওসব বিষয় আলোচনা না হলেই মনে হবে অমন ঘটনা ঘটেনি। শুধু প্রকাশভঙ্গীর ফলেই যে কোনো বিষয়ের বাস্তব প্রকৃতি ফুটে ওঠে। তবে এটা বলা ভালো ঐ মেয়েটিই তাঁর একমাত্র সন্তান নয়, তাঁর আর একটি চমৎকার ছেলে আছে। তবে সে থিয়েটারে নেই, সে একজন নাবিক না আর কিছু—এখন তোমার কথা বল শুনি, কি আঁকছ আজকাল ?"

অত্যন্ত ধীরভাবে মৃদুগলায় বেসিল বল্ল—"তুমি অপেরায় গিছ্লে ?" তার মুখে বেদনার ছাপ। বেসিল আবার বল্ল—"সিবিল ভেনের মৃতদেহ হয়ত এখনও একটা বিশ্রী ঘরে পড়ে আছে আর তুমি অপেরায় ? সিবিল ভেনের মৃতদেহ শান্তিতে কবরস্থ হওয়ার আগে অন্য রমণীর রূপ-মাধুরী বা পাট্টির সুমধুর সঙ্গীতের কথা তুমি আমাকে বল্তে পার্লে ?"

দাঁড়িয়ে উঠে ডোরিয়ান বল্ল—"থামো বেসিল—! আমি ওসব শুনতে চাইনা। আমাকে আর ওসব কথা বোলোনা। যা হয়ে গেছে তার কথা ছাড়ো, অতীত এখন কালের গর্ভে।"

"গতকালকে অতীত বল্বে ?"

"ঘড়ি ধরে ঘণ্টা মিনিট গুণে কি হবে ? একটা ভাবাবেগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যারা ছ্যাবলা শ্রেণীর তাদেরই অনেক বছর লাগে। কিন্তু যার আত্মসংযম আছে, যেমন অনায়াসে সে আনন্দের সন্ধান পায় তেমনই সহজে সে আবার শোকের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। আমি ভাবালুতার দাস নই, হতেও চাইনা। আমি চাই ভোগ, অধিকার, পরিপূর্ণ আনন্দ।"

"কি ভয়ানক কথা ডোরিয়ান—তুমি দেখছি একেবারে বদলে গেছো। আকৃতিতে অবশ্য সেই সুকুমার ছেলেটিই আছো, ঠিক যেমনটি আমার ষ্টুডিওতে আসতে দিনের পর দিন—কিন্তু তখন তোমার

প্রকৃতি ছিল সরল ও স্বাভাবিক, অন্তর ছিল স্নেহ ও মমতায় ভরা। সারা জগতে তুমিই যেন একমাত্র নিষ্পাপ শিশুর মত ছিলে। এখন কিন্তু তোমার কি যে হয়েছে বুঝিনা, এমন ভাবে কথা বল্‌ছ যেন তোমার হৃদয় বলে কোনো বস্তু নেই, এতটুকু করুণা নেই। দেখছি এসব হ্যারীরই প্রভাব।"

ডোরিয়ানের মুখটিতে সলজ্জ ভাব ফুটে উঠ্‌ল জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রৌদ্রধৌত সবুজ বাগানের দিকে কিছুক্ষণ চোখ রেখে সে অবশেষে বলল—"হ্যারীর কাছে অবশ্য আমি অনেক ঋণী—এমন কি তোমার চাইতেও তার ঋণ অধিক। তুমি শুধু আমাকে অসার করে তোলার চেষ্টা করেছ।"

"তার শাস্তি আমি পেলাম ডোরিয়ান—কিংবা একদিন পাব।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডোরিয়ান বলে ওঠে—"তুমি কি বলতে চাও বেসিল, তুমি যে কি চাও আমি জানিনা—কি চাও তুমি?"

বিষাদভরা ভংগীতে বেসিল বল্লে—"আমি আবার সেই ছবির ডোরিয়ান গ্রেকে ফিরে পেতে চাই, যার ছবি আমি এঁকেছি।"

ওর কাঁধে হাত রেখে ছেলেটি বলে উঠ্‌ল—"বেসিল তোমার অনেক দেরী হয়ে গেছে, কাল যখন শুন্‌লাম সিবিল ভেন আত্মহত্যা করেছে—"

"আত্মহত্যা? হা ভগবান! তাহ'লে আর কোনো সন্দেহ নেই?"

মুখে চোখে একটা আতংকের ভাব নিয়ে বেসিল ডোরিয়ানের মুখের দিকে তাকালো।

"বেসিল, ব্যাপারটি নিছক দুর্ঘটনা ভেবোনা, সিবিল আত্মহত্যা করেছে।"

বয়স্ক শিল্পীর সারা শরীর শিহরিত হ'ল, হাত দিয়ে মুখটি ঢেকে তিনি শুধু বল্লেন—"কি ভয়ানক কাণ্ড!"

ডোরিয়ান বলে, উঠ্‌ল—"না, এর ভেতর ভয়ানক কিছুই নেই,

এ যুগের এ এক রোমাণ্টিক দুর্ঘটনা, একেবারে গ্রীক ট্রাজেডি। যে সব মানুষ অভিনয় করে তারা অতি সাধারণ জীবন যাপন করে। ওরা সাধারণতঃ হয়ে ওঠে অতি মহৎ স্বামী, কিংবা সতীলক্ষী স্ত্রী—কিংবা বিরক্তিকর আর কিছু। কি বলতে চাই বুঝতে পার্‌ছো নিশ্চয়ই, একেবারে যাকে বলে মধ্যবিত্তের সদ্‌গুণ, সিবিল ছিল কত বিভিন্ন! ট্রাজেডির ভেতরই সে ছিল, সে ছিল চিরন্তণী নায়িকা। শেষ রজনীতে যখন অভিনয় করেছিল, যে অভিনয় তুমি দেখেছ—সে অভিনয় খারাপ হওয়ার কারণ তখন সে প্রেমের বাস্তবরূপ উপলব্ধি করেছিল—যখনই তার অবাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেছে তখনই সে মৃত্যুবরণ করেছে, যেমন জুলিয়েট করতে পারতো। পুনরায় সে আর্টের ক্ষেত্রেই ফিরে গেছে। এ ব্যাপারে তার অবশ্য কিঞ্চিৎ শহীদত্ব আছে। তার এই মৃত্যুর মধ্যে শহীদত্বের করুণ অসারত্ব ফুটে উঠেছে, আর তার অপচয়িত সৌন্দর্য। তবে যা বল্‌ছিলাম—তুমি ভেবোনা আমি কষ্ট পাইনি। কাল এক সময় যদি আসতে, একটা বিশেষ মুহূর্তে, এই সাড়ে পাঁচটা—কিংবা পৌনে ছটা, তাহ'লে আমার চোখে জল দেখতে পেতে। এমন কি হ্যারী, যে এই দুঃসংবাদ বহন করে এসেছিল, সেও আমার অবস্থাটা কল্পনা করতে পারেনি। আমিও অতিশয় ব্যথা পেয়েছি—তারপর তা কেটে গেছে, —আমি ভাবাবেগের পুনরাবৃত্তি করতে পারিনা, একেবারে নিছক ভাববাদী ভিন্ন আর কেউই তা পারে না, আর বেসিল—তুমি অতিশয় অবিবেচক। তুমি এসেছ আমাকে সান্ত্বনা দিতে। এ তোমার মধুর স্বভাবের পরিচয়। অথচ আমাকে শান্ত দেখে তুমি ক্ষেপে উঠেছ। কি সহানুভূতিশীল মানুষ তুমি! তোমার ব্যাপার দেখে হ্যারীর কাছে শোনা একটা কাহিনী মনে পড়ে, এক বদান্য ব্যক্তি একটা কি অন্যায়ের প্রতিরোধে, না দুর্গতের দুঃখ নিবারণে বিশ বছর কাটিয়ে দিলেন, ঠিক কি ব্যাপার মনে নেই। অবশেষে তিনি যখন সফল হলেন তখন তাঁর

কি হতাশা—। তাঁর হাতে আর কাজ নেই, এই হতাশাতেই তিনি মৃতকল্প হয়ে গেলেন—আর জনবৈরী হয়ে উঠ্‌লেন। আর তুমি যদি আমাকে সত্যই সান্ত্বনা দিতে চাও বেসিল, তাহ'লে যা ঘটেছে তা ভুলে যাওয়ার শিক্ষা দাও, কিংবা শিল্পীর দৃষ্টিকোণে তা গ্রহণ করতে শেখাও। গতিয়ের না লিখেছিলেন 'la consolation des arts', আর্টের ভেতরই সান্ত্বনা আছে? তোমার ষ্টুডিওতে একদিন চমৎকার বাঁধাই করা বইটি তুলে নিয়ে দেখার সময় ঐ চমৎকার কথাটি আমার চোখে পড়েছিল। আমরা তুজনে যখন মার্লো গিয়েছিলাম তখন তুমি জনৈক তরুণের কাহিনী বলেছিলে, যে সেই হলদে রঙের সাটিন কাপড়ে সকল তুঃখের সান্ত্বনা খুঁজে পেত, আমি ভাই তার মত নয়। আমি সেই সব জিনিষই ভালোবাসি যা স্পর্শ করা চলে, ব্যবহার করা যায়। পুরাতন ব্রোকেড্, সবুজ ব্রোঞ্জ, গালার কাজ, খোদিত হস্তীদন্ত, চমৎকার পরিবেশ, বিলাস বাহুল্য, জাঁকজমক প্রভৃতির ভেতর অনেক কিছুই পাওয়া যাবে। কিন্তু এতদ্বারা যে শিল্পী সুলভ মনোভাব সৃষ্টি হয়, কিংবা প্রকাশিত হয়ে ওঠে, আমার কাছে সেটি অনেক কিছু। হ্যারী বলে জীবনের তুর্দশার হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার উপায় হল জীবন নাট্যের দর্শকমাত্র হয়ে চুপ করে বসে থাকবে। বুঝ্‌তে পার্‌ছি এভাবে কথা বলছি বলে তুমি বিস্ময় বোধ কর্‌ছ—

কিভাবে আমার জ্ঞান বেড়েছে তা তুমি বোঝোনি। তোমার সংগে যখন পরিচয় হয়েছিল তখন আমি স্কুলের ছাত্র মাত্র—এখন আমি মানুষ হয়েছি, বড় হয়ে উঠেছি—আমার এখন নতুন কামনা, নবীন মনোভংগী। আমার পরিবর্তন ঘটেছে তবে সেই কারণে আমাকে তুমি যেন কম ভালোবেসোনা। আমার রূপান্তর হ'লেও তুমি চিরদিনই আমার বন্ধু। অবশ্য হ্যারীকে আমার ভারী ভালো লাগে। তুমি

তেমন শক্ত লোক নও,—জীবন সম্পর্কে তোমার বড় ভয়—তবে তুমি আরো ভালো লোক। আর আমরা দুজনে কত সুখে দিন কাটিয়েছি! আমাকে ছেড়ে যেয়োনা বেসিল, আমার সংগে ঝগড়া কোরোনা, আমি যা চাই—এর বেশী আর কিছু বলার নেই।

শিল্পী অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন। ছেলেটি তাঁর অতিশয় প্রিয়, ওর ব্যক্তিত্ব শিল্পীর জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছে, তাকে আর তিরস্কার করা চলে না। যাই হোক্ ওর এই ঔদাসীন্য হয়ত একটা বিশেষ মনোভংগী, এই মেঘ কেটে যাবে। ওর ভেতর অনেক কিছু ভালো, অনেক কিছু মহৎ আছে।

বিষাদভরা হাসি হেসে তিনি অবশেষে বল্লেন—"আচ্ছা ডোরিয়ান. আর কোনোদিন আমি তোমাকে এই বীভৎস ব্যাপার নিয়ে কিছু বল্‌বো না। আশা করি এ ব্যাপারে তোমার নামোল্লেখ হবে না। আজ দুপুরে ময়না তদন্ত হ'বে। তোমাকে কি সমন দিয়েছে?"

ডোরিয়ান মাথা নাড়ল 'তদন্ত' কথাটির উল্লেখে তার মুখে তীব্র বিরক্তির অভিব্যক্তি দেখা গেল। সমগ্র ব্যাপারটিতে একটা বিশ্রী নোংরা আবহাওয়া মিশিয়ে আসছে। সে শুধু বল্‌ল—"ওরা আমার নামই জানেনা।"

"কিন্তু মেয়েটি নিশ্চয়ই জানতো?"

"শুধু আমার ডাকনাম জানতো, তাও সে নিশ্চয়ই কারো কাছে বলেনি। একবার আমাকে বলেছিল আমার পরিচয় জানবার জন্য নাকি সকলের অদম্য কৌতূহল, আর ও তাদের বরাবর বলত 'রাজপুত্তুর—' এ তার অশেষ করুণা। তুমি একটা সিবিলের ছবি এঁকে দেবে বেসিল? কয়েকটা ব্যথাভরা কথার টুক্‌রো আর দু'একটি চুমার ক্ষীণ স্মৃতির চাইতেও বেশী কিছু পেতে চাই।"

"তোমার যদি তাই বাসনা হয় নিশ্চয়ই তোমার সন্তোষের জন্য

আমি তা কর্‌ব। তবে তুমি আবার এসো, ছবির সময় কাছে এসে বসো। তোমাকে ছাড়া আমার চল্‌বেনা।"

পিঃ য়ে গিয়ে ডোরিয়ান বলে উঠ্‌ল—"আর আমি কিন্তু ছবির জন্য বসতে পারবোনা বেসিল—অসম্ভব!

তার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে শিল্পী বল্লেন—"কি পাগলের মত বল্‌ছ খোকা! আমার অঁাকা ছবিটি কি তোমার তাহলে পছন্দ হয়নি? সেটি কোথায়? আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। ওর সামনে আবার পর্দাটা টেনে দিয়েছ কেন? একবার ছবিটা দেখা যাক। পর্দাটা সরিয়ে ফেল ডোরিয়ান। তোমার চাকরগুলো বড় বেয়াড়া, এভাবে আমার অমন ছবিটা ঢেকে রেখেছে। ঘরে ঢুকেই আমার একটু অদ্ভুত লেগেছিল।"

"এ ব্যাপারে চাকরদের কোনো হাত নেই বেসিল। তুমি কি ভাবো আমি চাকর দিয়ে ঘর সাজিয়ে নেব? বড় জোর আমার ফুলদানিতে ফুলটুল সাজিয়ে দেয়, এই পর্যন্ত। না, পর্দা আমিই রেখেছি ওখানে, ছবির পক্ষে বড় কড়া রোদ আসে ওখানে।"

"কড়া রোদ! না···। না, তা কি হয়! জায়গাটা ত' ভালোই। বেশত' দেখা যাক্‌।" এই কথা বলে হলওয়ার্ড ঘরের প্রান্তে চলে গেলেন।

ডোরিয়ান গ্রের ঠোঁটে একটা আর্তস্বর ফুটে উঠ্‌ল, শিল্পী ও পর্দার ঠিক মাঝখানে গিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে পাংশুমুখে সে বল্‌ল—"বেসিল, তুমি ছবি দেখোনা, আমার ইচ্ছে নয় তুমি ছবিটা দেখো।"

"কি বলছ—আমার নিজের আঁকা ছবি দেখবনা, ঠাট্টা কর্‌ছ! কেন দেখ্‌বনা বলোত?" বেসিল হলওয়ার্ড হাসতে হাসতে কথাটা বল্লেন।

"তুমি যদি ছবিটা দেখার চেষ্টা করো তাহ'লে যতদিন বাঁচব তোমার সংগে আর কখনও বাক্যালাপ করবোনা। আমি ঠাট্টা করিনি, এই

আমার খাঁটি কথা। এর জন্য কোনো কৈফিয়ৎও দেবনা, তুমিও কিছু জানতে চেয়োনা। তবে এটা জেনো পর্দাটি যদি তুমি স্পর্শ করো তাহলে আমাদের বন্ধুত্বের এখানেই ইতি।"

হলওয়ার্ড বজ্রাহতের মত সবিস্ময়ে ডোরিয়ান গ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আগে কখনও ওভাবে ওকে দেখা যায়নি। সত্যি ছোকরা অতিশয় রেগে আছে। হাতদুটি মুষ্টিবদ্ধ—আর চোখের তারা দুটি যেন আগুনভরা। তার সারাদেহ কম্পমান।

"ডোরিয়ান?"

"কোনো কথা বোলোনা!"

"কিন্তু ব্যাপারটা কি? তুমি যদি পছন্দ না করো আমি অবশ্য ছবির পানে মোটেই তাকাবোনা।" কথাগুলি অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় বলে বেসিল হলওয়ার্ড জানালার দিকে চলে গেলেন। বেসিল আবার বলে ওঠে—"তবে আমার নিজের ছবিও দেখতে পাবোনা, কথাটা কেমন যেন লাগে, তাছাড়া এবার শরৎকালে ওটা প্যারীতে প্রদর্শনীতে পাঠাবো ঠিক করেছিলাম। পাঠাবার আগে আর এক কোট ভার্নিস দিয়ে দিতে হবে। একদিন ত' দেখ্‌বই, কিন্তু আজ নয় কেন?"

ডোরিয়ানের মুখে একটা গভীর আতংকের ভাব ফুটে উঠ্‌ল, সে বল্‌ল—"একজিবিসনে পাঠাবে? তুমি ছবিটা দেখাবে?" বলো কি বেসিল—! সারা জগৎ ওর গোপন রহস্য জেনে যাবে নাকি? লোকে ওর জীবন রহস্য চোখ মেলে দেখ্‌বে? সে অসম্ভব। একটা কিছু—(সেটি যে কি তা ডোরিয়ান জানে না) করতেই হবে, এখনই করতে হবে।"

"হ্যাঁ ভাই, তোমার বোধ হয় তাতে আপত্তি হবেনা। জর্জেস পেটিট আমার সব ভালো ছবিগুলি সংগ্রহ করে রু দ্য সীজে একটা বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছেন অক্‌টোবরে। ছবিটা মাসখানেক শুধু বাইরে থাকবে। তুমি নিশ্চয়ই কটা দিনের জন্য ছবিটা দেবে। তুমি ত' আর

এখানে থাকবেনা. নিশ্চয়ই বাইরে যাবে, আর তা ছাড়া ওভাবে ছবিটি ঢাকা থাকার মানে, তোমার ছবিটায় বিশেষ তেমন আগ্রহ নেই।"

ডোরিয়ান গ্রে কপালে হাত রাখল—সেখানে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সে এক ভীষণ বিপদের সামনে এসে পড়েছে। সে বল্ল—"মাসখানেক আগে না বলেছিলে কোনোদিন ওটা একজিবিসনে দেবেনা, হঠাৎ যে মত বদলে গেল্? তোমরা যারা এক কথার মানুষ বলে জাহির করো—তাদের দেখ্ছি ঘন ঘন মেজাজ বদ্লায়। তবে মজা এই যে তার তেমন কোনো অর্থ নেই। তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি যে একদিন আমাকে বলেছিলে—পৃথিবীর কোনো কিছুই তোমাকে ও ছবি একজিবিসনে পাঠানোর জন্য প্রলোভিত করতে পারবেনা। হ্যারীকেও ত' এই একই কথা বলেছিলে।" সহসা ডোরিয়ান থেমে গেল, তার চোখ দুটো সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্ল। লর্ড হেনরী একবার রহস্য করে বলেছিলেন যদি মিনিট পনের মজায় কাটাতে চাও তাহলে বেসিলকে প্রশ্ন করবে ও ছবিটা কেন একজিবিসনে পাঠাবে না। ওর কৈফিয়ৎ সেবিল আমাকে বলেছিল, সে এক অদ্ভুত কথা। লর্ড হেনরীর এই কথাটা ডোরিয়ানের মনে পড়ে গেল। বেসিলেরও হয়ত একটা গোপন রহস্য আছে, সেই ব্যাপারটি জানতে হবে।

ওর খুব কাছে এগিয়ে এসে সোজাসুজি মুখের পানে চেয়ে ডোরিয়ান বল্ল "বেসিল, আমাদের সকলেরই কিছু গোপন রহস্য আছে, তুমি তোমারটা আমাকে জানাও আমিও আমারটা বল্বো। ছবিটা প্রদর্শনীতে পাঠাতে তোমার আপত্তি ছিল কেন?"

শিল্পী নিজের অজ্ঞাতসারেই শিউরে উঠে বল্লেন—"ডোরিয়ান, সে কথাটা যদি বলেই ফেলি তাহলে হয়ত আমার ওপর তোমার শ্রদ্ধা কমে যাবে, হয়ত তুমি হাসবে। আমার এ দুটোর একটিও সইবে না। তুমি যদি আমার আঁকা ঐ ছবিটা আর কোনোদিন আমাকে দেখ্তে

না দাও তাতেই আমি খুসী। তোমাকে ত' দেখতে পাব। তুমি যদি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি পৃথিবীর চোখ থেকে সরিয়ে পর্দা ঢেকে রাখো, তাতেও আমি খুসী। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার চাইতে তোমার বন্ধুত্বের দাম আমার কাছে অনেক বেশী।"

ডোরিয়ান পীড়াপীড়ি করতে লাগ্‌ল—"না বেসিল তোমাকে বলতেই হ'বে।" ওর মুখ থেকে আতংকের ভাব কেটে গেছে তার পরিবর্তে জেগেছে প্রবল কৌতূহল। বেসিল হলওয়ার্ডের গোপন কথা আজ তাকে জেনে নিতেই হবে।

শিল্পী অত্যন্ত বিব্রত হয়ে বল্লেন—"এসো ডোরিয়ান বসা যাক—এখন আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি কি ছবির ভেতর অদ্ভুত কিছু প্রত্যক্ষ করেছ—? এমন কিছু বস্তু যা এতদিন তোমার চোখে পড়েনি, এখন হঠাৎ তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে ?"

ছেলেটি কম্পিত হস্তে চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরে শুধু বলে উঠল—"বেসিল !" চোখে তার সচকিত উদ্দাম দৃষ্টি।

"তাহলে তুমি একটা কিছু দেখেছ ! কথা বোলোনা। আমার যা বলার আছে আগে শোনো। ডোরিয়ান, তোমাকে দেখা অবধি তোমার ব্যক্তিত্ব আমার ওপর একটা অভূতপূর্ব প্রভাব এনেছে। তোমার দ্বারা আমার আত্মা, অন্তর, ও শক্তি সবই আচ্ছন্ন হয়ে গিছল। আমাদের শিল্পীদের মনে অপূর্ব স্বপ্নের মত যে স্মৃতি ভেসে বেড়ায় তুমি যেন তারই দৃশ্য প্রতিমূর্তি। আমি তোমাকে পূজা করেছি। কারো সংগে তুমি কথা বল্লে আমি অত্যন্ত ঈর্ষাবোধ করতাম। একেবারে একান্ত করে তোমাকে পেতে চেয়েছিলাম—তুমি যখন কাছে থাক্‌তে শুধু তখনই আমি খুসী থাক্‌তাম। তুমি দূরে গেলেও আমার ছবিতে তুমি সর্বদাই উপস্থিত ছিলে···আমি কিন্তু কোনোদিন তোমাকে এসব জানতে দিই নি, সে অতি অসম্ভব ব্যাপার, তুমিও

হয়ত ঠিক বুঝতে না। আমিই কি ঠিক বুঝেছিলাম। আমি শুধু এইটুকু বুঝেছিলাম একেবারে পারমিতার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। পৃথিবী আমার চোখে সুন্দর ও অপরূপ হয়ে উঠেছিল, এই ধরণের উন্মত্তের মত পূজা করার মধ্যে একটা বিপদ আছে, রক্ষা করা কঠিন, আবার পেয়ে হারানোর জালা আছে···সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল, আমি তোমার ওপর ক্রমে আরো আকৃষ্ট হয়ে উঠ্‌লাম—এরপর এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হল। আমি তোমার মডেলে বর্ম পরিহিত গ্রীকদেবতা প্যারীসের মূর্তি এঁকেছিলাম, শিকারী বেশে এডোনিস্‌ এমনই কত বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন মূর্তি—আর্টের পরিপূর্ণ প্রকাশ, সার্থক সৃষ্টি। একদিন—এখন মনে হয় সে বড় ভয়ংকর দিন, সেদিন ঠিক করলাম তোমার ছবি আঁকব, একটা পোর্টরেট। ঠিক তুমি যেমনটি দেখতে তারই প্রতিচ্ছবি। অতীতের পোষাকে নয়, এযুগের পোষাকে একালের চেহারা। পদ্ধতির বাস্তবতার জন্য কিংবা তোমার ব্যক্তিত্বের যাদু, কি যে ব্যাপার জানি না—আমার কাছে সব স্পষ্ট ও পরিস্কার হয়ে উঠ্‌ল। তবে এটুকু জানি ছবি আঁকার সংগে তার প্রতিটি রঙ ও রেখা যেন রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যেন আমার গোপন রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। ভয় হল, লোক আমাকে পৌত্তলিকতার অপবাদ দেবে হয় ত'। আমার মনে হ'ল ডোরিয়ান, নিজেকেই যেন পরিপূর্ণ করে ছবিটিতে উজাড় করে দিয়েছি। সেই সময়েই স্থির করি ছবিটি কখনও প্রদর্শনীতে পাঠাবোনা। তুমি একটু চটেছিলে; কিন্তু তখন তুমি বোঝোনি এর অন্তর্নিহিত অর্থ আমার কাছে কি! হারীকে বলেছিলাম, সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, আমি কিছু মনে করিনি। ছবিটি যখন শেষ হল আমি একা ছবির সামনে বসে কাটিয়েছি, আর মনে হয়েছে আমার কথাই ঠিক···যাই হোক্‌ কিছুদিন পরে ছবিটা ষ্টুডিয়ো থেকে চলে গেল—তারপর ঐ ছবিটার

অসহ্য উপস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমি যেন বাঁচলাম – আমার তখন মনে হ'ল ওর ভেতর তোমার অপরূপ রূপ ছাড়া অন্য যা দেখ্‌তাম তা আমারই মনের ভুল। এখন পর্যন্ত মাঝে মাঝে ভাবি সৃষ্টির মুহূর্তে প্রাণে যে আবেগ জাগে তার প্রকৃত রূপ আমরা হয়ত আমাদের কাজের মধ্যে ঠিকমত ফোটাতে পারিনা। আর্ট বরাবরই নৈব্যবক্তিক, আমরা যা কল্পনা করি তাই নয়। আঙ্গিক আর রঙে, শুধু-আঙ্গিক আর রঙের কথাই মনে পড়ে—ঐ পর্যন্ত। শিল্পীকে প্রচ্ছন্ন রেখে শিল্পকে প্রকাশ করাই আর্টের চরম লক্ষ্য। তাই প্যারী থেকে আমন্ত্রণ পেতেই তোমার ঐ ছবিটি আমার প্রধানতম ছবি হিসাবে পাঠাব স্থির করেছিলাম। কখনও একথা ভাবিনি যে তোমার আপত্তি হবে। এখন দেখছি তোমার কথাই ঠিক। ছবিটা প্রদর্শনীর জন্য নয়, দেখানো উচিত নয়। তোমাকে যা বলেছি তার জন্য রাগ কোরোনা ডোরিয়ান। হ্যারীর কাছে একদিন বলেছি, পূজা পাওয়ার জন্যেই তোমার সৃষ্টি।”

ডোরিয়ান গ্রে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল - তার গালে আবার রঙ ফিরে এল, ঠোঁটে ফুট্‌লো হাসির রেখা। বিপদ কেটে গেছে। উপস্থিতমত সে নিরাপদ। তবু যে-শিল্পী এইমাত্র তার অপূর্ব স্বীকৃতি শোনালো তার জন্য-মনে গভীর দুঃখ জাগল। ডোরিয়ান ভাবে সে কি কোনোদিন কোনো বন্ধুর ব্যক্তিত্বে এমন ভাবে প্রভাবান্বিত হবে। লর্ড হেনরী অতি বিপজ্জনক – কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তিনি অতি চালাক আর অতি রূঢ়, তাকে ভালোবাসা কঠিন। কেউ কি তাকে কোনোকালে সত্যি পূজা করবে—জীবন ভাণ্ডারে এই সব কি সঞ্চিত আছে ?

হলওয়ার্ড বল্লেন—“ডোরিয়ান, সত্যি আমার খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে, তুমি কি ছবিতে কিছু দেখেছ ? সত্যি কিছু দেখ্‌তে পেয়েছ ?”

ডোরিয়ান বল্‌ল—“হ্যাঁ, আমিও একটা কিছু লক্ষ্য করেছি—আমার কাছে তা অতি অদ্ভুত লেগেছে।—”

"তাহ'লে এখন একবার ছবিটা দেখাতে আর তোমার আপত্তি কি? ডোরিয়ান মাথা নেড়ে বলে ওঠে—"ও কথা আমাকে বোলো না —আমি তোমাকে ঐ ছবির সামনে দাঁড় করতে পারবো না।"

"একদিন ত' দেখাবেই?"

"না কখনও নয়।"

"হয়ত তোমার কথাই ঠিক— আচ্ছা তাহ'লে আজ আসি ডোরিয়ান। আমার জীবনে একমাত্র তুমিই কিছু প্রভাব এনেছিলে। আমি যেটুকু ভালো কাজ করেছি তার জন্য তোমার কাছেই ঋণী। তুমি বুঝবেনা তোমাকে এত কথা বলতে আমার কি অবস্থা দাঁড়াল।"

ডোরিয়ান বল্‌ল—"ভাই বেসিল—তুমি আমাকে কি বলেছ? তুমি শুধু বলেছ আমাকে তোমার অতিমাত্রায় ভালো লেগেছিল— সে অবশ্য তেমন একটা প্রশস্তি নয়।"

"প্রশস্তি হিসাবে কথাটি বলিনি। এ আমার স্বীকৃতি—একথা বলার ফলে আমার বুকের থেকে একটা ভার নেমে গেল। কাউকে আরাধনা করার কথা মুখ ফুটে না বলাই ভালো।"

"এ অতি হতাশাময় স্বীকৃতি।"

"কেন? তুমি আর কি আশা করেছিলে ডোরিয়ান? তুমি ছবিতে আর কিছু দেখোনি ত'? আর কি দেখার আছে?"

"না—আর কিছুই দেখার নেই—। তুমি এ প্রশ্ন করছ কেন? তবে ওসব পূজা-আরাধনার কথা তুলোনা—ওসব নিছক বোকামী। তুমি আর আমি দুজনে বন্ধু, চিরদিন সেই ভাবেই থাকবো।"

শিল্পী বিষাদভরে বল্লেন—"তুমি এখন হ্যারীকে পেয়েছে!"

হেসে গড়িয়ে পড়ে ডোরিয়ান বলে ওঠে—"ও হ্যারী! হ্যারী—সব অবিশ্বাস্য কথা বলে দিন কাটায়—আর দিনে যা অসম্ভব সন্ধ্যায় তাই সম্ভব করে। আমারও ঐ জীবন পছন্দ। তবু বিপদে পড়লে ঠিক যে হ্যারীর

কাছে ছুটবো তা মনে হয় না—আমি তখন তোমার কাছেই যাব বেসিল।"

"আবার আমার কাছে ছবির জন্য এসে বসবে ত'?"

"অসম্ভব।"

"এইভাবে প্রত্যাখান করে শিল্পী হিসাবে আমার জীবনটা তুমি নষ্ট করলে ডোরিয়ান। কোনো মানুষের জীবনে দুটি আদর্শ বস্তু মেলে না—আর অনেকের ভাগ্যে একটিও জোটে না।"

"আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারবো না বেসিল - তবে আমি আর ছবির জন্য বস্‌তে পারবো না—পোর্টরেটের ভেতর একটা মারাত্মক ব্যাপার আছে—ওর একটা নিজস্ব জীবন আছে। আমি মাঝে মাঝে তোমার ওখানে গিয়ে একত্রে চা খাব। সেই ত' বেশ হবে।"

বিষাদভরে অতি মৃদু গলায় হল্‌ওয়ার্ড বল্লেন—"তোমার কাছে ভালো - আচ্ছা চলি—গুড্‌ বাই ছবিটা দেখ্‌তে দিলে না তার জন্য দুঃখ হয়, যাকগে যখন উপায় নেই। তোমার মনোভাব অবশ্য বুঝতে পেরেছি।"

বেসিল চলে যাওয়ার পর ডোরিয়ান আত্মগতভাবে হাসলো। বেচারা বেসিল! আসল কারণ তুমি কতখানি জানো? অথচ কেমন মজা, নিজে কোনো কথা ফাঁস না করেও কেমন সহজে ওর মনের কথা জেনে নেওয়া গেল। ঐ কথার ভেতর কি গভীর অর্থ। বেসিলের ঈর্ষা - অবিচল নিষ্ঠা—অদ্ভুত সংযম—এখন সবই বোঝা গেল। বেসিলের জন্য ডোরিয়ানের মনে দুঃখ জাগে। রোমান্স-রঙীন এই বন্ধুত্বের অন্তরালে কেমন একটা ট্রাজেডির সুর রয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডোরিয়ান ঘণ্টা বাজালো। ছবিটা যে কোন উপায়ে সরিয়ে ফেলতে হবে। আর আবিষ্কারের আতংকে দিন কাটাবে না। ওভাবে ছবিটা ওখানে রাখাই পাগলামী, যে ঘরে বন্ধুরা সর্বদাই আসা যাওয়া করে সেখানে এক ঘণ্টার জন্যও ছবিটা রাখা উচিত নয়।

দশম পরিচ্ছেদ

চাকর যখন ঘরে-এসে ঢুক্‌লো তখন ডোরিয়ান তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। ভাবে, পর্দা সরিয়ে ছবির পানে তাকাবার কথা ওর মনে কোনোদিন জেগেছে কিনা কে জানে। লোকটা একেবারে নিশ্চল, মনিবের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। ডোরিয়ান একটা সিগ্‌রেট ধরায়—তারপর আর্সীর সামনে দাঁড়িয়ে একবার ভালো করে দেখ্‌ল। আয়নার ভেতর থেকে ভিক্‌টরের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দাস্যভাবের চমৎকার মুখোস তার মুখে। ওদের দেখে ভয়ের কিছুই নেই তবু ওর মনে হ'ল—সাবধানের মার নেই।

অত্যন্ত মৃদু গলায় ডোরিয়ান ভিক্‌টরকে বল্‌ল—প্রধান পরিচারিকাকে ডেকে দিয়ে তারপর ছবিওলার কাছে গিয়ে এখনই দুটো লোক পাঠিয়ে দিতে বল।

ডোরিয়ানের যেন মনে হয় লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পর্দার দিকে আবার তাকাল। কিংবা হয়ত ওর মনের ভ্রম?

কয়েক মিনিট পরে কালো সিল্‌কের পোষাক পরা মিসেস্ লিফ্‌ লাইব্রেরী ঘরে এলেন। ডোরিয়ান তার কাছে স্কুল ঘরের চাবী চাইল।

সে বলে ওঠে—"স্কুল ঘর হুজুর? সে ঘরে যে ধুলো বোঝাই, আমি আপনার যাওয়ার আগেই সব গুছিয়ে ঠিক করে দিচ্ছি। এখুন যে সে ঘর আপনার যাবার উপযুক্ত নয়—মোটেই নয়।"

"আমি ঘর গোছাতে বলিনি মিসেস্ লিফ্‌, শুধু চাবিটা চাই।"

"সেখানে ঢুক্‌লে গায়ে মাথায় মাকড়সার জাল লাগ্‌বে— প্রায় চার পাঁচ

বছর সে ঘর ত' আর খোলা হয়নি। বড় কর্তা মারা যাওয়ার পর ওঘর আর খুলিনি।"

মাতামহের কথা উল্লিখিত হ'তে ডোরিয়ান ভ্রূ কুঞ্চিত কর্‌ল। তাঁর স্মৃতি বড় ঘৃণিত। সে শুধু বল্‌ল—তাতে কিছু এসে যায় না—আমি একবার ঘরটা দেখতে চাই, চাবীটা দাও।"

বৃদ্ধা পরিচারিকা চাবীর তোড়ায় কম্পিত আঙুল গলিয়ে চাবীটা খুঁজে বের করে বল্‌ল—"এই নিন হুজুর, এখনই দিচ্ছি—কিন্তু—আপনি কি এই ঘর ছেড়ে সেখানে গিয়ে থাকবেন নাকি? এখানে ত' বেশ আছেন।"

আদুরে-ভংগীতে ডোরিয়ান জবাব দেয় "না, না তা নয় মিসেস লিফ্—ধন্যবাদ! শুধু চাবীটারই দরকার।"

স্ত্রীলোকটি আরো একটু দাঁড়িয়ে থেকে দু একটি সাংসারিক কথা বল্‌তে লাগ্‌ল—ডোরিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে "তুমি যেমন ভালো বুঝ্‌বে সেই ভাবেই চালাও।" মিসেস লিফ্ হাসি মুখে ঘর থেকে চলে গেল।

দরজাটা বন্ধ হতেই ডোরিয়ান চাবীটা পকেটে রেখে ঘরের চার পাশ দেখে নিল। ওর মাতামহ বোলোনার এক কন্‌ভেণ্ট থেকে স্বর্ণমণ্ডিত একটা সাটিন চাক্‌না এনেছিলেন ভেনেসীয় শিল্পের চমৎকার নিদর্শন, সেইদিকে ডোরিয়ানের নজর পড়্‌ল। ঠিক হয়েছে ঐ সর্বনাশা ছবিটা এই ঢাকনা দিয়েই ঢাকা যাবে। হয়ত বহুবার বহু মৃতদেহের ওপর এই ঢাকনাটাই চাপা দেওয়া হয়েছিল। এখন এমন একটী বস্তু ঢাকবে যার নিজস্ব পাপ আছে যা মৃত্যুর চাইতেও যা আরো কুৎসিত। এমন বস্তু যা আতংক সৃষ্টি করবে অথচ তার মৃত্যু নেই। মৃতদেহের পক্ষে পোকামাকড় যেমন, ক্যানভাসে আঁকা ছবিটির কাছে ডোরিয়ানের পাপও তাই। পাপের হাতে ছবির সৌন্দর্য নষ্ট হবে, মনোহারিত্ব ধ্বংস

হবে। ছবিটাকে অপবিত্র করে একটা লজ্জার বস্তু করে তুলবে। অথচ ছবিটা থাকবে, ওর বিনাশ নেই। ও চিরদিনই অমর।

ডোরিয়ান শিউরে উঠ্‌ল, ছবিটাকে সে কেন গোপন করে রাখতে চায় সে কথা বেসিলকে বলেনি বলে তার অনুতাপ হ'ল। বেসিল হয়ত ওকে লর্ড হেনরীর প্রভাব থেকে বাঁচাতে পারত, বাঁচাতে পারত ওর নিজস্ব মনোভংগীর নিষ্ঠুর খেয়ালের হাত থেকে। ডোরিয়ানের প্রতি বেসিলের যে ভালোবাসা - এর নামই প্রকৃত প্রেম। তার মধ্যে মহৎ এবং বিদগ্ধ মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু মাত্র শারীরিক সৌন্দর্যের আকর্ষণ অনুভূতি থেকে জেগে উঠে না, আবার ক্লান্ত অনুভূতির অবসান ঘটার সংগেই তারও অবসান ঘটেনা। মাইকেল এঞ্জোলো, মনটেন, উইনকেলমান এমন কি সেক্‌সপীয়রও এই প্রেমের সংগেই পরিচিত ছিলেন। তবু বেসিল ওকে বাঁচাতে পারত, কিন্তু এখন আর সময় নেই। অতীতকে ধ্বংস করা সব সময়েই সম্ভব। অনুতাপ, অস্বীকৃতি, অথবা বিস্মৃতির দ্বারা তা সম্ভব। কিন্তু যা ভবিষ্যৎ তা অবিসম্ভাবী। ডোরিয়ানের অন্তরে আছে এমন কামনার আবেগ যা নির্গমনের ভয়ংকর পথ খুঁজে পাবেই। এমন স্বপ্ন আছে যার ছায়াকেও প্রকৃত বলে ভ্রম হবে।

টেবিলের ওপর থেকে সেই স্বর্ণখচিত ঢাকনাটি তুলে নিয়ে ডোরিয়ান পর্দার পাশে চলে গেল—ক্যান্‌ভাসের ছবিটা কি আরো বিশ্রী আরো কুৎসিত হয়েছে? ডোরিয়ানের মনে হল ছবিটার পরিবর্তন হয়নি। তবু ছবিটার প্রতি তার বিতৃষ্ণা আরো বেড়ে গেল। সোনালি চুল,—সবুজ চোখ,—গোলাপী ঠোঁট সবই আছে কিছুরই পরিবর্তন ঘটেনি। রূপান্তর ঘটেছে শুধু ভঙ্গিমার। কি বীভৎস নিষ্ঠুরতা সে মুখে পরিস্ফুট। এই ছবির মুখে যে নীরব তিরস্কার পরিস্ফুট তার তুলনায় সিবিল ভেন সম্পর্কে বেসিলের অনুযোগ কত অকিঞ্চিৎকর—কত হালকা।

ছবির ভেতর থেকে ওর নিজের আত্মা যেন বাইরে এসে ওকে তিরস্কার করছে, যেন বিচার করতে চাইছে। ডোরিয়ানের মুখে একটা বেদনার ছায়া নামে - সে তাড়াতাড়ি সেই বহুমূল্য ঢাকনা দিয়ে ছবিটা ঢেকে দিল। ঠিক সেই সময়ে—কে দরজায় করাঘাত কর্‌ল। ডোরিয়ান তাড়াতাড়ি সরে এল—ওর চাকর ঘরে এসে বল্‌ল—

"লোকগুলি এসেছে হুজুর।"

ডোরিয়ানের মনে হ'ল লোকটাকে এখনই বিদায় করা দরকার। ছবিটা কোথায় সরানো হচ্ছে ওকে জানানো হবেনা। লোকটা কেমন অতিরিক্ত চালাক, তা ছাড়া ওর মুখে আছে একটা চিন্তাশীলতার এবং বিশ্বাসঘাতকতার ছাপ, লেখবার টেবিলে বসে ডোরিয়ান তাড়াতাড়ি লর্ড হেনরীকে একটা চিঠি লিখে পড়ার জন্য কিছু একটা বই পাঠাতে অনুরোধ জানালো, সেই সংগে স্মরণ করিয়ে দেয় সেইদিন সন্ধ্যা আটটা পনের মিনিটে দেখা করার কথা।

চিঠিখানি ভিক্টরের হাতে দিয়ে ডোরিয়ান বল্‌ল—জবাবের জন্য অপেক্ষা করবে, জবাব নিয়ে তবে আস্‌বে। আচ্ছা লোকগুলোকে এখন পাঠিয়ে দাও।"

দু তিন মিনিটের মধ্যেই দরজায় আবার ধাক্কা শোনা গেল এবং সাউথ অডলে ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ছবি-বাঁধাইকার মিঃ হাবার্ড তাঁর দুজন সহকারী নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। মিঃ হাবার্ড কদাচিৎ দোকান ছেড়ে বাইরে বেরোন, কিন্তু ডোরিয়ান গ্রে সম্পর্কে তাঁর এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘট্‌তো। ডোরিয়ানের ভেতর এমন একটি বস্তু আছে যা সবাইকে মোহিত করে। ওকে দেখলেও আনন্দ।

মোটামোটা কুঞ্চিত হাত দুটি কচ্‌লিয়ে মিঃ হাবার্ড বল্লেন—"কি করতে হ'বে মিঃ গ্রে? ভাবলাম নিজেই এসে আপনার সংগে দেখা করি। একটা চমৎকার ফ্রেম পেয়েছি স্যার, সেলে কিনেছি

সেদিন। একেবারে প্রাচীন ফ্লোরেনটাইন ফ্রেম, ফনট্‌হাইল থেকে এসেছে মনে হ'ল। আধ্যাত্মিক বিষয়ের ছবির পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত।"

"আপনি কেন কষ্ট করে এলেন মিঃ হাবার্ড! এক সময় গিয়ে আপনার ফ্রেমটা দেখে আস্‌ব। আমার অবশ্য এখন ঐ সব আধ্যাত্মিক ছবি টবির ওপর তেমন ঝোঁক নেই। উপস্থিত আজকে আমার একটা ছবি ওপরে উঠিয়ে রাখতে হবে, ছবিটা ভারী। তাই ভাবলাম আপনার কাছে দুটি লোক ধার নিই।"

"না না কষ্ট আর কি মিঃ গ্রে! আপনার জন্য কিছু করতে পারলে আনন্দ হয়। কোন্ ছবিটার কথা বল্‌ছেন স্যার?"

কাঠের বড় পর্দাটা সরিয়ে ডোরিয়ান বল্‌ল—"এই যে এই ছবিটা। এটা সরাতে পারবেন, যেমন ঢাকা আছে ঠিক ঐ অবস্থায়! ওপরে তুলতে গিয়ে ছবিটায় আঁচড় লাগুক তা চাইনা।"

ভদ্র ছবিওলা তখনই হুক থেকে ছবিটা তাঁর সহকারী সহযোগে খুলতে সুরু করে বল্লেন—"এ আর অসুবিধা কি? তা ছবিটা কোথায় নিয়ে যাব মিঃ গ্রে?"

"আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনি আসুন আমার সংগে। কিংবা আপনিই সামনের দিকে যান। একেবারে ওপর তলায় উঠতে হবে। সামনের সিঁড়ি দিয়েই ওঠা যাক, ওটা বেশ চওড়া।"

দরজা খুলে ডোরিয়ান দাঁড়াল—ছবিওলার লোক দুটি ছবি নিয়ে উপরে উঠ্‌তে থাকে—বিরাট ফ্রেমের জন্য ছবিটা বেশ ভারী হয়েছে—এবং মিঃ হাবার্ডের মৌখিক ব্যবসাদারী আপত্তি সত্ত্বেও ডোরিয়ান মাঝে মাঝে হাত লাগিয়ে সাহায্য করছিল।

ওপরে উঠে কপালের ঘাম মুছে লোকটি বল্‌লে—"একটা প্রকাণ্ড বোঝা স্যার।"

ডোরিয়ান মৃদু গলায় বলে—"হাঁ একটু ভারী বৈ কি!" তারপর স্থূল

ঘরের দরজাটা খুলল—এই ঘরেই সে জীবনের রহস্য ও আত্মাকে লোক-চক্ষের কাছ থেকে গোপনে রাখবে—।

প্রায় চার বছরের ভেতর এই ঘরটিতে সে আর ঢোকেনি—সেই ছেলেবেলায় এটা খেলাঘর ছিল, বড় হ'তে এটাই পড়ার ঘর হয়ে গেল। শেষে লর্ড কেলসো এই ঘরটি বিশেষভাবে তৈরী করিয়েছিলেন—মার মত দেখতে বলে এবং আরো অনেক কারণে তিনি ছেলেটিকে ঘৃণা করতেন আর দূরে রাখতেই ভালোবাসতেন। ডোরিয়ানের মনে হল ঘরটির কোনো পরিবর্তন হয়নি—ইতালীয় কাসোনের পাশে ছোট বেলায় ও কতদিন লুকিয়ে থেকেছে, সাটিনউড্ বুককেসে ওর স্কুলের পড়ার বইগুলি দোমড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। তারপাশের দেয়ালের একটা প্রায় ছিন্ন ফ্লেমিস পর্দায় একটি অস্পষ্ট ছবি আঁকা: রাজা ও রাণী বাগানে দাবা খেল্ছেন। সবই বেশ মনে আছে। নিরালা বাল্যকালের প্রতিটি মুহূর্ত যেন ওর কাছে ফিরে এসেছে—নিষ্পাপ বাল্য জীবনের অকলঙ্ক পবিত্রতার কথা মনে পড়ে। এইখানেই ওই সর্বনাশা পোর্টরেটটি গোপন করে রাখা হচ্ছে এই কথাটি ডোরিয়ানের অতি বিশ্রী লাগ্‌ল। সেই সে অতীতে কোনোদিন কি সে ভেবেছিল ভবিষ্যতের গর্ভে কি সঞ্চয় রয়েছে তার জন্য!

সারা বাড়িটিতে এই ঘরটির মত এমন নিরাপদ স্থান আর নেই। চাবিটা আছে ডোরিয়ানের কাছে, আর কেউ ঢুক্‌তে পারবে না। ঐ পীত ঢাকনার নীচে ছবিটার মুখাকৃতি অপরিচ্ছন্ন, বিশ্রী, দানবিক হয়ে উঠুক—কি এসে যায় তাতে। কেউ ত' আর তা দেখাবেনা, ও নিজেও দেখবেনা। ছবির ভেতর নিজের আকৃতির এই বিশ্রী রূপান্তর দেখে আর লাভ কি! যৌবনটা ও অক্ষুণ্ণ রেখেছে—ঐ যথেষ্ট। তা ছাড়া ওর প্রকৃতি কি আর ভালো হবেনা? ভবিষ্যৎ কি এমনই লজ্জাকর হবে? আবার হয়ত জীবনে প্রেম আস্‌বে, তাকে পবিত্র করবে, ওর

রক্তমাংসে যে পাপের স্রোত বইছে তাকে আবার হয়ত বিশুদ্ধ করবে, ওর সকল পাপ, সকল লজ্জা দূর করে দেবে। একদিন হয়ত ঐ মুখ থেকে নিষ্ঠুরতার ছাপ মুছে যাবে আর বেসিল হলওয়ার্ডের আঁকা এই মাষ্টারপীস্ সে সারা জগৎকে দেখাতে পারবে।

না অসম্ভব! ঘণ্টার পর ঘণ্টা—সপ্তাহের পর সপ্তাহ, ক্যানভাসে অঙ্কিত ছবিটি বার্ধক্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে। পাপের বীভৎসতার হাত থেকে হয়ত নিষ্কৃতি পাবে কিন্তু বয়সের বীভৎসতা ওর অদৃষ্টে আছে। গালগুলি বসে যাবে, কাকের পায়ের মত চোখের পাশে কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠ্বে। চুলের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হবে, মুখটা ঝুলে পড়্বে, একটা নির্বোধের মত মুখভংগী হবে, বুড়াদের যেমন হয়ে থাকে। গলাটায় রেখা ফুট্বে, হাতের নীল শিরাগুলি ফুলে উঠ্বে, দেহটা সেই মাতামহের দেহের মত অবনত হয়ে পড়্বে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ওর প্রতি অতি কঠোর ছিলেন। ছবিটা লুকিয়ে রাখতেই হবে, তা ছাড়া আর উপায় নেই।

পিছন ফিরে ক্লান্ত গলায় ডোরিয়ান বল্লে—"মিঃ হাবার্ড নিয়ে আসুন, ভেতরে নিয়ে আসুন। আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি তার জন্য দুঃখিত, আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম।"

নিঃশ্বাস নিয়ে ছবিওলা বল্লেন—"আমরা এখন একটু বিশ্রাম করতে পেলেই খুসী। কোথায় তাহলে রাখব ছবিটা?"

"যেখানে খুসী। এইখানে রাখলেই হবে, ওটা আর টাঙিয়ে রাখতে চাইনা - দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখুন—ধন্যবাদ।"

"ছবিটা একবার দেখা যায় স্যার?"

ডোরিয়ান শিউরে উঠ্ল—লোকটির দিকে তাকিয়ে সে বল্লে—"ও আপনার ভালো লাগবেনা, আচ্ছা, আর আপনাদের কষ্ট দেবনা। আপনি যে এসেছেন তার জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

লোকটি যদি ছবিটার ঢাকা খুলে দেখ্‌তে চেষ্টা করত তাহ'লে ডোরিয়ান ওকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলতেও কুণ্ঠিত হত না।

মিঃ হাবার্ড তাঁর সহকারীদের নিয়ে নীচে নামতে নামতে বল্লেন— "তাতে কি স্যার! ওকি কথা? আপনার জন্য একটু কিছু করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।" ওর সহকারীদ্বয় ডোরিয়ানের অপূর্ব আকৃতির দিকে ফিরে ফিরে তাকায়।

ওদের পদধ্বনি যখন মিলিয়ে গেল, ডোরিয়ান দরজায় চাবী লাগিয়ে চাবীটা নিজের পকেটে রেখে দিল। এখন সে নিরাপদ। কেউ আর ঐ বিশ্রী ছবিটা দেখ্‌তে পাবেনা। ওর নিজের চোখ ছাড়া অপর কারো চোখে তার এই লজ্জা ধরা পড়বেনা।

লাইব্রেরী ঘরে পৌছে ডোরিয়ান দেখ্‌ল পাঁচটা বেজে গেছে, ইতিমধ্যেই চা এসে গেছে। সুগন্ধি কাঠের একটি টেবিল ওর অভি-ভাবকের স্ত্রী লেডী রাডলী কায়রো ভ্রমণ করে এসে উপহার দিয়েছিলেন, তার ওপর লর্ড হেনরীর একখানি চিঠি পড়ে আছে, তার পাশে হলদে মলাটের একটি বই। মলাট ঈষৎ ছিন্ন, কোণগুলি দুমড়ে গেছে। চায়ের ট্রেতে "সেণ্ট জেমস গেজেট" সংবাদ-পত্রের তৃতীয় সংস্করণ একখণ্ড রাখা রয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায় ভিক্‌টর ফিরে এসেছে। ডোরিয়ান ভাবে ছবিওলার লোকগুলো চলে যাওয়ার সময় ভিকটরের সংগে দেখা হয়েছে কিনা কে জানে, ভিকটর কি তাদের কাছে খবর নিয়েছে কি কাজে তারা এসেছিল। ছবিটা নিশ্চয়ই সে খুঁজেছে— এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। চায়ের সরঞ্জাম রাখার সময় নিশ্চয়ই ওদিকে চোখ পড়েছে। স্ক্রীনটা সরিয়ে রাখা হয়নি, দেয়ালের ফাঁকা অংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হয়ত কোনো রাতে দেখা যাবে ভিকটর ওপরে উঠে ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করছে। নিজের বাড়িতে গোয়েন্দা পুষে রাখা সর্বনেশে কাণ্ড। ডোরিয়ান শুনেছে কখনও কবে একটা

চিঠির টুক্‌রো পড়েছে, বা একটা কথা কানে এসেছে, কোনো ঠিকানা হঠাৎ পাওয়া গিয়েছিল কিংবা বালিসের তলায় একটা শুখ্‌নো ফুল বা লেসের টুকরো পাওয়া গেছে তাই নিয়ে বাড়ির চাকর ধনী কর্তাকে দীর্ঘদিন ভীতি প্রদর্শন করে এসেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেয়ালায় কিছু চা ঢেলে ডোরিয়ান লর্ড হেনরীর চিঠিখানা খুল্‌ল। চিঠিতে শুধু লেখা আছে সান্ধ্য সংস্করণ সংবাদপত্র পাঠান হ'ল, আর বইটা হয়ত ডোরিয়ানের ভালো লাগ্‌বে, এবং ক্লাবে তিনি আটটা পনের মিনিট নাগাৎ যাবেন। "সেণ্ট জেমস্ গেজেট" খানা খুলে ডোরিয়ান দেখ্‌তে লাগ্‌ল। পাঁচের পাতায় একটা লাল পেনসিলের দাগ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—নিম্নলিখিত সংবাদটি চিহ্নিত করা রয়েছে—

"**অভিনেত্রীর মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত**—ডিষ্ট্রীক্ট্ করোনার মিঃ ডানবি আজ সকালে হক্‌সটন রোডের বেল ট্যাভার্নে রয়াল থিয়েটারের সম্প্রতি নিযুক্ত তরুণী অভিনেত্রী সিবিল ভেনের মৃতদেহের ময়না তদন্ত করিয়াছেন। আকস্মিক কারণে মৃত্যু ঘটিয়াছে ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। মৃতার জননী সাক্ষ্যদানকালে বিশেষ আকুল হইয়া পড়েন, ডাঃ বিরেল, যিনি মৃতদেহের ময়না পরীক্ষা করেন তিনিও বিশেষ অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।"

ডোরিয়ান ভ্রূকুঞ্চিত করে খবরের কাগজটি ছিঁড়ে ফেলে টুকরোগুলি উঠে গিয়ে ফেলে দিল। কি বিশ্রী কাণ্ড! প্রকৃত নোঙরামি কি কুৎসিত! লর্ড হেনরীর এইভাবে কাগজটা পাঠনো বোকামী হয়েছে। তাছাড়া আবার লাল পেনসিলে দাগ দেওয়া হয়েছে। ভিকটর যদি পড়ে থাকে, অন্ততঃ এইটুকু বোঝার মত ইংরাজী তার জানা আছে।

হয়ত ভিকট্‌র সব পড়েছে এবং একটা কিছু সন্দেহ করেছে। কিন্তু কি এসে যায় তাতে? সিবিলের মৃত্যুর ব্যাপারে ডোরিয়ানের কি হাত আছে? ভয়ের কিছুই নেই। ডোরিয়ান ত' আর সিবিলকে হত্যা করেনি।

লর্ড হেনরী যে হলদে রঙের বইটি পাঠিয়েছেন সেদিকে নজর পড়ল ডোরিয়ানের। কি বই কে জানে। মুক্তা রঙের আটকোণা ছোট টেবিলটা চিরদিন ওর কাছে মিশরীয় মৌমাছির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই টেবিলের ওপর থেকে বইটি তুলে নিয়ে আরাম কেদারায় বসে ডোরিয়ান পাতা ওলটায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে বইটিতে ডুবে গেল। এরকম অদ্ভুত বই সে আর কখনও পড়েনি। পৃথিবীর যত পাপ যেন বাঁশীর সুরে তার সামনে মূক অভিনয় করছে। যে সব বস্তুর সে আবছায়া স্বপ্ন দেখেছে তা যেন আজ হঠাৎ মূর্ত হয়ে উঠেছে। যে কথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি আজ তা প্রকাশিত।

প্লটহীন নভেল, একটি মাত্র চরিত্র, জনৈক তরুণ ফরাসীর জীবনের মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র চিত্রণ। নায়ক সকল শতাব্দীতেই বিচরণশীল—(শুধু-ওর নিজের কালটি বাদ)—এক কথায় পৃথিবীর অভিব্যক্তি যে বিভিন্ন মনোভংগীতে প্রবাহিত হয়েছে তারই প্রতিচ্ছবি। মানুষ অজ্ঞানতাবশে যাকে বলে সদ্‌গুণ, এবং তারই ফলে, কৃত্রিমতার আকর্ষণে যে সব ত্যাগস্বীকার করে, আর সেই স্বাভাবিক বিদ্রোহ (জ্ঞানীরা যাকে বলেন পাপ) তারই মনোরম আখ্যান। রচনার আঙ্গিক আলঙ্কারিক—কোথাও স্পষ্ট কোথাও আবার অপরিস্ফুট। প্রকাশভংগী বিস্ময়কর—ফরাসী ধারায় যাকে বলা হয় প্রতীকবাদী, বিশিষ্ট সাহিত্যকাররা যার অনবদ্য রূপ দিয়েছেন এই গ্রন্থটি তারই নিদর্শন। বর্ণ ও বৈচিত্র্যে অপরূপ। অনুভূতির জীবনকে মরমীয়া দর্শনের রীতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। বোঝা যায় না এই গ্রন্থ মধ্যযুগীয় কোনো সাধকের অধ্যাত্ম জীবন না আধুনিক কালের কোনো দুরন্ত-দুঃশীলের বিকৃত জীবন রহস্যের অভিনব স্বীকৃতি। একটা বিষাক্ত গ্রন্থ। বইটির পাতা থেকে সুগন্ধির তীব্র গন্ধ মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে। বাক্যের সুষ্ঠু প্রকাশ, সুরের অন্তঃশীলা প্রবাহ ছেলেটির মন আচ্ছন্ন করে তোলে।

পরিচ্ছদের পর পরিচ্ছদ শেষ হয়ে যায় আর ডোরিয়ানের মনে একটা অপূর্ব স্বপ্নাবেশ জাগে। দিন যে শেষ হয়ে আস্‌ছে অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে আস্‌ছে ডোরিয়ান সে বিষয়ে অচেতন।

জানালার ভিতর দিয়ে মেঘমুক্ত আকাশের একটি তারা উঁকি দেয় ডোরিয়ান পড়ে চলেছে, অবশেষে কিছু আর স্পষ্ট দেখা যায়না। তার-পর ভিকটর যখন বারবার এসে জানিয়ে গেল যে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত, তখন ডোরিয়ান উঠে পড়ে পাশের ঘরে গিয়ে বইটি ওর বিছানার পাশের টেবিলটিতে রেখে ডিনারের পোষাক পরতে গেল।

ক্লাবে পৌছতে প্রায় নটা বেজে গেল। লর্ড হেনরী অত্যন্ত বিরক্তি-ভরে একটি কামরায় বসেছিলেন।

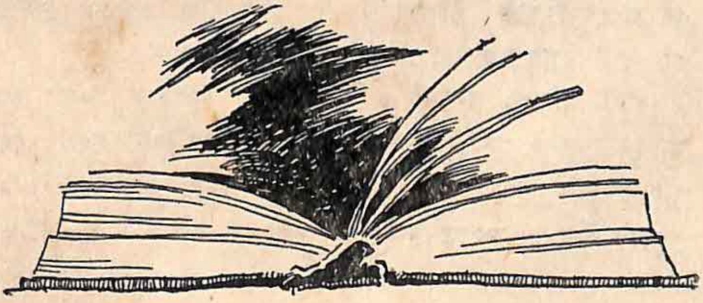
ডোরিয়ান বললে—"সত্যি ভারী দুঃখিত হ্যারী, দোষটা কিন্তু তোমারই। এমন বই পাঠিয়েছ আমি একেবারে তন্ময় হয়ে গেছি—সময়ের কথা খেয়াল ছিলনা।"

চেয়ার থেকে উঠে-পড়ে নিমন্ত্রণ কর্তা বল্লেন—"হ্যাঁ, আমি জানতাম বইটা তোমার ভালো লাগ্‌বে।"

"ভালো লেগেছে বলিনি হ্যারী। বল্লাম তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম বইটির আকর্ষণে। ভালোলাগা আর আকর্ষণে প্রভেদ আছে।"

লর্ড হেনরী মৃদু গলায় বল্লেন—"প্রভেদটা তাহলে বুঝেছ?"

উভয়ে ডাইনিং রুমের ভেতর প্রবেশ করলেন।



একাদশ পরিচ্ছেদ

ডোরিয়ান দীর্ঘকাল এই গ্রন্থটির প্রভাব থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারেনি। কিংবা হয়ত এই কথা বলা-ই উপযুক্ত হবে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য তেমন চেষ্টাও সে করেনি। প্যারী থেকে এই গ্রন্থটির বড় কাগজে ছাপা সংস্করণ অন্ততঃ নয়খণ্ড সংগ্রহ করে বিভিন্ন রঙের মলাটে সেগুলি বাঁধিয়েছিল, বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন মনোভংগীর উপযুক্ত বিচিত্র রঙ, নিজস্ব প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার কোনো শক্তিই যেন তার আর ছিলনা। এই গ্রন্থের প্যারী বাসী নায়কের চরিত্রে রোমান্টিক ও বৈজ্ঞানিক খেয়ালের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সে যেন ডোরিয়ান চরিত্রেরই প্রতিরূপ। সমগ্র গ্রন্থটি যেন তারই জীবনালেখ্য, জগৎসংসারে জন্মগ্রহণের অনেক আগেই কুশলী লেখকের রচনায় রূপায়িত।

প্যারীসিয় নায়কটির প্রথম জীবনে, দর্পন, উজ্জ্বল ধাতুময় পাত্র, বা স্থির জল সম্পর্কে তাঁর একটা উৎকট আতংক ছিল। একদা যে-অপরূপ রূপ-সম্পদের তিনি অধিকারী ছিলেন তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই এই ত্রাসের উৎপত্তি। উপন্যাসটির অলৌকিক নায়ক চরিত্রের চাইতে এই একটি বিষয়ে অন্ততঃ ডোরিয়ান অধিকতর ভাগ্যবান।

প্রতি আনন্দে, পুলকের প্রতিটি কণায়, নিষ্ঠুরতার একটা স্থান আছে। এমনই একটা নিষ্ঠুর আনন্দ নিয়ে ডোরিয়ান গ্রন্থটির শেষ পরিচ্ছেদগুলি পড়ে যেত। বিষাদভরা কাহিনীর অতিরঞ্জিত বর্ণনা, অপরের জীবনে ও জগতে যে মূল্যবান সম্পদের অস্তিত্ব আছে, নিজের জীবনে সেই পরম-সম্পদ হারিয়ে যাওয়ার হতাশাময় বেদানার্ত

ইতিহাস। কারণ যে অপূর্ব তনু-লাবন্য বেসিল হলওয়ার্ড ও আরো অনেককে আকৃষ্ট করেছিল, সেই কমনীয়তা ডোরিয়ানের দেহ-থেকে অন্তর্হিত হয়নি। এমন কি যাঁরা তার সম্পর্কে অতি কুৎসিত কাহিনী শুনেছেন, ডোরিয়ানের বিচিত্র জীবন যাপনের কদর্য সংবাদ লণ্ডন শহরে এবং ক্লাবগুলিতে কানাকানির বিষয় বস্তু হলেও, ডোরিয়ানকে প্রত্যক্ষ করলে তার সম্বন্ধে অসম্মানসূচক কোনো কথাই বিশ্বাস করতে তাদের প্রবৃত্তি হতনা। তার আকৃতিতে এমনই মনোহারিত্ব ছিল যেন সে পৃথিবীর সকল কলুষের অনেক বাইরে। যারা তার কুৎসায় পঞ্চমুখ, ডোরিয়ান ঘরে এসে ঢুক্‌লেই তারা চুপ করে যেত। ডোরিয়ানের মুখের দেব সুলভ পবিত্রতায় রয়েছে নীরব ভৎর্সনা। যে নিস্পাপ সারল্য নিজেদের জীবন থেকে অনেক আগেই বিসর্জিত হয়েছে ডোরিয়ানের উপস্থিতি যেন তারই স্মারক। কি অপূর্ব রহস্যবলে সেই লালসা কলঙ্কিত দেহে বয়সের ছাপ নেই অথচ মনোহর মাধুর্য বর্তমান, সেই কথা সকলে সবিস্ময়ে ভাবে।

যে-সুদীর্ঘ এবং রহস্যময় অনুপস্থিতি তার বন্ধুদের মনে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করেছিল, সেই ধরণের অনুপস্থিতির পর মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরে ডোরিয়ান চুপি চুপি ওপর তলার সেই তালাবন্ধ ঘরটিতে দরজা খুলে প্রবেশ করত, তারপর বেসিল হল্‌ওয়ার্ডের আঁকা সেই ছবিটির সামনে একটা আয়না হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পটে আঁকা বার্দ্ধকমলিন কুৎসিত মুখখানির পানে একবার আর দর্পনস্থ প্রতিচ্ছবির পানে একবার চেয়ে থাক্‌ত। উভয়ের মধ্যে তীব্র পার্থক্য লক্ষ করে সে আনন্দ বোধ করত।

নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে তার যত আকর্ষণ, আত্মার ব্যাভিচারে তার আগ্রহও সেই মাত্রায় বেড়ে ওঠে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দানবীয় আনন্দে বার্ধক্যক্লিষ্ট ছবিটিকে দেখে ভাবে পাপের ছাপ না বয়সের ছাপ

কোন্‌টা বীভৎসতর? নিজের শুভ্র হাতদুটি ছবির বেয়াড়া হাতের পাশে রেখে মনে মনে হাসে।

ডকের ধারে কুখ্যাত আড্ডার নোংরা ঘরে মাঝে মাঝে রাত কাটাত ডোরিয়ান, সেখানে তার পরিচয় সে প্রকাশ করেনি। সেই নোংরা ঘরে কিংবা বাড়িতে, নিজের মৃদু সুরভিত কক্ষে, নিদ্রাহীন নয়নে, অনেক রাত নিজের জীবনে যে সর্বনাশ সে ডেকে এনেছে তার ভয়াবহতার কথা ভাবে ডোরিয়ান, তার মনে একটা স্বার্থপর করুণা জাগে। কিন্তু এই সব মুহূর্তের সংখ্যা অতি কম। জীবন সম্বন্ধে যে কৌতূহল তার প্রাণে বেসিল হল্‌ওয়ার্ডের বাগানে লর্ড হেনরী জাগিয়েছিলেন পরিতৃপ্তির সংগে তার লালসা আরো বেয়ে ওঠে। জানার সুযোগ যত পাওয়া যায় জানবার বাসনা ততই প্রবল হয়ে ওঠে। উন্মাদ ভোগ বুভুক্ষা আগুনে ঘৃতাহুতির মতো কেবল বেড়েই চলে।

তবু-ওকে ছন্নছাড়া বলা যায় না, অন্ততঃ সমাজ সম্পর্কিত যোগাযোগে নয়। শীতের সময় মাসে একবার কিংবা দুবার, আর গানের মরশুমে প্রতি বুধবার সে তার সুন্দর প্রাসাদের দরজা সাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দিত। বিখ্যাত গাইয়ে-বাজিয়েরা এসে অতিথিদের চিত্ত বিনোদন করতেন। ছোট-খাটো ডিনারের বন্দোবস্তে সাজসজ্জা, অলংকরণ, ফুল সাজানো, সূঁচের কাজকরা কাপড় সাজানো, তারপর প্রাচীন ধরণের সোনা ও রূপার প্লেটের বাহার প্রভৃতিতে একটা সুরুচির ছাপ পাওয়া যেত, এসব ব্যাপারে অবশ্য লর্ড হেনরী অনেকখানি সহায়তা করতেন। অনেকে, বিশেষ করে তরুণরা—সংস্কৃতি, পাণ্ডিত্য, এবং পৃথিবীর আদর্শ নাগরিকের মধ্যে যে সৌজন্য ও শালীনতা আশাকরা যায়, যে-আদর্শের স্বপ্ন তারা ইটন বা অকস্‌ফোর্ডে দেখেছে, সেই আদর্শ ডোরিয়ান গ্রের মধ্যে রূপায়িত দেখ্‌ত, অন্ততঃ তারা তাই মনে করত। দান্তের কথায় যারা "সৌন্দর্যের উপাসনায় নিজেদের

সার্থক করে তোলে", কিংবা গতিয়েরের কথায় "যার জন্য দৃশ্য জগৎ বর্তমান", ডোরিয়ান সেই জন। আর প্রকৃতই ডোরিয়ানের কাছে জীবনই পরমতম আর্ট, আর তার জন্য আর সব আর্টই প্রস্তুতি মাত্র।

স্বপ্নহীন রাত্রিশেষে, কিংবা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের ভয়ংকর রাতের পর প্রত্যুষের আগে ঘুম ভাঙেনি এমন লোক আমাদের মধ্যে অনেক কম। কিছুরই পরিবর্তন নেই। রাতের অবাস্তব ছায়া দিনের আলোয় পরিচিত-কায়া হয়ে ওঠে। যেখানে তাকে ছেড়ে এসেছি তারপরই তাকে গ্রহণ করতে হয়, তারপর সেই গতানুগতিক ধরাবাঁধা জীবনের ছকবাঁধা পথে সকল উৎসাহ উজাড় করে দেওয়ার বাসনা মনে জাগে। কিংবা এমন উদ্দাম কল্পনাও মনে জাগে যে একদিন প্রভাতে চোখ মেলে দেখব যে আমাদের আনন্দের জন্য অন্ধকারের বুক চিরে রাতারাতি পৃথিবীটাকে নূতন ছাঁদে গড়া হয়েছে, সেখানে নতুন রঙ, অথবা এমন এক জগৎ, যে জগতে অতীতের কোনো স্থান নেই।

ডোরিয়ান গ্রের কাছে এমনিতরো একটা জগৎ সৃষ্টি করাটাই হোল জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, নূতন অথচ আনন্দময় উত্তেজনার সন্ধানে, যা ডোরিয়ানের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, তারই সূক্ষ্ম প্রভাবে সে আপনাকে ধরা দিত। তারপর বর্ণজ্ঞান যেই হত, তার বিদগ্ধজনোচিত কৌতূহলও তৃপ্ত হত, আর এই ধরণের খেয়ালী মনোভংগীর মানুষের রীতি অনুসারে সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যেত। আধুনিক কালের মনস্তাত্বিকদের মতে এই ব্যাপারে এই নাকি রীতি।

একবার গুজব রটল ডোরিয়ান রোমান ক্যাথলিক সংস্থায় যোগদান করবে, চিরদিনই রোমান ক্যাথলিক পদ্ধতিতে ওর গভীর আগ্রহ ছিল।

কিন্তু কোনো কিছু মতবাদ বা পদ্ধতি গ্রহণ করে তার বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক গতিপথে বাধা সৃষ্টি করার ভ্রমে সে পড়েনি। যে বাড়ি

বাস করার জন্য প্রয়োজন তার বিনিময়ে যে সরাইখানায় শুধু রাতের কয়েক ঘণ্টা মাত্র কাটান যায়, তাকে বাড়ি বলে কোনোদিন ভুল করেনা। দুর্জ্ঞেয় ধ্যানরসিকতায় সাধারণ জিনিষও আমাদের চোখে বিস্ময়কর হয়ে ওঠে, তা ছাড়া ওর মধ্যে নৈতিক নিয়মের বিরুদ্ধচারী মতবাদেরও একটা সমর্থন আছে - কিছুকাল তার মধ্যেই ডুবে রইল ডোরিয়ান। আবার কিছুদিন জার্মানীর ডারুইনবাদের মতামত আঁকড়ে রইল। তবু আগেই যা বলা হয়েছে, ডোরিয়ানের কাছে জীবন সম্পর্কিত কোনো একটা মতবাদের চাইতে জীবনের মূল্যটাই সব চেয়ে বড়। পরীক্ষা নিরীক্ষার বাইরে যে সব বুদ্ধিগত বন্ধ্যা জল্পনা চলে সে বিষয়ে ডোরিয়ান সবিশেষ সচেতন। ডোরিয়ান জানে অধ্যাত্ম রহস্য উদ্ঘাটনে আত্মার মত অনুভূতিরও অনেক কিছু প্রকাশ করার আছে।

তাই সে সুগন্ধি এবং সুগন্ধি প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে মাত্‌ল। চড়া গন্ধওলা তেল চোলাই চল্‌তে লাগল, প্রাচ্য দেশের সুগন্ধি গঁদ জ্বালানো হল। ইন্দ্রিয়াগত জীবনে যার প্রতিধ্বনি নেই সেই মনোভংগীর কোনো মূল্য নেই। তাদের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করে। আরব দেশীয় ধূনা শ্বেত কুন্দুরুর মধ্যে কি আছে যার ফলে মানুষের মন ধ্যানরসিক হয়ে ওঠে? অম্বরীর গন্ধে ভোগবাসনা বাড়ে কেন? ভায়োলেট অঙ্গরাগে কেন মৃত রোমান্সের স্মৃতি মনে জাগে? কস্তুরী গন্ধে মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয় কেন? চম্পকে কেন কল্পনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে? সুগন্ধির মধ্যে মনস্তাত্বিক কারনানুসন্ধান করে ডোরিয়ান – মধুগন্ধী মূলের কেমন বিভিন্ন ধরণের প্রভাব, রেণু-ভরা ফুল, বা সুগন্ধী মলয়, কিংবা কালো কিংবা অন্যরঙের সুগন্ধী কাঠ, কিংবা জটামাংসী, যার গন্ধ মানুষকে পীড়িত করে তোলে, হোভেনিয়া যা মানুষকে উন্মাদ করে দেয়, আর অগুরু যা মন থেকে সকল বিষাদভার দূর করে দেয়, কি এর কারণ সে ভেবে পায়না।

আর একবার সে পরিপূর্ণরূপে সঙ্গীতে আত্ম-নিয়োগ করল।—লম্বা জাফরীওলা ঘর, সিঁদূর আর সোনালি রঙের ছাদ, আর জলপাই রঙ করা দেয়ালওলা ঘরে সে মাঝে মাঝে অদ্ভুত কনসার্টের আয়োজন করত। বেদেরা তাদের ছোট্ট তারের যন্ত্র জি দা র বাজিয়ে যায়, হলদে শালপরা তিউনিসিয়রা দানবীয় আকারের বাঁশীতে স্বর টানে, নিগ্রোরা তামার ঢাকে একঘেয়ে স্বরে বোল্ ফোটায়, লোহিত রঙের মাদুরে বসে পিতলের বাঁশী বাজায় পাগড়ীওলা ভারতীয় দল, সাপকে যাদু করে, ফনা উঠিয়ে সাপেরা স্বরের তালে নাচে। স্যুবার্টের গীতিমাধুরী, বা সপার মোহন দুঃখবাদ কিংবা স্বয়ং বিটোফেনের বলিষ্ঠ স্বরলহরী যখন তার কানে লাগেনা, তখন এই কর্কশ স্বরই তার মন ভোলায়। পৃথিবীর সব দেশ থেকে সে অদ্ভুত ধরণের নানা রকম বাদ্য যন্ত্র সংগ্রহ করেছিল, কখনও বা মৃতের কবর থেকে কখনও পশ্চিমী সভ্যতার হাওয়া যাদের গায়ে লাগেনি সেই সব আদিম জাতিদের কাছ থেকে। সেই যন্ত্রগুলি ডোরিয়ান আবার বাজাবার চেষ্টাও করে। রাইও দেশের নিগ্রোদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল—জু রু পা রি, সেদিকে স্ত্রীলোকের তাকান নিষেধ, এমন কি উপবাস ও আত্ম নিগ্রহের পর তবে তরুণরা সেই যন্ত্র দেখতে পারে। পেরুবাসীদের মাটির কলস, যার আওয়াজ পাখীর কর্কশ কণ্ঠ সদৃশ, মানুষের হাড়ের তৈরী বাঁশী, আলফাঁসো ডি ওভাল চিলিতে এই বাঁশী শুনেছিলেন। এমনই অদ্ভুত ধরণের অসংখ্য যন্ত্র সে সংগ্রহ করেছিল। এইসব যন্ত্র তাকে মুগ্ধ করেছিল, সে মনে মনে একটা অদ্ভুত আনন্দবোধ করত এই ভেবে যে প্রকৃতির মত আর্টের ক্ষেত্রেও দানব ও পশু আকৃতির বস্তু আছে, যেমন তাদের আকার তেমনই তাদের আওয়াজ। তবু কিছুকাল পরে আবার এই সবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আবার অপেরায় গিয়ে বক্সে বসে, কখনও লর্ড হেনরী সংগে থাকেন, কখনও একা। একমনে "Tanhauser" শোনে

তার প্রস্তাবনার মধ্যে নিজের আত্মার ট্রাজেডির অপূর্ব প্রতিফলন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে।

এরপর আবার রত্ন সম্বন্ধে তার গবেষণা স্থরু হল. একটা খেয়াল খুসীর পোষাকওলা বল্ নৃত্যের আসরে ফ্রান্সের এডমিরাল এ্যান দ্য জয়ুসের বেশে হাজির হ'ল। পোষাকটিতে পাঁচশো ষাটটি মুক্তা খচিত। এই রুচি দীর্ঘদিন তার অন্তর আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, মনে হয়েছিল বুঝি আর তার হাত থেকে নিস্কৃতি নেই। কখনও সারাদিন তার কেটে যেত খাপের ভেতর সংগৃহীত রত্নপ্রস্তরগুলি ঠিকমত সাজিয়ে রাখতে। আমষ্টারডাম থেকে তিনটি মরকত কিনেছিল, বিরাট আকারের পান্না, চমৎকার রঙ, রত্ন রসিকের ঈর্ষার বস্তু।

মনিরত্ন সম্পর্কে বহুবিধ অদ্ভুত কাহিনীও সে আবিষ্কার করেছিল।

আলফাঁসোর "Clericalis Disciplina" নামক গ্রন্থে একটা সাপের উল্লেখ আছে যার চোখ দুটি আসল গোমেদ খচিত, এমাথিয়া বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের রোমান্টিক ইতিহাসে আছে তিনি নাকি জর্ডান উপত্যকায় এমন সাপ দেখেছিলেন যার পিঠে আসল মরকত গজায়। ফিলাসট্রাটুস্ বলেছেন—ড্রাগনের মস্তিষ্কে একটা মনি ছিল "সোনালি অক্ষর আর লোহিত পরিচ্ছদ" দেখালে সেই দৈত্যটা ঘুমিয়ে পড়ত তখন তাকে হত্যা করা সম্ভব হত। বিখ্যাত রসসিদ্ধ মনিষী পীয়্যর দ্য বনিফেসের মতে হীরকে মানুষকে অদৃশ্য করা যায়, আর ভারতের স্থলেমানি পাথরের দ্বারা তাকে বাগ্মী করে তোলা যায়। রক্তাভ ধবল সীসমনিতে ক্রোধ প্রশমিত হয়, লোহিতাভনীল গোমেদ মনিতে ঘুম আসে, এমেথিষ্ট বা রাজাবর্তমনিতে মদের ফেনা বিদূরিত হয়। গার্নেট বা বৈক্রান্তমনিতে দৈত্য দানা দূরে পালায়। সেলে-নাইট নামক এক রকম স্ফটিকীভূত খটিকার চাঁদের সংগে ক্ষয় ও বৃদ্ধি ঘটে। লিওনার্ডস ক্যামিলস সদ্যনিহত কোলা ব্যাঙের মাথা থেকে

নেওয়া একটা শ্বেতপাথর দেখেছিলেন, সেই পাথর নাকি বিষের ওষুধ। আরবদেশীয় হরিণের হৃদয়ে নাকি যে গোরচনা পাওয়া যায় তদ্বারা প্লেগ সারানো যায়।

অভিষেকের সময় বেইলানের সম্রাট বিরাট একটা পদ্মরাগমনি হাতে পরে নগর মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়েছিলেন। মার্কোপোলো দেখেছিলেন জি পা ন গু র অধিবাসীরা মৃতজনের মুখে গোলাপীরঙের মুক্তা দিয়ে দেয়। একটা জলদৈত্য রাজা পীরোজের কাছে আনীত একটি মুক্তার জন্য আকুল হয়ে চোরকে হত্যা করে এবং রত্নটির দুঃখে সাতটি চন্দ্রমাস ধরে শোক করেছিল। হুনেরা রাজাকে প্রলোভিত করে যখন একটা বিরাট খাদে নিয়ে গিয়েছিল তখন তিনি সেটা ফেলে দেন। প্রকোপিয়স বলেন সম্রাট আনাসটেসিয়ম পাঁচশ' হন্দর সোনা পুরস্কার ঘোষণা করেও সেই মুক্তাটির সন্ধান পাননি। জনৈক ভেনেসীয়কে মালাবারের রাজা একটা জপমালা দেখিয়েছিলেন, তাতে তিনশ চারটি মুক্তা ছিল। তাঁর উপাসিত প্রতিটি দেবতার জন্য এক একটি মুক্তা।

ব্রানটম বলেন—ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডারের পুত্র ডিউক অব ভ্যালেনটিনো যখন ফ্রান্সের দ্বাদশ লুই-এর সংগে দেখা করেছিলেন তখন তাঁর ঘোড়ার পিঠে সোনার পাতার বোঝা চাপানো ছিল, আর টুপীতে দুসারি পদ্মরাগমনি প্রচুর আলোক বিকীরণ করছিল। ঘোড়ার পিঠে চারশ একুশটি হীরক শোভিত জিন লাগিয়ে ইংলণ্ডের চার্লস ঘুরে বেড়াতেন। দ্বিতীয় রিচার্ডের একটা কোট ছিল তার দাম ত্রিশ হাজার মুদ্রা, সেটি নাকি পদ্মরাগ দিয়ে মোড়া। হল বর্ণনা করেছেন অষ্টম হেনরী অভিষেককালে যখন টাওয়ারে যান তখন তাঁর গায়ে ছিল সোনার পলতোলা জ্যাকেট্ তার গায়ে হীরক ও অন্যান্য মূল্যবান রত্ন খচিত।

জীবন একদা কি অপূর্ব ও অপরূপই না ছিল! কি বাহুল্যময়

জাঁকজমক আর তার রূপসজ্জা! মৃতের বিলাস-ব্যাসনের কথা পড়তেও কি বিস্ময় মনে জাগে।

এরপর তার ঝোঁক পড়্ল সূচীশিল্পের দিকে, পূরো একটি বছর ধরে সূচীশিল্পের নিদর্শন আর বিভিন্ন ধরণের ছিট ও ছবিওলা কাপড় সংগ্রহ করল। দিল্লীর মস্লীন, তাতে সোনালি জরীর কাজ করা, ঢাকাই মস্লীন, এমনই তার স্বচ্ছতা যে প্রাচ্যখণ্ডে তার নাম 'হাওয়াই বুনন' 'প্রবহমান জলধারা,' কিংবা 'সাঁঝের শিশির,' যবদ্বীপ থেকে আনল অদ্ভুত চিত্রিত কাপড়, চমৎকার চীনা পরদা, ফিকে সবুজ সিলকে বা সাটিনে বাঁধাই চমৎকার বই, তাতে ফুল, পাখী, বা মূর্তি আঁকা; হাঙ্গেরীতে প্রস্তুত লেসের উড়ানি, সিসিলীয় ব্রোকেড্, কড়া স্প্যানীস্ ভেলভেট্, জর্জীয় কারুশিল্প, সোনালি মুদ্রাখচিত, জাপানী 'ফুকুসাস' তাতে সবুজ ধরণের সোনালি কাজ আর চমৎকার পাখনাওলা পাখী আঁকা। ধর্ম সংক্রান্ত কাপড়-চোপড়ের দিকে তার আগ্রহ ছিল প্রবল, চার্চের সকল ব্যাপারেই তার আগ্রহ।

এইসব রত্নসম্ভার ও তার যা কিছু মূল্যবান সংগ্রহ সব নাকি সহজে সব কিছু ভোলার একটা উপায়, পলায়নী মনের পথ, অন্ততঃ কিছুকাল সে অসহনীয় আতংকের হাত থেকে মুক্ত থাক্ত। তালা দেওয়া সেই নিরালা কক্ষে, যেখানে সে বাল্যের অনেক মধুর দিন কাটিয়েছে, সেইখানে সে স্বহস্তে তারই সর্বনাশা ছবি টাঙিয়েছে। সেই ছবিটা আবার লোহিত-ও-সোনালী রঙের মৃতের আচ্ছাদনে ঢাকা। সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে সেই ঘরে যেতনা, বীভৎস ছবিটির কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করত। তার লঘু চপলচিত্ত—আবার ফিরে পেত, আবার সে আনন্দে ঝাঁপ দিয়ে পড়্ত। তারপর সহসা একরাত্রে চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ব্লু গেট ফিলডসের নিকটস্থ ভয়াবহস্থানে চলে যেত, সেখানে তারা তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে দিনের পর দিন

কাটিয়ে দিত। ফিরেই ছবির সামনে এসে বস্‌ত, কখন ছবিটি ও নিজের প্রতি তার অসীম ঘৃণা প্রকাশ করত, আবার অনেক সময় পাপের মোহে ব্যক্তিগত অহমিকায় আচ্ছন্ন হয়ে প্রচ্ছন্ন আনন্দে মনে মনে হাস্‌ত। যে পাপের ভার ও কুৎসিত চিহ্ন নিজ দেহে বহন করার কথা, পাপের সেই নিদারুণ বোঝা কি অপরূপ কৌশলে ছবিটির ঘাড়ে পড়েছে।

কয়েক বছর পরে—ইংলণ্ড থেকে বেশীদিন বাইরে কাটানো আর তার সইল না, ট্রোভিলে লর্ড হেনরীর সংগে ভাগে যে বাড়িটি ছিল সেটি সে ছেড়ে দিল, এ্যালজিয়ার্সের পাঁচীল ঘেরা বাড়ি ; যে বাড়িতে ওরা শীত কাটাত, সে বাড়িও ছেড়ে দিল। এখন আর ছবিটির বিচ্ছেদ সয়না, ওটাও দেহের একটা অংশ বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাছাড়া মনে মনে আশংকা ছিল ওর অনুপস্থিতে কেউ আবার ছবিটা দেখে ফেলতেও পারে। দরজায় সে লোহার গরাদ বসিয়েছে কিন্তু সেটা ভাঙতে কতক্ষণ।

ডোরিয়ান অবশ্য জানে এতদ্বারা কেউই কিছু বুঝবেনা, মুখের ঐ কুৎসিত কদর্যতা সত্বেও একথা সত্য, ছবিটিতে ডোরিয়ান গ্রের আকৃতির অনেকখানি সাদৃশ্য এখনও বর্তমান। কিন্তু এতদ্বারা অপরে কি বুঝ্‌বে? কেউ যদি তাকে ব্যঙ্গ করে ডোরিয়ান হেসে উড়িয়ে দেবে। ছবি ত' আর সে আঁকেনি। ছবি যদি কুৎসিত ও বীভৎস দেখতে হয় তাতে তার কি এসে যায়? যদি সে আসল রহস্য প্রকাশ করে, কে তাকে বিশ্বাস করবে?

তবু ডোরিয়ান ভীত ও আতংকগ্রস্ত। নটিংহামসায়ারের বিরাট বাড়িতে, যারা এখন তার প্রধান সহচর সেইসব সমগোত্রীয় তরুণদের নিয়ে যখন আমোদ প্রমোদ চলত, সারা দেশ এইসব বিলাস আয়োজনের উচ্ছৃঙ্খল আড়ম্বর দেখে বিস্ময় বিস্ফারিত হয়ে থাক্‌ত। এর

ভেতরই সে সহসা অভ্যাগতদের ছেড়ে দিয়ে ওপর তলার সেই ঘরটিতে গিয়ে দেখে আসবে, দরজাটা কেউ ভাঙেনি ত'! ছবিটা যদি চুরী হয়ে যায় কি হবে! এই চিন্তা মনে উদয় হলেই তার সারা শরীরে হিমপ্রবাহ বয়ে যেত, সমগ্র জগৎ সেদিন তার সব রহস্য জেনে নেবে। ইতিমধ্যেই তারা সন্দেহ করতে স্বরু করেছে কি না কে জানে!

যদিচ ডোরিয়ান অনেককে আকৃষ্ট করেছিল, আবার তাকে অবিশ্বাস করত এমন লোকের সংখ্যাও কম ছিলনা। বংশমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার খাতিরে ওয়েষ্ট এণ্ডের ক্লাবে সে সদস্য হবার অধিকারী, সেখানে তাকে অসম্মান প্রদর্শনের উপক্রম হয়েছিল। চার্চিলের এক স্মোকিং রুমে তার এক বন্ধুর সংগে ধূমপান মানসে প্রবেশ করতেই ডিউক অব বেরউইক ও আর এক ভদ্রলোক রীতিমত অঙ্গ ভঙ্গী করে বেরিয়ে গিছ্‌লেন। পঁচিশ বছর হতেই তার সম্পর্কে নানাবিধ অদ্ভুত কাহিনী মুখে মুখে চালু হল। গুজব শোনা গেল বিদেশী জাহাজীদের সংগে হোয়াইটচ্যাপেলের সুদূরাঞ্চলে নাকি একদিন মাতলামি কর্‌ছিল। চোর ও জালিয়াতদের সংগে তার যোগাযোগ আছে, সে তাদের কলা-কৌশলে অভিজ্ঞ। তার অদ্ভুত অনুপস্থিতির কুখ্যাতি রটে গিয়েছিল। আবার যখন হঠাৎ এসে উদয় হত তখন পথে প্রান্তরে পরস্পর কানাকানি করত, কিংবা ঘৃণাভরে চলে যেত, অথবা এমনই সন্ধানী চোখ মেলে তাকিয়ে থাক্‌ত, যেন তার জীবন রহস্য আবিষ্কারে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সে অবশ্য এইসব ঔদ্ধত্য ও পরিহাসের ব্যাপার স গ্রাহ্যই করত না, এবং তার সরল ভাবভংগী, মনোরম শিশু সুলভ হাসি, সারা দেহের অনন্ত যৌবনের মাধুরী সকল কিছু কলুষ ও কুৎসার নিদারুণ জবাব। লোকে বল্‌ত, যারা একসময় তার ঘনিষ্ঠ ছিল তারাই কিছু কাল পরে তাকে

পরিহার করে চল্‌ত। যে সব স্ত্রীলোক তার জন্য সামাজিক নিন্দা ও কলংক সানন্দে গ্রহণ করত তারাই আবার ডোরিয়ানের উপস্থিতিতে লজ্জা ও আতংকে ম্লান ও পাংশু হয়ে যেত।

এই সব কানাকানি আর ফিস্‌ফিসানির ফলে অনেকের দৃষ্টিতে তার অদ্ভুত ও বিপজ্জনক তবু-লাবণ্যের গরিমা বেড়েই যায়। তার অতুল ধন সম্পদের দরুণ একটা নিরাপত্তা ছিল। সমাজ, বিশেষতঃ সভ্য সমাজ, যারা ধনী ও মনোহর তাদের সম্পর্কে কোনো কথা অবশ্য চোখ বুজিয়ে গ্রহণ করতে নারাজ। তাদের কাছে নীতির চাইতে মানুষের আদব-কায়দাটাই বড়, সামাজিক মর্যাদার চাইতে কার বাড়ি ভালো রাঁধুনী আছে সেইটাই বড় কথা। কেউ বাজে ডিনার খাইয়েছে কিংবা খারাপ মদ পরিবেশন করেছে, ব্যক্তিগত জীবনে যদি সে মহৎ চরিত্রের মানুষ হয় ত' কি এসে যায় তাতে। ভোজনের গোড়ায় প্রদত্ত মুখরোচক উপচারের ত্রুটী অশেষ সদ্‌গুণেও চাপা যায় না। একবার এই বিষয় আলোচনাকালে লর্ড হেনরী এই কথাই বলেছিলেন। তাঁর সমর্থনে অনেক কথাই বলা যায়। ভালো সমাজের মাপকাঠি ঠিক আর্টের মাপকাঠির মতই। আঙ্গিকটাই সর্বপ্রধান—তাতে উৎসবের মর্যাদা থাকা চাই অথচ অবাস্তবতা থাক্‌বে। রোমান্টিক নাটকের আন্তরিকতাহীন চরিত্রের মধ্যে ব্যঙ্গ এবং সৌন্দর্য সংমিশ্রিত থাকে বলেই ত' এই জাতীয় নাটক আমাদের এত রুচিকর। আন্তরিকহীনতা কি এমনই ভয়ানক বস্তু? আমার তা মনে হয়না। এটা একটা পদ্ধতি মাত্র, এতদ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দ্বিগুনিত হয়।

এই অন্ততঃ ডোরিয়ানের মতবাদ। তার মতে মানুষের অসংখ্য জীবন আর অগণ্য অনুভূতি, একটা অপূর্ব যৌগিক বহুরূপী প্রাণী, তার মধ্যে বহুবিধ বাসনা ও চিন্তার ধারা প্রবহমান, মৃত মানুষের দানবীয়

আধিব্যাধিতে তার রক্তমাংস চিহ্নিত। তার গ্রামের বাড়ির প্রাচীন চিত্রশালায় রক্ষিত ছবিগুলি সে ভালো করে দেখত, তাদের রক্ত ওর ধমনীতে প্রবাহিত। ফিলিপ হারবার্টের ছবি দেয়ালে সাজানো, ফ্রন্সিস অসবর্ণ তাঁর "রাণী এলিজাবেথ ও সম্রাট জেমসের দরবারের স্মৃতিকথায়" লিখেছেন—ফিলিপ হারবার্টের কমনীয় মুখ স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর সোহাগের স্নেহস্পর্শ পেত। ডোরিয়ান কি সেই তরুণ হারবার্টের জীবন যাপন করছে? কোনো বিষাক্ত জীবাণু কি দেহ থেকে দেহান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে আসল মানুষটির সন্ধানে? এই নষ্ট মাধুরীর ক্ষীণ চেতনার বশেই কি সেদিন বেসিল হলওয়ার্ডের ষ্টুডিয়োতে অকারণে অমন উন্মাদের মত সে প্রার্থনা জানিয়েছিল? সেই প্রার্থনাই তার জীবন পরিবর্তিত করেছে। স্যার এ্যান্টনী সেরাড দাঁড়িয়ে আছেন, গায়ে স্বর্ণমণ্ডিত লোহিত আঙরাখা, রত্নখচিত চাপকান, সোনালি রঙের কুঞ্চিত গলবেষ্টনী ও কব্জিবন্ধ, পায়ের কাছে রূপালি ও কালো অস্ত্র স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। এই লোকটি কি কিছু অংশ ডোরিয়ানের ভাগে রেখে গেছেন? নেপলসের জিওভান্নার প্রেমিক কি তাঁর পাপ ও লজ্জার কিছু অংশের অধিকারী তাকে করেছেন? ডোরিয়ানের এই কার্যকলাপ কি তার পূর্ব-পুরুষদের স্বপ্ন? মৃত আত্মারা তাঁদের জীবনে যে দুরন্ত কামনা সার্থক করতে সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি ডোরিয়ানের এই সব দুষ্কৃতি কি তারই ফল?

বিবর্ণ ক্যানভাসের ভেতর লেডী এলিজাবেথ দেভারোর হাসিমাখা মুখ দেখা যাচ্ছে। তাঁর ডান হাতে ফুল আর এক হাতে এক হাঁসুলী, শাদা ও গোলাপী তার রঙ। তাঁর পাশের টেবিলে একটি ম্যাগোলীন আর আপেল রাখা হয়েছে। তাঁর ছুঁচালো মুখওলা জুতোর মুখে সবুজ ফুল লাগানো। ডোরিয়ান তাঁর জীবন কথা জানে, তাঁর প্রেমিকদের সম্পর্কিত অদ্ভুত সব কাহিনী। তাঁর প্রকৃতির ছাপ কি ডোরিয়ান

চরিত্রে কিছু এসেছে ? ডিম্বাকৃতি ঘন ভ্রূওলা চোখ ওর পানে যেন কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে। জর্জ উইলোবী ? কি পিশাচের মত দেখ্‌তে ? ওর মার ছবি একধারে টাঙানো আছে—লেডী হ্যামিলটনের মত মুখভাব, ঠোঁট দুটি যেন মদিরাসিঞ্চিত, ওঁর কাছ থেকে ডোরিয়ান কি পেয়েছে তা জানে। যে অপরূপ রূপলাবন্যের সে অধিকারী—সে রূপ মার কাছ থেকেই পেয়েছে। ওর দিকে চেয়ে তিনি হাস্‌ছেন। তাঁর চুলে দ্রাক্ষাপত্র, ছবির কারনেশনটি ম্লান হয়েছে কিন্তু চোখ দুটির গভীরতা ও রঙ এখনও অপূর্ব। যেদিকে ডোরিয়ান যাচ্ছে চোখদুটি যেন তাকেই অনুসরণ করছে।

তবু সাহিত্যেও আমাদের পূর্ব পুরুষ আছেন, যেমন আছেন স্বজাতির মধ্যে, চরিত্র ও প্রকৃতিতে প্রায় তাঁরা সমতুল্য,—আর তাঁদের প্রভাব সম্পর্কে সকলেই সচেতন। সময় সময় ডোরিয়ানের মনে হয়েছে সমগ্র ইতিহাস তারই জীবনের একটা ধারাবাহিক কাহিনী, যেভাবে সে জীবন কাটিয়েছে বা যা করেছে তার কাহনী নয়, কল্পনা তাকে যা করেছে, তার আবেগ ও মস্তিষ্কে যে কল্পনা-বিলাস ক্রিয়াশীল তারই ইতিহাস। ডোরিয়ান ভাবে ওদের সবাই তার পরিচিত, পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে সঞ্চরণশীল এই সব অদ্ভুত মানুষদের সে জানে, তারা পাপকে কত রমণীয়, কত অপূর্ব করে তুলেছেন। ডোরিয়ানের কেমন মনে হয় একটা রহস্যময় কারণে ওদের সকলের জীবন—তারই জীবন।

যে অপূর্ব উপন্যাসের নায়ক-চরিত্র তাকে এতখানি প্রভাবান্বিত করেছে তারও মনে এই অদ্ভুত ধারনা ছিল। বারবার ডোরিয়ান গ্রন্থটির বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছেদগুলি পড়্‌ত, নিজের মনের প্রতিধ্বনি তার পাতায় পাতায়। সপ্তম পরিচ্ছেদ ও তারপর আরো দুটি পরিচ্ছেদ কি অদ্ভুত!—সচিত্র যবনিকা বা এনামেলের ফলকে যেন ধারাবাহিক

চিত্রকাহিনী—পাপ, রক্ত আর অবসাদ যাদের দানব ও উন্মাদ করেছে তাদের কি অপূর্ব ও অপরূপ প্রতিকৃতি, কি বলিষ্ঠ তুলিতে আঁকা! মিলানের ডিউক ফিলিপো তার স্ত্রীকে হত্যা করে ঠোঁটে বিষ মাখিয়ে রেখেছিল, প্রেমিক ওষ্ঠলেহন করেই যাতে মৃত্যু বরণ করে। পিয়েত্রো বরবী,—যিনি দ্বিতীয় পল নামে খ্যাত ছিলেন, সেই ভেনেসীয়, অহমিকাবশে ফর্মোসস্ উপাধি গ্রহণ করেন, এবং দুশ হাজার ফ্লোরিন মুদ্রার মুকুট নিদারুণ পাপের বিনিময়ে সংগ্রহ করেন। গিয়ান মারিয়া ভিস্কোনটি জীবন্ত মানুষের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিতেন, তিনি মারা যাবার পর যে গণিকাটি তাঁকে ভালোবাসত, সে তার মৃতদেহ গোলাপ ফুলে সাজিয়ে দেয়।

এদের সকলের মাঝে একটা বীভৎস আকর্ষণ আছে। রাতের অন্ধকারে তাদের দেখা যেত এবং দিবসে ডোরিয়ানের সমগ্র কল্পনা এদের চিন্তাতেই আচ্ছন্ন থাকৃত। রেনেস াঁর মধ্যে বিষক্রিয়া উৎপাদনের অদ্ভুত পদ্ধতি আছে, যেমন একটা শিরস্ত্রাণ বা জলন্ত মশাল কিংবা সূচী শিল্পখচিত দস্তানা বা রত্ন খচিত পাখা। ডোরিয়ান গ্রেকে বিষিয়ে দিয়েছে একটি বই, গ্রন্থটির বিষক্রিয়ায় সে আকুল। অনেক মুহূর্তে সে সুন্দরের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করত যা অশুভ ও অসুন্দর তারই ভেতর দিয়ে।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

৯ই নভেম্বর, ডোরিয়ানের আটত্রিশতম জন্মদিন—এই দিনটির কথা পরে তার প্রায় মনে পড়ত।

লর্ড হেনরীর বাড়ি ডিনার খেয়ে রাত এগারটা নাগাৎ সে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। গায়ে তার পুরু ফার কোট, রাত্রিটা অতিশয় শীতল ও কুয়াশাচ্ছন্ন। সাউথ অডলে ষ্ট্রীট ও গ্রোভ্নার স্কোয়ারের মোড়ে কুয়াশার ভেতর একজন ওর পাশ দিয়ে চলে গেল, লোকটি অতি দ্রুত হাঁটছে, তার ওভারকোটের কলারটি গলার ওপর টেনে দিয়েছে, হাতে একটি ব্যাগ—ডোরিয়ান তাকে চিনতে পেরেছে। লোকটি বেসিল হল্ওয়ার্ড। তার মনে একটা অকারণ আতংকের ভাব সঞ্চারিত হ'ল। ডোরিয়ান পরিচয়ের কোনো চিহ্ন প্রকাশ না করে বাড়ির দিকে এগিয়ে চল্ল।

হল্ওয়ার্ড কিন্তু ওকে দেখেছে। ডোরিয়ান শুন্তে পেল বেসিল প্রথমে ফুটপাথে একটু থেমে দাঁড়িয়েছে, তারপর ওর দিকে দ্রুত এগিয়ে এসে পিছন থেকে কাঁধে হাত রাখ্ল।

"আরে ডোরিয়ান, কি কপাল আমার, তোমার লাইব্রেরী ঘরে সেই নটা থেকে বসে আছি। তারপর তোমার ক্লান্ত চাকর বেচারীর ওপর করুণাবশতঃ তাকে শুতে যেতে বলে বেরিয়ে চলে এলাম। মাঝরাতের ট্রেনে প্যারী যাব, তাই তার আগে একবার তোমার সংগে দেখা করে যাবার বাসনা ছিল। পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখে মনে হ'ল, নিশ্চয়ই তুমি, নয়ত তোমারই ফার কোট, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনি। তুমি কি চিন্তে পেরেছিলে?"

"কি বলো বেসিল, যা কুয়াশা? আমি ত' গ্রোভ্নার স্কোয়ারই চিনতে পারিনি। একটা ধারণা আছে আমার বাড়িটা এইখানেই কোথাও হবে, কিন্তু সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। তুমি চলে যাচ্ছ শুনে মন খারাপ হচ্ছে, তোমাকে অনেকদিন দেখিনি, ব হু কা ল—, তা শীগ্গীরই ফিরছ নিশ্চয়?"

"না আমি ছ মাসের মত ইংলণ্ডের বাইরে যাচ্ছি। প্যারীতে একটা ষ্টুডিয়ো ভাড়া নেব ঠিক করেছি, একটা জোর আইডিয়া মাথায় এসেছে, একটা উঁচুদরের ছবি আঁকব ঠিক করেছি, যতক্ষণ না সেটা শেষ করছি আর আত্মপ্রকাশ করছিনা। যাক গে সে সব কথা, নিজের কথা বল্বার জন্যে আসিনি—এই যে তোমার দোর গোড়ায় এসে পড়েছি। একটু বসেই যাই, কয়েকটা কথা তোমাকে বলার আছে।"

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দরজার চাবী খুল্তে খুল্তে ডোরিয়ান বল্লে – "বেশ ত' চমৎকার হবে; কিন্তু তোমার ট্রেন ফেল হবেনা ত?"

কুয়াশা ভেদ করে রাস্তার আলো আসছেনা, সেই ম্লান আলোতে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বেসিল বল্লেন—"ট্রেন বারোটা-পনেরয়, এখন ত' সবে এগারটা। আসলে আমি তোমার সন্ধানে ক্লাবের দিকে যাচ্ছিলাম এমন সময় তোমার সংগে দেখা হয়ে গেল। তাছাড়া আমার লগেজের হাঙ্গামা নেই, ভারী জিনিষপত্র আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি, যা কিছু জিনিষপত্র এই ব্যাগে, কুড়ি মিনিটেই ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছে যাব।"

ডোরিয়ান তার পানে তাকিয়ে দেখে একটু হেসে বল্ল—"বা—এতবড় শিল্পীর ভ্রমণের কি অপরূপ ব্যবস্থা! একটা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ আর একটা অলষ্টার! এসো ভেতরে এসো নইলে ঘরের ভেতর কুয়াশা ঢুক্বে। দেখো ভাই তেমন গুরু গম্ভীর কিছু বোলোনা যেন—আজকের দিনে সিরিয়স্ কিছু নেই, অন্ততঃ কিছু থাকাও উচিৎ নয়।"

হলওয়ার্ড মাথা নেড়ে ভেতরে গিয়ে ডোরিয়ানকে অনুসরণ করে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলো। প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে-কাঠ জল্‌ছে; আলো জ্বালা হল, একটি ছোট টেবিলে ওলন্দাজ মদ্য-সজ্জা সাজানো রয়েছে, সোডার বোতল আর কয়েকটা কাঁচের গ্লাস।

"দেখ্‌ছ ত' ডোরিয়ান তোমার চাকর বেচারা আতিথেয়তার ত্রুটী রাখেনি, যা চেয়েছি সব দিয়েছে, এমন কি তোমার গোলড্‌ টিপড্‌ সিগারেট পর্যন্ত—লোকটি বেশ অতিথিপরায়ন, তোমার আগেকার ফরাসীটার চাইতে ঢের ভালো। ভালো কথা। সেই ফরাসীটার কি হোল হে ?"

ডোরিয়ান কাঁধ নেড়ে বল্লে—"লেডী রাডলীর ঝিটাকে বিয়ে করে ফ্রান্সে চলে গেছে, সেখানে বুঝি ইংরাজী পোষাকের একটা দোকান করেছে। 'Anglomanie' ফ্রান্সে বেশ ফ্যাসনেবল শুনেছি। ফরাসীরা কি বোকা! কি বলো? তবে কি জানো লোকটি চাকর হিসাবে খারাপ নয়, লোকটাকে তেমন পছন্দ হ'তনা, তবে অভিযোগও ছিলনা—এমন অনেক জিনিষ আমরা মনে ভাবি যা আজগুবি। লোকটা আমার অনুগত ছিল, যাবার সময় সত্যি তার দুঃখ হয়েছিল। আর একটা ব্রাণ্ডি-সোডা হোক্? না অন্য কিছু? আমি হক্' সেলজার মিশিয়ে খেয়ে থাকি। পাশের ঘরে নিশ্চয়ই কিছু মজুত আছে।"

"ধন্যবাদ, আমার আর কিছু প্রয়োজন নেই—" এই বলে শিল্পী মাথার টুপী ও গায়ের কোট খুলে ফেলে তারপর বল্লেন—"এখন ভাই দু একটা সিরিয়াস কথা বল্‌তে চাই, অমন করে ভ্রূ কুঁচকে থেকোনা —ওতে আমার অসুবিধা বেড়ে যায়।"

সোফায় গা ঢেলে দিয়ে ডোরিয়ান আদুরে ঢঙ-এ বল্‌ল "কি ব্যাপার বলো ত'? আমার নিজের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই নয়, আজ আমি বড় ক্লান্ত—অন্য কারো কথা বলো।"

গম্ভীর ও গভীর গলায় হলওয়ার্ড বল্লেন—"তোমার সম্পর্কেই কথা, কথাটা তোমাকে বলা চাই, আধঘণ্টার বেশী তোমাকে আট্‌কাবো না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডোরিয়ান একটি সিগারেট ধরায়, তারপর বলে ওঠে—"আ ধ ঘ ণ্টা!"

"খুব বেশী কিছু প্রশ্ন নেই, নেহাৎ তোমার খাতিরেই দুচার কথা বল্‌ব। আমার মনে হয় লণ্ডনে আজ তোমার সম্পর্কে যে সব ভয়ংকর কথা কানাকানি চল্‌ছে তা তোমার জানা উচিত।"

"ও সব কথায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি অপরের কেলেঙ্কারীর কেচ্ছা শুন্‌তেই ভালোবাসি, নিজের কেলেঙ্কারী শোনার তেমন আগ্রহ নেই। তাতে না আছে মাধুর্য, না আছে নতুনত্ব।"

"কিন্তু এ বিষয়ে তোমার আগ্রহ থাকা উচিত, প্রতি ভদ্রলোকই নিজের সুনাম রক্ষায় ব্যস্ত। লোকে তোমার কুৎসা রটাক, তোমার বিরুদ্ধে জঘন্য কিছু বলুক, এ নিশ্চয়ই তোমার কাম্য নয়। তোমার অবশ্য প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আছে, আরো অনেক কিছুই আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠা আর সম্পদটাই ত' সব নয়। অবশ্য একথা জেনো, আমি এইসব গুজব একদম বিশ্বাস করিনা,—অন্ততঃ তোমাকে দেখে সে সব কথা আমি কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারিনা, পাপ চাপা থাকেনা, মানুষের মুখে চোখে তার চিহ্ন থাকে,—মানুষ অনেক সময় গোপন পাপের কথা বলে--অমন কোনো বস্তু নেই, কোনো হতভাগার যদি কোনো পাপ থাকে তাহ'লে সেটা তার মুখের রেখায় ফুটে উঠ্‌বে, চোখের পাতায় তার ছাপ থাক্‌বে, এমন কি হাতটি পর্যন্ত অন্য আকার নেবে! একটি লোক—তোমার কাছে আর তাঁর নাম করবো না, তুমি তাঁকে জানো, গত বছর একটা পোর্টরেট আকাবার জন্য আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁকে আগে কখনও দেখিনি, তাঁর সম্পর্কে কিছু শুনিনি কখনও, পরে অনেক কথা অবশ্য শুনেছি। একটা চড়া দাম

দিতে চাইলেন। আমি কিন্তু তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর্লাম। তার হাতের অবস্থা দেখে আমার কেমন ঘৃণা হল। এখন জানি যা ধারণা করেছিলাম তাঁর সম্বন্ধে সবটাই ঠিক। ভয়ংকর জীবন তাঁর। কিন্তু ডোরিয়ান তুমি, তোমার এই পবিত্র আকৃতি, নিষ্পাপ মুখ, উজ্জ্বল কান্তি আর এই অনুপম যৌবন এর ভেতর পাপ কই? আমি ত' তোমার বিরুদ্ধে কিছু বিশ্বাস করিনা। তবু তোমাকে কত কম দেখি, আজকাল ত' ষ্টুডিয়োতে আসোইনা। তোমার কাছ থেকে যখন দূরে থাকি অথচ শুনতে পাই সবাই তোমার নামে যা তা বলে কানাকানি করে, তখন কি যে বলব ভেবে পাইনা। আচ্ছা ডোরিয়ান তুমি ঘরে ঢুক্লে ডিউক অব বেরউইক ক্লাব ছেড়ে চলে যান কেন? লণ্ডনের বহু ভদ্রলোক তোমার বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করবেন না আর তাঁদের বাড়িতে তোমাকে আহ্বানও করবেন না, কেন ? লর্ড ষ্টেভ্লীর তুমি বন্ধু ছিলে—গত সপ্তাহে ডিনারে তাঁর সংগে দেখা হ'ল—কথা প্রসঙ্গে তোমার নাম উঠ্ল—ডাডলের প্রদর্শনীতে তুমি যে সব 'মিনিয়েচার' ছবি পাঠিয়েছে সেই কথা—ষ্টেভ্লী ঠোঁট কামড়ে বল্লেন যে তোমার শিল্পবোধ থাকতে পারে, রুচিও আছে কিন্তু কোনো সাধ্বী স্ত্রীলোকের তোমার সংগে একঘরে বসা উচিত নয়। কোনো সুমতি রমণীর তোমার সংস্পর্শে আসাই উচিত নয়। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে তুমি আমার বন্ধু, তিনি ঠিক কি বলতে চান। তিনি জবাব দিলেন সবায়ের সামনেই বলে উঠ্লেন—ও সে সব অতি বীভৎস কথা! তোমার বন্ধুত্ব অল্প বয়সীদের পক্ষে মারাত্মক কেন? গার্ডসের একটা হতভাগা ছেলে নাকি আত্মহত্যা করেছে? তুমি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলে। স্যার হেনরী এ্যাষ্টনকে কলঙ্কিত নাম নিয়ে ইংলণ্ড ছাড়তে হয়েছে। তুমি আর তিনি একেবারে অভিন্নাত্মা ছিলে। এড্রিয়ান সিংগলটনের ব্যাপারটা কি—কি ভয়ংকর মৃত্যু তার? লর্ড কেণ্টের

একমাত্র পুত্রের কি হয়েছে—তার ভবিষ্যৎটা একেবারে গেছে? তার বাবার সংগে গতকাল সেণ্ট জেমস্ ষ্ট্রীটে দেখা হল - লজ্জা এবং দুঃখে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন। পার্থের তরুণ ডিউকের খবর কি? এখন তার কি অবস্থা? কোন ভদ্রলোক তোমার সংগে মেলা মেশা করেন?"

ঠোঁট কামড়ে মুখে গভীর ঘৃণার ভাব এনে ডোরিয়ান বলে উঠ্‌ল— "থামো, বেসিল থামো, যে সব ব্যাপার তুমি জানোনা, সেই বিষয়ে বল্‌ছ। তুমি বল্‌ছ বেরউইক আমি ঘরে গেলেই উঠে যায় কেন, তার কারণ সে যে আমার জীবনের কিছু জানে তা নয়, আমি তার জীবনের অনেক কিছু জানি তাই, ওর শরীরে যে রক্ত বইছে তারপর কি করে আর ওর জীবন যাত্রা শুদ্ধ হতে পারে? হেনরী এস্টন এবং তরুণ ডিউক অব পার্থের কথা বল্‌ছ—আমি কি তাদের একজনকে পাপ করতে শিখিয়েছি, না অন্য ব্যক্তিটিকে লাম্পট্যের দীক্ষা দিয়েছি। কেণ্টের মুখ্‌খু ছেলেটা যদি রাস্তা থেকে একটি মেয়েকে এনে স্ত্রী করে তাহ'লে আমি কি করব! এড্রিয়ান সিংগলটন যদি বিলের পিঠে বন্ধুর নাম-লেখে আমি কি করব, আমি কি তার অভিভাবক! ইংলণ্ডের লোকেরা কি বলাবলি করছে তা জানি—মধ্যবিত্তরা নোঙরা ডিনার টেবিলে বসে নীতির বাণী কপচায়, তাদের চাইতে ওপরতলার সমাজের নৈতিক ব্যাভিচারের কথা কানাকানি করে অর্থাৎ এমন ভাব দেখায় যে তারাও চৌকোস সমাজের একজন হয়ে উঠেছে। এই দেশে কারো যদি ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধি থাকে তাহলেই সে সাধারণ মানুষের জিভের আক্রমণের বস্তু। আর এই সব লোক যারা নিজেদের নীতিবিদ বলে প্রচার করে তারা কি জীবন যাপন করেছে? ভায়াহে, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমরা ভণ্ডের দেশে বাস কর্‌ছি।"

হলওয়ার্ড বলে উঠ্‌লেন—"ডোরিয়ান,-সেটা একটা প্রশ্ন নয়।

ইংলণ্ড খারাপ বটে, আমি জানি ইংরাজ সমাজটাও খারাপ। সেই কারণেই আমি চাই তুমি ভালো হও। তুমি কিন্তু তা নও। বন্ধুদের ওপর ব্যক্তি বিশেষের কি প্রভাব তার দ্বারাই তাকে বিচার করা যায়। তোমার বন্ধুদের সম্মান, মর্যাদা, পবিত্রতা, ও সততা সব নষ্ট হয়। তুমি তাদের আনন্দের সন্ধানে উন্মাদ করেছ, তারা সব অতলে তলিয়ে গেছে—তুমিই তাদের সেই পথে নিয়ে গেছ—তবু তুমি হাসতে পারো, এখন যেমন হাস্‌ছ। তাছাড়া আরো বিশ্রী ব্যাপার আছে; শুনেছি, তুমি আর হ্যারী অভিন্ন হৃদয়। অন্য কোনো কারণে না হোক শুধু সেই একটিমাত্র কারণেই অন্ততঃ তার বোনটির নাম এইসব কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িত না হওয়াই উচিত ছিল।

"বেসিল একটু সাবধানে কথা বলো, তুমি বড্ড বেড়ে যাচ্ছ—"

"আমি বল্‌বই, তুমি শুনে যাও। তোমাকে শুন্‌তেই হবে। লেডী গোয়েনডোলেনের সঙ্গে যখন তোমার পরিচয় হয়, তখন তাকে এতটুকু কলঙ্কস্পর্শ করেনি, এখন কি লণ্ডনে এমন কোনো সৎ মহিলা আছেন যিনি তাঁর সংগে একত্রে পার্কে বেড়াতে পারেন? তার ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত এখন আর তার সংগে বেড়ানোর অধিকার নেই। তাছাড়া আরো সব নানারকমের কেচ্ছা—শোনা যায়, ভোরের দিকে নোঙরা বস্তি থেকে নাকি তোমাকে উঠে আস্‌তে দেখা গেছে, লণ্ডনের কুৎসিততম আড্ডায় ছদ্মবেশে তোমাকে ঘুরতে দেখা গেছে। কথাগুলি কি সত্য? এসব কি সত্যি হতে পারে? আমি ত' শুনে প্রথমটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম—এখনও সব শুনি আর ভয়ে কাঁপি। তোমার বাগানবাড়ির ব্যাপার কি, সেখানে কি ধরণের জীবন যাত্রা? ডোরিয়ান, তুমি জানোনা, তোমার সম্বন্ধে কি সব বলা হয়—আমি তোমাকে উপদেশ দিতে চাইনা, মনে আছে হ্যারী একবার বলেছিল যে সব ব্যক্তি সৌখীন প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করে

তারা ঐ কথা বলেই সুরু করে, তারপর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। আমি চাই তোমার জীবন এমন হোক যে জগৎ তোমাকে শ্রদ্ধা করবে। সুনাম ও সুযশ হোক। যে সব ভয়ংকর লোকজনের সংগে ঘোরাফেরা কর— ও কি ওরকম ভাবে 'স্রাগ' কোরোনা। অতটা উদাসীন ভাব ভালো নয়। তোমার চমৎকার প্রভাব আছে। সেটা ভালোর দিকেই যাক্— মন্দের দিকে যেন না যায়। লোকে বলে যারা তোমার সংগে ঘনিষ্ঠ হয় সবাই কলুষিত হয়। তার ফলে যে বাড়িতে তুমি প্রবেশ কর সে বাড়ির নাম কিছুকাল পরে কলঙ্কিত হয়ে ওঠে। জানিনা এসব সত্য কিনা। কি করেই বা জানব! তবে তোমার বিষয় এই কথাই লোকে বলে। এমন সব কথা শুনেছি যা অবিশ্বাস করা সম্ভব নয়। অকসফোর্ডে লর্ড গ্রাষ্টার আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সেনটোনের এক ভিলা থেকে তার স্ত্রী যখন মৃত্যুশয্যায় তখন একটা চিঠি দিয়ে ছিলেন, সেই চিঠিটা তিনি দেখিয়েছেন। অতি বীভৎস স্বীকৃতির মধ্যে তোমার নাম সেই চিঠিতে বিজড়িত। আমি তাঁকে বল্‌লাম—এসব অসম্ভব। তোমাকে আমি ভালোভাবেই জানি, তুমি এসব কিছু করতে অক্ষম। কিন্তু সত্যই কি তোমাকে জানি? সবিস্ময়ে তাই ভাবি কতটুকু তোমাকে জানি? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে তোমার অন্তরটাও আমার দেখা প্রয়োজন।"

সোফা থেকে উঠে মৃদু গলায় ডোরিয়ান বল্‌ল—"আমার অন্তর দেখতে চাও।" ভয়ে তার মুখ শাদা হয়ে গেছে।

হলওয়ার্ড গম্ভীর গলায় বল্লেন—"হাঁ।"—তারপর কণ্ঠে একটা বিষাদের সুর টেনে বল্লেন—"তোমার অন্তর দেখ্‌ব—কিন্তু শুধু—একা বিধাতার পক্ষেই তা সম্ভব।"

তরুণতর ব্যক্তিটির কণ্ঠে শ্লেষাত্মক তিক্ত হাসি ফুটে উঠ্‌ল— একটা আলো হাতে নিয়ে সে চীৎকার করে বল্লে—"বেশ, আজ রাতেই

দেখ্‌তে পাবে, এসো, তোমারই হাতের কাজ। একবার দেখবে বৈকি! সারা জগৎকে পরে এ বিষয়ে বল্‌তে পারবে। কেউ অবশ্য তোমাকে বিশ্বাস করবে না। যদি কেউ বিশ্বাস করে তাহ'লে তারা আমাকে আরো বেশী ভালোবাসবে। যতই তুমি বিরক্তিকর ভংগীতে আবোল-তাবোল বকে যাও, আমি একালের খবর তোমার চাইতে বেশী জানি। এসো, তুমি অনেকক্ষণ ধরে ব্যাভিচার আর পাপের কথা বলেছ। এখন একেবারে মুখোমুখি দেখবে এস।"

ওর প্রতিটি উচ্চারণের মধ্যে একটা দম্ভ ও উন্মত্ততার ভাব ছিল। অশান্ত ছেলের মত সে মাটিতে পা ঠুক্‌ছে। অপর ব্যক্তি যে তার গোপন রহস্য আজ প্রত্যক্ষ করবে এতে তার ভীষণ আনন্দ। আজ এই কলঙ্ক ও লজ্জার জন্য যে ছবিটি দায়ী, সেই ছবি যে-শিল্পীর তুলিতে আঁকা, সে স্বয়ং ছবিটি দেখবে, আর সারাজীবন এই ছবির ভয়ংকর স্মৃতি বহন করবে।

সে আবার বলল—"সত্যি আজ আমি তোমাকে আমার অন্তরটা দেখাব, তোমার মতে যা নাকি শুধু বিধাতার পক্ষেই দেখা সম্ভব।"

হলওয়ার্ড সচকিত হয়ে বল্লেন—"এ মহাপাপ ডোরিয়ান, অমন কথা বোলোনা। ও সব অতি ভীষণ কথা, তাছাড়া অর্থহীন।"

"তোমার তাই মনে হয়, না?" ডোরিয়ান আবার হাস্‌ল।

"আমি ত তাই জানি, আজ রাতে তোমাকে যা বল্লাম, তা তোমার মঙ্গলের জন্যই বলেছি! তুমি ত' জানো আমি চিরদিনই তোমার একনিষ্ঠ বন্ধু।"

"আমাকে ছুঁয়োনা, যা বলার আছে বলে শেষ করো।"

শিল্পীর মুখে একটা বেদনার ছাপ ফুটে উঠ্‌ল। তিনি একটু চুপ করে রইলেন, পরে তাঁর মনে করুণা জাগ্‌ল—যাই হোক্ ডোরিয়ান গ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আড়িপাতার কি অধিকার তাঁর আছে?

ওর সম্বন্ধে যা গুজব তার একটুকুও যদি ঘটে থাকে তাহ'লে ও নিজেই অনেক দুর্ভোগ ভোগ করেছে! তারপর তিনি সোজা হয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত কাঠগুলি আর শিশিরের মত ছাইগুলি দেখতে লাগলেন, অগ্নিশিখা হাওয়ায় কাঁপছে।

স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডোরিয়ান বল্‌ল—"আমি কিন্তু তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি বেসিল।"

বেসিল ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, তোমার বিরুদ্ধে এই সব ভীষণ অভিযোগের একটা জবাব দাও। তুমি যদি বলো সে সব আগাগোড়াই মিথ্যা—আমি বিশ্বাস করবো। তুমি অস্বীকার করো ভাই···অস্বীকার করো! তুমি কি বুঝ্‌ছো না, কি আমার অস্বস্তি? ভগবানের দোহাই তুমি যেন ভাই বোলোনা যে তুমি ব্যাভিচারী, অসৎ আর কলুষিত।"

ডোরিয়ান গ্রে হাস্‌ল। তার ঠোঁটে একটা ঘৃণার ভাব। শান্ত গলায় সে বল্লে—"এসো, ওপরে এসো, আমার একটা ডায়েরী আছে, যে ঘরে সেটি লিখি, সে ঘর ছেড়ে কোথাও সেটি যায়না। তুমি আমার সঙ্গে যদি আসো ত' তোমাকে দেখাব।"

"তুমি যদি বলো নিশ্চয়ই তোমার সংগে গিয়ে সেটি দেখ্‌ব ডোরিয়ান। ট্রেনটা দেখ্‌ছি মিস্ করলাম, যাক্ গে, তাতে কিছু আসে যায় না কাল না হয় যাবো। কিন্তু আজ আর কিছু পড়তে বোলোনা ভাই—আমার প্রশ্নের শুধু একটা সোজা জবাব দাও।"

"ওপরে গিয়েই জবাব দেব। এখানে সে সব বলা যায়না তাছাড়া তোমার পড়তে বেশীক্ষণ লাগ্‌বেনা।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঘরে থেকে বেরিয়ে ডোরিয়ান উপরে উঠতে থাকে, বেসিল হল্‌ওয়ার্ড পিছে পিছে চল্লেন। খুব লঘুপদে উভয়ে চলেছেন, সহযাত প্রকৃতি বসে মানুষ রাতের বেলায় এমন করেই হাঁটে। সিঁড়ি আর দেওয়ালে হাতের আলোটি অলৌকিক ছায়া সৃষ্টি করছে। ঝড়ো হাওয়ায় জানালার খড়খড়ি-সার্শী আছড়ানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

একেবারে ওপরে উঠে ডোরিয়ান হাতের আলোটি মাটিতে নামিয়ে রাখ্‌ল, তারপর চাবীটা বার করে দরজাটা খুলতে গিয়ে মৃদু গলায় প্রশ্ন করে "তবু তুমি সব জানতে চাও বেসিল?"

"হাঁ।"

হেসে ডোরিয়ান বল্‌ল—"আনন্দের কথা।" তারপর কিঞ্চিৎ তিক্ত কণ্ঠে বলে—"এই পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যার আমার সম্পর্কে সব কথা জানার অধিকার আছে। যা তোমার ধারণা তার চেয়ে অনেক বেশী কিছুই আমার জীবনে করার আছে। "তারপর আলোটি উঠিয়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। একটা শীতল বায়ু প্রবাহ সহসা প্রবাহিত হ'ল, চমকে উঠে-চুপি চুপি ডোরিয়ান বলে—"দরজাটা ভেজিয়ে দাও" তারপর আলোটা টেবিলে নামিয়ে রাখ্‌ল।

হলওয়ার্ড তার মুখের দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ঘরটি দেখে মনে হয় বহু বৎসর সেখানে কারো বসবাস নেই। একটা বিবর্ণ ফ্লেমিস্ আচ্ছাদনী, একটা ছবিওলা পর্দা, একটি প্রাচীন ইতালীয়ান 'কাসন', আর একটি শূন্য প্রায় বুক কেস্। একটি টেবিল আর চেয়ার ছাড়া ঘরটির এই যা আস্‌বাব। ডোরিয়ান গ্রে একটা অর্ধদগ্ধ

মোমবাতি জ্বালাবার উদ্যোগ করছিল, তিনি দেখ্‌লেন সারা ঘরটি ধূলায় পরিপূর্ণ, আর কার্পেটের মধ্যে অনেকগুলি ছিদ্র। একটা ইঁদুর দেয়ালগাত্র বেয়ে পালাল। ঘরটিতে ড্যাম্পের স্যাঁতসেঁতে সোঁদা গন্ধ।

তোমার তাহ'লে ধারণা যে শুধু বিধাতাই আত্মার স্বরূপ দেখ্‌তে পান, না বেসিল? পর্দাটা সরিয়ে নিজেই স্বচক্ষে দেখো আমার আত্মার প্রকৃত রূপ।"

কণ্ঠস্বর অতিশয়-ক্রুর এবং নিষ্প্রাণ, ভ্রূকুঞ্চিত করে হল্‌ওয়ার্ড বল্লেন—"ডোরিয়ান তুমি কি পাগল—না অভিনয় করছ?"

তরুণ ডোরিয়ান বলে—"তুমি পর্দাটা খুলবে না? বেশ আমিই খুলছি।" এই বলে ডোরিয়ান পর্দাটা খুলে মাটিতে ফেলে দিল।

ছবিটার বীভৎস রূপ দেখে একটা তীব্র আতংকের ভংগী শিল্পীর মুখে ফুটে উঠল—ক্যানভাস গাত্রে কি কুৎসিত মুখ। ভংগীটা এমনই বিশ্রী যে দেখলে মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জাগে। হা ভগবান! এই হোল ডোরিয়ান গ্রের আসল মুখ! সেই মুখের পানেই সে চেয়ে আছে। আতংকে কিন্তু মুখশ্রী সম্পূর্ণ নষ্ট করতে পারেনি, মুখে এখনও কিছু রমণীয়তা আছে, সোনালি রঙ আছে চুলে - কামুক মুখে আছে কিছু রক্তিমাভা। বসা চোখে এখনও আছে সামান্য নীল, তীক্ষ্ণ নাকের পাশে সুচারু বঙ্কিম রেখা আজও মনোহর, এই ত' ডোরিয়ান, কিন্তু কে এমন করেছে? ব্রাসের রেখা ওরই বটে, ফ্রেমটাও ওরই করা—কিন্তু কি বীভৎস কাণ্ড! বেসিলের কেমন ভয় হয়। জলন্ত বাতিটা দিয়ে বেসিল ছবিটা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, ছবির বাঁ কোণে লম্বা টানা অক্ষরে সিঁদূরে রঙে তারই নাম লেখা।

এ এক বেয়াড়া অনুকৃতি,—বিশ্রী প্যারডি। নোঙরা শ্লেষ—বেসিল কখনই ত' আর একাজ করেনি,—তবু এ ছবি তারই হাতে আঁকা বেসিল তা জানে—তার সহসা মনে হ'ল—শরীরের অগ্নিময়

রক্তকণিকা সহসা শীতল বরফে রূপান্তরিত হয়েছে। তার নিজের আঁকা ছবি! কি এর অর্থ! কে ছবিটার এমন অবস্থা করেছে। মুখটা ডোরিয়ানের দিকে ফিরিয়ে সে পীড়িত ব্যক্তির মত দুর্বল দৃষ্টিতে তার পানে তাকাল। কপালে হাত দিয়ে দেখ্‌ল—তা স্বেদে পরিপূর্ণ!

তরুণ ডোরিয়ান অগ্নিকুণ্ডের পাশের সেলফে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শক্তিমান অভিনেতার অভিনয় দর্শক যেমন নিবিষ্ট চিত্তে দেখে, সেই উৎসুক দৃষ্টি তার চোখে। তার মুখে না আছে প্রকৃত দুঃখ না আছে আনন্দ। আছে শুধু দর্শকের আবেগ, চোখে যেন বিজয়ীর দীপ্ত জ্যোতি। কোট থেকে ফুলটা খুলে নিয়ে সে শুঁখ্‌ছে, কিংবা সেইরকম ভান করছে।

হলওয়ার্ড অবশেষে বল্লেন—"এ সবের অর্থ কি ডোরিয়ান?" তার কণ্ঠস্বর নিজের কানে কর্কশ ও কঠোর শোনালো।

ফুলটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে ডোরিয়ান বলল—"অনেক বছর আগে যখন ছোট ছেলেটি ছিলাম, তখন তোমার সংগে দেখা হয়। তুমি আমাকে তোষামোদ করতে, আমার রূপ সম্বন্ধে তুমিই আমার অহমিকা বাড়িয়ে তুলেছিলে। তোমারই এক বন্ধুর সংগে একদিন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে—তিনি যৌবনের যা বিস্ময় সে বিষয় আমাকে সচেতন করেন, আর তুমি পোর্টরেটটি শেষ করলে। এই ছবি আমার সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার চোখ খুলে দিল। এক উন্মাদ মুহূর্তে একটা বাসনা প্রকাশ করেছিলাম, প্রার্থনাই বলতে পার—জানিনা তার জন্য আজ অনুতাপ করব কি না—

"হাঁ, আমার বেশ মনে আছে! না, সে একেবারে অসম্ভব! ঘরটায় ড্যাম্প আছে, ছবিটায় ছাতা ধরেছে, যে রঙটা ব্যবহার করেছিলাম সেটা হয়ত খারাপ ছিল, আমি বল্‌ছি আর কিছু হওয়া অসম্ভব।"

জানালার কাছে এগিয়ে তরুণ ডোরিয়ান বল্‌ল—"কি অসম্ভব ?"—কাঁচের জানলায় সে মাথাটা রাখল।

"তুমি ত' বলেছিলে ছবিটা তুমি নষ্ট করেছ।"

"আমি ভুল বলেছি, বরং ছবিটাই আমাকে নষ্ট করেছে।"

"আমার বিশ্বাস হয় না ও ছবি আমার আঁকা।"

ডোরিয়ান তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্‌ল—"কেন ছবির ভেতর তোমার আইডিয়েল দেখ্‌তে পাচ্ছো না—?"

" আমার আইডিয়েল ? একে তুমি আ দ র্শ বল ?"

" তুমিই ত' বলেছিলে একদিন।"

"ওর ভেতর এতটুকু অশুভ কিছু নেই, আমার কাছে তুমি এমন আদর্শ ছিলে জীবনে আর সে রকমটি পাবনা, এই মুখ এখন ব্যঙ্গের প্রতিচ্ছবি, এতে আছে বিদ্রুপ।"

"এই আমার আত্মার মুখচ্ছবি।"

"হা ভগবান! কি জিনিষই না এতদিন পূজা করেছি! ওর চোখ দুটো যেন শয়তানের।"

হতাশাভরে ডোরিয়ান বলল—"আমাদের সকলের মধ্যেই পাপ-পূণ্য, স্বর্গ আর নরক আছে বেসিল।"

হল্‌ওয়ার্ড পুনরায় ছবির দিকে তাকিয়ে দেখলেন—তারপর বলে উঠ্‌লেন—"হা ভগবান! তাই যদি সত্য হয়, তাহ'লে তুমিই জীবনটাকে এই অবস্থায় এনেছ, তাহলে যারা তোমার নিন্দা করে, তোমার পাপের পরিমাণ তাদের কল্পনাতীত।" পুনরায় ক্যানভাসের সামনে তিনি আলোটা তুলে ধরে পরীক্ষা করলেন। পটভূমি ঠিক আগের মতই আছে, যেমনটি আঁকা হয়েছিল। পরিবর্তন ঘটেছে ভেতর থেকে, যা কিছু নোঙরা ও কুৎসিত তা ভেতর থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে। আভ্যন্তরীণ জীবনের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ছবির আকৃতি পাপের

কুষ্ঠব্যাধিতে ধীরে ধীরে যেন ক্রমশঃই গ্রাস করছে। কবরের নীচস্থ শবের পচনক্রিয়াও বোধকরি এতখানি বীভৎস ও এত কুৎসিত নয়।

হল্ওয়ার্ডের হাত কাঁপতে লাগ্‌ল, বাতিদান থেকে বাতিটা পড়ে গেল, মাটিতে পড়েও বাতিটা দপ্‌দপ্‌ করছে, বেসিল পা দিয়ে চেপে আগুনটা নিভিয়ে দিলেন। তারপর টেবিলের পাশে রাখা জীর্ণ চেয়ারটিতে বসে পড়ে হাত দিয়ে মুখ ঢাক্‌লেন।

"ওঃ কি ভয়ংকর শিক্ষা পেলাম ডোরিয়ান! কি নিদারুণ শিক্ষা!"

কোনো জবাব নেই, কিন্তু বেসিল শুন্‌তে পেলেন ডোরিয়ান জানালার পাশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বেসিল বল্লেন—"ডোরিয়ান, প্রার্থনা করো, প্রার্থনা করো,—বাল্যে আমরা কি শিখেছি? 'আমাদের পাপের পথে নিয়ে যেওনা, আমাদের পাপ ক্ষমা করো, আমাদের সব দুষ্কৃতি ধুয়ে দাও।' এসো দুজনে সমবেতকণ্ঠে এই প্রার্থনাই করি। আমাদের অহংকারের প্রার্থনার যেমন জবাব মিলেছে, অনুতাপের প্রার্থনারও একটা উত্তর পাওয়া যাবে। আমি তোমাকে অত্যধিক পূজা করেছি, সে পাপের প্রতিফলও পেয়েছি। তুমি করেছো আত্ম-উপাসনা—আমাদের দুজনেরই উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।"

ডোরিয়ান গ্রে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে স্খলিত কণ্ঠে বল্‌ল—"বড় দেরী হয়ে গেছে বেসিল!"

"এ সব ব্যাপারে কখনও দেরী হয় না—এসো হাঁটু মুড়ে প্রার্থনা করি। দেখো, প্রার্থনাটা মনে আছে কিনা—একটা স্তব আছে না? "তোমার পাপ যদি লোহিত বর্ণ হয় তাকে তুষার শুভ্র করে তুলব?"

"আমার কাছে এখন ওসব কথার কোনো অর্থই নেই।"

"চুপ করো! ও কথা বোলোনা—জীবনে অনেক পাপ করেছ, হা

ভগবান! দেখ্ছনা ঐ অভিশপ্ত বস্তুটি আমাদের দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে।"

ডোরিয়ান ছবিটির দিকে তাকাল, সহসা তার মনে হলওয়ার্ডের ওপর তীব্র ঘৃণা জাগ্‌ল—যেন ক্যানভাসস্থ ছবিই তার মনে এই ঘৃণা জাগিয়ে দিল। ওই ঠোঁট যেন কানে কানে কি বলে গেল। তার অন্তরে ক্ষিপ্ত পশুর উন্মত্ত আবেগ প্রজ্জ্বলিত হল। চেয়ারে যে মানুষটি বসে আছে তার প্রতি ডোরিয়ানের মনে তীব্র ঘৃণা সঞ্চারিত হল, সারা জীবনে কারো ওপর এতখানি ঘৃণা কখনও তার মনে জাগেনি। সে উন্মত্তের মতো চারিদিকে তাকাল। সামনের দেরাজের ওপর রাখা একটি কি জিনিষ চক্‌চক্ করছে, ডোরিয়ানের চোখ সেই দিকে পড়ল। জিনিষটা যে কি সে ভালো করেই জানে। কয়েকদিন আগে এই ছুরিটা কি একটা দড়ি কাটবার জন্য সে ওপরে এনেছিল, নিয়ে যেতে ভুলে গিছ্‌ল। হলওয়ার্ডকে পাশ কাটিয়ে সে লঘুপদে ছুরিটার দিকে এগিয়ে গেল—তারপর ছুরিটা হাতে তুলে নিয়েই ঘুরে দাঁড়াল। হলওয়ার্ড চেয়ারে নড়্‌ল—মনে হল বোধহয় এইবার উঠে দাঁড়াবে। ডোরিয়ান ছুটে গিয়ে কানের পাশের মোটা শিরা লক্ষ্য করে ছুরিটা বসিয়ে দিল—বেসিলের মাথা টেবিলের ওপর পড়ে গেল, ডোরিয়ান বারবার তারই ওপর ছুরি চালায়।

একটা বিশ্রী গোঁঙানি আওয়াজ, রক্তে যেন শ্বাস বদ্ধ হয়ে গেছে। তিনবার বেসিলের প্রসারিত হাত শূন্যে উত্তোলিত হ'ল। আরো দুবার ছুরি বসাল ডোরিয়ান, লোকটি আর নড়েনা। কি যেন মেঝেতে গড়িয়ে পড়্‌ছে। সে কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, বেসিলের মাথাটা সে তখনও চেপে রেখেছে। তারপর ছুরিটা ফেলে দিয়ে চুপ করে শুন্‌তে থাকে, কোনো আওয়াজ আস্‌ছে কিনা।

জীর্ণ কার্পেটে টপ্‌টপ্ করে রক্ত চুঁইয়ে পড়্‌ছে, এ ছাড়া আর

কোনো শব্দ শোনা গেলনা। দরজাটা খুলে সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখ্‌ল ডোরিয়ান—বাড়িটা সম্পূর্ণ শান্ত। কেউ কোথাও নেই। কয়েক মিনিট রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে রইল, অন্ধকারে চোখ মেলে দেখে। তারপর ঘরের ভেতর এসে ভেতর থেকে দরজাটা চাবী দিয়ে দিল।

বস্তুটা সেই ভাবেই টেবিলে মাথা রেখে পড়ে আছে, লম্বা হাত দুটি ঝুল্‌ছে—গলার কাছে লাল গভীর ক্ষতটা যদি না থাকৃত, বা টেবিলের ওপর রক্তের চাপ যদি অতটা বিস্তৃত না হ'ত, তাহলে মনে হত লোকটা শুধু ঘুমাচ্ছে।

কেমন তাড়াতাড়ি কাজটা সারা গেছে! ডোরিয়ান অদ্ভুত শান্ত হয়ে পড়েছে। জানালার দিকে এগিয়ে এসে সে জানালাটা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়াল। বাতাসে কুয়াশা কেটে গেছে—আকাশটা একটা বিরাট ময়ূরের পুচ্ছের মত দেখাচ্ছে—সোনালি চোখ অসংখ্য তারকা-খচিত। নীচে তাকিয়ে দেখ্‌ল পাহারওলা রোঁদে বেরিয়েছে—নিঝুম বাড়িগুলিতে হাতের আলো ফেলে দেখছে।

পথের কোনে একটা চল্‌তি ঘোড়ারগাড়ির ছায়া দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল—সাল গায়ে দিয়ে একটি মহিলা বারান্দা ধরে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পিছনে দেখ্‌ছে। হঠাৎ সে কর্কশকণ্ঠে গান গেয়ে উঠ্‌ল। পাহারওলা তার কাছে গিয়ে কি যেন বল্‌ল। স্ত্রীলোকটি হেসে উঠে চলে গেল। পার্কের দিকে একটা তীক্ষ্ন শীতল হাওয়া বয়ে এল। গ্যাসের আলোগুলি মিটমিট করছে, আবার নীল হয়ে গেল, পত্রহীন গাছগুলির লৌহ-কৃষ্ণ শাখাগুলি ইতস্ততঃ আন্দোলিত। ডোরিয়ান শিউরে উঠে ভেতরে চলে যায়, তারপর জানালাটা বন্ধ করে দেয়।

দরজার কাছে পৌছে চাবীটা ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেল্‌ল—মৃত

লোকটির দিকে ডোরিয়ান তাকায় না মোটে, তার মনে হয় সমগ্র ব্যাপারটির গোপন রহস্য হল পরিস্থিতিটা না বোঝা, যে-বন্ধুটি ভয়ানক ছবিটি এঁকেছিলেন, যে-ছবি ওর সকল দুর্দশার জন্য দায়ী, সেই ব্যক্তি আজ জীবনের পরপারে। এই যথেষ্ট।

তারপর আলোর কথাটা মনে পড়্‌ল, মুরীস্‌ শিল্পকার্যের অদ্ভুত নিদর্শন—হয়ত ওর চাকরগুলো জিনিষটার অন্তর্ধান সম্পর্কে বলাবলি করবে, নানা খোঁজ খবর হবে। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ডোরিয়ান টেবিল থেকে আলোটা তুলে নিল, মৃত বস্তুটা না দেখেও উপায় নেই। কি নিশ্চল! লম্বা হাতগুলি কি বিশ্রী সাদা দেখাচ্ছে যেন একটা মোমের বীভৎস মূর্তি।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ডোরিয়ান নিঃশব্দে নীচে নামতে লাগ্‌ল। কাঠের সিঁড়ির আওয়াজ হচ্ছে, যেন বেদনায় আর্তনাদ করছে। কয়েকবার থেমে ডোরিয়ান অপেক্ষা করে। না সবই চুপ চাপ! ওর নিজেরই পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

লাইব্রেরী ঘরে পৌঁছে বেসিলের কোট আর ব্যাগ ডোরিয়ানের নজরে পড়ে, ওগুলিকে কোথায় লুকানো দরকার। কাঠের দেয়ালগাত্রে একটা গোপন গর্ভগৃহ ছিল, এর ভেতর ডোরিয়ানের অদ্ভুত ছদ্মবেশ লুকানো থাক্‌ত, সেইখানেই বেসিলের জামা আর ব্যাগ লুকানো রইল। সময়মত ওগুলো সহজেই পুড়িয়ে ফেলা যাবে। তারপর ঘড়িটা খুলে দেখ্‌লো দুটো বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী।

চুপ করে বসে পড়ে ডোরিয়ান ভাবে। প্রতি বছর—প্রায় প্রতি মাসেই, ডোরিয়ান যা করেছে তার জন্য মানুষের ফাঁসী হয়। বাতাসে হত্যার একটা উন্মত্ততা। একটা লাল তারা পৃথিবীর খুব কাছে নেমে এসেছে···তবু ওর বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে? বেসিল হলওয়ার্ড এগারোটায় বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে—তাকে আবার ফিরে আসতে

কেউই দেখেনি। বেশীর ভাগ চাকরই এখন সেলবী রয়্যালে—ওর ভ্যালেট এখন শুয়ে আছে—···প্যারী! হ্যাঁ, বেসিল প্যারীতেই গেছে। পরিকল্পনানুসারে মধ্যরাত্রের ট্রেনেই গেছে।

বেসিলের সকল ব্যাপারে যে অদ্ভুত গোপনতা ও গাম্ভীর্য দীর্ঘদিনের ভেতর এ বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহই হবে না। অ নে ক মা স! তার ভেতরই সব কিছু নষ্ট করা যাবে।

সহসা একটা কথা ডোরিয়ানের মনে পড়ে, ফার কোট ও হ্যাট পরে ডোরিয়ান হলে বেরিয়ে পড়্‌ল—তারপর পাহারাওলার ভারী পদশব্দ শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—পাহারওলার হাতের আলো জানালায় এসে পড়্‌ল—ডোরিয়ান নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মুহূর্ত পরে—চাবি খুলে সে বেরিয়ে পড়ে দরজাটি নিঃশব্দে বন্ধ করে ঘণ্টা বাজাতে আরম্ভ করল, প্রায় পাঁচ মিনিট ঘণ্টা বাজাবার পর তার ভ্যালেট কোনো রকমে পোষাক এঁটে এসে দরজা খুলে দিল—তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখাচ্ছে।

ভেতরে ঢুকে ডোরিয়ান বলে ওঠে—"তোমার ঘুম ভাঙাতে হোল, তার জন্যে দুঃখিত, চাবিটা ভুলে গেছি—তা কটা বেজেছে এখন?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভ্যালেট বল্‌ল—"দুটো বেজে দশ মিনিট।

"দুটো বেজে দশ! ও অনেক দেরী হয়ে গেছে ত'! কাল সকালে আমাকে তুলে দিও, অনেক কাজ আছে।"

"আচ্ছা হুজুর।"

"কেউ এসেছিল, সন্ধ্যাবেলায়?"

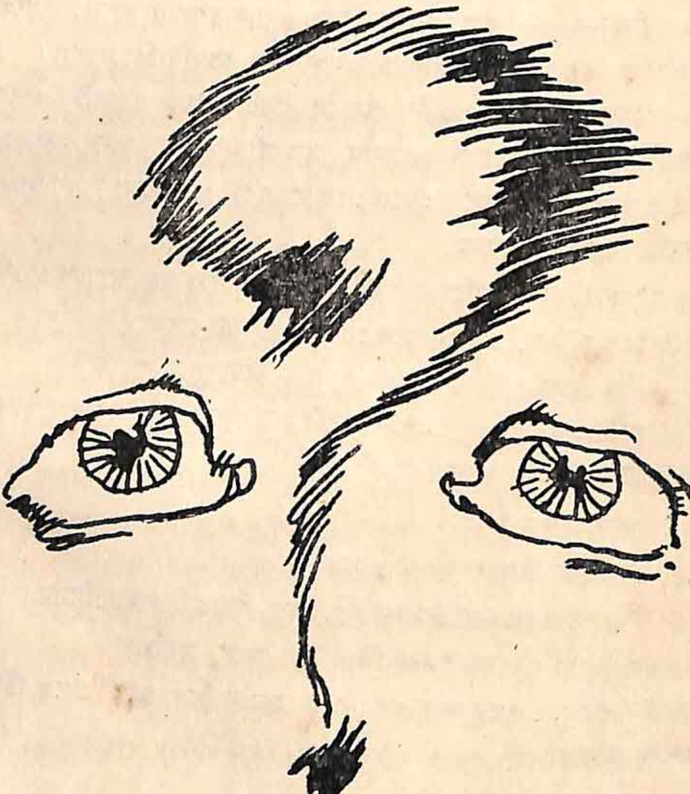
"মিঃ হলওয়ার্ড এসেছিলেন হুজুর, প্রায় এগারোটা পর্যন্ত ছিলেন।"

"ও, আহা! দেখা হলনা, কিছু লিখে গেছেন নাকি?"

"না-হুজুর, ক্লাবে আপনার সংগে দেখা না হলে, প্যারী থেকে চিঠি দেবেন বলেছেন।"

"আচ্ছা সেই ভালো, আমায় কিন্তু কাল সকালে নটার মধ্যে ডেকে দিতে ভুলো না।"

লোকটা চলে গেল। ডোরিয়ান টেবিলে হ্যাট আর কোটটা রেখে দিল, তারপর লাইব্রেরী ঘরে চলে গেল। প্রায় পনের মিনিট কাল ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করে ডোরিয়ান, ঘরময় পায়চারী করে। তারপর বই-এর সেল্‌ফ্‌ থেকে ব্লু-বুক টেনে নিয়ে পাতা উল্‌টিয়ে দেখ্‌ল— "এ্যালান ক্যাম্পবেল—১৫২, হার্টফোর্ড ষ্ট্রীট, মে ফেয়ার।" হাঁ, এই লোকটিকেই এখন প্রয়োজন।



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকাল নটায় ট্রেতে এক কাপ গরম চকোলেট নিয়ে চাকর এসে ঘরে ঢুকে জানালার খড়খড়িগুলি খুলে দিল। ডোরিয়ান বেশ শান্ত-ভাবে ঘুমাচ্ছিল, ডান দিক ফিরে সে শুয়ে আছে, একটি হাত গালের নীচে রেখেছে। পড়াশোনা বা খেলাধূলায় ক্লান্ত শিশুকে যেমন শ্রান্ত দেখায় ওকেও তেমনই দেখাচ্ছে।

লোকটিকে দুবার ডোরিয়ানের কাঁধটা নাড়া দিতে হয়, তারপর ডোরিয়ানের চোখ খোলে—তার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা যায়, যেন একটা মধুর স্বপ্নের মাঝে সে হারিয়ে গিয়েছিল। অথচ সে মোটেই কোনো স্বপ্ন দেখেনি। আনন্দ বা বেদনার কোনো আকারই তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। যৌবন অকারণেই হাসে, তারুণ্যের এই ত' প্রধানতম আকর্ষণ।

ডোরিয়ান ফিরে শোয়, তারপর কনুইয়ে ভর দিয়ে চকোলেটে চুমুক দেয়। নভেম্বরের মিঠে রোদ ঘরে এসে পড়েছ, আকাশ উজ্জ্বল, বাতাসে বেশ উষ্ণ আন্তরিকতা। যেন মে মাসের প্রভাত বেলা।

ক্রমশঃ গত রজনীর ঘটনা তার রক্তাক্ত চরণে মাথায় এসে জাগে, আবার সব কথা ভীষণভাবে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। যে-দুর্ভোগ ভোগ করা হয়েছে তার স্মৃতি অন্তরকে দংশন করে, তারপর যে-অনুভূতি ও বিরক্তি বেসিল হলওয়ার্ডকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেইভাব মুহূর্তের জন্য আবার মনে জেগে ওঠে। মৃত মানুষটি এখনও সেইভাবে বসে আছে, এখন সেখানে সূর্যালোক। কী বীভৎস! এ সব কুৎসিত ব্যাপার রাতের অন্ধকারেরই উপযুক্ত—দিনের আলোয় প্রকাশ হবার বস্তু নয়।

ডোরিয়ান ভাবে যা হয়ে গেছে ও যদি তাই বসে বসে ভাবে তাহলে ও পীড়িত বা উন্মত্ত হয়ে উঠবে। এমন অনেক পাপ আছে যার আকর্ষণটাই বড়, ঘটনাটা বড় নয়। বিজয়ী হওয়ার আনন্দ গর্বকে তৃপ্ত করে আবেগকে নয়, প্রজ্ঞার মধ্যে একটা আনন্দানুভূতি জাগায়, জয়ের মধ্যে যে আনন্দ আছে তার চাইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর আনন্দ। এটা কিন্তু তা নয়, মন থেকে এই চিন্তা দূর করতে হবে, তাকে নেশায় অচেতন করতে হবে, গলা টিপে হত্যা করতে হবে, নইলে সেই তোমাকে গলা টিপে মারবে।

সাড়ে নটা বাজতেই কপালে হাত রেখে সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, অন্যদিনের চাইতে অধিকতর সতর্কতা সহকারে পোষাক পরে, নেকটাই আর পিন নির্বাচনে অনেক সময় কাটায়। হাতের আঙটিগুলি কয়েকবার বদ্‌লাতে হ'ল—ব্রেকফাষ্ট্ টেবিলে নানারকম আহার্যের ডিস পরীক্ষা কর্‌ল, ভ্যালেটের সংগে সেলবীর ভৃত্যকুলের নূতন ধরণের পোষাক সম্পর্কে আলোচনা করে, চিঠিপত্র পড়ে। কয়েকটা চিঠি পড়ে মুখে হাসি ফুটে ওঠে, তিনখানা অতি বিরক্তিকর—কোনোটা আবার বারবার পড়্‌ল, তারপর সেটা বিরক্ত হয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌ল, 'সেই বেয়াড়া ব্যাপার, স্ত্রীলোকের স্মৃতি!' কথাটা লর্ড হেনরী একবার বলেছিলেন।

এক কাপ দুধবিহীন কফি পান করার পর তোয়ালে দিয়ে ধীরে ধীরে মুখটি মুছ্‌ল ডোরিয়ান, চাকরকে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত করে লেখার টেবিলে বসে দুটি চিঠি লিখে ফেল্‌ল। একটি পকেটে রেখে দিল আর একটি ভ্যালেটের হাতে দিয়ে বলল—

"ফ্রান্সিস, চিঠিখানা ১৫২, হার্টফোর্ড ষ্ট্রীটে নিয়ে যাও, মিঃ ক্যাম্পবেল যদি শহরের বাইরে গিয়ে থাকেন তাহ'লে তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করে আন্‌বে।"

একা হাওয়া মাত্র একটি সিগারেট ধরায় ডোরিয়ান, তারপর

একখণ্ড কাগজের ওপর নক্সা স্থরু করে, ফুল, বাড়ি ঘর, তারপর মানুষের মুখ—সহসা তার মনে হয় কি আশ্চর্য, মুখগুলির যে বেসিল হল্‌ওয়ার্ডের সংগে অদ্ভুত সাদৃশ্য। ভ্রূকুঞ্চিত করে উঠে পড়ে ডোরিয়ান, তারপর বই রাখার সেলফের কাছে গিয়ে হাতের কাছে যা পায় তাই উঠিয়ে নেয়-। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে যা ঘটে গেছে সে কথা সে মোটেই চিন্তা করবেনা এ বিষয়ে সে দৃঢ়সঙ্কল্প।

সোফায় গড়িয়ে পড়ে বইটির মুখপত্র দেখে ডোরিয়ান, গতিয়ের লিখিত "Emaux et Camees" চারপেনটিয়ার কর্তৃক প্রকাশিত জাপানী কাগজের সংস্করণ, জাকুমার্ট অঙ্কিত এচিং দ্বারা চিত্রিত। সবুজ চামড়ার বাঁধাই, সোনালি ডালিমের ছাপ। বইখানি এড্রিয়ান সিংগলটন উপহার দিয়েছিল। পাতা ওলটাতে চোখে পড়্‌ল লাসেনেয়ারের হাত সম্পর্কিত কবিতাটি—শীতল পীতাভ হাত, "Du Supplice encore mal lavee"—নিজের শাদা আঙুলের দিকে তাকায় ডোরিয়ান, অজ্ঞাতসারেই কেঁপে ওঠে, পাতা উল্‌টিয়ে যায়-অবশেষে ভেনিস্‌ সংক্রান্ত চমৎকার চরণটিতে এসে থাম্‌ল—

"Devant une facade rose,
Sur le marbre d'un escalier—"

কি অপূর্ব! পড়তে পড়তে মনে হয় সেই মুক্তাখচিত শহরের সবুজ জলপথে গণ্ডোলা বক্ষে বিচরণ করছে—অর্ধমুদিত চোখে সোফায় হেলান দিয়ে সে বারবার আবৃত্তি করে—

"Devant une facade rose,
Sur le marbre d'un escalier—"

সমগ্র ভেনিস এই দুটি লাইনের ভেতর রয়েছে—ভেনিসে যে শরৎ কাল সে কাটিয়েছিল, তার কথা মনে পড়ে, যে-অপূর্ব প্রেম তার মনে উন্মাদনা এনেছিল, সেই মনোহর বিলাসের আনন্দময় স্মৃতি। সর্বত্রই

রোমান্স ছড়িয়ে আছে। কিন্তু অক্সফোর্ডের মত ভেনিস রোমান্সের একটা পটভূমি রেখেছে, যারা প্রকৃত রোমান্টিক তাদের কাছে পটভূমিটাই আসল—শুধু আসল কেন এটাই সব। বেসিল কিছু সময় ওর সংগে ছিল—Tintoret নিয়ে সে ত' পাগল হয়ে গিয়েছিল—বেচারী বেসিল! কি ভয়ানক মৃত্যুই না তার হ'ল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডোরিয়ান আবার গ্রন্থটি তুলে নেয়, স্মৃতির দংশন ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে। স্মার্ণার ছোট্ট কাফেতে যেসব বাবুই পাখি উড়ে বেড়ায়, হাজিরা যেখানে নীলাভ স্ফটিকের মালা যপ করে, আর পাগ্ড়ি মাথায় বণিকদল আলবোলায় তামাক টান্তে টান্তে গম্ভীরভাবে পরস্পর আলোচনা করে। তারই কাহিনী। প্লাস্ দ্য লা কনর্কদে নিরালায় রবিরশ্মিহীন নির্বাসন থেকে চতুষ্কোন মিনার যেখানে চোখের জল ফেলে, আর নীলনদের পদ্ম শোভিত উষ্ণতায় ফিরে যাওয়ার কামনায় ব্যাকুল হয়ে থাকে, যেখানে আছে শুধু স্ফিংকস্ আর প্রাচীন মিশরীয়দের পূজিত গোলাপ-লাল বকপক্ষী, শ্বেত শকুন আর কুমীর, সেই সব কাহিনী পড়ে যায়। চুম্বন চিহ্নিত মর্মরের মধ্যে স্বর সংগ্রহ করে যে কবিতাটিতে অপরূপ মূর্তির কথা গতিয়ের মিহি কন্ট্রালটো স্বরের সংগে তুলনা করেছেন, ল্যুভরের যাদুঘরে যে-মূর্তি বিরাজমান তারই ছন্দোবদ্ধ কাহিনী। কিছু পরে কিন্তু বইটি হাত থেকে হঠাৎ পড়ে গেল,—অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্ল ডোরিয়ান। এলান্ ক্যাম্পবেল যদি এখন ইংলণ্ডের বাইরে থাকে তাহলে কি উপায় হবে? তার ফিরে আসতে ত' অনেকদিন লাগ্বে। হয়ত সে আসতেই চাইবেনা, তা'হলে ডোরিয়ান কি করবে? প্রতিটি মুহূর্তের এখন অনেক দাম। একদা উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, পাঁচ বছর আগেকার কথা—একেবারে অভিন্নাত্মা। তারপর সহসা সেই ঘনিষ্ঠতায় পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। এখন এখানে ওখানে সামাজিক

ব্যাপারে দেখা হ'লে শুধু ডোরিয়ান একটু হাসে ; এলান কাম্পবেল কখনও হাসেনা।

এলান অতি চতুর যুবক, আর্ট সম্পর্কে দৃশ্যতঃ তার কোনো আগ্রহ নেই, আর কাব্যরসের সৌন্দর্য সম্পর্কে তার যেটুকু জ্ঞান আছে তা নেহাৎই ডোরিয়ানের সংস্পর্শে এসে হয়েছে। তার বিশেষ আগ্রহ বিজ্ঞানে। কেম্ব্রিজে অধিকাংশ সময় তার ল্যাবরেটারীতেই কেটেছে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্লাসেই সেই বছর "ট্রাইপস্" নিয়েছিল। তার নিজের একটা ল্যাবরেটরী ছিল, সারাদিন সেই ঘরেই সে আবদ্ধ থাকৃত, এতে তার মা অত্যন্ত বিরক্ত হতেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল ছেলে পার্লামেণ্টের সদস্য হয়, আর তাঁর একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল কেমিষ্টের কাজ হল ওষুধের প্রেসক্রপশন লেখা। এলান কিন্তু গীত বাদ্যরসিক ছিল, বেহালা আর পিয়ানো বাজাতে পারত অতি চমৎকার, সৌখীন বাজিয়েদের চাইতে অনেক ভালো। আসলে—এই সঙ্গীতের মাধ্যমেই সে ডোরিয়ানের সান্নিধ্যে এসেছিল,—সঙ্গীত আর ডোরিয়ানের অবর্ণণীয় প্রভাব। অথচ এই প্রভাব সম্পর্কে সে সর্বদা সচেতন ছিলনা। রুবিনস্টাইন যে রাতে লেডী বার্কসায়ারের বাড়ি পিয়ানো বাজিয়েছিলেন সেই রাতে তার সংগে ডোরিয়ানের পরিচয় ঘটে, তারপর যখনই কোথায় ভালো সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকত বা অপেরায়, উভয়কে একত্রে দেখা যেত। প্রায় আঠারো মাস ওদের বন্ধুত্ব স্থায়ী ছিল। সেলবী রয়্যাল বা গ্রোভ্নর স্কোয়ারে ক্যাম্পবেল প্রায় সর্বদাই উপস্থিত থাকত। আরো অনেকের মত তার কাছেও ডোরিয়ান গ্রে ছিল যা কিছু অপরূপ ও আকর্ষণীয় তারই প্রতীক্।

ওদের মধ্যে কলহ হয়েছে কিনা কেউ জানেনা, তবে সহসা সকলের লক্ষ্য পড়্ল যে দেখা হলে ওরা কেউ কথা বলে না, আর ডোরিয়ান উপস্থিত থাকলে ক্যাম্পবেল সেই সব পার্টি থেকে আগেই সরে পড়ে।

তার পরিবর্তনও ঘটেছে মনে হয় - সময় সময় তাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখায়, গান শুন্‌তে তার আর যেন ভালো লাগেনা, নিজে বাজাতেও চায়না, অনুরুদ্ধ হলে কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলে যে আজকাল বৈজ্ঞানিক কাজে সে বড়ই ব্যস্ত, তাই রেওয়াজ করার অবসর পায়না। কথাটা অবশ্য সত্য, দিন দিন জীব বিজ্ঞানের ওপর তার আকর্ষণ বেড়ে চলেছে, দুএকবার কয়েকটা বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রে কয়েকটা অদ্ভুত ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে ওর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

এই লোকটির জন্য ডোরিয়ান গ্রে অপেক্ষা করে আছে, প্রতিটি সেকেণ্ড ঘড়ির পানে তাকিয়ে আছে, যত সময় যাচ্ছে ততই সে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে। অবশেষে সে উঠে পড়ে ঘরময় পায়চারী করে, যেন একটা পিঞ্জরাবদ্ধ চমৎকার প্রাণী,—ধীর অথচ দীর্ঘ পদক্ষেপ। ওর হাতগুলি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

সংশয়ভরা এই মুহূর্ত অসহ্য। সময় পায়ের তলা দিয়ে চলে যাচ্ছে, একটা প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ায় সে ক্রমেই পর্বত শিখরের প্রান্তদেশে এসে পড়্‌ছে, কি যে ওর অদৃষ্টে আছে তা ডোরিয়ান জানে, যেন তা প্রত্যক্ষ করছে সে, হাত দিয়ে নিজের জ্বলন্ত চোখের পাতা চেপে ধরে যেন সমস্ত দৃশ্যটা সে চাপা দিতে চায়, চোখের তারাগুলি কোটরের ভেতর রাখতে চায়। কিন্তু তা প্রয়োজনহীন। মস্তিষ্কের নিজস্ব খোরাক আছে, সেই খোরাকেই তার পুষ্টি। কল্পনা আতংকে বীভৎস হয়ে পড়ে, জীবন্ত বস্তুর মত বেদনায় ভেঙে পড়ে ও বিকৃত হয়, বিশ্রী পুতুলের মত নাচে, আর সঞ্চরণশীল মুখোসের ভেতর দিয়ে মুখ বিকৃতি করে। তারপর সহসা সময় যেন শেষ হয়ে গেল - সেই অন্ধ ধীরগতি বস্তুটি আজ যেন নিশ্চল। কালের যদি মৃত্যু ঘটে? অদ্ভুত সব চিন্তা কবর থেকে উৎকট আকৃতি নিয়ে উঠে এসে তার সামনে দাঁড়ায়। সে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে—আতংক ও বিভীষিকায় সে পাথর হয়ে গেছে।

অবশেষে দরজা খুলে চাকরটা ভেতরে এল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটি বল্‌ল—"মিঃ ক্যাম্পবেল—হুজুর!"

ডোরিয়ানের ঠোঁট থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বয়ে গেল, আবার তার গালে রঙ ফিরে আসে।

"এখনই তাঁকে এখানে আসতে বলো।" ডোরিয়ান বোঝে সে আবার আত্মস্থ হয়েছে, তার ভীরুতা দূরে সরে গেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে এলান ক্যাম্পবেল ঘরে এল, তার মুখভাব অতি কঠোর এবং পাংশু, কৃষ্ণ ভ্রূ আর কালো চুলের জন্য মুখের এই পাংশুভাব আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"এলান তুমি যে দয়া করে এসেছ তার জন্য ধন্যবাদ!"

"আর কোনোদিন তোমার বাড়ি আসবোনা মনে করেছিলাম, কিন্তু তুমি লিখেছ নাকি জীবন মরণ সমস্যা, তাই এলাম।" তার কণ্ঠস্বর দৃঢ় অথচ জোলো। বেশ ধীরে ধীরে সে কথাগুলি উচ্চারণ করে। ডোরিয়ানের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখ মেলে তাকায় এলান, সে দৃষ্টি ঘৃণায় ভরা। তার হাত দুটি 'অস্ত্রাখান' কোটের পকেটে প্রবিষ্ট, অভ্যর্থনার ভংগীটা সে মোটেই লক্ষ্য কর্‌ল না।

ডোরিয়ান বল্‌ল—"হ্যাঁ, জীবন মরণ সমস্যাই বটে। আর একাধিক ব্যক্তি এই ব্যাপারে জড়িত। বসো।"

টেবিলের ধারে একটি চেয়ার নিয়ে ক্যাম্পবেল বস্‌লো, ডোরিয়ান তার বিপরীত দিকে। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় ঘট্‌লো, ডোরিয়ানের চোখে করুণা ভিক্ষার আকুতি, যা করতে চায় তা যে কত ভয়ংকর সে সেই কথা ভাবে।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটাবার পর, ডোরিয়ান একটু সরে এল, অতি শান্তভাবেই এল, কিন্তু এলানের মুখে তার প্রতিটি কথার প্রতিক্রিয়া কি ভাবে ফুটে ওঠে সে দিকে লক্ষ্য রেখে বল্‌ল—"এলান এই বাড়ির

উপর তলার একটা চাবী দেওয়া ঘরে, একটি টেবিলের ধারে, একটা মরা মানুষ বসে আছে, ঘরটিতে আমি ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার নেই। প্রায় দশঘণ্টা হোল লোকটি মরেছে। ওরকম চঞ্চল হয়োনা, আমার মুখের দিকে অমন করে তাকিয়োনা। লোকটা কে, কেন মারা গেল, কি ভাবে মারা গেল, সে সব বিষয়ে তোমার কিছুই এসে যায়না। তোমাকে যা করতে হবে—"

"থামো গ্রে, আমি আর কিছু জানতে চাইনা। তুমি আমাকে যা বল্লে তা সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, আমার কি তাতে? তোমার জীবনের সংস্পর্শে আমি মোটেই আসতে চাইনা। তোমার ও ভয়ংকর গোপন কথা তোমার মনেই থাক, তাতে আর আমার আগ্রহ নেই।"

"এলান তোমাকে এ বিষয়টি জান্‌তেই হবে। তোমার জন্য দুঃখ হয় এলান, কিন্তু উপায় কি! তুমিই একমাত্র প্রাণী যে আমাকে বাঁচাতে পারে। তোমাকে এই ব্যাপারে টেনে আন্‌তে বাধ্য হয়েছি। আর কোনো উপায় ছিলনা আমার। এলান তুমি বৈজ্ঞানিক, কেমেষ্ট্রী জানো, আরো ঐরকমের অনেক কিছুই জানো। অনেক একস্‌পেরিমেণ্ট করেছ—তোমাকে শুধু ওপরের ওই বস্তুটি নষ্ট করে দিতে হবে। এমনভাবে ধ্বংস করবে যে ওর একটি কণাও পড়ে না থাকে। লোকটিকে এ বাড়িতে প্রবেশ করতে কেউ দেখেনি, তাছাড়া উপস্থিত ওঁর প্যারীতে থাকারই কথা, কয়েক মাসের মধ্যে ওর খোঁজ পড়্‌বেনা, যখন খোঁজ হবে, তখন আর ওর কোনো চিহ্নই থাকবেনা। তোমাকে এলান সব বন্দোবস্ত করে লোকটিকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, সেই সংগে ওর সব জিনিষ পত্র, একমুঠো ছাই করে ছেড়ে দেবে, আমি আকাশে উড়িয়ে দেব।"

"ডোরিয়ান, তুমি পা গ ল।"

"তোমার মুখে ঐ কথাটা শোনার অপেক্ষায় ছিলাম।"

"তুমি পাগল, এই হিসাবে পাগল যে তুমি আশা রাখ তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি আঙ্গুলটাও তুল্‌বো, আমার পক্ষে এমন অসম্ভব স্বীকৃতি দেওয়াটাও নিছক পাগ্‌লামি। যাই হোক, আমি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। তুমি কি বল্‌তে চাও তোমার জন্য আমি আমার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট করব? তুমি কি পৈশাচিক কাণ্ড করে বেড়াচ্ছ তাতে আমার কি?

"ব্যাপারটি সুইসাইড্‌ এলান!"

"আনন্দের কথা, কিন্তু কে এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী? নিশ্চয়ই তুমি।"

"তুমি কি কাজটা করতে এখনও রাজী নয়?"

"না আমি রাজী নই, আমি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারব না। তোমার ঘাড়ে লজ্জা বা অপমানের বোঝা চাপলে আমার কি এসে যায়? এ সবই তোমার প্রাপ্য, তোমাকে অপমানিত হতে দেখ্‌লে, প্রকাশ্যে অপমানিত হতে দেখ্‌লে আমি খুসী হব। এত লোক থাকৃতে এই বীভৎস ব্যাপারের জন্য কি হিসাবে তুমি আমাকে বেছে নিলে? আমার ধারণা মানুষের চরিত্র সম্পর্কে তুমি একটু বেশী জানো। তোমার বন্ধু—লর্ড হেনরী ওটন, আর যাই শিখিয়ে থাকুন, মনস্তত্ত্বটা তেমন শেখাতে পারেন নি। কোনো কিছু দ্বারাই তোমাকে সাহায্য করতে আমাকে প্রলুব্ধ করতে তুমি পারবেনা। ভুল লোকের কাছে সাহায্য চাইছ। আর কোনো বন্ধুর কাছে যাও, আমার কাছে কেন?"

"এলান, এটা একটি খুনের ব্যাপার! আমি লোকটিকে খুন করেছি। তুমি জানো না লোকটা আমাকে কি কষ্টই না দিয়েছে। আমার জীবন আজ যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার ভালো বা মন্দের জন্য হ্যারীর

চাইতে এই লোকটির দায়িত্ব অনেক বেশী, হয়ত লোকটির উদ্দেশ্য তা ছিলনা, ফলটা কিন্তু একই।"

"খুন? হা ভগবান, ডোরিয়ান তুমি এখন এত নীচে নেমেছ! আমি কাউকে কিছু বলতে চাইনা, এটা আমার কাজ নয়, তাছাড়া আমি কিছু না করলেও তুমি নিশ্চয়ই ধরা পড়বে, নির্বোধের মত একটা কিছু না করে কোনো লোকই একটা অপরাধ করেনা। তবে আমি এই ব্যাপারে কিছুই করতে পারব না।"

"তোমাকে করতেই হবে, থামো, একটু থামো! আমার কথা শোনো, শুধু শোনো! এলান, আমি তোমাকে শুধু একটা বৈজ্ঞানিক একস্‌পেরিমেণ্ট করতে বলছি, তুমি ত' হাসপাতালে যাও? তুমি হাসপাতালে যাও, মর্গে যাও, সেখানে যেসব বীভৎস কাণ্ড করো তাতে ত' তোমার ভয় হয় না? ভয়াবহ ব্যবচ্ছেদ ঘরে বা কোনো ল্যাবরেটারির অন্ধকার ঘরে যদি এই লোকটিকে টেবিলে পড়ে থাকতে দেখতে আর ওর গায়ে লাল রক্ত গড়িয়ে পড়্‌তো কি করতে তুমি? একটা সুন্দর 'সাবজেকট্' হিসাবেই ত' তাকিয়ে থাক্‌তে। একগাছি চুলও তোমার এদিক ওদিক হ'তনা। একটা অন্যায় কিছু করছ মনে হতনা, বরং মনে করতে মানব-জাতির কল্যাণ কর্‌ছ, বা পৃথিবীর জ্ঞান বৃদ্ধি করছ, একটা বিদগ্ধ কৌতূহল বা ঐ রকম আর কিছু পরিতৃপ্ত হ'ত। যে কাজ তোমাকে করতে অনুরোধ করছি অতীতে সেই রকম কাজ অনেক করেছ। যে সব বীভৎস কাণ্ড তোমরা করো তার তুলনায় একটা মড়ার দেহ বিনষ্ট করা বোধ করি সামান্য ব্যাপার। মনে রেখ আমার বিরুদ্ধে এই একটিমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ—ঘটনাটি যদি ধরা পড়ে তাহ'লে আমি গেছি, আর তুমি যদি সাহায্য না করো তাহ'লে ধরা পড়ে যাব।"

"তোমাকে সাহায্য করার বাসনা আমার নেই, সেইটাই তুমি

ভুলে যাচ্ছ, আমি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, আমার এতে কিছুই করার নেই।"

"এলান, মিনতি করছি ভাই, আমার অবস্থাটা একবার ভাবো দেখি তুমি আসবার ঠিক আগেই আমি ত' আতংকে প্রায় মরেই গিছ্‌লাম। তুমি নিজেই ত' ভয় কাকে বলে জানো। না না, ও কথা ভাব্‌লে চল্‌বেনা,—বিষয়টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করো। যে সব মড়া নিয়ে পরীক্ষা চালাও সে সব কোথাকার দেহ তা কি কোনোদিন ভাব? এখন আর কিছু প্রশ্ন কোরোনা— আমি তোমাকে এ বিষয়ে অনেকখানিই বলেছি; তোমাকে এখন কাজটা করে দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি—একদিন ত আমরা বন্ধু ছিলাম।

"সে সব দিনের কথা তুলোনা ডোরিয়ান, সে সব দিন এখন মৃত।"

"যা মৃত তাও কিছুক্ষণ থাকে, ওপর তলার সেই লোকটা চলে যাবেনা, মাথাটা নীচু করে হাত দুটি ছড়িয়ে লোকটি বসে আছে, এলান, তুমি যদি সাহায্য না করো তাহ'লে আমার সর্বনাশ। আমাকে ধরে ফাঁসীতে লটকে দেবে, এলান, তুমি কি বুঝছোনা? আমার কৃতকার্যের ফলে ফাঁসী হ'বে।"

"এই দৃশ্য বাড়িয়ে আর লাভ নেই, আমি স্পষ্টই বল্‌ছি আমার দ্বারা এ ব্যাপারে এতটুকু সাহায্য হবেনা, এভাবে আমাকে অনুরোধ করাটাই পাগ্‌লামী।

"তাহ'লে তুমি পারবেনা?"

"হাঁ—পারবোনা।"

"তোমাকে মিনতি করছি, এলান।"

"একেবারে নিরর্থক।"

ডোরিয়ানের চোখে আবার করুণা ভিক্ষার দৃষ্টি।

তারপর হাত বাড়িয়ে একখণ্ড কাগজ তুলে নিয়ে কি সব লিখ্‌ল ডোরিয়ান, তুবার সেটি পড়্‌ল, ভালো করে পাট করল, তারপর এলানের দিকে এগিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

ক্যাম্পবেল সবিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল, তারপর কাগজটি তুলে নিয়ে খুলে পড়্‌তে পড়্‌তে কিন্তু তার মুখ মৃতের মত শাদা হয়ে গেল, সে চেয়ারে গড়িয়ে পড়্‌ল। তার সারা দেহে কেমন একটা অসুস্থ ভাব ফুটে উঠল,—তার মনে হল, যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বুঝি থেমে যায়।

দু তিন মিনিট নিদারুণ স্তব্ধতার পর ডোরিয়ান ফিরে এসে এলানের পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত রাখ্‌ল, তারপর মৃদুগলায় বল্‌ল— তোমার জন্য দুঃখ হয় এলান, কিন্তু তুমি আর কোনো উপায় রাখ্‌লে না। আমি আর একখানা চিঠি ইতিমধ্যেই লিখে রেখেছি—এই দেখ, ঠিকানাটা দেখতে পার। যদি তুমি আমাকে সাহায্য না করো তাহ'লে আমি এটা পাঠিয়ে দেব। সাহায্য না করলেই পাঠিয়ে দেব। তার ফল কি হবে বুঝতেই পারছ, তবে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে, এখন আর না বলতে পারবেনা - আমি তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, অন্ততঃ সেকথা তুমি স্বীকার করবে, তুমি কিন্তু কঠোর, কঠিন আর অবাধ্য! এমন ভাবে আমার সংগে ব্যবহার করছো যা কেউ কোনোদিন সাহস করেনি। অন্ততঃ কোনো জীবিত লোক ত' নয়। আমি সব সহ্য করেছি। এখন আমার পালা, আমিই এখন হুকুম চালাব।"

ক্যাম্পবেল হাত দিয়ে মুখ ঢাক্‌লো, তার সারা দেহে একটা শিহরণ খেলে গেল।

"এখন আমিই হুকুম চালাব। এলান, ওরা কি সে ত' তুমি জানো,

কাজটা অতি সহজ, এসো অত মুষড়ে পোড়োনা। কাজটা ত' করতেই হবে, করে ফেল।"

ক্যাম্পবেলের মুখ থেকে একটা গোঁঙানি স্বর ভেসে এল, তার সার দেহ কাঁপছে - সেল্‌ফের ওপর থেকে ঘড়ির টিকটিক্ আওয়াজ যেন সময়কে আতংক ও যন্ত্রনার অণু ও পরমাণুতে শতধা করে দিচ্ছে, সে যন্ত্রনার ভার অসহনীয়। তার মনে হ'ল একটা লৌহবেষ্টনী যেন তার কপালটা চেপে ধরেছে, যে কলংক সম্পর্কে তাকে ভয় দেখান হয়েছে সে কলংক ইতিমধ্যেই তাকে স্পর্শ করেছে। কাঁধের নীচের হাতগুলি তার সীসের মত ভারী হয়ে উঠেছে। অসহ্য! যেন ওকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলতে চায়।

"এসো এলান, একটা কিছু এখনই ঠিক করে ফেল।"

যান্ত্রিক গতিতে সে বল্‌ল—"আমি পারবো না!" যেন তার কথাতেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে।

"তোমাকে করতেই হবে, এ ছাড়া আর পথ নেই, দেরী কোরোনা।"

আরো একটু ইতস্ততঃ করে এলান তারপর বলল—"ওপরের ঘরে আগুনের ব্যবস্থা আছে?"

"হ্যাঁ—গ্যাসের আগুন আছে।"

"তাহ'লে বাড়ি গিয়ে ল্যাবরেটারী থেকে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে হয়।"

"না, এলান, এ বাড়ি তোমার ছাড়লে চলবে না, কি কি চাই একটা চিঠি লিখে দাও, আমার চাকর এখনই গাড়ি করে গিয়ে এনে দেবে।

ক্যাম্পবেল কয়েক লাইন লিখ্‌ল—ব্লটিং দিয়ে মুছল, তারপর খামের উপর সহকারীর নাম লিখ্‌ল। ডোরিয়ান চিঠিটা নিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে পড়্‌ল, তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে ভ্যালেটকে ডেকে তাকে তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিষ নিয়ে ফিরে আসার নির্দেশ দিল।

দরজাটা বন্ধ করে চাকরটি চলে যাওয়ার পর ক্যাম্পবেল নার্ভাস ভংগীতে উঠে আগুনের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, জ্বরগ্রস্তের মত সে কাঁপছে, প্রায় কুড়ি মিনিট উভয়ের কারো মুখে কথা নেই—একটা মাছি অনেকক্ষণ ধরে স্তব্ধ ঘরটিতে গুঞ্জন করে গেল—আর ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ যেন কামারশালের হাতুড়ি পেটার শব্দের মত শোনাচ্ছে।

ঘড়িতে একটা বাজার শব্দ হতে ক্যাম্পবেল মুখ ঘুরিয়ে ডোরিয়ানের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল তার চোখ দুটি জলে বোঝাই। সেই বিষণ্ণ মুখে এমন একটা পবিত্র ও পরিচ্ছন্নভাব ছিল যা দেখে ক্যাম্পবেল উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌ল - "তুমি একটি শয়তান, পিশাচ !"

ডোরিয়ান বল্‌ল—"চুপ করো এলান, তুমি আমার জীবনটা বাঁচিয়েছ।"

"তো মা র জী ব ন! হা ভগবান, কি জীবন! তুমি ব্যাভিচারের পর ব্যাভিচার করেছ, এখন তার পরিণতি হ'ল এই খুনে—এখন কাজ করার সময়, অর্থাৎ যা করতে বাধ্য হয়েছি। তোমার জীবনের কথা আমি ভাবছি না।"

"আহা, এলান, তোমার ওপর আমার যে করুণা, তার একাংশও যদি আমার প্রতি দেখাতে ত' ভালো হ'ত।" এই কথা বলার সময় ডোরিয়ান মুখটা ঘুরিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাম্পবেল নিরুত্তর।

প্রায় দশ মিনিট পরে দরজায় একটা ধাক্কা পড়্‌ল - একটা প্রকাণ্ড মেহগিনী কাঠের বাক্‌স বোঝাই রাসায়নিক জিনিষপত্র নিয়ে চাকর এসে ঢুকলো কিছু ইস্পাত ও প্লাটিনামের তার, আর দুটি অদ্ভুত দর্শন লোহার হুক্‌

লোকটি ক্যাম্পবেলকে বল্‌ল "এসব কি এখানেই রাখব হুজুর।"

ডোরিয়ান বল্‌ল—"হ্যাঁ, আর একটা কাজে পাঠাব ফ্রান্সিস। রিচমণ্ডের সেই লোকটির নাম কি? সেই যে সেলবীতে অর্কিড পাঠায়?"

"হারডেন, হুজুর।"

"হাঁ হারডেন। তুমি এখনই রিচমণ্ড চলে যাও, স্বয়ং হারডেনের সংগে দেখা করবে, যা অর্ডার দেওয়া হয়েছে তার দ্বিগুণ অর্কিড পাঠাতে বলবে, কিন্তু শাদা অর্কিড খুব কম দিতে বলবে। সত্যি বলতে কি শাদা অকিড আমি মোটেই চাইনা। আজকের দিনটা চমৎকার ফ্রান্সিস আর রিচমণ্ড জায়গাটা ও ভালো, নইলে আমি তোমাকে কষ্ট দিতাম না।"

"না স্যার, এ আর কষ্ট কি! কখন ফিরতে হবে হুজুর?"

ডোরিয়ান ক্যাম্পবেলের মুখের দিকে তাকাল, তারপর শান্ত উদাসীন গলায় প্রশ্ন কর্‌ল—"তোমার এ পরীক্ষা কতক্ষণ চল্‌বে এলান?" ঘরেতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি। তার সাহস অতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে ঠোঁট কামড়ে ক্যাম্পবেল জবাব দিল "তা প্রায় পাচ ঘণ্টা লাগ্‌বে।"

"তা হ'লে অনেক সময় হাতে রইল, ধরো তুমি যদি সাড়ে সাতটায় ফিরে আস—কিংবা তুমি থাকতেও পারো, আমার পোষাকগুলো বের করে রেখে যাও, সন্ধ্যাটায় তোমাকে ছুটি দিলাম। আমি বাড়িতে ডিনার খাবো না, তাহলে তোমাকেও আর দরকার হবেনা।"

ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় লোকটি বলে গেল—"ধন্যবাদ হুজুর।"

"তাহলে এলান আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করার নেই। এই বাক্‌সটা কি খুব ভারী! আমিই নিয়ে যাচ্ছি।" কথাগুলি বেশ মুরুব্বির ভংগীতে দ্রুত গলায় বলল ডোরিয়ান। ক্যাম্পবেল বোঝে সে যেন তার দ্বারা বশীভূত হয়ে পড়েছে। উভয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

উপরের তলায় সিঁড়ির চাতালে পৌঁছে চাবীটা বার করে দরজার তালা খুল্‌ল—তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল, তার চোখে কেমন একটা আতংকের ভাব। সে কেঁপে উঠে মৃদু গলায় বল্‌ল—"আমি ভেতরে যেতে পারছি না এলান।"

ক্যাম্পবেল নিষ্প্রাণ গলায় শুধু বল্‌ল—"তাতে আর আমার কি, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই।"

ডোরিয়ান দরজাটা খুলে দিল। দরজা খোলার সংগেই চোখে পড়ল এক ঝলক প্রভাতী রোদ ওর ছবিটার মুখে এসে পড়েছে, ঠিক তার সামনেই মেঝের ওপর ছিন্ন পর্দাটা পড়ে আছে। ডোরিয়ানের মনে হ'ল গত রজনীতে সে সর্বপ্রথম ঐ ভয়ংকর ছবিটা ঢেকে রাখতে ভুলে গিছ্‌ল। সে প্রায় এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই চমকে উঠে সরে এল।

একটা হাতে লোহিত শিশিরের মত কি যেন চক্‌চক করছে, ছবির ক্যানভাস্‌টা থেকে যেন রক্ত ঝরে পড়ছে? কি ভয়ংকর! অন্ততঃ সেই মুহূর্তে খুবই বীভৎস মনে হ'ল, তাছাড়া সেই বিশ্রী বস্তুটা এখনও টেবিলের ধারে ছড়ানো রয়েছে, কার্পেটে তার একটা বেয়াড়া ছায়া পড়েছে। বস্তুটির কিন্তু এতটুকু নড়চড় হয়নি, যেমনটি রেখেছিল ঠিক সেই রকমই আছে।

ডোরিয়ানের মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। দোরটা আর একটু খুলে অর্ধমুদিত চোখে মাথা নীচু করে এসে ঢুকলো। মৃত মানুষটির দিকে সে তাকাবে না এ বিষয়ে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারপর নীচু হয়ে সে সেই সোনালি পর্দাটা দিয়ে ছবিটি ঢেকে রাখ্‌লো।

ঘুরে দাঁড়াতে সাহস হয় না, সেইখানেই সে দাঁড়িয়ে রইল। পর্দার গায়ে আঁকা নক্‌সার কারুকার্য দেখতে লাগ্‌ল। ডোরিয়ান শুন্‌তে পায় ক্যাম্পবেল সেই ভারী বাক্‌সটা টেনে নিয়ে এল, লোহার জিনিষপত্র এবং আর যে সব বস্তু এই কাজের জন্য আনিয়েছে সেগুলি ঠিক করে রাখ্‌ছে।

পিছন থেকে কড়া গলায় বলে ওঠে—"আমাকে এখন একা থাক্‌তে দাও।"

ফিরে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ডোরিয়ান। সে ভাবে ক্যাম্পবেল এতক্ষণে মৃতদেহটা চেয়ারে সরিয়ে দিয়েছে, আর মৃত মানুষটির পীত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। নীচে নামার সময় শুনতে পায়—এলান দরজার তালা বন্ধ করে দিল।

সাতটা বেজে যাবার অনেক পরে ক্যাম্পবেল আবার লাইব্রেরীতে ফিরে এল। তার মুখ শাদা হয়ে গেছে, তবে সে একেবারে শান্ত। সে মৃদু গলায় বল্‌ল—"যা করতে বলেছিলে করেছি। এখন আমি যাই, আর যেন জীবনে তোমার সংগে দেখা না হয়।"

ডোরিয়ান শুধু বল্‌ল—"তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, সে কথা কখনও ভুল্‌বো না।

ক্যাম্পবেল চলে যেতেই ডোরিয়ান ওপরে গেল ঘরটিতে বিশ্রী নাইট্রিক এসিডের গন্ধ, কিন্তু টেবিলের ধারে যে বস্তুটা বসেছিল সেটি আর নেই।



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সেইদিন সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় অতিরিক্ত বেশভূষা করে, বাটন-হোলে পারমা ভায়োলেট ফুল গুঁজে ডোরিয়ান গ্রে লেডী নরবরোর ড্রয়িং রুমে নীত হ'ল, চাকররা সসম্মানে তাকে নিয়ে এল। শিরার উত্তেজনায় ডোরিয়ানের কপালটা কাঁপছে, সে নিজেও বিশেষ উত্তেজিত, কিন্তু নিমন্ত্রণকারিণীর হাতের ওপর অবনত হয়ে সে যখন অভিবাদন জানালো তখন তার সেই পুরাতন মনোরম ভংগী ফুটে উঠ্ল। মানুষ যখন অভিনয় করে তখনই সে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সে রাত্রে ডোরিয়ান গ্রের পানে তাকিয়ে কারো পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হবে না যে কি ভয়ংকর ট্রাজেডির ভেতর তার দিন কেটেছে, এ কালের যে কোনো ট্রাজেডির মতই ভয়াবহ ও বীভৎস। অমন সুগঠিত আঙুল দিয়ে সে ছুরি চালিয়েছে, ঐ হাসিভরা ঠোঁটে ভগবানের নাম নিয়ে চেঁচিয়েছে। নিজের এই শান্ত মনোভংগীতে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে আছে—দ্বৈত জীবন যাপনের তীব্র আনন্দ সে মনে মনে উপভোগ করে।

পার্টিটা ছোট, লেডী নরবরো তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করেছেন, তিনি অতি চতুরা রমণী, আর লর্ড হেনরীর মতে কুশ্রীতার ভগ্নাংশ। আমাদের অন্যতম বিরক্তিকর রাষ্ট্রদূতের তিনি ছিলেন মনোরমা পত্নী। নিজস্ব পরিকল্পনায় নির্মিত মর্মর সমাধিতলে স্বামীকে সমাধিস্থ করে, ধনী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সংগে মেয়েদের বিবাহ দিয়ে, তিনি এখন ফরাসী উপন্যাস, ফরাসী রন্ধন, আর ফরাসী মদ্যে (যদি পাওয়া যায়) মনোনিবেশ করেছেন।

ডোরিয়ান তাঁর অন্যতম প্রীতিভাজন, তিনি প্রায় বল্‌তেন, জীবনের গোড়ার দিকে ডোরিয়ানের সংগে তাঁর পরিচয়টা ঘট্‌লে বিশেষ ভাগ্যের কথা হ'ত। তিনি বলতেন—"আমি জানি নিশ্চয়ই প্রেমে পড়তাম, আর তোমার জন্য আমার মাথার মকুট পথে ফেলে দিতাম। তোমার কথা যে তখন ভাবিনি এটাও একটা সৌভাগ্য।"

এই রজনীর অভ্যাগতরাও কিঞ্চিৎ বিরক্তিকর। একটা নোঙরা পাথার আড়ালে এর কারণটা তিনি ডোরিয়ানকে বল্লেন,—তাঁর একটি বিবাহিতা মেয়ে না বলে কয়ে এসে হাজির। সেই সংগে স্বামীটিকেও নিয়ে এসেছে। তিনি চুপি চুপি বল্লেন—"এটা ওর খুবই অন্যায় হয়েছে। আমি অবশ্য হমবুর্গ থেকে ফিরে প্রতি বছর গরমের সময়টা ওদের ওখানে থাকি, আমি হলাম বুড়ী মানুষ, তা ছাড়া ওরা আমার কাছে শিক্ষাও পায়। জানোনা, কি ভাবে ওরা দেশে থাকে। একেবারে অকৃত্রিম পাড়াগেঁয়ে ভাব। সকালে উঠে পড়ে, কারণ অনেক কাজ, আবার সকাল সকাল শুয়ে পড়ে কারণ বিশেষ কিছুই করার থাকে না। সেই রাণী এলিজাবেথের আমল থেকে ওদের ওখানে একটা মুখরোচক কেচ্ছাও ওঠেনি। তাই ডিনার খেয়েই সবাই শুয়ে পড়ে। ওদের কাছে যেন বসোনা, তুমি আমার পাশে বসে গল্প করবে।"

ডোরিয়ান একটা সৌজন্যসূচক কথা বলে ঘরের চারদিক দেখতে থাকে। সত্যি, পার্টিটা অতি বিরক্তিকর বটে।

দুজনকে ত' কখনো দেখেনি, আর আছেন আরনেষ্ট হারোডেন, লণ্ডনের ক্লাবে যে সব মাঝারি ধরণের প্রাণী ঘুরে বেড়ায় সেই সব অজাতশত্রুদের অন্যতম, বন্ধুরা কিন্তু এই সব মানুষদের অপছন্দ করেন। অতিরিক্ত বেশভূষায় সজ্জিতা লেডী রকস্‌টন, বয়স প্রায় সাতচল্লিশ, নাকটি বঁড়শির মত বেঁকান, সর্বদাই নিজের বিজড়িত অবস্থা বিজ্ঞাপিত করতে ভালোবাসেন, কিন্তু এমনই অদ্ভুত রকমের সরল যে

কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কথা বিশ্বাস করেন না। তারপর মিসেস আরলিন, বেশ সাহসিকা। গৃহস্বামিণীর মেয়ে লেডী এলিন চ্যাপমান, বোকা ধরণের কুবেশা মহিলা, আর মুখটিতে আছে সেই ব্রিটিশ বৈশিষ্ট্য, একবার দেখ্‌লে আর সে মুখ মনে থাকে না, তাঁর স্বামীটির লাল গাল, শাদা গোঁফ, তাঁর সম্প্রদায়ের প্রাণীদের মতো তাঁরও ধারণা অতিরিক্ত হাসিখুশীতে বুদ্ধিহীনতার দুর্বলতা চাপা পড়ে।

এখানে এসে ডোরিয়ানের খারাপ লাগ্‌ছিল, হঠাৎ বিরাট ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে লেডী নরবরো বলে উঠ্‌লেন—"হেনরী ওটনের কি বিশ্রী ব্যাপার, এত দেরী! আজ সকালেই ওর কাছে খবর পাঠিয়েছি, আমাকে হতাশ করবে না জানিয়েছি।"

হারী আসবে এটা একটা আশার কথা, তারপর যখন দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল আর সেই সংগে ওর মধুর সুরেলা কণ্ঠে কৃত্রিম ত্রুটী স্বীকার শোনা গেল তখন মন থেকে বিরক্তির ভার নাম্‌ল।

কিন্তু ডিনারে বসে ও কিছু খেতে পার্‌ল না—প্লেটের পর প্লট একবারে অস্পৃষ্ট হয়ে ফেরৎ গেল, লেডী নরবরো তিরস্কার করতে লাগ্‌লেন, তিনি বল্‌লেন—"বেচারী এডলফের এতে অপমান করা হচ্ছে, সে অনেক মাথা ঘামিয়ে আজকের খাদ্য তালিকা বানিয়েছে।" মাঝে মাঝে লর্ড হেনরী ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, ওর নীরবতা এবং অশান্তভাব তিনি লক্ষ্য করছেন। মাঝে মাঝে বাট্‌লার এসে গ্লাসে স্যাম্‌পেন ভরে দিয়ে যাচ্ছে। ডোরিয়ান বেশ আগ্রহভরে স্যাম্‌পেন পান করছে, ওর তৃষ্ণা যেন বেড়ে গেছে।

শেষ পদ যখন পরিবেশিত হচ্ছে তখন হেনরী বলে উঠ্‌লেন—"ডোরিয়ান তোমার আজ হ'ল কি? কেমন মন মরা হয়ে আছো।"

লেডী নরবরো বল্‌লেন—"প্রেমে পড়েছে বোধ হয়! পাছে

আমার ঈর্ষা হয় তাই বলতে ভয় পাচ্ছে, তবে ওর ভয়টাই ঠিক, আমি নিশ্চয়ই 'জেলাস্' হব।

হেসে ডোরিয়ান মৃদুগলায় বল্‌ল—"লেডী নরবরো—প্রায় সপ্তাঃ-খানেক আমি প্রেমের মধ্যে নেই—সত্যি বলতে কি মাদাম দ্য ফেরল সহর ছাড়ার পর থেকেই এই অবস্থা।"

বৃদ্ধা বল্লেন –"তোমরা পুরুষরা যে কি করে ঐ স্ত্রীলোকটির সংগে প্রেম করো জানিনা, কিছুতেই বুঝি না।"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"তার কারণ আপনার বাল্যকালের কথা উনি জানেন, আপনার বাল্যকালের ফ্রক আর ইদানীংকার অবস্থার মধ্যে মাদাম ফেরল একমাত্র সংযোগ হেতু।"

"আমার বাল্যকালের ফ্রকের কথা ও কি জানে বরং ত্রিশ বছর আগে ভিয়েনায় দেখা ফেরলের কথা আমার মনে আছে, তখন ও বেশ decolletee পোষাকের গলা নীচু করে কাটা ছিল—

"এখনও সে—Decolletee"—লম্বা আঙুল দিয়ে একটি জলপাই তুলে নিয়ে লর্ড হেনরী বল্লেন—"আর যখন বেশ ঝক্‌ঝকে গাউন পরে বেরোয় তখন তাকে খারাপ ফরাসী নভেলের সুদৃশ্য রাজ সংস্করণ মনে হয়। পারিবারিক সংযোগ সম্পর্কে তার অনুরাগ অসীম। তাঁর তৃতীয় স্বামীটি মারা যাবার পর তাঁর মাথার চুল শোকে সোনালি হয়ে গিছ্‌ল।"

ডোরিয়ান বলে উঠ্‌ল—"কি সব বল্‌ছ হ্যারী?"

গৃহস্বামিণী হেসে বল্লেন—"চমৎকার রোমান্টিক বর্ণনা। কিন্তু লর্ড হেনরী ওর তৃতীয় স্বামীটি কে—ফেরল কি চতুর্থতম?"

"নিশ্চয়ই লেডী নরবরো।"

"আমি ওর একবর্ণও বিশ্বাস করি না।"

"তাহ'লে মিঃ গ্রেকে প্রশ্ন করুন, উনি ত তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।"

"মিঃ গ্রে, একথা কি ঠিক ?"

ডোরিয়ান বল্ল—"অন্ততঃ তিনি ত' আমাকে তাই বলেছেন, আমি জানতে চেয়েছিলাম যে মার্গারিট দ্য নাভারের মত তিনি কি তাদের হৃদয়গুলি ওষুধ মাখিয়ে তুলে রেখেছেন নাকি ? তিনি জবাবে জানিয়েছিলেন, সে কার্য করেন নি, কারণ ওদের অনেকেরই আবার হৃদয় বলে বস্তুটাই ছিল না।

"চারটি স্বামী, বাবা trop-de-zele-অতিরিক্ত ভাবাবেগ। ডোরিয়ান বল্ল—"আমি ত' বলি trop-da'udace-অতিরিক্ত দুঃসাহস।"

"তা মেয়েটি দুঃসাহসী—তা ঐ ফেরল ব্যক্তিটি কেমন ? আমি তাকে চিনি না।"

"সুন্দরী নারীদের স্বামীরা চিরদিনই দুর্বৃত্ত শ্রেণীর।" মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে লর্ড হেনরী বল্লেন।

লেডী নরবরো হাতের পাখাটা দিয়ে তার গায়ে ঘা দিয়ে বল্লেন "লর্ড হেনরী, পৃথিবীর সবাই আপনাকে যে অত্যন্ত দুষ্টুলোক বলে তাতে আমি মোটেই আশ্চর্য নই।

চোখ কপালে তুলে লর্ড হেনরী বল্লেন—"সেটা কোন জগৎ ? পর জগৎ নিশ্চয়ই। বর্তমান পৃথিবী আর আমার মধ্যে চমৎকার মিল আছে।"

বৃদ্ধা মাথা নেড়ে বল্লেন—"যাদেরই আমি জানি সবাই বলে আপনি অতি দুষ্টু।" লর্ড হেনরী কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখ করে রইলেন, অবশেষে বল্লেন—"এ একেবারে অতি ভয়ংকর কথা—তবে আজকাল সবাই আড়াল থেকে এমন সব কথা বলে থাকে যা নিতান্তই সত্য।"

চেয়ার থেকে ঝুঁকে পড়ে ডোরিয়ান বল্ল—"হ্যারী তুমি দুর্দমণীয়।" গৃহস্বামিণী বল্লেন—"আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু আপনারা যে

ভাবে মাদাম ফেরুলের প্রশংসা করছেন তাতে ফ্যাসনের খাতিরে আমারই আবার বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

লর্ড হেনরী বলে উঠ্লেন—"আপনি কোনোকালেই আর বিয়ে করবেন না লেডী নরবরো, আপনি সুখী মানুষ। স্ত্রীলোক যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তার অর্থ প্রথম স্বামীকে তিনি অপছন্দ করতেন। পুরুষ যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তার অর্থ প্রথম স্ত্রীকে তিনি ভালোবাসতেন। মেয়েরা ভাগ্য পরীক্ষা করে, পুরুষে ভাগ্যকে বিপদগ্রস্ত করে।

"নরবরো আদর্শ মানুষ ছিলেন না।"

জবাব হ'ল—"তা যদি হতেন, তাহলে তাকে ভালোবাসতে পারতেন না অমন করে। মেয়েরা আমাদের ত্রুটীর জন্যই আমাদের ভালোবাসে, আমরা যদি তাদের উজাড় করে গ্রহণ করি তাহলে তারা আমাদের সব কিছু ক্ষমা করে, এমন কি আমাদের প্রভাব পর্যন্ত। এই কথা বলার জন্য হয়ত' আর আমাকে ডিনারে ডাকবেন না, তবে কথাটি খাঁটি।"

"নিশ্চয়ই সত্য কথা, লর্ড হেনরী। আপনাদের ত্রুটীর জন্যই যদি আমরা মেয়েরা আপনাদের ভালো না বাসি তাহ'লে কোথায় দাঁড়াবেন আপনারা? আপনাদের একজনেরও তাহ'লে বিবাহ হ'ত না। হতভাগ্য আইবুড়ো কার্তিক হয়ে ঘুরতেন, তাহ'লে অবস্থারও পরিবর্তন হ'ত অনেকটা, আজকাল আইবুড়োরা থাকে বিবাহিতের মত, আর বিবাহিতেরা যেন আইবুড়ো।"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"Fin de Siecle"—কালের গতি।

গৃহস্বামিণী বল্লেন—"Fin du Globe"—পৃথিবীরই এই হাল।

ডোরিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"Fin du Globe—"হলেই ভাল, জীবন একটা প্রচণ্ড হতাশা।

হাতের দস্তানাটা পরে লেডী নরবরো বল্লেন—"আহা-হা! এখনই কি তোমার জীবনটা ফুরিয়ে ফেললে নাকি? মানুষ যখন ওকথা বলে তখন সে বোঝে জীবন তাকে শূন্য করে নিয়েছে। লর্ড হেনরী দুষ্টু, আমিও মাঝে মাঝে ভাবি ঐ রকম হলেই বেশ হ'ত। তুমি কিন্তু ভালো লোক, কি অপরূপ দেখতে। তোমার জন্য চমৎকার একটি বউ ঠিক করে দেব। লর্ড হেনরী আপনার কি মনে হয় মিঃ গ্রের বিবাহ করা উচিত নয়?"

"আমি ত' ওকে বরাবর সেই কথাই বল্‌ছি লেডী নরবরো।" মাথাটা অভিবাদনের ভংগীতে নত করে লর্ড হেনরী বল্লেন।

"বেশ, একটা উপযুক্ত মেয়ে খোঁজা যাক্, আমি আজ রাতে 'দেবরেটটা' ভালো করে দেখব - উপযুক্ত তরুণীদের একটা তালিকা বানিয়ে ফেল্‌ব।"

ডোরিয়ান প্রশ্ন করে - "সেই সঙ্গে তাদের বয়সটাও?"

"নিশ্চয়ই, তাদের বয়সটার অবশ্য কিঞ্চিৎ সম্পাদনা প্রয়োজন হবে। তবে তাড়াতাড়িতে কিছু করা চল্‌বে না। "মর্ণিং পোষ্ট" যাকে বলে উপযুক্ত সংযোগ। আমি আপনাকে খুসী দেখ্‌তে চাই।"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"কি কেলেঙ্কারী। লোকে কি করে এই সব সুখী বৈবাহিক জীবনের কথা বলে, যত সব—। মানুষ স্ত্রীলোক নিয়ে ততক্ষণ খুসী থাক্‌বে যতক্ষণ তাকে ভালো না বাসবে।"

বৃদ্ধা বলেন - "ও আপনি কি ভীষণ 'সিনিক', লেডী রকসটনের দিকে মাথা নেড়ে বল্লেন—"আবার একদিন ডিনারে আসুন। আপনি একটি অদ্ভুত টনিক, স্যার এনড্রুর প্রেসক্রপশনের চাইতেও ভালো। কারা সব এলে আপনি খুসী হবেন জানাবেন, আমিও চাই পার্টিটা চমৎকার হোক্।"

"এমন মানুষকে বল্‌বেন যার ভবিষ্যৎ আছে। আর সেই মেয়েদের

বল্‌বেন যাদের অতীত আছে। তাহলে কি মনে হয় পেটিকোট পার্টি হবে ?"

হেসে মহিলাটি বল্লেন—"আমারও ত' সেই ভয়," এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর লেডী রকস্‌টনকে বল্লেন—"মাফ করবেন, আপনার যে সিগারেটটা শেষ হয়নি তা দেখিনি।"

"তাতে কি হয়েছে লেডী নরবরো, আমি অতিরিক্ত ধূমপান করি, ভবিষ্যতে কমাবার চেষ্টা করছি।"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"দয়া করে ঐ কাজটি করবেন না, সংযম বড় ভয়ংকর ব্যাপার। খাওয়া হিসাবে বেশী খাওয়া ভালো নয়। প্রয়োজনাতিরিক্তের নাম হোল ভোজ।"

লেডী রকস্‌টন তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন—"একদিন আসুন, আমাকে বেশ করে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিন, লর্ড হেনরী। আপনার থিয়োরীটা চমৎকার।" এই কথা বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লেডী নরবরো বল্লেন—"বেশীক্ষণ রাজনীতি আর কেলেঙ্কারী নিয়ে যেন হৈ চৈ করবেন না, তাহলে ওপর তলায় আমরাও গোলমাল করবো।"

পুরুষরা হাসেন, মিঃ চ্যাপমান টেবিলের প্রান্তদেশ থেকে এগিয়ে এসে সামনে বস্‌লেন। ডোরিয়ান গ্রে আসন বদল করে লর্ড হেনরীর পাশে এসে বস্‌ল। মিঃ চ্যাপমান উচ্চ কণ্ঠে হাউস অব কমন্সের পরিস্থিতি আলোচনা সুরু করলেন।

লর্ড হেনরীর ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল—তিনি ঘুরে বসে ডোরিয়ানের দিকে চেয়ে বল্লেন—"এখন কেমন বোধ করছ, ভালো ? ডিনারের টেবিলে কেমন মনমরা দেখাচ্ছিল।"

"আমি ভালোই আছি হ্যারী, তবে বড় ক্লান্ত। এই পর্যন্ত।"

"গতরাত্রে তুমি চমৎকার ছিলে, ছোট্ট ডাচেস্ ত' তোমার ওপর ভীষণ ঝুঁকেছেন, তিনি আমাকে বল্‌ছিলেন সেলবীতে যাবেন।"

"হাঁ, বিশ তারিখে যাবেন বলেছেন।"

"মনমাউথও যাবে নাকি ?"

"হাঁ, যাবে বৈকি হ্যারী।"

"আমাকে লোকটা বড় বিরক্ত করে, ডাচেসকেও করে, তবে মহিলাটি চতুরা, মেয়েমানুষের পক্ষে অতি চতুরা। দুর্বলতার মধ্যে যে মাধুর্য আছে ওঁর তা নেই। স্বর্ণপ্রতিমার মাটির পা হলে—প্রতিমার মূল্য বাড়ে। ওঁর পা দুটি খুব ভালো, তবে মাটির নয়, শাদা পোর্সেলেনের বলতে পারো। সে পায়ের অগ্নি-পরীক্ষা হয়েছে, যে জিনিষ আগুনে পোড়ে না তা কঠিন হয়ে ওঠে। মহিলাটির অনেক অভিজ্ঞতা আছে।"

ডোরিয়ান প্রশ্ন করে—"ওঁর কতদিন বিবাহ হয়েছে ?"

"উনি ত' বলেন এক যুগ। দশবছর ত' পীয়্যর হয়েছে, মনমাউথের সংগে দশবছর থাকা মানেই এক যুগ কাটানো। আর কে আস্‌ছেন ?"

"উইলোবীরা, লর্ড রাগবী আর তাঁর স্ত্রী, আমাদের এই গৃহস্বামিনী, জিওফ্রে, ক্লুষ্টন,—সেই সনাতন দল। লর্ড গ্রোট্রেনকেও বলেছি।"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"লোকটিকে আমি পছন্দ করি, অনেকে অবশ্য করে না, আমার কিন্তু লোকটিকে ভাল লাগে,—অতি আধুনিক টাইপ।"

"জানি না, উনি আসতে পারবেন কিনা, ওঁর বাবার সংগে আবার মন্টিকারলো যাওয়ার কথা আছে।"

"আঃ—এই ত' মুস্‌কিল। ওঁকে আনার চেষ্টা কোরো। তা ডোরিয়ান কাল রাতে অত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে ? এগারটার আগেই উঠে পড়েছিলে। তারপর কি করলে ? সোজা বাড়ী ফিরলে নাকি ?"

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ডোরিয়ান বল্‌ল—"না হ্যারী, তিনটের আগে বাড়ী ফিরিনি।"

"ক্লাবে গিছলে নাকি ?"

"হাঁ—।" তারপরই ঠোঁট কামড়ে বল্‌ল—"না না, ঠিক তা নয়, ক্লাবে যাইনি। এমনই ঘুরে বেড়িয়েছি, কি যে করেছি, কিছুই আমার মনে নেই। তোমারও দেখ্‌ছি কৌতূহল ত' কম নয়। কে কি করে বেড়াচ্ছে তা জানার ঝোঁক বেশী। আমি কিন্তু যা করি তা ভুলে যাওয়ারই চেষ্টা করি। আড়াইটের পর বাড়ি ফিরেছি। চাবীটা নিয়ে যেতে ভুলে গিছ্‌লাম,—চাকরকে ঘুম থেকে তুলে তবে দরজা খুলিয়েছি। তার কাছেই বরং সাক্ষ্য প্রমাণ পাবে।"

লর্ড হেনরী কাঁধ নেড়ে স্রাগ্‌ করে বল্লেন—"ভায়া হে, আমার তাতে কি এসে যায়,—চলো ওপরে ড্রয়িং রুমে যাওয়া যাক্‌। মিঃ চ্যাপমান, আর সেরী চাই না।—তোমার কি হয়েছে বলো ত' ডোরিয়ান ? আমাকে বলতেই হবে। আজ রাতে তুমি যেন অন্য ব্যক্তি।"

"আমার জন্য ভেবো না, আমি আজ বড় বদ মেজাজে আছি ভাই, কাল কিংবা পরশু এসে তোমার সংগে দেখা করে যাব। লেডী নরবরোকে আমার হয়ে বোলো, আমি আর ওপরে যাব না। এখন বাড়ি ফিরছি, বাড়ি আমাকে ফিরতেই হবে।"

"বেশ ডোরিয়ান, তাহলে কাল চায়ের আসরে আসতে পারবে ? ডাচেস্‌ কাল আস্‌বেন !"

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে ডোরিয়ান বল্‌ল—"চেষ্টা করবো হ্যারী।"

বাড়ি ফিরে এসে ডোরিয়ান বোঝে, যে-আতংকের ও কণ্ঠরোধ করেছে ভেবে আনন্দে ছিল, সেই আতংক আবার ওকে পেয়ে বসেছে। অন্ততঃ

কিছুকালের জন্য সে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল, সেই দৌর্বল্য এখনও কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি। যে সব বস্তু ভয়ংকর তা ধ্বংস করতে হবে। অথচ ঐ সব স্পর্শ করার কথা ভাবতেও ঘৃণা জাগে।

তবু ত' তা করতেই হবে, সে কথা ডোরিয়ান বোঝে। লাইব্রেরী ঘরের দরজা বন্ধ করেই দেয়ালগাত্রের যে গোপন কক্ষে বেসিল হলওয়ার্ডের পোষাক আর ব্যাগ রেখেছিল তা খুলে ফেলে। অগ্নিকুণ্ডে গন্‌গনে আগুন জলছে, তার ওপর আর একখণ্ড কাঠ চাপিয়ে দিল ডোরিয়ান,—বেসিলের জামা আর চামড়ার ব্যাগ পোড়ার বিশ্রী গন্ধে ঘর ভরে যায়। শেষটায় ডোরিয়ান অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, প্রায় অচৈতন্য হওয়ার উপক্রম। অবশেষে হাত ডুটি ও কপালটা কস্তুরী গন্ধ ভিনিগারে বেশ করে ধুয়ে ফেলল।

সহসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডোরিয়ান দেখ্‌ল বারোটা বাজতে কুড়ি। গুপ্ত কক্ষের দরজা বন্ধ করে সে শোবার ঘরে চলে গেল।

মধ্যরাত্রে ডোরিয়ান সাধারণ বেশে সজ্জিত হ'ল, গলায় একটা মফ্‌লার জড়ালো, তারপর নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

বন্‌ড ষ্ট্রীটে ভালো ঘোড়াওয়ালা একটা গাড়ি পাওয়া গেল। ডোরিয়ান তাকে ডেকে গাড়োয়ানকে একটা ঠিকানা বল্‌ল।

গাড়োয়ান মাথা নেড়ে বল্লে -"অ নে ক দূ র।"

ডোরিয়ান বল্‌ল—"এই নাও, একটা গিনি দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি গেলে আর একটা পাবে।"

লোকটি বল্ল—"জী হুজুর। এক ঘণ্টার ভেতর পৌঁছে দেব।" ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গাড়োয়ান নদীর দিকে গাড়ি চালাল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শীতল বৃষ্টি পড়্ছে, রাস্তার আলোগুলি ঝাপ্সা হয়ে গেছে, কুয়াশায় সেগুলির আকৃতি কেমন ভূতগ্রস্তের মত। শরাবখানাগুলি সবে বন্ধ হচ্ছে, এখানে ওখানে এক আধটা ভাঙা দলে বিভক্ত হয়ে নর-নারীরা একজোট হয়ে আলোচনা করছে। কোনো কোনো শরাব-খানা থেকে বীভৎস হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে, কোথাও আবার মাতালরা ভীষণ মাতলামি করছে।

কপালের ওপর হ্যাটটি নামিয়ে দিয়ে ঘোড়ার গাড়ির ভেতর বসে বিরাট শহরের এই লজ্জাকর অবস্থা সতৃষ্ণ নয়নে ডোরিয়ান, দেখছে। মনে মনে, প্রথম দর্শনে লর্ড হেনরী যে কথাটা বলেছিলেন সেই কথাটাই বার বার ভাব্ছে—"অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই আত্মাকে নিরাময় করতে পারে না,—তেমন অনুভূতিকেও আত্মা ছাড়া আর কেউ সুস্থ করতে পারে না।" সত্যি, এইটাই গোপন তত্ত্ব। প্রায়ই এই পদ্ধতিটা ও চেষ্টা করে দেখেছে। পুনরায় সেই কার্য করবে। আফিমের আড্ডা আছে, সেখানে গেলে বিস্মৃতিকে কেনা যায়, আতংকের আড্ডাও আছে, যেখানে প্রাচীন পাপের স্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করে নূতনতম পাপ।

আকাশের প্রান্তে চাঁদ ঝুলে আছে, যেন পীত রঙের মড়ার মাথার খুলি। মাঝে মাঝে হরেক রকম আকাশের মেঘ এসে তার লম্বা বাহু দিয়ে চাঁদকে ঢাকা দিচ্ছে। ক্রমেই গ্যাসের আলোর সংখ্যা কমে আসে। রাস্তা আরো ছোট আর বিষণ্ণ দেখায়। একবার গাড়োয়ানটা পথের গোলমাল করে ফেলেছিল। ফলে প্রায় আধমাইলটাক ভুল পথে গাড়ি চালাল। গাড়িটার পাশের জানালাগুলোয় কুয়াশা জমেছে।

"অনুভূতি দ্বারা আত্মাকে আর আত্মাকে অনুভূতি দ্বারা নিরাময় করতে হবে।" কথাগুলি কানে কিভাবে বাজছে! ওর আত্মা পীড়িত, অনুভূতি কি ওর আত্মাকে নিরাময় করতে পারবে? নিষ্পাপ রক্তপাত হয়েছে, কিসে তার প্রায়শ্চিত্ত? তার কোনো প্রায়শ্চিত্তই নেই। ক্ষমা যদি অসম্ভব হয়, বিস্মৃতি ত' আর অসম্ভব নয়। ভোলবার জন্য ডোরিয়ান দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সমস্ত বিষয়টি মন থেকে মুছে ফেলবে। সর্প দংশনের পর মানুষ যেমন সাপটাকেই মেরে ফেলে ও সেইভাবেই স্মৃতি-ধ্বংস করবে। সত্যি, বেসিল কোন অধিকারে ওকে অমন সব কথা বলেছিল? তাকে অপরের বিচারক করেছে? এমন সব কথা বলেছে যা ভয়ংকর এবং বিশ্রী। ওসব সহ্য করা যায় না।

ঘোড়ার গাড়ি চলেছে, চলেছে ত' চলেছে, যেন বড্ড আস্তে চলেছে, ওর অন্ততঃ তাই মনে হয়। ও মুখ বাড়িয়ে লোকটিকে আরো জোরে চালাতে বলে। আফিম সেবনের বাসনা তাকে পেয়ে বসেছে। ওর গলা শুকিয়ে আস্‌ছে। হাতগুলি কাঁপছে। ওর তাড়া দেখে গাড়োয়ান হাসে, জবাবে ডোরিয়ানও হাসে, লোকটি কিন্তু এবার নীরব।

পথ যেন আর ফুরায় না, অন্তবিহীন পথ। রাস্তাও যেন একটা মাকড়সার জাল। একঘেয়েমি আর ভালো লাগে না—যতই কুয়াশা বাড়ছে, ততই ওর মনে ভয় জাগ্‌ছে।

তারপর নিরালা ইটখোলা পার হয়ে গেল। কুয়াশা এখানে পাতলা। অদ্ভুত ধরণের বোতলাকৃতি ইট পোড়ানো কল আর তার আগুন দেখা যায়। একটা কুকুর ডাকতে থাকে, অনেক দূরে অন্ধকারে একটা সিন্ধু সারস মাঝে মাঝে ডাকছে। ঘোড়াটা কিসে হোঁচট খেয়ে থাম্‌ল—তারপর আবার পাশ কাটিয়ে ছোটে।

কিছুক্ষণ পরে মাটির রাস্তা পার হয়ে আবার কঠিন পথে গাড়ি ছোটে। অধিকাংশ জানালাই অন্ধকার। তবু মাঝে মাঝে কোনো

কোনো জানালায় অদ্ভুত ছায়া দেখা যায়। ডোরিয়ান সেদিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যেন পুতুল নাচের অতিকায় পুতুল, জীবন্ত মানুষের মত হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। ডোরিয়ান ওদের ঘৃণা করে। মনে মনে ওদের ওপর রাগ। মোড় ফিরতেই একটি স্ত্রীলোক একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কি যেন চীৎকার করে বল্‌ল—দুটো লোক প্রায় একশো গজ গাড়িটার পিছু পিছু ছুটে এল, ড্রাইভার ছপটি মেরে তাদের তাড়াল।

লোকে বলে কামনার ফলে লোকের চিন্তা একটা বৃত্তপথে ঘোরে। ঠোঁট কামড়ে বার বার ডোরিয়ান অনুভূতি আর অন্তর সম্পর্কিত সেই কথাগুলি ভাবে যতক্ষন না ওই কথার ভেতরই তার মনোভংগীর একটা অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছে, তার ভেতরই আবেগের একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সমর্থন পেয়েছে ততক্ষন তার চিন্তার আর শেষ নেই। এই সমর্থন ভিন্ন তার অন্তরের তীব্র আবেগ এখনও হয়ত ওর মেজাজকে আচ্ছন্ন রাখত। মস্তিষ্কের কোষ থেকে কোষান্তরে একমাত্র বাসনা ঘুরে বেড়ায়, সে বাসনা বেঁচে থাকার, মানুষের সকল ক্ষুধার মধ্যে এইটাই তীব্রতম। যে কুশ্রীতা একদা ওর ঘৃণার বস্তু ছিল, সেই কুশ্রীতাই আজ তার কাছে প্রিয়, যেহেতু তার মধ্যে অকৃত্রিম বাস্তবতা বর্তমান। কুশ্রীতাই হ'ল বাস্তবতা। স্বপ্নভরা ছায়া কিংবা সর্বপ্রকার আর্টের মনোরম আকৃতির চাইতে কর্কশ মাতলামো, নোংরা আড্ডাখানা, বিশৃঙ্খল জীবনের রূঢ় হিংসাবৃত্তি, অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। বিস্মৃতির জন্যই ওদের প্রয়োজন,—তিনদিনেই ও মুক্তি পাবে।

সহসা গাড়িটা একটা অন্ধকার গলির মুখে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। নীচু ছাত ও চিমনীর মাথা ছাড়িয়ে জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। শাদা কুয়াশায় অনেকগুলি অলৌকিক নৌকার পাল যেন বাতাসে ভাস্‌ছে।

গাড়োয়ান ধরা গলায় বল্‌ল—"এইখানেই কোথায় হবে, না স্যার ?" ডোরিয়ান জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চতুর্দিক লক্ষ্য করে বল্‌ল—"আচ্ছা এইখানে থাম্‌লেই হবে।" তারপর তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে ড্রাইভারকে প্রতিশ্রুতিমত অতিরিক্ত ভাড়া হাতে দিয়ে জাহাজঘাটার দিকে এগিয়ে যায়। এদিক ওদিক বিরাট বাণিজ্য জাহাজের মাস্তুলে এক আধটা বিরাট লণ্ঠন ঝুল্‌ছে। পঙ্কিল বদ্ধজলে আলোর ছায়া এসে পড়েছে। একটা বিদেশীগামী ষ্টিমারে কয়লা বোঝাই হচ্ছে, তার গা দিয়ে রক্তিম আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। জলসিক্ত ফুটপাথ যেন ভিজা বর্ষাতির মত চিক্‌চিক্ করছে।

সে তাড়াতাড়ি বাঁ দিকে ঢুকে পড়ে, মাঝে মাঝে আবার তাকিয়ে দেখে কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা,—সাত-আট মিনিটের মধ্যেই একটা ছোট্ট নোঙরা বাড়ির সামনে এসে পৌছল—তার দুপাশে দুই বিরাট কারখানা। বাড়িটার সর্বোচ্চ জানালায় একটা আলো জল্‌ছে। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে সে অদ্ভুতভাবে দরজায় ধাক্কা দিল। নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল। বিনা বাক্য ব্যয়ে ডোরিয়ান ভেতরে প্রবেশ কর্‌ল। হলঘরটির শেষে একটা ছিন্ন সবুজ রঙের পরদা ঝুল্‌ছিল, হাওয়ায় সেই পরদাটা দুল্‌ছে। পরদাটা সরিয়ে সে ভেতরে ঢুকলো, লম্বা ঘর, যেন একদা তৃতীয় শ্রেণীর নাচের আসর ছিল। দেয়ালগাত্রে অনেকগুলি প্রাচীন আয়না—তার উপর বিশ্রী গ্যাসের আলো প্রতিফলিত। আলোগুলির পিছনে চক্‌চকে টিন টাঙানো আছে, আলোর জোর বাড়াবার জন্য তাতে আবার গ্রীজ্ মাখানো। মেঝেতে করাতের গুঁড়ো, এখানে ওখানে একেবারে কাদার মত হয়েছে, কোনো কোনো জায়গায় মদের দাগ। কয়েকজন মালয়বাসী কাঠকয়লার আগুনের ধারে বসে হাড়ের পাশা নিয়ে খেলছে, কথা বলার সময় তাদের শাদা দাঁতগুলি ঝক্‌ঝক্ করছে। একদিকে কোণে হাতের ভেতর

মাথা গুঁজে একটি জাহাজী নাবিক বসে, ওদিক মদের বারে, দুটি কুৎসিত স্ত্রীলোক একটি বৃদ্ধকে পরিহাস করছে, বৃদ্ধ তার কোটের হাতটা ঝাড়ছেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ডোরিয়ানকে শুনিয়ে বল্ল! "ওঁর ধারণা লাল পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে।" লোকটি সভয়ে তার পানে তাকিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

ঘরের শেষ প্রান্তে একটি ছোট সিঁড়ি আছে, সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটি অন্ধকার ঘরে যাওয়া যায়। ডোরিয়ান তাড়াতাড়ি সেই নড়বড়ে সিঁড়িতে তিন ধাপ উঠতেই আফিমের গন্ধ পাওয়া গেল, ডোরিয়ান গভীর নিঃশ্বাস ফেলে - তার নাসারন্ধ্র আনন্দে ভরপুর। ঘরে ঢুকতেই পীতাভ চুলওলা জনৈক যুবক কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করে অভিবাদন জানালো, তার মুখে একটা লম্বা সরু পাইপ।

ডোরিয়ান বলে ওঠে—"এই যে আদ্রিয়ান, তুমি এখানে?"

সে বলে উঠ্‌ল,—"আর কোথায় যাবার আছে বলো, কে আমার সংগে এখন আর কথা বল্‌বে।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি ইংলণ্ড ছেড়ে গেছ।"

"ডার্লিংটন কিছু করবে না, আমার ভাই শেষটায় বিল শোধ করেছেন, জর্জ আমার সংগে কথা বলে না।...আমার তাতে কিছু এসে যায় না।" তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—"যতক্ষণ এই বস্তুটি আছে ততক্ষণ আর বন্ধুর প্রয়োজন নেই। আমার অনেক বন্ধুই ত' ছিল।"

ডোরিয়ান চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল, বীভৎস ভংগীতে ছিন্ন সতরঞ্চের ওপর কুৎসিত আকৃতির বস্তু পড়ে আছে। বাঁকানো হাত পা, খোলা মুখ, ঔজ্জ্বল্যহীন চোখ, তার বেশ ভালো লাগ্‌ল। অদ্ভুত এক স্বর্গে পৌঁছে তারা দুর্ভোগ ভোগ করছে—আর কোন নরক থেকে নূতন আনন্দের রহস্যের সন্ধান পাচ্ছে। ওর চাইতেও অনেকাংশে এরা ভালো আছে। ওর চিন্তার বিষে সে জর্জরিত। স্মৃতি ভয়ংকর

ব্যাধির মত ওর আত্মাকে দংশন করছে। তবু ওর মনে হয় এখানে থাকা চলে না, এড্রিয়ান সিংলটনের উপস্থিতি ওর কাছে পীড়াদায়ক। এমন জায়গায় যেতে চায় যেখানে কেউ জানবে না, চিনবে না। নিজের কাছ থেকেই সে পালিয়ে বাঁচতে চায়।

কিছুক্ষণ থেমে সে বল্‌ল—"আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি।"

"কোথায়—Wharf ?"

"হ্যাঁ।"

সেই পাগলীটা নিশ্চয়ই ওখানে আছে, ওকে আজকাল আর এখানে আনে না।"

ডোরিয়ান কাঁধ নেড়ে বল্‌ল—"আমার মেয়ে মানুষে অরুচি ধরে গেছে, বিশেষ করে যারা ভালোবাসে, যে সব স্ত্রীলোক ঘৃণা করে তারা বরং ভালো। তাছাড়া ওখানকার মাল ভালো।"

"একই ব্যাপার।"

"আমি ভালোবাসি কিন্তু! এসো না—কিছু টানা যাক্,—আমার একটা কিছু চাই।"

এড্রিয়ান বল্‌ল—"আমার কিছুই চাই না।"

"আরে তাতে আর কি!"

এড্রিয়ান সিংলটন ক্লান্ত পদে উঠে ডোরিয়ানের সংগে বারে বস্‌ল। পাগড়ী মাথায় একটা ট্যাস ব্রাণ্ডির বোতল আর গ্লাস টেবিলে রাখার সময় অদ্ভুতভাবে অভিবাদন জানালো। মেয়েরা উঠে এসে বক্‌বক্ সুরু করল। ডোরিয়ান তাদের পিছন করে এড্রিয়ানকে চুপে চুপে কি যেন বল্‌ল।

বঙ্কিম হাসি হেসে একটি স্ত্রীলোক বলে উঠ্‌ল—"আজ আর আমাদের গর্বের সীমা নেই।"

মাটিতে পা ঠুকে ডোরিয়ান বল্‌ল—"ভগবানের দোহাই আজ

আমার সংগে কথা বোলোনা। কি চাও? টাকা? এই নাও। আমার সংগে আর কথা বোলোনা।”

স্ত্রীলোকটির চোখটা সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল—তারপর আবার ম্লান হয়ে গেল। মাথা নেড়ে সে কাউন্টার থেকে লুব্ধ আঙুল দিয়ে টাকাটা তুলে নেয়, তার সঙ্গিনী তার পানে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

এড্রিয়ান সিংলটন বলে ওঠে—“আমাকে ওসব বলে লাভ নেই ভাই, আমি আর ফিরতে চাই না। কি এসে যায়--আমি এখানে বেশ আছি।”

কিছুক্ষণ থেমে ডোরিয়ান বল্‌ল - তাহলে প্রয়োজন হলে আমাকে চিঠি দেবে বলো।”

“তা হয়ত দেব।”

“আচ্ছা—গুড্‌ নাইট।”

রুমাল দিয়ে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে সিঁড়ির ধারে এসে তরুণটি বল্‌ল··· “গুড্‌ নাইট।” মুখে বেদনার আভাস নিয়ে ডোরিয়ান দোর গোড়ায় এগিয়ে গেল। পর্দাটা সরাতেই পিছন থেকে সেই স্ত্রীলোকটি, যে টাকা নিয়েছিল, বীভৎস অট্টহাস্য করে উঠে। কর্কশ কণ্ঠে বল্‌ল—“শয়তানটা পালাচ্ছে।”

ডোরিয়ান বল্‌ল—“চুলোয় যাও,—আমাকে ও কথা বোলোনা।”

আঙুল নেড়ে স্ত্রীলোকটি বল্‌ল—“তবে কি বল্‌ব ‘রাজকুমার’? সেই নামটাই তোমার ভালো না রাজপুত্তুর?”

স্ত্রীলোকটির কথা শুনে সেই তন্দ্রাতুর নাবিকটি উঠে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে তাকাল, হলের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ যেন তার কানে এসে বাজ্‌লো—সে তাড়াতাড়ি পিছনে ছুটলো।

টিপ টিপে বৃষ্টিতে জাহাজঘাটার পথে ডোরিয়ান সজোরে পা

চালিয়েছে। আজ এইভাবে এড্রিয়ান সিংলটনের সংগে দেখা হওয়ায় সে বিশেষ আকুল হয়ে পড়েছে। সে ভাবছে এই তরুণের সর্বনাশের জন্য সত্যই কি সে দায়ী। বেসিল হল্ওয়ার্ড ত' অপমান করার জন্য এই কথাই বলেছিল। ঠোঁট কামড়ে ধরে ডোরিয়ান, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তার চোখে বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে। কিন্তু যাই হোক্, কি এসে যায় ওর? জীবন অতি সংক্ষিপ্ত, তার মধ্যে অপরের ত্রুটির বোঝা নিজের ঘাড়ে চাপানোর অবসর কই? প্রতিটি মানুষের নিজস্ব জীবন আছে আর সেই জীবনের জন্য মূল্যও তাকে দিতে হয়। তবে দুঃখ এই যে একটিমাত্র পাপের জন্য এতবার মূল্য দিতে হয়। বার বারই মূল্য দিতে হয়। মানুষের সংগে কারবারে মহাকাল কখনও হিসাব সহজে মেটায় না।

মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন এমন সব মুহূর্ত আছে যখন পাপের জন্য, অর্থাৎ পৃথিবী যাকে পাপ বলে, মনে একটা প্রচণ্ড আবেগ জাগে। তখন দেহের প্রতিটি তন্ত্রী, মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ একটা ভীতিজনক ভাবাবেগে আকুল হয়ে ওঠে। নর-নারীর এই সময় আর চিন্তার স্বাধীনতা থাকে না। স্বয়ংচালিত হয়ে ভয়ংকর পরিণতির পথে তারা এগিয়ে চলে। বাদবিচারের শক্তি অন্তর্হিত হয়, বিবেকের মৃত্যু ঘটে, বিবেক যদি থাকে ত' তা বিদ্রোহের ইন্ধন জোগায়—অবাধ্যতাকে মাধুর্যময় করে তোলে। প্রেততাত্ত্বিকরা বলে, সকল পাপের উৎপত্তি অবাধ্যতায়। পাপের প্রভাতী তারা যখন আকাশ থেকে পড়েছিল—সে বিপ্লবী হিসাবেই খসে পড়েছিল।

অশান্ত, উদাসীন, পাপের দিকে সমস্ত মন ঢেলে দিয়ে, বিপ্লব-বুভুক্ষু ডোরিয়ান দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু যে কুখ্যাত আড্ডায় চলেছে তারই সোজা পথ হিসাবে যে খিলানের তলাটা ও বরাবর ব্যবহার করত, সেখানে পৌঁছতেই কে যেন গলাটা চেপে ধরল।

প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় ডোরিয়ান কিছুক্ষণ পরে অতিকষ্টে সেই কঠিন আঙুলের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে। এক সেকেণ্ড পরে দেখা গেল একটা চক্‌চকে পিস্তল ওর মাথাটা লক্ষ্য করে উদ্যত—সামনে একটা বেঁটে ও মোটা সোটা লোক দাঁড়িয়ে।

হাঁফাতে হাঁফাতে ডোরিয়ান বলে ওঠে "কি চাও তুমি ?" লোকটা বলে "চোপরও, এতটুকু নড়েছ ত' তোমাকে গুলী কর্‌ব !"

"তুমি উন্মাদ ! আমি তোমার কি করেছি ?"

লোকটি জবাবে বল্‌ল—"তুমি সিবিল ভেনের জীবনটা নষ্ট করেছ – সিবিল আমার বোন। সে আত্মহত্যা করেছে বটে, কিন্তু আমি জানি তার মৃত্যুর কারণ তুমি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম তোমাকে আমি খুন কর্‌বো, আজ সেইদিন উপস্থিত। দীর্ঘকাল তোমাকে খুঁজছি, কিছুতেই সন্ধান করতে পারি নি। যে দুজন তোমাকে জান্‌ত তারা আজ মৃত। ভগবানের নাম স্মরণ কর, আজ রাতে তোমার মৃত্যু।

ভয়ে ডোরিয়ান বিবর্ণ হয়ে অতি কষ্টে বল্‌ল—"তুমি পাগল, আমি ত' তাকে জানতাম না, কখনো নামও শুনিনি।"

"বরং অপরাধ স্বীকার করো, আমি যদি জেমস ভেন হই, আজ তোমার মৃত্যু অবধারিত।"

ভয়ংকর মুহূর্ত, কি যে বল্‌বে আর কি যে করবে ডোরিয়ান ভেবে পায় না—লোকটি আবার বলে ওঠে—"হাঁটু মুড়ে বসো, আমি এক মিনিট সময় দেবো, ভগবানের নাম নাও। ব্যস্‌···আজ রাতেই আমাকে জাহাজে চড়তে হবে, ভারতবর্ষে যেতে হবে, তার আগে এই কাজটা করতে হবে। এক মিনিট ব্যস্‌।"

ডোরিয়ানের হাত দুটি অবশ হয়ে পড়্‌ল—আতংকে সে যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, কি যে করবে সে ভেবে পায়না, সহসা একটা

উদ্দাম আশা তার মাথায় জাগ্‌ল। সে বলে উঠ্‌ল -- "থামো! তোমার বোন কতদিন মারা গেছেন? বলো, শীগ্‌গীর বলো!"

সে বল্‌ল – "আঠারো বছর, কেন? সে কথা জান্‌তে চাইছ কেন? সময় নিয়ে তোমার কি হবে?"

ডোরিয়ানের মুখে বিজয়ের দীপ্ত হাসি,—সে বলে উঠ্‌ল—"আঠারো বছর, আ ঠা রো ব ছ র! আলোর নীচে গিয়ে আমার মুখটা দেখ দিকি!"

কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে জেমস্ ভেন ইতস্ততঃ করে, তারপর সে ডোরিয়ানকে ধরে টেনে আলোর নীচে নিয়ে গেল।

বাতাসাহত ম্লান আলোক, কিন্তু তার মধ্যে ত্রুটীটুকু অন্ততঃ বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, যাকে সে খুন করতে চায় এ নিশ্চয়ই সে মানুষ নয়, কারণ এর দেহে এখনও কৈশোরের সুষমা, যৌবনের অকলংক পবিত্রতার ছাপ, কুড়ি বছরের ছোকরা বলে মনে হয়। যদি বেশী হয়, তাহ'লে তার চেয়ে সামান্যই কিছু বেশী। দীর্ঘকাল আগে ওর বোন যে বয়সে মারা গিয়েছে এখনই লোকটির বয়স তার কিছু বেশী। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সিবিলের জীবন যে নষ্ট করেছে এই ব্যক্তি সেই লোক নয়।

গলা থেকে হাতটা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায় জেমস্ ভেন। সে বলে ওঠে—"হা ভগবান! আর একটু হলেই দেখ্‌ছি তোমাকে খুন করতাম!"

ডোরিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আর একটু হ'লেই একটা ভীষণ অপরাধ করতে দেখ্‌ছি। এইবার শিক্ষা হ'ল ত'—আর কখনো নিজের হাতে প্রতিশোধ নিতে যেও না।"

জেমস্ ভেন মৃদুগলায় বল্‌ল—"মাফ করবেন স্যার, আমি ঠকেছি। ঐ আড্ডায় বসে একটা কথা হঠাৎ কানে এল, তাই ভুল করে ফেলেছি।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডোরিয়ান বল্‌ল—"বাড়ি চলে যাও, পিস্তলটা সরিয়ে ফেল, নইলে শেষটায় বিপদে পড়ে যাবে।' এই বলে সে ধীরে গলিপথে চলতে সুরু করে।

ভীত সন্ত্রস্ত জেমস্ ভেন চুপ করে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তার আপাদমস্তক কম্পমান। কিছুক্ষণ পরে পাঁচীলের ধার থেকে যে কালোছায়া উঁকি দিচ্ছিল সে আলোয় বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে ওর পাশে দাঁড়াল। জেমস্ কাঁধে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে সচকিত হয়ে পিছনে তাকাল। বারে যে দুটি স্ত্রীলোক মদ্যপান করছিল তাদেরই একজন।

ওর মুখের কাছে তার বিশ্রী মুখখানা এগিয়ে এনে সে চুপিচুপি প্রশ্ন করল – "একেবারে শেষ করে দিলে না কেন? আমি জান্‌তাম 'ডালি'র আড্ডা থেকে বেরিয়ে তুমি ওরই পিছু নিয়েছ! তুমি অতি বোকা! ওকে খুন করা উচিত ছিল! ওর অনেক টাকা, আর অতি খারাপ – অতি বদ লোক।"

জেমস্ বল্‌ল—"আমি ঠিক ঐ লোকটির সন্ধানে নেই, আর কারো টাকায় আমার প্রয়োজন নেই। আমি একটি লোকের জীবন চাই। লোকটার বয়স এতদিনে চল্লিশ হবে। এই লোকটা একরকম বালক বল্লেই চলে। ভগবানের দয়ায় ওর রক্ত হাতে মাখ্‌তে হ'ল না।"

স্ত্রীলোকটি হেসে উঠে ঢঙ করে বল্‌ল—"আহা! বালক বল্লেই চলে! 'রাজপুত্তুর' আঠারো বছর আগে যে কীর্তি করেছে তার ফলেই আজ আমার এই অবস্থা।"

জেমস্ ভেন বল্‌ল – "তুমি মিথ্যা বলছ!"

আকাশের দিকে হাত তুলে স্ত্রীলোকটি বল্‌ল—"ভগবানের দোহাই, আমি সত্য বল্‌ছি।"

"ভগবানের দোহাই?"

"যদি সত্য না হয়, আমি যেন বোবা হয়ে যাই। ওরকম শয়তান

আর একটিও এখানে আসে না। লোকে বলে ওই মুখখানার জন্য শয়তানের কাছে ও সব বিকিয়ে দিয়েছে। আঠারো বছর আগে ওর সংগে দেখা হয়, তখন থেকে লোকটা একটুও বদ্‌লায়নি। অথচ আমি কত বদ্‌লে গেছি।" ক্ষীণ কণ্ঠে স্ত্রীলোকটি বল্‌ল।

"তুমি দিব্যি কেটে বল্‌ছ!"

"দিব্যি কাট্‌ছি!" স্ত্রীলোকটির কর্কশ কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হ'ল। "কিন্তু ওর কাছে আমাকে ধরিয়ে দিও না। আমি ওকে ভয় করি। কিছু টাকা দাও না, রাতটায় কোথাও গিয়ে মাথা গুঁজি।"

কি একটা শপথ বাক্য উচ্চারণ করে জেমস্ ভেন গলির কোণে দৌড়ল, কিন্তু ততক্ষণে ডোরিয়ান গ্রে অদৃশ্য হয়েছে। যখন পিছন ফিরে তাকাল ততক্ষণে স্ত্রীলোকটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক সপ্তাহ পরে সেলবী রয়্যালের উদ্ভিদ্‌কক্ষের সামনে বসে সুন্দরী ডাচেস্ অব মনমাউথের সংগে কথা কইছে ডোরিয়ান গ্রে, পাশে তাঁর স্বামী, প্রায় ষাটবছরের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও অন্যান্য আমন্ত্রিতদের সংগে উপস্থিত। চায়ের সময়, লেস্-সজ্জিত টেবিল ল্যাম্পের আলো চিনেমাটির চায়ের পেয়ালা আর পেটা রূপার কেৎলীতে পড়ছে, ডাচেস্ সব দেখাশোনা করছেন। তাঁর শুভ্র হাতদুটি কাপগুলির ভেতর ভ্রাম্যমান, ডোরিয়ান কানে কানে কি যেন বল্‌ল, ডাচেসের রাঙা ঠোঁটে তাই হাসির রেখ। লর্ড হেনরী সিলক্‌মণ্ডিত একটা বেতের চেয়ারে অর্ধশায়িত ভংগীতে শুয়ে ওদের লক্ষ্য করছেন। পীতরঙের একটা ডিভানে বসে লেডী নরবরো ডিউকের মুখনিসৃত ব্রেজিলদেশীয় ঝিঁঝিঁ পোকার বৃত্তান্ত, মন দিয়ে শোনার ভান করছেন, এই ঝিঁঝিঁ পোকাটি ডিউকের নবতম সংগ্রহ। সুন্দর স্মোকিং সুটে সজ্জিত তিনটি তরুণ কয়েকজন মহিলাকে কেক বিতরণে ব্যস্ত। এই বাগানপার্টিতে মাত্র বারজন উপস্থিত। পরদিন আরো কয়েকজন আসার কথা।

টেবিলের ধারে উঠে এসে কাপটা নামিয়ে রেখে লর্ড হেনরী বল্লেন—"কি বল্‌ছ তোমরা দুজনে?" ডোরিয়ান তোমাকে নিশ্চয়ই সব কিছুর নাম পরিবর্তনের যে প্ল্যান করেছি, তা বলেছে। ভারী চমৎকার আইডিয়া!"

তাঁর পানে চমৎকার চোখটি মেলে ডাচেস জবাবে বল্লেন—"আমি আর নতুন নাম চাই না হ্যারী, আমার এই নামেই আমি খুব খুসী। আর আমার বিশ্বাস মিঃ গ্রেও ওঁর নামে সন্তুষ্ট।"

"গ্ল্যাডিস্, তোমাদের কারো নামই আমি বদ্লাতে চাইনা। দুটো নামই ত' ভালো। আমি ফুলের কথা ভাব্ছি। কালকে আমার বাটনহোলের জন্য একটা অর্কিড তুলেছিলাম,—চমৎকার বুটিদার ফুল, যেন সাতটি ভয়ংকর পাপের মতোই মনোহর। না ভেবে চিন্তে মালিটাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি নাম ফুলটার। সে বল্ল—'রবিনসনিয়া'র এটা একটা চমৎকার নমুনা। অন্ততঃ ঐরকম কি একটা বীভৎস নাম বল্ল—আমরা ভালো নামকরণ করতে একদম ভুলেই গেছি। নামই হচ্ছে সব, তার কাজের ব্যাপার নিয়ে আমি তত মাথা ঘামাইনা। আমার ঝগড়া হল শব্দ নিয়ে—এইজন্যই সাহিত্যে অশ্লীল বাস্তবতা আমি পছন্দ করি না। যে মানুষ কোদালকে কোদাল বলে তাকে একটা কোদাল ব্যবহারও করতে হবে। শুধু সেই কাজেরই তিনি উপযুক্ত।

ডাচেস বল্লেন—"তাহ'লে তোমাকে কি নামে ডাক্‌ব হ্যারী।"

ডোরিয়ান বল্ল—"উনি স্ব-বিরোধী উক্তির মহারাজকুমার।"

ডাচেস বল্লেন—"আমি কিন্তু ওঁকে একটুতেই বুঝতে পারি।" চেয়ারে বসে পড়ে লর্ড হেনরী হেসে বল্লেন—"আমি ওসব শুনতে চাইনা। লেবেলের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। আমি তাই কোনো উপাধিই চাই না।"

সুন্দর ঠোঁট থেকে হুঁসিয়ারী নির্গত হল—"রাজারা তা'বলে ত' আর সিংহাসন ছাড়বেন না।"

"তুমি তাহ'লে বল্‌ছ সিংহাসন আঁকড়ে বসে থাক্‌ব ?"

"হ্যাঁ।"

"কাল তাহ'লে সত্যি কথা বল্‌ব !"

ডাচেস বল্লেন—"আজকের যা ত্রুটি তাই আমি ভালবাসি।"

ডাচেসের মনোভংগীর ধরা দেওয়া ভাব লক্ষ্য করে লর্ড হেনরী বল্লেন—"তুমি আমকে নিরস্ত্র করলে গ্ল্যাডিস্।"

"শুধু ঢাল কেড়ে নিয়েছি—বর্শাটা ত' আর কাড়িনি।"

হাতটি আন্দোলিত করে লর্ড হেনরী বল্লেন—"আমি সুন্দরীর বিপক্ষে লড়ি না।"

"ঐটাই তোমার ভুল হ্যারী, সৌন্দর্যকে তুমি একটু বেশী মূল্য দাও।"

"ওকথা কি করে বল্‌ছ? স্বীকার করি অবশ্য ভালো হওয়ার চেয়ে সুন্দর হওয়াই ভালো। তবে একথাও বল্‌ব কুৎসিত হওয়ার চাইতে বরং ভালো হওয়াই ভালো।"

ডাচেস্ বল্লেন - "তাহ'লে কুৎসিত হওয়াটা দেখ্‌ছি সাতটি ভয়ংকর পাপের অন্যতম! তাহ'লে অর্কিড সম্পর্কে উপমাটার কি হ'ল?"

"কুশ্রীতা সাতটি ভয়ংকর সদ্‌গুণের অন্যতম গ্ল্যাডিস্। তুমি ত' একজন মহৎ টোরী। তুমি আর তার দরটা কমিয়ে দিওনা। বীয়ার, বাইবেল আর সাতটি ভয়ংকর সদ্‌গুণ, আজ যা ইংলণ্ডকে দেখ্‌ছ তাই হয়ে উঠ্‌তে সাহায্য করেছে।"

ডাচেস্ বল্লেন—"তুমি তাহলে স্বদেশকে ভালোবাসো না?"

"আমি ত' সেই দেশেই বাস করি।"

"যাদ্বারা আরো বেশী করে তার নিন্দা করতে পারো!"

"তাহলে কি সারা য়ুরোপের রায় এনে হাজির করবো?"

মাথা নেড়ে ডাচেস্ বল্লেন—"জাতির বৈশিষ্ট্যে আমি বিশ্বাসী।"

"অন্ততঃ সেটা হল এগিয়ে যাওয়ার একটা স্মারক।"

"তার একটা ক্রমোন্নতি আছে।"

"ক্ষয় কিন্তু আমাকে আরো আকৃষ্ট করে।"

ডাচেস্ বল্লেন – "তাহলে আর্টের সম্বন্ধে বক্তব্য কি?"

"আর্ট একটা ব্যাধি।"

"প্রেম!"

"একটা ধাঁধা। মায়া মরিচীকা।"

"ধর্ম ?"

"বিশ্বাসের একটা ফ্যাসনদোরস্ত প্রতিনিধি !"

"তুমি একটা নাস্তিক !"

"কখনই নয়, নাস্তিকতাতেই হ'ল বিশ্বাসের সূত্রপাত।"

"তুমি তাহলে কি ?"

"সংজ্ঞা বেঁধে দেওয়া মানে সীমার গণ্ডীতে আটকে রাখা।"

"একটা কিছু সূত্র দাও।"

"সূত্র হারিয়ে যাবে, গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরবে।"

"তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করছ, বরং অন্য কোনো কথা বল।"

"আমাদের গৃহস্বামী স্বয়ং একটি বিষয়, অনেকদিন আগেই ওর নামকরণ হয়েছিল 'রাজপুত্তুর', রূপকথার রাজপুত্তুর।

ডোরিয়ান গ্রে বলে উঠ্‌ল—"আঃ, ওসব কথা কেন, ও আর মনে করিয়ে দিও না ভাই।"

ডাচেস্ একটু রঙ ফলিয়ে বল্লেন—"আজ সন্ধ্যায় আমাদের হোষ্ট্ যেন কেমনতরো হয়ে আছেন! আমার ত' মনে হয় ওঁর ধারণা যে মনমাউথ্ আমাকে আধুনিক প্রজাপতির একটা নমুনা হিসাবে নিছক বৈজ্ঞানিক কারণেই বিবাহ করেছেন।"

হেসে ডোরিয়ান বলে উঠ্‌ল—"এখন আপনার গায়ে তিনি প্রজাপতি হিসাবে পিন না ফোটালেই হয়।"

"আমার ঝি-টা রেগে গেলে প্রায়ই সে কার্য করে।"

"কি নিয়ে তার রাগ হয় ডাচেস্ ?"

"খুবই সামান্য কারণ মিঃ গ্রে। সাধারণতঃ নটা বাজতে দশমিনিটে যখন তাকে ডেকে বলি সাড়ে আটটার ভেতর পোষাক পরিয়ে দাও, তখনই সে রাগে বেশী।"

"আহা—ভারী অন্যায় ত'। তাকে সাবধান করে দেবেন।"

"সে আর পারি কই মিঃ গ্রে। সে আমার জন্য চমৎকার হ্যাট আবিষ্কার করে। লেডী হিলষ্টোনের গার্ডেন পার্টিতে যেটা পরেছিলাম মনে আছে? নিশ্চয়ই মনে নেই—তবু আপনি মনে আছে বল্‌ছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ! সে একেবারে ফাঁকি দিয়ে সেই হ্যাটটা বানিয়েছিল। সকল ভালো হ্যাটই ঐভাবে ফাঁকি দিয়ে তৈরী করা যায়।"

বাধা দিয়ে লর্ড হেনরী বল্লেন—"সর্বপ্রকার সুযশের মত জনপ্রিয় হ'তে হলেই মানুষটিকেও মাঝারি দরের হতে হয়।"

ডাচেস্ মাথা নেড়ে বল্লেন—"মেয়েদের বেলায় তা নয়, মেয়েরাই পৃথিবীটা চালায়। আমি আপনাকে বলতে পারি মাঝারি ধরণের মানুষ আমরা মোটেই ভালোবাসি না।"

ডোরিয়ান বলল—"আমার ত' মনে হয় না অন্য কিছু করে থাকি।"

কৃত্রিম বিষাদভরে ডাচেস্ বলে উঠ্‌লেন—"অর্থাৎ আপনি কখনও কাউকে প্রকৃত ভালোবাসেন না।"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"আচ্ছা গ্ল্যাডিস্—কি করে একথা বল্‌ছ। পুনরাবৃত্তিতেই রোমান্স বেঁচে থাকে। আর পুনরাবৃত্তি একটা তৃষ্ণাকে আর্টে রূপান্তরিত করে। তাছাড়া যতবারই মানুষ ভালোবাসুক, ভালো সে একবারই বাসে। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতায় কামনার একনিষ্ঠতা পরিবর্তিত হয় না। এতে বরং সেটি আরো গভীর হয়। জীবনে একটা বড় দরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারলেই আমরা যথেষ্ট মনে করি, কিন্তু জীবনের রহস্য হোল সেই অভিজ্ঞতাটি বারবার প্রকাশ করা।"

ডাচেস্ একটু থেমে বল্লেন—"এমনকি তদ্বারা আহত হলেও কি এই কথা খাটে?"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"আহত হলেই ত' আরো বেশী করে এই কথাটাই খাট্‌বে।"

ডোরিয়ান গ্রের মুখের পানে অদ্ভুত ভংগীতে তাকিয়ে ডাচেস্ প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি বলেন মিঃ গ্রে ?"

ডোরিয়ান একটু ইতস্ততঃ করে তারপর মাথাটি চেয়ারে হেলিয়ে দিয়ে হেসে বলল—"আমি বরাবরই হ্যারী যা বলে তাতেই রাজী।"

"এমন কি ভুল বল্লেও ?"

"হ্যারীর কোনোদিন ভুল হয় না ডাচেস্।"

"ওর ফিলজফিতে কি আপনি সুখী!"

"আমি কখনও সুখ চাই নি! কে চায় সুখ! আমি চাই আনন্দ। আনন্দের খোঁজেই ঘুরেছি।"

"পেয়েছেন ত' মিঃ গ্রে ?"

"অনেক—অ নে ক বা র!"

ডাচেস্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন—"আমি খুঁজছি শান্তি, এখনই গিয়ে যদি পোষাক না করি তাহলে এই সন্ধ্যায় আর শান্তি লাভ হবে না।"

"তাহলে আপনার জন্য কিছু অর্কিড এনে দিই।" এই বলে ডোরিয়ান চলে গেল।

লর্ড হেনরী তাঁর আত্মীয়াকে বল্লেন—"তুমি ওর সংগে একটু বেশীরকম বাড়াবাড়ি করছ, একটু সাবধান হওয়া ভালো। ছেলেটার আকর্ষণ বড় ভয়ংকর।"

"তা যদি না হ'ত, তাহলে ত' কোনো দ্বন্দই থাক্‌ত না।"

"একেবারে কাঠে কাঠে, গ্রীকে আর গ্রীকে লড়াই, তারপর ?"

"আমি ট্রোজানদের দিকে, তারা স্ত্রীলোকের জন্য লড়েছিল।"

"হেরেও গিয়েছিল।"

"ধরা পড়ার চাইতেও খারাপ ব্যাপার আছে।" ডাচেস্ বল্লেন।

"আলগা বলগায় ঘোড়াকে কদমে ছোটাচ্ছো তুমি।"

জবাব এল—"প্রতি কদমেই ত' জীবন।"

"আজ রাতে ডায়েরীতে কথাটা লিখব।"

"কি কথা ?"

"আগুনে পোড়া শিশু আগুন ভালোবাসে।"

"দুঃসাহসিক কাজে এখনও আমার কোনো ক্ষতি হয় নি, ডানা অক্ষত আছে।"

"ওড়া ছাড়া আর সব ব্যাপারেই ত' ডানা চালাও তুমি।"

"পুরুষের কাছ থেকে মেয়েদের হাতে সাহস চলে এসেছে। এটা আমাদেরই অভিজ্ঞতা।"

"তোমার আবার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী আছে।"

"কে ?"

হেসে চুপি চুপি বল্লেন লর্ড হেনরী –"লেডী নরবরো, তিনিও ডোরিয়ানকে পূজা সুরু করেছেন।"

"তাই ত'! মনে ভয় ধরিয়ে দিলে, আমরা যারা রোমান্স-বিলাসী তাদের কাছে প্রাচীনত্বটাই মারাত্মক।"

"রোমান্স-বিলাসী ? তোমার দেখ্ছি সবটাই বেশ বিজ্ঞানসম্মত।"

"পুরুষদের কাছেই ত' শিক্ষা।"

"শিক্ষা দিয়েছে বটে, বুঝিয়ে দেয় নি।"

প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন ডাচেস্—"আমাদের তাই 'সেকস্' নামেই পরিচয়।"

"অর্থাৎ রহস্যহীন স্ফিংকস্ আর কি ?"

ওর দিকে সহাস্যে তাকিয়ে ডাচেস্ বল্লেন—"কিন্তু মিঃ গ্রের বড় দেরী হচ্ছে, চলো যাই ওঁকে সাহায্য করা যাক্, আমি ত' আবার ফ্রকের রঙটাও বলিনি।"

"আঃ—ওর ফুলটা দেখেই না রঙ মিলিয়ে ফ্রক পরো গ্ল্যাডিস্।"

"সেটা হবে অকালে আত্মসমর্পন।"

"রোমাণ্টিক আর্টের স্থচনাতেই থাকে চরমতম মুহূর্ত।"

"অন্ততঃ পালাবার পথটা রেখে দিতে হবে।"

"পার্থীয় ভংগীতে?"

"তারা মরুভূমিতে নিরাপত্তা পেয়েছিল—আমি ত' আর তা পারবো না।"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"স্ত্রীলোকরা ত' আর সব সময় বেছে নেবার স্থযোগ পায় না, কিন্তু কথাটা শেষ হবার আগেই উদ্ভিদ্‌শালা থেকে একটা গোঙানি আওয়াজ শোনা গেল, সেই সংগে একটা ভারী দ্রব্য-পতনের শব্দ। সকলেই সচকিত হয়ে উঠ্‌লেন। ডাচেস ত' আতংকে নিশ্চল। সভয় দৃষ্টিতে লর্ড হেনরী পামগাছের পাতার ভেতর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখ্‌লেন টালির ওপর মুখ থুবড়ে ডোরিয়ান পড়ে আছে, প্রায় যেন মুমূর্ষু অবস্থা।

তখনই তাকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে গিয়ে সোফায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। অনেকক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে চোখ মেলে ডোরিয়ান।

সে বলল—"কি হয়েছিল? ওঃ মনে পড়েছে! আমি কি এখন নিরাপদ হ্যারী!" ডোরিয়ানের সারা শরীর কম্পমান।

লর্ড হেনরী বল্লেন—"তুমি শুধু অজ্ঞান হয়ে গিছ্‌লে, খুব বেশী পরিশ্রম হয়েছে দেখ্‌ছি। ডিনারে বরং তুমি এসোনা। আমি না হয় তোমার হয়ে সব দেখ্‌ব।"

জোর করে উঠে দাঁড়িয়ে ডোরিয়ান বলল—"না—না আমি আস্‌ব, আমার একা থাকা চল্‌বে না।"

ঘরে গিয়ে পোষাক কর্‌ল ডোরিয়ান। সেদিন ভোজের টেবিলে ওর যদিও উদ্দামতা ছিল তবু যেন মাঝে মাঝে কেমন আতংকিত হয়ে উঠ্‌ছিল।

শাদা রুমালের মত কাঁচের জানালার ভেতর থেকে জেমস্ ভেনের মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন ডোরিয়ান বাড়ি থেকে কোথাও গেল না, বেশীরভাগ সময় নিজের ঘরেই কাটিয়ে দিল। মৃত্যু ভয়ে সে উৎপীড়িত অথচ জীবনেও সে উদাসীন হয়ে উঠেছে। যেন সে প্রেতগ্রস্ত হয়েছে, কারা তার পিছু নিয়েছে, ওকে একেবারে পেয়ে বসেছে। কোথাও এতটুকু পরদা যদি নড়ে তাহ'লে সে চমকে ওঠে। জানালার কাঁচে যে সব শুক্নো পাতা ঝরে পড়ে সে যেন ওরই অপচয়িত সংকল্প আর আকুল অনুশোচনা। চোখ বন্ধ করলেই কুয়াশা মাখানো কাঁচের জানালার সেই নাবিকের মুখখানা ভেসে ওঠে, আর তখনই ওর বুকটা আতংকে কেঁপে ওঠে।

কিন্তু হয়ত তার কল্পনাই রাতের অন্ধকারে প্রতিশোধকে ডেকে আনে, চোখের সামনে ভয়ংকর শাস্তির বিভীষিকা নানা আকারে ভেসে ওঠে। প্রকৃত জীবন কোলাহলে বোঝাই, তবু কল্পনার ভেতরে একটা নিদারুণ যুক্তি আছে। কল্পনাই পাপের পদতলে আমাদের বিষণ্ণতাকে অাঁকড়ে ধরে। কল্পনার দ্বারাই প্রতিটি অপরাধের কদাকার চিন্তা সহ্য করা সহজ হয়। সাধারণ জগতে যে দুর্বৃত্ত তার শাসন হয় না, যে সৎ সে পুরস্কৃত হয় না। যে প্রবল? সেই সাফল্য লাভ করে, আর যে দুর্বল তার অদৃষ্টেই মেলে অসাফল্য। এই পর্যন্ত। তাছাড়া কোনো অপরিচিত মানুষ যদি বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায় তাহ'লে নিশ্চয়ই দাসী-চাকরের নজরে তা পড়ত। ফুলগাছের জমিতে যদি কোনো পদচিহ্ন দেখা যেত তাহ'লে কি মালিরা তার খবর দিতনা। সমস্ত ব্যাপারটিই কল্পনামাত্র। সিবিল ভেনের ভাই তাকে খুন করার জন্য

ফিরে আসে নি। শীতের সমুদ্রে সে আবার জাহাজে পাড়ি দিয়েছে। তার হাতে এখন সে নিরাপদ। তাছাড়া লোকটা ত' জানেই না কে ডোরিয়ান, আসল পরিচয় জানতেও পারবে না। যৌবনের মুখোস তাকে রক্ষা করেছে।

তবু ব্যাপারটি যদি নিছক কল্পনাই হয়, তাহ'লে অতি ভীষণ কাণ্ড, বিবেক কি ভয়ংকর বিভীষিকা সৃষ্টি করতে পারে, একটা আকৃতি সৃষ্টি করে, সেই আকৃতি আবার নড়াচড়া করে ঘুরে বেড়ায়! কি জীবনই না ওর হয়েছে, – দিনরাত্রি যেন ওর পাপের ছায়া নির্জন কোণ থেকে উঁকি দেয়, গোপন অঞ্চল থেকে কে ব্যঙ্গ করে উঠ্‌বে, ভোজ সভায় কানে এসে গুঞ্জন করবে, গভীর ঘুমে যখন আচ্ছন্ন তখন শীতল হাতের স্পর্শ ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেবে—এই সব কথা মাথায় প্রবেশ করতেই সে আতংকে ম্লান হয়ে গেল। কি বিশ্রী উদ্দাম উন্মত্ততার মুহূর্তে সে বন্ধুকে হত্যা করেছে! সে দৃশ্যের স্মৃতিও কী বীভৎস! সবই আবার যেন দেখা যায়। প্রতিটি বিশ্রী ঘটনা আরো আতংককর হয়ে ফুটে ওঠে। কালের মসীমলিন গুহা থেকে তার পাপের ভয়ংকর প্রতিচ্ছবি ভেসে এসেছে। ছটার সময় লর্ড হেনরী এসে দেখ্‌লেন ও আকুল হয়ে কাঁদছে। যেন হৃদয়টা বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

তৃতীয় দিন কাটবার আগে সে বাড়ি থেকে বেরোতেই সাহস করে নি। সেদিনকার পাইন-সুরভিত প্রভাতী বাতাসে কি যেন ছিল, যার ফলে ওর মনে পুরাতন আনন্দ—আবেশ ও প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠল। কিন্তু শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশই তার মনে এই পরিবর্তন আনেনি—ওর নিজস্ব প্রকৃতি এই অতিরিক্ত ভয় ও ভাবনা যা ডোরিয়ানের অন্তরের শান্তিকে প্রায় বিকলাঙ্গ করে ফেলতে বসেছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছে। যাদের অনুভূতি ও মনোভংগী অতি সূক্ষ্ম, তাদের এই রকমই হয়। তাদের উদ্দাম আবেগ হয় ভেঙে পড়বে না হয় মচকাবে, তারা হয়

মানুষ খুন করে নয় নিজেরাই মরে। অগভীর প্রেম বা অগভীর শোক বেঁচে থাকে। যে প্রেম আর শোকের জ্বালা অতি গভীর তা আপন প্রাচুর্যেই নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া ডোরিয়ান মনকে প্রবোধ দিয়েছে যে সে আতংকগ্রস্ত কল্পনার কোপে পড়েছিল, তাই সে নিজের আতংককে নেহাৎ করুণার চোখে দেখে, ঘৃণার চোখে নয়।

ব্রেকফাষ্ট শেষ করে সে ডাচেসের সংগে এক ঘণ্টা বাগানে বেড়ালো, তারপর পার্কের ধার দিয়ে কিছুটা ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে, শীকারী দলের সংগে যোগ দিল। ঘাসের ওপর মচ্‌মচে তুষার-কণা পড়ে আছে যেন লবনের প্রলেপ। আকাশ যেন নীল পেয়ালার অন্তর্ভাগ। ঝাঁঝি ভরা হ্রদের চারপাশে পাতলা বরফের রেখা।

পাইন গাছের ধারে ডাচেসের ভাই স্যার জেওফ্রের ব্লুষ্টনের সংগে দেখা হ'ল, নাড়া দিয়ে বন্দুক থেকে দুটি-ব্যবহৃত কার্তুজ বার করছেন। গাড়ি থেকে নেমে পড়ে তিনি গাড়োয়ানকে ঘোড়াটি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে গৃহস্বামীর দিকে এগিয়ে চল্লেন—অসমতল জমি আর ঝোপ ঝাড় ভেঙে।

ডোরিয়ান প্রশ্ন কর্‌ল—"কি রকম শীকার পেলেন স্যার জেওফ্রে ?"

"তেমন সুবিধের নয় ডোরিয়ান। আমার মনে হয় বেশীর ভাগ পাখীই এখন বাইরে চলে গেছে। লাঞ্চের পরও যে তেমন ভালো জমবে বলে মনে হয় না, তখন ত' নতুন জায়গায় যাওয়া হবে।"

ডোরিয়ান তাঁর সংগে হেঁটে চল্‌ল, সুরভিত তীক্ষ্ণ বাতাস। বনের ভেতর থেকে পীতাভ আর লোহিত রঙের আলো ভেসে আসে, মাঝে মাঝে কুলীদের কর্কশ চীৎকার আর বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়, ডোরিয়ানের এই সব বেশ ভালো লাগ্‌ছিল। কেমন একটা মুক্তির আনন্দ তার মনকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। সুখের অসতর্কতায় আনন্দের উদাসীনতায় তার মন ভরে গেছে।

ওদের সামনেই ঠিক কুড়ি গজ দূরে শুখনো ঘাসের ভেতর থেকে কালো ডোরাকাটা কান দুটো খাড়া করে পা দুটী সামনে ছড়িয়ে একটা খরগোস নড়ে উঠ্‌ল—স্যার জেওফ্রে কাঁধে বন্দুকটা তুল্‌লেন, কিন্তু জন্তুটির গতির মধ্যে এমন একটা সুষমা ছিল যা ডোরিয়ানের চোখে ভালো লাগ্‌ল, সে অমনই বলে উঠ্‌ল—"ওটাকে আর মারবেন না জেওফ্রে, ওকে বাঁচতে দিন।"

তার সংগী হেসে উঠে বল্‌ল—"এ আবার কি পাগলামো ডোরিয়ান।" খরগোসটা যেই ঝোপ থেকে বেরিয়েছে স্যার জেওফ্রে গুলী ছুঁড়লেন। একই সংগে দুটি আর্তনাদ ভেসে ওঠে, যন্ত্রণাকাতর খরগোসের কাৎরানি, অতি ভয়াবহ, আর একটি মানুষের বেদনাহত গোঙানী, অধিকতর মর্মভেদী।

স্যার জেওফ্রে বলে উঠ্‌লেন—"হা ভগবান! একটা কুলীকে মেরে দিয়েছি দেখছি, লোকটা কি গাধা! একেবারে বন্দুকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে!"

তারপর গলা ছেড়ে চীৎকার করে উঠ্‌লেন—"শিকার থামাও,—একটা লোক জখম হয়েছে।"

সর্দার শিকাররক্ষী দৌড়ে এসে হাজির, তার হাতে একটা লাঠি।

"কোথায় হুজুর? কোথায় আছে লোকটা?" সে চীৎকার করে উঠে। ওদিকে গুলীর আওয়াজ থেমে যায়।

ঝোপের ধারে এগিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ স্যার জেওফ্রে বল্লেন—"এইখানে—তোমার লোকগুলোকে পিছিয়ে রাখোনা কেন? আজকের শিকারটাই মাটি করে দিলে।"

ডোরিয়ান দেখতে থাকে ওরা জলার ভেতর নাম্‌ল, তারপর কয়েক মুহূর্তের ভেতরই একটা মৃতদেহ টেনে তুল্‌ল। ডোরিয়ান আতংকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ডোরিয়ানের মনে হয় সে যেখানেই যায় সেখানেই দুর্ভাগ্য ওর পিছু পিছু যায়। স্যার জেওফ্রে প্রশ্ন করলেন,

লোকটি কি প্রকৃতই মারা গেছে। সেই বনভূমি সহসা যেন অসংখ্য মুখে সজীব হয়ে উঠ্ল। অসংখ্য পায়ের আওয়াজ আর মৃদু গুঞ্জন। একটা ফেজাণ্ট বা জীবজ্ঞীব পাখী মাথার ওপর গাছের ডালে বসে ডাক্তে থাকে।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটলো, সেই দুঃসময়ে অবশ্য মনে হচ্ছিল যেন অন্তঃহীনকাল, কে এসে তার কাঁধে হাত রাখ্লো। সচকিত হয়ে ডোরিয়ান মুখ ফিরিয়ে দেখ্ল।

লর্ড হেনরী বল্লেন—"ডোরিয়ান, আমি বরং ওদের বলে দিই আজকের মত শিকার বন্ধ হোক, এরপর আর শিকার চালিয়ে যাওয়া ভালো দেখায় না।"

জবাবে ডোরিয়ান তীক্ষ্ণ গলায় বল্ল—"চিরদিনের মত বন্ধ হলেই বাঁচি হ্যারী। সমস্ত ব্যাপারটা বীভৎস আর নিষ্ঠুর। লোকটা কি…?" কথাটা সে আর শেষ কবতে পারলো না।

লর্ড হেনরী বল্ল—"সেইরকমই ত' মনে হচ্ছে—বুকে গিয়ে গুলিটা লেগেছে! নিশ্চয়ই সংগে সংগে মারা গিয়েছে। চলো, বাড়ি যাওয়া যাক্।"

প্রায় পঞ্চাশগজ ওর পাশাপাশি হাঁটলো, কারো মুখেই কথা নেই। তারপর লর্ড হেনরীর মুখের দিকে তাকিয়ে ডোরিয়ান বল্ল—"এসব বড় অমঙ্গলের লক্ষণ হ্যারী, আমার মনে হয় ভীষণ কিছু একটা ঘটবে, আমাদের কারো একটা ক্ষতি হবে। হয়ত আমারই।" এই কথা বলে ও চোখের ওপর হাত রাখ্ল—একটা ব্যথাতুর ভংগী। বয়স্ক ব্যক্তিটি হেসে বল্লেন—"ডোরিয়ান, সংসারে সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হ'ল বিতৃষ্ণা আর খেদ। এই একটি পাপের কোনো ক্ষমা নেই, তবে আমাদের সে দুর্ভোগের ভয় নেই, যদি না অবশ্য ওঁরা ভোজনের সময় আবার এই নিয়ে কচকচি সুরু করেন। আমি ওদের বলে দেব এ বিষয়ে আলোচনা চলবে না। আর দুর্লক্ষণ, দুর্লক্ষণ বলে কোনো বস্তু নেই।

অদৃষ্ট আগে থেকে সংবাদ পাঠায় না,—এসব ব্যাপারের পক্ষে অদৃষ্ট দেবী অতি নিষ্ঠুরা এবং অতি চতুরা। তাছাড়া, তোমার আবার কি হবে ডোরিয়ান? পৃথিবীতে মানুষের যা কাম্য হতে পারে সবই তোমার আছে। এমন কোনো মানুষ নেই যে তোমার সংগে স্থান-পরিবর্তন করে নিতে রাজী হবে না।"

"হ্যারী, এমন কোনো মানুষ নেই যার সংগে আমি স্থান পরিবর্তন করবো না! ওরকম হেসোনা। আমি সত্য কথাই বল্‌ছি। যে বেটা চাষা এখনই মারা গেছে, সেও আমার চেয়ে সুখী। আমার মৃত্যু ভয় নেই। শুধু মৃত্যুর আগমনটাই আমার কাছে আতংককর। মৃত্যুর ডানা যেন আমার চতুর্দিক ছেয়ে আছে। হা ভগবান, দেখ্‌ছ না ঐখানে গাছের পাশে কে আমাকে লক্ষ্য করছে, ঐ যে···ঐ ধারে? আমার অপেক্ষায় আছে দেখ্‌ছ?"

দস্তানামণ্ডিত সেই কম্পিত হাত যেদিকটি নির্দেশ করলো সেই দিকে তাকিয়ে হেসে লর্ড হেনরী বল্লেন—"তাই ত' মালি বেটা দেখ্‌ছি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত জান্‌তে এসেছে আজ টেবিলে কি ফুল সাজাবে! কি বিশ্রী নার্ভাস হয়ে পড়েছ তুমি! শহরে ফিরেই আমার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।"

মালিকে এগিয়ে আসতে দেখে ডোরিয়ান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল। লোকটা তার টুপিটা স্পর্শ করে লর্ড হেনরীর দিকে একটু ইতস্ততঃ ভংগীতে তাকিয়ে একটি চিঠি তার মনিবের হাতে দিয়ে মৃদু গলায় বল্‌ল—"মাননীয়া ডাচেস আমাকে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছেন।"

ডোরিয়ান চিঠিটা পকেটে রাখ্‌ল। "মাননীয়া ডাচেস্‌কে বোলো আমি এখনই যাচ্ছি।" কণ্ঠস্বর তার জোলো। লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে চলে গেল।

লর্ড হেনরী হেসে বল্লেন—'মেয়েরা দুঃসাহসিক কাজ করতে কি ভালোই না বাসে। আমি এইটা পছন্দ করি। অপরে যখন তাকিয়ে আছে মেয়েরা তখন যে কোনো মানুষের সংগে প্রণয়রঙ্গে মাততে পারে।"

"তুমি কি সব ভয়ানক কথা বলো, হ্যারী। উপস্থিত ব্যাপারে তুমি ভ্রান্ত। আমি ডাচেস্‌কে পছন্দ করি খুব, কিন্তু ভালোবাসি না।"

"আর ডাচেস্ তোমাকে খুব ভালেবাসেন, কিন্তু পছন্দ করেন না একটুও। একেবারে রাজ যোটক!"

"তুমি যে কেলেঙ্কারীর ইঙ্গিত করছ হ্যারী, তার কিন্তু কোনো ভিত্তি নেই।"

সিগারেট ধরিয়ে লর্ড হেনরী বল্লেন—"সব কেলেঙ্কারীর ভিত্তিতে আছে একটা দুর্নীতিমূলক নিশ্চয়তা।"

"এপিগ্রামের জন্য যে কোনো প্রাণীকেই দেখ্‌ছি তুমি বধ করতে পারো।"

উত্তর হ'ল "জগৎটা ত' বলির বেদীতে স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্ছে।"

ডোরিয়ান গ্রে কণ্ঠস্বরে গভীর বেদনার সুর এনে বলল—"আমারও ত' ভালোবাসতেই ইচ্ছে করে কিন্তু আমার আর সে আবেগ নেই, আর প্রবৃত্তিও নেই। এখন অতিরিক্ত আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছি। নিজের ব্যক্তিত্ব আমার কাছে বোঝা হয়ে উঠেছে। পালাতে চাই চলে যেতে চাই, ভুল্‌তে চাই। এখানে আসাটাই আমার বোকামী হয়েছে। হারভেকে বরং একটা তার করে দিই, নৌকাটা ঠিক করে রাখবে। নৌকার ওপর তবু একটা নিরাপত্তা আছে।"

"কিসের আবার নিরাপত্তা? তুমি কি কোনো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়েছ? ব্যাপারটা কি? আমাকে বলোনা? আমার কাছে সাহায্য পাবে তাতো জানো।"

বিষাদভরে ডোরিয়ান বল্‌ল—"তোমাকে বলতে পারি হ্যারী—এ ব্যাপারটা যে আমার কল্পনা তাও বল্‌তে পারি না। এই

এ্যাকসিডেণ্ট্‌টা আমাকে একেবারে মুষড়ে দিয়েছে। আমার কেমন মনে হচ্ছে কিছু একটা বিপদ ঘট্‌বে আমার।"

"কি সব বাজে বকছ!"

"বাজে বলেই ত' মনে করি, কিন্তু না ভেবেও পারিনা। আর। এই যে ডাচেস্‌, স্বয়ং আর্টেমিস্‌ যেন দরজির তৈরী গাউন পরে এসে হাজির হয়েছেন। দেখ্‌ছেন ত', ডাচেস্‌ আমরা ফিরে এসেছি।"

তিনি বল্লেন—"সব শুন্‌লাম মিঃ গ্রে! জেওফ্রে বেচারা ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। শুন্‌লাম আপনি নাকি খরগোসটা মারতে বারণ করেছিলেন। কি আশ্চর্য!"

"হাঁ, আশ্চর্য ব্যাপারই বটে। কেন যে বল্‌লাম জানি না। বোধকরি একটা খেয়াল,—তাছাড়া খরগোসটাও ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল। আপনাকে ঐ লোকটার কথা ওরা শুনিয়েছে, তার জন্য আমি দুঃখিত। এ সব অতি ভীষণ কথা।"

লর্ড হেনরী বল্‌লেন—"এ এক বিরক্তিকর ব্যাপার, এর এতটুকু মনস্তাত্ত্বিক মূল্য নেই। এখন জেওফ্রে যদি ইচ্ছে করেই কাণ্ডটা করত কি চমৎকারই না হ'ত। আমার ত' ইচ্ছে করে একজন আসল খুনীকে দেখ্‌তে।"

ডাচেস্‌ বলে উঠ্‌লেন—"কী বীভৎস কথা হ্যারী। কেমন মিঃ গ্রে, তাই না? হ্যারী, মিঃ গ্রে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, উনি হয়ত আবার অজ্ঞান হয়ে যাবেন।"

ডোরিয়ান অতি কষ্টে চাঙ্গা হয়ে সহাস্যে বল্‌ল—"না না, ও কিছু নয় ডাচেস্‌, আমার নার্ভ বড়ই খারাপ এই যা, সকাল বেলায় বড় বেশী হাঁটা হয়ে গেছে—হ্যারী কি বল্লেন শুনিনি,—কথাটা কি খুব খারাপ? আর এক সময় শুনবো আপনার কাছে—এখন গিয়ে একটু না হয় শুয়ে পড়ি, আমাকে মাফ করবেন ত' আপনারা?"

উদ্ভিদ্ ঘর থেকে ওপরের বারান্দার দিকে যে বিরাট সোপান শ্রেণী সেইখানে পৌছে কাঁচের দরজা খুলে ডোরিয়ান চলে যেতেই লর্ড হেনরী তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ ছুটি ডাচেসের দিকে মেলে বল্লেন—"তুমি কি ডোরিয়ানের প্রেমে একেবারে ডুবে আছ?"

প্রথমটা এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে ডাচেস্ প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে লাগ্‌লেন, অবশেষে বল্লেন—"যদি সেটা ঠিক জানতাম!"

মাথা নেড়ে লর্ড হেনরী বল্লেন—"সেই জানাটাই হ'ত মারাত্মক। অনিশ্চয়তাই মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখে। কুয়াশার ভেতর সব কিছু বেশ দেখায়।"

"পথও হারিয়ে যেতে পারে।"

"ভাই গ্ল্যাডিস্, সব পথই সেই একই জায়গায় পৌছায়।"

"সেটি কি!"

"স্বপ্নভংগ।"

"আমার জীবনে এই প্রথম।"—ডাচেস্ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"মনমাউথেরও কান আছে।"

"বৃদ্ধ বয়সে মানুষ কানে খাটো হয়।"

" ও কি কখনও জেলাস হয়নি?"

"হলেই বরং খুসী হতাম।"

কিসের যেন সন্ধানে লর্ড হেনরী চতুর্দিকে তাকালেন। ডাচেস্ প্রশ্ন কর্‌লেন—"কি খুঁজছো?"

"তোমার বোতামটা পড়ে গেছে, তাই খুঁজছি।"

"মুখোসটা ত' আছে।

জবাব এল—"তোমার চোখ ছুটো তাতে অতি চমৎকার দেখাচ্ছে।"

ডাচেস পুনরায় হাসলেন। শুভ্র দাঁতগুলি রক্তিম ফলের ভেতরকার বীজের মত দেখালো।

উপরে নিজের ঘরটিতে ডোরিয়ান একটি সোফায় শুয়েছিল। তার দেহের প্রতিটি স্নায়ু শিরা আতংকে কম্পমান। জীবন তার কাছে সহসা এক দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠেছে। ঝোপের ভেতর ওই ভাবে বন্য পশুর মত হতভাগ্য কুলীটার মৃত্যু যেন তার নিজের আসন্ন মৃত্যুরই সূচনা।

লর্ড হেনরী রসিকতা করে হঠাৎ যে কথাটা বলে বস্‌লেন তাতে ওর মূর্চ্ছার উপক্রম হয়েছিল।

পাঁচটার পর ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে ডেকে জিনিসপত্র বাঁধা ছাঁদা করতে হুকুম দিল ডোরিয়ান। রাতের একস্‌প্রেসে শহরে ফিরবে। ঠিক সাড়ে আটটায় যেন দোর গোড়ায় ব্রুহাম রেডী থাকে। আর একটি রাতও সেলবী রয়্যালে কাটানো হবেনা। অতি অপয়া বাড়ি, সূর্যালোকেই এখানে মৃত্যু হেঁটে বেড়ায়। অরণ্যের ঘাসও রক্তরঞ্জিত।

তারপর লর্ড হেনরীকে একটি ছোট্ট চিঠি লিখ্‌লেন, ডাক্তারকে দেখানোর জন্য শহরে যেতে হচ্ছে। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে অতিথিদের যেন ঠিকমত সেবা হয়। চিঠিটা খামে বন্ধ করবে এমন সময় দরজায় একটা আঘাত পড়্‌ল। ভ্যালেট এসে জানাল সর্দার শিকার-রক্ষী দেখা করতে চায়। ভ্রূ কুঞ্চিত করে, ঠোঁট কামড়ে, কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করে ডোরিয়ান বল্‌ল—"আচ্ছা পাঠিয়ে দাও।"

লোকটি ঘরে ঢুকতেই ড্রয়ার থেকে চেক বই টেনে বের করে, পেনটা হাতে নিয়ে ডোরিয়ান বল্‌ল—"থর্নটন—সকালের এ্যাক্‌সিডেণ্ট্‌ সম্পর্কে বুঝি বলতে এসেছ?"

সর্দার বল্‌ল—"হ্যাঁ-হুজুর।"

"লোকটার বিয়ে হয়েছিল নাকি? পোষ্য কতগুলি?" ডোরিয়ানের মুখে বিরক্তির চিহ্ন। সে পুনরায় বল্‌ল—"তা যদি হয়, আমি তাদের অভাব রাখবোনা। তুমি যে রকম বল্‌বে সেই মত টাকা দিয়ে দেব।"

"লোকটা যে কে তাই জানিনা হুজুর, সেই কথাই হুজুরকে নিবেদন করতে এসেছি।"

ডোরিয়ান সবিস্ময়ে বলে উঠ্‌ল—"বলো কি? লোকটা কে তাই জানোনা? ওকি তোমার দলের লোক নয়?"

"না হুজুর, আগে কখনও দেখিনি, জাহাজী লোক বলে মালুম হয়।"

ডোরিয়ানের হাত থেকে কলম পড়ে গেল, সহসা তার মনে হ'ল বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল—সে বলে উঠ্‌ল—"কি বল্লে জাহাজী সেলর?"

"হ্যাঁ, হুজুর! সেলর বলেই মনে হয়, দু হাতে উল্‌কী আঁকা।

লোকটির মুখের পানে বিস্মিত দৃষ্টি রেখে সে প্রশ্ন করল—"সংগে কোনো জিনিসপত্র ছিল, মানে এমন কিছু যাতে নামটা জানা যায়?"

"কিছু টাকা—সামান্যই, আর একটা দু'নলা পিস্তল। নাম টাম কোথাও নেই। লোকটির চেহারা ভালোই, তবে একটু চোয়াড়ে ধরণের। তাই মনে হয় জাহাজী মানুষ।"

ডোরিয়ান উঠে দাঁড়াল, তার মুখে আশার আলোক, সে বলে উঠ্‌ল—"তা লাসটা কই? জল্‌দি—আমি এখনই দেখতে চাই।"

"হোম ফার্মের একটা ফাঁকা আস্তাবলে রাখা আছে হুজুর। ওসব লাস বাড়িতে ত' আর রাখা যায় না। ওরকম মড়া বাড়িতে থাকলে নাকি সময় খারাপ যায়।"

"হোম ফার্ম! এখনই সেখানে যাও, আমি যাচ্ছি। একটা সহিসকে আমার ঘোড়াটা নিয়ে আসতে বলো। আচ্ছা দরকার নেই, আমিই আস্তাবলে যাচ্ছি—অনেকটা সময় বাঁচবে।"

পনের মিনিটের মধ্যেই ডোরিয়ান গ্রে এ্যাভিন্যুর পথ ধরে সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। পাশ দিয়ে গাছগুলি যেন শোভাযাত্রার মত একে একে চলে গেল। একটা সাদা পোস্‌টের ধারে ধাক্কা লেগে ঘোড়াটা ওকে প্রায় ফেলেই দিয়েছিল। তার গলায় বেশ করে চাবুক

মার্‌ল ডোরিয়ান। তীরের মত ঘোড়াটা ছুটে চল্‌ল। পায়ে লেগে চতুর্দিকে পাথর ছিট্‌কে পড়ে।

অবশেষে ডোরিয়ান হোম ফার্মে এসে পৌছল। দুটি লোক প্রাঙ্গনে ঘোরা ফেরা কর্‌ছিল, জীন থেকে নেমে এসে তাদের একজনের হাতে লাগামটা দিল ডোরিয়ান। শেষ প্রান্তের আস্তাবল থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল—সেই দিকে সে ছুটে গেল।

যেন এক বিরাট আবিস্কারের মুখোমুখি এসে পৌছেচে এইভাবে সে একমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই আবিস্কার হয় তার জীবনটা রক্ষা করবে নয় নষ্ট করবে। তারপর দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

অদূরে এক বোঝা থলির ওপর একটা মৃতদেহ শায়িত, গায়ে একটা মোটা সার্ট, পরণে ব্লু-ট্রাউজার। একটা দাগ লাগানো রুমাল লোকটির মুখে চাপা দেওয়া। একটি বোতলের ওপর একটা সাধারণ মোমবাতি জলছে।

ডোরিয়ান শিউরে উঠ্‌ল—সে ভাবল নিজের হাতে ঐ রুমালটা উঠিয়ে নেওয়া ঠিক হবেনা, একজন চাকরকে রুমালটা উঠিয়ে দিতে হুকুম কর্‌ল। দরজাটা বেশ করে ধরে দাঁড়িয়ে সে বল্‌ল—"মুখ থেকে ওটা সরিয়ে ফেল, আমি মুখটা দেখ্‌ব।"

চাকরটা মুখ থেকে রুমালটা সরিয়ে নিতেই সে এগিয়ে গেল। তার মুখ থেকে একটা উল্লাসধ্বনি উচ্চারিত হ'ল। যে লোকটি ঝোপে গুলী খেয়ে মরেছে সে জে ম স্‌ ভে ন।

মৃতদেহটির পানে তাকিয়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ডোরিয়ান। বাড়ি ফেরার পথে ওর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে, এখন যে সে নিরাপদ তা জান্‌তে পেরেছে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোলাপজলভরা তাম্র পাত্রে আঙুলগুলি ডুবিয়ে লর্ড হেনরী বল্লেন—"তুমি যে সৎ হতে চাও একথা আমাকে বলে কোনো লাভ নেই। তুমি বেশ নিখুঁতই আছো, আর বদ্‌লাবার চেষ্টা কোরোনা।"

"না হ্যারী, জীবনে অনেক ভয়ংকর সব কর্ম করেছি, আর নয়, কাল থেকেই সৎকাজে নেমেছি।" মাথা নেড়ে ডোরিয়ান বল্‌ল।

"কাল কোথায় ছিলে?"

"গ্রামে ছিলাম, হ্যারী। আমি একটা ছোট্ট কুঁড়েতে একাই থাকি।"

লর্ড হেনরী হেসে বলেন—"খোকা, গ্রামে সকলেই সৎ ও সাধু হয়ে থাকতে পারে, সেখানে কোনো প্রলোভন নেই। সেই জন্যই ত শহর থেকে দূরে যারা থাকে তারা মোটেই সভ্য নয়। সভ্যতা লাভ করা বড় সহজ নয় ভায়া। দুটি মাত্র উপায়ে সভ্য হওয়া যায়, এক সংস্কৃতিতে কিংবা দুর্নীতিতে। গ্রামের লোকজনের এর কোনোটিরই সুযোগ নেই, কাজেই তাদের ঘোলাজলের মত অবস্থা।"

প্রতিধ্বনি করে ডোরিয়ান বল্‌ল—"সংস্কৃতি আর দুর্নীতি,—দুটোরই কিছু কিছু আমি জানি। এখন তাই ভাবি যে ওদের কি একত্রে পাওয়া যায় একথা এখন অতি ভয়ংকর মনে হয় আমি একটা নতুন আদর্শ পেয়েছি হ্যারী, আমাকে বদ্‌লাতেই হবে! আমার মনে হয় আমি বদ্‌লেছি।"

"এখনও ত' বলোনি তোমার মহৎ কর্মটি কি! না একটির বেশী সৎকাজ করে ফেলেছ?"

"তোমাকে অবশ্য বল্‌তে পারি হ্যারী। এ কাহিনী অপর কাউকে আমি বলতে পারিনা। আমি একজনকে বাঁচিয়েছি। কথা্া অহমিকার মত শোনাচ্ছে, কিন্তু তুমি ত' আমার কথার অর্থ জানো। মেয়েটী স্থন্দরী। একেবারে ঠিক সিবিল ভেনের মত, তার এই দিকটাই আমার মনে বেশী আকর্ষণ করেছিল। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই সিবিলকে—না ভুলে গেছ? ও যেন কতদিনের কথা! এই মেয়েটির নাম হেটি, সে অবশ্য আমাদের সমাজের নয়, গ্রামের মেয়ে। আমি কিন্তু মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম। ভালো যে বেসেছিলাম সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই চমৎকার মে মাসটি আমাদের এই ভাবেই কাট্‌ল—সপ্তাহে দু তিনবার তাকে দেখবার জন্য ছুটে এসেছি। গতকাল এক আপেলকুঞ্জে তার সংগে দেখা হ'ল। তার মাথায় আপেলের মঞ্জরী ঝরে পড়ছে, আর সে হাসছে। আজই ভোরে আমাদের দুজনের পালিয়ে যাওয়ার কথা। সহসা আমার মনে হ'ল তাকে যেমন অনাঘ্রাত ফুলের মত দেখেছিলাম সেই রকমটিই রেখে যাব।"

বাধা দিয়ে লর্ড হেনরী বল্লেন—"বোধকরি, আবেগের নূতনত্ব তোমার মনে প্রকৃত আনন্দের চাঞ্চল্য এনেছে। কিন্তু তোমার এ গোষ্ঠলীলা আমি ভাঙতে পারি। তুমি তাকে সদুপদেশ দিয়েছ কিন্তু হৃদয়টি ভেঙেছ। তোমার সংস্কারের এই স্থরু।"

"হ্যারী তুমি বড় বেয়াড়া লোক! এরকম ভয়ানক কথা তোমার বলা উচিত নয়। হেটির হৃদয় ভাঙেনি। সে অবশ্য কেঁদেছে, ঐ পর্যন্ত, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু কলংকের ছাপ নেই। সে পারডিটার মত তার ফুলের বাগানে বেঁচে থাক্‌বে।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে হেসে লর্ড হেনরী বল্লেন—"আর বিশ্বাসঘাতী ফ্লোরিজেলের জন্য কেঁদে মরবে। ডোরিয়ান ভায়া, তোমার যত অদ্ভুত

ছেলেমানুষী খেয়াল। তুমি কি মনে করো এই মেয়েটি এখন তার সমশ্রেণীর আর কাউকে নিয়ে খুসী হতে পারবে? হয়ত কোনোদিন এক চোয়াড়ে গাড়োয়ান বা চাষার সংগে ওর বিয়ে হবে। শুধু তোমার সংগে তার পরিচয় ঘটেছে, তোমাকে ভালোবেসেছে বলেই সে তার স্বামীকে ঘৃণা করবে, আর কষ্ট পাবে। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার এই আত্মত্যাগের কোন মূল্য দিতে পারছিনা। সুরুটাও তেমন জুৎসই নয়। তাছাড়া হেটি এখন তারকাখচিত কোনো ডোবায় ওফেলিয়ার মত ভাস্‌ছে কিনা বল্‌তে পারো?"

"না এ আমার সহ্য হয়না, তোমার সব তাতেই ঠাট্টা হাসী। তারপর আবার ট্রাজেডির ইঙ্গিত করো। কথাটা তোমাকে বলেই দেখছি ভুল করেছি। তুমি কি বলো না বলো তাতে এসে যায়না, আমি যা করেছি তা ঠিকই করেছি। আহা! বেচারী হেটি, সকালে যখন তার বাড়ি পার হয়ে এলাম—যেন এক গুচ্ছ জেসমিনের মত ওর শুভ্র মুখটি জানালায় দেখ্‌লাম। যাক্‌ ও বিষয়ে আর কোনো কথায় কাজ নেই,—আর দীর্ঘকাল পরে যে সৎকর্মটুকু করেছি, আমার সেই সর্বপ্রথম আত্মত্যাগকে পাপ বলে উড়িয়ে দিয়োনা। আমি ভালো হতে চাই, আমাকে ভালো হতেই হবে। এখন তোমার কথা বলো দেখি। শহরের খবর কি? অনেকদিন শহরের আড্ডায় যাতায়াত নেই।"

"এখনও সবাই বেসিলের নিরুদ্দেশের কথা আলোচনা করছে।" ডোরিয়ান মদ ঢালতে ঢালতে কিঞ্চিত ভ্রূকুঞ্চন করে বল্‌ল—"আমি ত' ভেবেছিলাম, এতদিনে ও আলোচনা করে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

"ভায়া হে, সবে ত' দু সপ্তাহ ধরে কথাটা উঠেছে, আর তাছাড়া প্রতি তিন মাসে একটির বেশী বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মানসিক শক্তি বৃটিশ জনসাধারণের নেই। সম্প্রতি তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আমার নিজের ডিভোর্স কেস আছে, আর এলান ক্যাম্পবেলের সুই-

সাইড, তার ওপর শিল্পী বেসিলের এই রহস্যজনক অন্তর্ধান। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড জোর করে বলছে নভেম্বর মাসের ন' তারিখে যে লোকটি ধূসর রঙের অলষ্টার পরে মধ্যরাত্রে প্যারীর গাড়িতে উঠেছিল সেই বেচারীই বেসিল – আর ফরাসী পুলিস বল্‌ছে সে কখনো প্যারীতেই আসেনি। হয়ত পনের দিন পরে শুন্‌বো তিনি সানফ্রানসিকোয় আছেন। শহরটা নিশ্চয়ই চমৎকার, বহুবিধ আকর্ষণ আছে।"

আলোয় গ্লাসের বার্গণ্ডিটা ধরে ডোরিয়ান বল্‌ল—"তোমার কি মনে হয়? বেসিলের কি হয়েছে?" ডোরিয়ান মনে মনে ভাবে কি করে অমন শান্তভাবে প্রশ্নটা সে করতে পার্‌ল কে জানে।

"আমার কোনো ধারণা নেই। বেসিল যদি নিরুদ্দেশ হয়ে থাক্‌তে চায় তাতে আমার কি! যদি মারা গিয়ে থাকে, তার কথা ভাব্‌তে আর চাই না। মৃত্যু একমাত্র বস্তু যা আমাকে আতংকিত করে। আমি মৃত্যুকে ঘৃণা করি।"

ডোরিয়ান ক্লান্তিভরে প্রশ্ন কর্‌ল—"কেন?"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"আজকাল সব থেকেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—শুধু এক মৃত্যু ছাড়া। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মৃত্যু আর অশ্লীলতার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। চলো মিউজিক রুমে গিয়ে কফি খাওয়া যাক। ডোরিয়ান আজ তোমাকে সঁপার সুর বাজাতে হবে। যে লোকটার সংগে আমার স্ত্রী পালিয়ে গেলেন সে লোকটা চমৎকার সঁপা বাজায়। বেচারী ভিক্‌টোরিয়া! আমি ওর অনুগত ছিলাম। এখন ভিক্‌টোরিয়া নেই, বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। বিবাহিত জীবন অবশ্য একটা অভ্যাস মাত্র, যাকে বলে বদ্‌ অভ্যাস। হয়ত এই অভ্যাসটির জন্যই মানুষকে বেশী অনুশোচনা করতে হয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের একটা প্রধানতম অংশ বিশেষ।"

ডোরিয়ান কোনো কথা বলেনা, সে টেবিল থেকে উঠে পাশের

ঘরে গিয়ে পিয়ানোর শাদা আর কালো চাবী টিপ্‌তে থাকে। কফি পরিবেশিত হওয়ার পর ডোরিয়ান থাম্‌ল—তারপর লর্ড হেনরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—"আচ্ছা হ্যারী, তোমার কি কখনও মনে হয়েছে বেসিল হয়ত খুন হয়েছে ?"

লর্ড হেনরী হাই তুলে বল্লেন—"বেসিল ত' খুব জনপ্রিয় ছিল, সে কেন খুন হবে ? শত্রু থাকার মত চতুর ছিলনা বেসিল। ছবি অবশ্য সে অতি চমৎকার আঁকত। ও বিষয়ে তার অপূর্ব প্রতিভা। তবে কি জানো কোনো লোক ভেলাসকোয়েজের মত ছবি আঁকতে পারলেও মানুষ হিসাবে সেই লোকটি একেবারে গবেট হ'তে পারে। একবার শুধু ওর কথায় আমি চমকে উঠেছিলাম যখন অনেক বছর আগে আমাকে বলেছিল তোমার ওপর তার অসীম অনুরাগের কথা,- আর তার ছবির প্রাণ নাকি তুমি।"

বিষাদভরা কণ্ঠে ডোরিয়ান বল্‌ল—"আমিও ওকে বড় ভালো-বাসতাম। কিন্তু লোকে কি বলেনা যে বেসিল খুন হয়েছে ?

"দু একটা খবরের কাগজ তাই বলে বটে, আমার কিন্তু সে কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়না। আমি জানি প্যারীতে কয়েকটা ভয়ানক জায়গা আছে কিন্তু বেসিল সে সব জায়গায় যাওয়ার মানুষ নয়। তার কোনো বিষয়ে এতটুকু কৌতূহল ছিলনা, এইটাই তার সর্বপ্রধান ত্রুটী।"

তরুণতম ব্যক্তিটি বলে উঠ্‌ল - "যদি বলি, আমিই ডোরিয়ানকে খুন করেছি তাহলে কি বলবে হ্যারী ?" কথাকটি বলে সভয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লর্ড হেনরীর দিকে তাকিয়ে রইল ডোরিয়ান।

"বলব, এমন এক চরিত্রের তুমি ভান করছ যা তোমার যোগ্য নয়। সব অপরাধই অশ্লীল যেমন সব অশ্লীলতাই অপরাধ। খুন করা তোমার কর্ম নয়। এতে অবশ্য যদি তোমার অহমিকা ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে আমি

দুঃখিত। তবে কথাটি সত্য। এইসব জঘন্য অপরাধ নিম্নশ্রেণীরই একচেটিয়া কারবার। আমি অবশ্য তাদের এতটুকু দোষ দিইনা। আমাদের কাছে আর্ট যা ওদের কাছে ক্রাইমও তা, উত্তেজনা সৃষ্টি করার একটা প্রক্রিয়া মাত্র।"

"চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার একটা প্রক্রিয়া মাত্র? তোমার কি মনে হয় যে একবার খুন করেছে সে আর একবার খুন করতে পারে? ওকথা আমাকে বোলোনা।"

লর্ড হেনরী হেসে বলেন—"যে কোনো কার্য বারবার করলেই তা আনন্দে দাঁড়ায়, জীবনের এ এক অপূর্ব রহস্য। আমার অবশ্য ধারণা খুন করাটা অতিশয় ভুল। এমন কার্য কারো করা উচিত নয় যে বিষয়ে ডিনারের পর আলোচনা করা চলেনা। যাক্‌গে এখন বেচারা বেসিলের কথা বাদ দাও। তার এই রকম একটা রোমান্টিক পরিণতিই ঘটুক এই আমার ইচ্ছা। সবুজ জলে বড় বড় নৌকার নীচে ওর দেহটা ভাসছে আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। জানো, আমার ধারণা ও আর কোনো ভালো ছবি আঁকতে পারতো না,—গত দশ বছরের ওর ছবির মান অনেক নেমে গেছে।"

ডোরিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল—আর লর্ড হেনরী ঘরময় পায়েচারী করে একটা জাভাদেশীয় কাকাতুয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে বল্‌তে থাকেন—সত্যি ওর ছবি খুবই খারাপ হয়ে এসেছিল। আমার মনে হয় ও কি যেন হারিয়েছে। হয়ত আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে। তোমাদের উভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের অবসান হওয়ার সংগে বেসিলও মহৎ শিল্পীর আসন থেকে নেমে এসেছে। কি নিয়ে তোমাদের বিচ্ছেদ হল? আমার ধারণা তুমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলে। তাই যদি হয়, সে তোমাকে কখনও ক্ষমা করেনি। ওদের প্রকৃতিই ঐ রকম। ভালো কথা, বেসিল তোমার সেই যে চমৎকার পোর্টরেট

এঁকেছিল সেটা কি হল? ছবিটা শেষ হওয়ার পর আর দেখিনি বোধ হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে কয়েক বছর আগে বলেছিলে বটে —সেটা সেলবী-তে পাঠিয়েছিলে, হারিয়ে গেছে না পথে চুরি হয়ে গিছল। তা আর ফেরৎ পাওনি? কি দুঃখের কথা! ছবিটা সত্যি একটা মাষ্টারপীস্। আমার মনে আছে আমি ছবিটা কিনতে চেয়েছিলাম, ছবিটা যদি এখন আমার থাকত। বেসিলের সেই সময়টা অতি চমৎকার ছিল, তারপর ওর আঁকা ছবিগুলির অঙ্কনরীতি খারাপ, উদ্দেশ্যটা মহৎ, অর্থাৎ যে সব গুণ থাকলে ব্রিটিশ শিল্পীদের প্রতিনিধি বলে। তুমি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে নাকি? দেওয়া উচিত ছিল।"

ডোরিয়ান বল্‌ল,—"মনে নেই, হয়ত দিয়েছিলাম! আমার অবশ্য ছবিটা ভালো লাগেনি—ছবিটার জন্য বসেছিলাম বলে এখন দুঃখ হয়। ঐ স্মৃতিটাও এখন আমার ঘৃণার বস্তু। তুমি ও বিষয় আর কথা বল্‌ছ কেন? ছবিটা দেখে আমার সেই নাটকের কথাটা মনে হত,—বোধ হয় 'হ্যামলেট'—লাইনটা মনে আছে—?"

Like the painting of a sorrow
A face without a heart.

বেসিলের আঁকা ছবিটাও ঠিক সেই রকম। লর্ড হেনরী হাসলেন—"মানুষ যদি জীবনটা শিল্পীজনোচিতভাবে গ্রহণ করে তা'হলে তার হৃদয়টাই তার মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে।" জবাব দিয়ে একটা আরাম কেদারায় বসে পড়লেন লর্ড হেনরী।

ডোরিয়ান গ্রে মাথা নেড়ে পিয়ানোর দু একটা কোমল স্বর বাজিয়ে পুনরাবৃত্তি করে—

"Like the painting of a sorrow, a face without a heart—"

অর্ধমুদিত নয়নে ডোরিয়ানের দিকে তাকিয়ে লর্ড হেনরী বল্লেন—

ভালোকথা, আচ্ছা ডোরিয়ান—সারা জগৎ লাভ করে মানুষ যদি তার আত্মাটি হারায়– তাহ'লে কি লাভ হয় ?"

স্বরঝঙ্কার থেমে গেল, ডোরিয়ান গ্রে সচকিত হয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল –

"আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন হ্যারী ?"

ভ্রূ যুগল বিস্ময়ে কুঞ্চিত করে লর্ড হেনরী বল্লেন –"ভায়া—তোমাকে প্রশ্ন করলাম তার কারণ তুমি হয়ত একটা জবাব দিতে পারবে, এই পর্যন্ত,—গত রবিবার পার্কের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, 'মার্বেল আর্চের' কাছে কুৎসিত দর্শন জনকয়েক লোক জনৈক বাজারে প্রচারকের বক্তৃতা শুন্‌ছিলো। আমি যেতে যেতে শুন্‌লাম শ্রোতাদের কাছে তিনি এই প্রশ্নই করছিলেন। কথাটা আমার কানে রীতিমত নাটকীয় ঠেকলো। এ সব ধরণের অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার জন্য লণ্ডন বেশ সমৃদ্ধ। বৃষ্টিভেজা রবিবার, এক কুদর্শন খৃষ্টান বর্ষাতি গায়ে দিয়ে বক্তৃতা করছে, একদল শীর্ণ শুভ্রমুখ ভাঙাছাতার নীচ থেকে বক্তৃতা শুন্‌ছে, আর বক্তার কর্কশকণ্ঠ থেকে সহসা এক অপূর্ব বাণী নিসৃত হচ্ছে। চমৎকার কথা,—আমার ইচ্ছা হ'ল লোকটিকে বলি আর্টের আত্মা আছে, মানুষের নেই। তবে ভয় ছিল তিনি আমার কথাটা ঠিক বুঝবেন কিনা।"

"না, হ্যারী, আত্মা অতি ভয়ংকর বাস্তবতা। তাকে কেনা যায় আবার বেচাও যায়,– বিনিময় চলে, বিষাক্ত করা চলে আবার সার্থক করে তোলা যায়। আমাদের সকলেরই একটা আত্মা আছে। আমি জানি।"

"এ বিষয়ে তুমি কি নিঃসন্দেহ ডোরিয়ান ?

"নিশ্চয়ই।"

"এটা একটা মায়া। যে বিষয়ে মানুষ একেবারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত

সেটি কোনদিনই সত্য হতে পারেনা। বিশ্বাসের এই হোল মারাত্মক পরিণতি আর রোমান্সের শিক্ষা। তুমি দেখছি বড় গম্ভীর হয়ে উঠেছ। অত সিরিয়স হয়োনা। এ যুগের এই সব কুসংস্কার সম্পর্কে তোমার বা আমার কি করার আছে? আত্মা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস আমরা ছেড়ে দিয়েছি। যাক্‌গে কিছু একটা বাজাও, 'নকটার্ণ' (নৈশসুর) বাজাও—আর বাজাতে বাজাতে মৃদুগলায় বলো ত' কি করে তোমার এই তারুণ্য অটুট রেখেছ। আমি তোমার চাইতে দশ বছরের মাত্র বড়। আমার মুখে কুঞ্চনরেখা, জীর্ণ আর পীতাভ হয়ে গেছি। কিন্তু ডোরিয়ান তুমি অপূর্ব! আজ রাতের মত এতখানি মনোরম আর যেন কখনও তোমাকে দেখিনি। আজ মনে পড়ছে যেদিন তোমাকে সেই প্রথম দেখেছিলাম। তখন তুমি অনেক লাজুক আর অপূর্ব ছিলে। এখন অবশ্য তোমার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু আকৃতিতে নয়। তোমার কি গোপনরহস্য বলো ত'? যৌবন ফিরে পাওয়ার জন্য আমি সব কিছুই করতে পারি, তবে বাপু ব্যায়াম করা, কি অতি ভোরে ওঠা বা ভদ্র হয়ে থাকা আমার পোষাবে না। তারুণ্য! ওর মত আর কিছুই নেই। তারুণ্যের সম্পর্কে কিছু বলার একেবারে অর্থ হয় না। আমি এখন শুধু যাদের কথা শ্রদ্ধা সহকারে শুনি তারা আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তারা যেন আমার আগের সারে বলে মনে হয়। জীবন তার নবতম বিস্ময়ের দ্বার তাদের কাছেই উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বৃদ্ধ! আমি চিরদিনই বুড়াদের কথার প্রতিবাদ করে এসেছি। এটা একেবারে একটা মতবাদ হিসাবেই করে থাকি। গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে তাঁরা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে যে মত চালু ছিল সেই কথাই বলবেন। অর্থাৎ সেই কালের কথা, যখন লোকে লম্বা মোজা পরত, সব কিছুই বিশ্বাস করত, আর জানতো না কিছুই। ওঃ তুমি কি সুন্দর বাজাচ্ছ।

সঁপা এটা কি মাজোর্কায় রচনা করেছিলেন? কে জানে? যেন বাড়ির চারপাশে সমুদ্রের ব্যথাভরা কান্না। জানালায় লবনাক্ত ঢেউ এসে পড়ছে—অদ্ভুত—অপূর্ব! রোমান্টিক! এই একমাত্র আর্ট যা অননুকরণীয়—থেমো না! আজ রাতে সুর—সুরই আমি চাই। মনে হচ্ছে তুমি যেন তরুণ এপোলো—, আর আমি মার্সিয়াস তোমার সুর শুনছি। আমারও নিজস্ব দুঃখ আছে ডোরিয়ান, যার কথা তুমিও জানোনা। বৃদ্ধা বয়সের ট্রাজেডি এই নয় যে বৃদ্ধ হয়েছি, দুঃখ এই যে অপরে তখনও তরুণ। আমার নিজের আন্তরিকতায় আমি মাঝে মাঝে চমকে উঠি। ডোরিয়ান তুমি কত সুখী। কি অপরূপ তোমার জীবন। জীবনের সব কিছুই তুমি গভীরভাবে পান করেছ। দ্রাক্ষাফল নিঙড়ে নিয়েছ—কিছুই তোমার কাছে আজ গোপন নেই। আর সব কিছুই তোমার কাছে যেন গানের সুর। তোমাকে অথচ তা নষ্ট করেনি—তুমি—সেই তুমিই আছো!"

"না হ্যারী, আমি আর সে ডোরিয়ান নই।"

"হ্যাঁ—তুমি তাই আছো। তোমার বাকী জীবনটা কি হবে তাই ভাবি। এ আর ত্যাগ আর তিতিক্ষায় নষ্ট কোরো না। এখন তুমি হলে সম্পূর্ণ একটি টাইপ। নিজেকে আর অসম্পূর্ণ কোরো না। এখনই তুমি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। মাথা নেড়োনা, তুমি জানো তুমি কি। তা ছাড়া ডোরিয়ান আত্ম-প্রবঞ্চনা কোরোনা। জীবনটা ইচ্ছা বা সংকল্প দ্বারা শাসিত হয় না। জীবনটা হোল স্নায়ু শিরা, তন্ত্রীতে গঠিত। কয়েকটি প্রকোষ্ঠ আছে যার ভেতর চিন্তা আত্মগোপন করে থাকে, আর ভাবাবেগের স্বপ্ন থাকে। তুমি হয়ত ভাবতে পারো যে তুমি নিরাপদ এবং শক্ত।

আপনাকে তুমি নিরাপদ আর শক্তিমান মনে করতে পারো। কিন্তু ধরো ঘরের একটা রঙ, কিংবা প্রভাতী আকাশ, একটা বিশেষ

কোন সুগন্ধি, যা একদা তোমার প্রিয় ছিল এবং যার সংগে কোনো স্মৃতি বিজড়িত, ভুলে যাওয়া কোনো কবিতার একটি লাইন, কোনো একটা সুরের অংশ, যা এখন আর বাজানো হয় না—জানো ডোরিয়ান, এমনই সব বস্তুর ওপরই আমাদের জীবন নির্ভরশীল। ব্রাউনিং এ বিষয়ে কোথায় যেন লিখে গেছেন - কিন্তু আমাদের নিজস্ব অনুভূতিও এসব কল্পনা করতে পারে। এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন শুভ্র লাইলাকের গন্ধ সহসা আমার মনে জাগে,—আবার জীবনের অপরূপ মাসগুলির মধ্যে বিচরণ করি। ইচ্ছে হয় যদি তোমার সংগে জীবনটা বদল করতে পারতাম—। ডোরিয়ান সংসার আমাদের উভয়ের বিরুদ্ধেই অভিযোগ জানিয়েছে, কিন্তু তোমাকে চিরদিনই পূজা করেছে এবং করবে। তুমিই হলে সেই টাইপ এ যুগ যার সন্ধানে ঘুরছে এবং তা খুঁজে পেয়েছে বলে তাদের মনে হয়েছে। তুমি যে কখনও কিছু করোনি তার জন্য আমি খুসী, কখনো একটা মূর্তি গড়োনি, ছবি আঁকোনি, কিংবা নিজেকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুই করোনি, জীবনটাই তোমার কাছে আর্ট। নিজেকে তুমি সুরে বেঁধেছ। তোমার দিনগুলিই তোমার সনেট।"

ডোরিয়ান পিয়ানো ছেড়ে উঠে চুলের ভেতর হাত চালিয়ে বলে, "হ্যাঁ, জীবন আমার কাছে অপরূপ হয়েছিল, কিন্তু সে জীবন আর নেই হ্যারী। তুমিও ভাই আর এই সব উচ্ছৃঙ্খল কথা আমাকে বোলোনা। তুমি আমার সব কথা জানো না। মনে হয় তা যদি জানতে, তাহ'লে তুমিও আজ আমার বিপক্ষে দাঁড়াতে। হাস্‌ছ? না না, হেসোনা।"

"বাজনা থামালে কেন ডোরিয়ান? আবার গিয়ে ওই 'নক্‌টার্ণ' সুর বাজাও। ধূসর বাতাসের ভেতর যে মধুরঙা চাঁদ ঝুলছে তার দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি। ঐ চাঁদ তোমার অপেক্ষায় রয়েছে— যদি তুমি এখন সুর ঝঙ্কার তোলো, তাহ'লে চাঁদও মাটির কাছাকাছি

এসে পৌছবে। বাজাবে না? তাহ'লে চলো ক্লাবে যাই। চমৎকার সন্ধ্যা, এর শেষও চমৎকার ভাবেই করতে হবে। হোয়াইটস্-এ একজন তোমার কথা জানার জন্য উৎসুক, বোর্ণমাউথের বড় ছেলে, ছোকরা লর্ড পুল। তোমার নেকটাই সে ইতিমধ্যেই অনুকরণ করেছে, আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে তোমার সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। চমৎকার ছেলে, তোমার কথাই সে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

বিষাদভরা চোখে ডোরিয়ান বলল—"সে আশা রাখি না, আমি আজ রাতে বড়ই ক্লান্ত। হ্যারী, আমি ক্লাবে যাবোনা, প্রায় এগারোটা বাজে, আজ একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়্বো।"

"তাহ'লে থাকো। আজ যা বাজিয়েছ এমন আর শুনিনি। অদ্ভুত তোমার আঙুল। তোমার কাছে এমনটি আর আগে কখনও শুনিনি।"

হেসে ডোরিয়ান বল্ল—"তার কারণ এখন আমি ভালো হ'ব তাই। এখনই দেখ্ছি পরিবর্তন ঘটেছে।"

লর্ড হেনরী বল্লেন—"আমাদের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে না। তুমি আর আমি চিরদিনই বন্ধু থাক্বো।"

"তবু তুমি একবার আমাকে একটা বই দিয়ে বিষপ্রয়োগ করেছিলে। আমি কখনোই তা ক্ষমা কর্বো না। হ্যারী প্রতিজ্ঞা করো, ঐ বইটা আর কাউকে কখনও দেবেনা। সত্যি বইটা ক্ষতিকর।"

"ভায়া হে, তুমি দেখ্ছি সত্যিই নীতিবাগীশ। শীঘ্র দেখছি তুমি কনভার্ট হয়ে পড়্বে, একেবারে পুনরুত্থানবাদী, যে সব পাপে তোমার বিতৃষ্ণা এসেছে তার বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করবে। এ সবের পক্ষে তুমি অতি মনোরম। তা ছাড়া, এর কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি আর আমি, আমরা যা তাই-ই, আর যা আছি তাই থাক্বো। আর বল্ছ বইটি তোমাকে বিষিয়ে দিয়েছে, এ রকম কোনো ব্যাপার হতে

পারে না। ক্রিয়ার ওপর আর্টের কোনো প্রভাব নেই। বরং তা কর্ম প্রেরণাকে বিনাশ করে। আর্ট অতিরিক্ত ভাবে বন্ধ্যা। যে সব বইকে সংসার দুর্নীতিমূলক আখ্যা দেয় সেই সব গ্রন্থ পৃথিবীর যত-লজ্জা আর কলংক প্রকাশ করে দেখায়। এই পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের সাহিত্য আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কাল এসো। আমি এগারোটার সময় ঘোড়ায় চড়বো, দুজনে এক সংগেই যেতে পারি, তারপর তোমাকে লেডী ব্রানক্সনের ওখানে লাঞ্চে নিয়ে যাবো। চমৎকার মহিলা, কিছু ছাপানো কাপড় কিন্‌বেন সেই বিষয়ে তোমার সংগে আলোচনা করতে চান। আস্‌বে ত'? না—ডাচেসের ওখানে লাঞ্চ করা যাবে? তিনি বলছিলেন আজকাল আর তোমাকে দেখ্‌তেই পান না। হয়ত গ্লাডিসে তোমার এখন অরুচি ধরে গেছে, না? আমি জান্‌তাম তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। ওর যা চতুর জিভ, একেবারে আঁতে ঘা দেয়। যাই হোক তুমি ঠিক এগারোটায় এসো!"

"আমাকে একান্তই আসতে হবে হ্যারী?"

"নিশ্চয়ই। পার্ক এখনও অতি চমৎকার। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এমন লাইলাক আর দেখিনি।"

ডোরিয়ান বলল—বেশ, আমি এগারোটার সময় আসবো। গুড্ নাইট হ্যারী।" দরজার কাছে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ায় ডোরিয়ান। যেন তার আরো কিছু বলার আছে। তারপর সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল।



বিংশ পরিচ্ছেদ

চমৎকার রাত, এত গরম যে ডোরিয়ান কোটটা খুলে হাতে রাখ্‌ল, সিল্‌কের স্কাফ টা পর্যন্ত গলায় বাঁধলো না। সিগারেট ধরিয়ে পথ চলার সময় দুজন ইভনিং ড্রেস পরা তরুণ পাশ দিয়ে চলে গেল। ডোরিয়ান শুন্‌তে পেল তাদের মধ্যে একজন চুপি চুপি বল্‌ল– "ঐ ত' ডোরিয়ান গ্রে।" ডোরিয়ানের মনে পড়্‌ল একদা কেউ যদি ওকে দেখাত বা ওর দিকে চেয়ে থাক্‌ত কিংবা আলোচনা করত তখন ওর কত ভালো লাগ্‌ত। এখন তার নিজের নামটা পর্যন্ত শুন্‌তে আর ভালো লাগেনা। ইদানীং যে গ্রামে ও যাতায়াত করতো তার অন্যতম আকর্ষণ ছিল যে সেখানকার কেউ ওর পরিচয় জান্‌তো না। যে মেয়েটিকে ও ভালোবাসায় প্রলোভিত করেছিল তাকে বুঝিয়েছিল যে সে দরিদ্র, আর মেয়েটিও তাই বিশ্বাস করেছিল। একবার মেয়েটিকে বলেছিল, আগে ও দুষ্ট প্রকৃতির ছিল, মেয়েটি সে কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল যারা দুষ্টুলোক তারা বুড়ো আর কুৎসিত দর্শন। কি হাসিই হেসেছিল মেয়েটা! যেন একটা পাখী শীষ্‌ দিচ্ছে। প্রকাণ্ড হ্যাট আর সাধারণ পোষাকে মেয়েটিকে কি ভালোই না দেখাত, কিছুই জান্‌তো না মেয়েটা, কিন্তু যা কিছু ও হারিয়েছে তা সবই মেয়েটির ভেতর পেয়েছিল।

বাড়ি পৌঁছে দেখ্‌ল চাকরটা তখনও ওর অপেক্ষায় রয়েছে। ও তাকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে লাইব্রেরী ঘরের সোফায় বসে পড়্‌ল। লর্ড হেনরী যে সব কথা বল্‌লেন তার কিছু ও মনে মনে ভাবে।

সত্যি কি মানুষের পরিবর্তন ঘটেনা? বাল্যকালের অকলংক

পবিত্রতার জন্য ওর মনে একটা উদগ্র বাসনা জাগে।—সেই গোলাপশুভ্র কৈশোর, কথাটি একদা লর্ড হেনরী বলেছিলেন। ডোরিয়ান জানে, সে আপনাকে নষ্ট করেছে, সমস্ত মনটা ব্যভিচারে ভরিয়ে দিয়েছে, কল্পনাকে আতংকিত করেছে। অন্য লোকের কাছে এর প্রভাব ছিল অশুভ, আর সেইটাই ছিল ওর কাছে তীব্র আনন্দের, কারণ যে সব জীবন ছিল শুভ্র, শুচি, অপূর্ব সম্ভাবনাময় ও তাদের কলংকিত করেছে। কিন্তু তার কি পরিবর্তন নেই? তার কি কোনো আশা নেই—নেই এতটুকু আশ্বাস?

আ! অহমিকা ও ভোগবাসনার কি না ভয়ংকর মুহূর্তে সে প্রার্থনা জানিয়েছিল যে ছবিটা ওর জীবনের দিনগুলির বোঝা বহন করুক, আর অনন্ত যৌবনের সকল ঐশ্বর্য সে নিজে ভোগ করুক। ওর জীবনের যা কিছু অসাফল্য সবই-ত' তারই ফল। ওর জীবনের প্রতিটি পাপ যে তার নিশ্চিত ও দ্রুত অভিশাপ এনেছে তা ভালোই হয়েছে। শাস্তির মধ্যেই রয়েছে শুদ্ধির উপকরণ। "আমাদের পাপ ক্ষমা করো" নয় ন্যায়পরায়ণ বিধাতার কাছে মানুষের প্রার্থনা হোক আমার ত্রুটীর জন্য "ধূলায় ধূসর করো।"

লর্ড হেনরী বহু বছর আগে অদ্ভুত ধরণের যে আয়নাটি উপহার দিয়েছিলেন, সেটি টেবিলের ওপর রয়েছে, শ্বেত শুভ্র কিউপিড, পুরাতন দিনের মত আজও সেইভাবে হাস্‌ছে। যে রাতে সর্বপ্রথম ছবিটিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলো সেই ভয়ংকর রাত্রের মতো আজো সে আয়নাটি তুলে ধরলো, অশ্রুভরা চোখে সেই উজ্জ্বল আরশীতে তাকিয়ে রইল। একদা একজন তাকে একটি চিঠি লিখেছিল, ভীষণ ভালোবাসতো সে তাকে, সেই চিঠির শেষে এই প্রশস্তিটুকু ছিল— "তুমি হস্তিদন্ত আর সোনায় গড়া তাই পৃথিবীর রূপান্তর ঘটেছে। তোমার বঙ্কিম ঠোঁটে ইতিহাস পুর্নলিখিত হচ্ছে।" এই কথা কটি

স্মৃতি পথে উদিত হওয়ায়, বারবার সে কথা কটি উচ্চারণ করলো। নিজের রূপকেই সে ঘৃণা করে, আয়নাটি ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেয়—তার রূপালি টুক্‌রোগুলি জুতার গোড়ালি দিয়ে গুঁড়ো করলো। ওর সর্বনাশের কারণ হ'ল ওর রূপ। অথচ এই রূপ ও তারুণ্যের জন্যই সে প্রার্থনা জানিয়েছিল। এই দুটি জিনিষ না থাক্‌লে ওর জীবন হয়ত কলংকস্পর্শ মুক্ত থাকৃত। সৌন্দর্য ওর মুখোস আর তারুণ্য একটা বিড়ম্বনা। যৌবনের স্বর্ণ মুহূর্ত কি? কাঁচা-সবুজ কাল, অগভীর মনোভংগী আর চিন্তার কাল। কেন এই আভরণ আর আবরণ? তারুণ্যই তার সর্বনাশ করেছে।

অতীতের কথা স্মরণ না করাই ভালো। কিছুই আর তার পরিবর্তন আন্‌ছেনা। নিজের কথা, নিজের ভবিষ্যতের কথাই এখন চিন্তা করতে হবে। জেমস্ ভেন সেলবীর গির্জা প্রাঙ্গনে এক নামহীন কবরে শায়িত, এলান ক্যাম্পবেল নিজের ল্যাবরেটরীতে একরাত্রে নিজেকে গুলী করে আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু তবু যে গোপন কথা জান্‌তে সে বাধ্য হয়েছিল সে কথা প্রকাশ করেনি। বেসিল হল্‌ওয়ার্ডের নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত উত্তেজনা অতি শীঘ্র থেমে যাবে। ইতিমধ্যেই তা স্তিমিত হয়ে এসেছে। এ বিষয়ে ও বেশ নিরাপদ। তা ছাড়া অবশ্য বেসিল হলওয়ার্ডের মৃত্যু যে ওর মনে গভীর দাগ দিয়েছে তা নয়—নিজের আত্মার জীবন্ত মৃত্যুতেই ও পীড়িত। এই চিন্তার ক্ষমা নেই। এই পোর্টরেটটাই সকল অনিষ্টের মূল—বেসিল এমন সব কথা বলেছে যা অসহ্য, তবু সে অসীম ধৈর্য সহকারে তা সহ্য করেছে। খুন করাটা অবশ্য একটা মুহূর্তের উন্মাদনা! এলান ক্যাম্পবেল? তার আত্মহত্যার জন্য সেই দায়ী। ওর তাতে কি?

একটা নতুন জীবন! তারই আজ প্রয়োজন। তারই প্রত্যাশায় ও আছে। ইতিমধ্যেই সে নতুন জীবন সুরু করে দিয়েছে। একটি

নিষ্পাপ জীবনকে সে নিষ্কৃতি দিয়েছে। আর কোনো দিনই সে নিষ্পাপকে প্রলোভিত করবে না। এখন থেকে সে ভালো হবে, সৎ হ'বে।

হেটি মর্টনের কথা মনে হ'তে ওর মনে হ'ল তালা বন্ধ ঘরের পোর্টরেটটি কি পরিবর্তিত হয়েছে? নিশ্চয়ই ছবিটা আর সে রকম ভয়ংকর নেই? হয়ত জীবন যদি পবিত্র হয় তাহলে মুখ থেকে দুঃশীল কামনার ছাপ সে মুছে ফেলতে পারবে। হয়ত দুষ্কৃতির ছাপ এখনই মুছে গেছে। গিয়ে দেখ্‌তে হবে।

টেবিল থেকে আলোটা তুলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে সিঁড়িতে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। দোরটা খোলার সময় তার তরুণাকৃতি মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, ঠোঁটে জাগ্‌ল হাসির রেখা। হাঁ, সে ভালো হবে, যে-বীভৎস বস্তুটা এতকাল লুকিয়ে রেখেছে সে বস্তুটি আর তাকে আতংকিত করবে না! তার মনে হ'ল বুক থেকে ভার ইতিমধ্যেই যেন নেমে গেছে।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে পিছন থেকে ওর স্বভাবমত দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছবির গা থেকে লোহিত রঙের পর্দাটা সরিয়ে ফেল্‌ল—তার গলা থেকে একটা বেদনাভরা আর্তস্বর বেরিয়ে এল—ছবির কোনো রূপান্তর নেই, শুধু চোখে একটা চাতুর্যের ছাপ আর মুখে ভণ্ডের কুঞ্চনরেখা। ছবিটা এখনও নোঙরা, আরো কুৎসিত, যেন আগের চাইতেও কুৎসিত দেখাচ্ছে।—আর হাতের ওপর সেই রক্তিম তুষারকণা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যেন এখনই কেউ রক্ত মাখিয়ে গেছে। তারপর সে কেঁপে উঠ্‌ল—তাহলে কি শুধু অহমিকা বশেই ও একটি মাত্র ভালো কাজ করেছে? কিংবা একটা নতুন উত্তেজনার আশায় এই সৎকর্মটি করেছে! লর্ড হেনরী বিদ্রূপ করে এই রকমই একটা ইঙ্গিত করেছিলেন। কিংবা অনেক সময় আমরা নিজে যা, তার চেয়ে মহৎ

কাজ করার বাসনা মনে জাগে, এও কি তাই নাকি? হয়ত সব কিছুই? কিন্তু ঐ লাল দাগটা আগের চেয়েও বাড়্‌ল কেন? কুঞ্চিত আঙুলে যেন একটা বীভৎস ব্যাধির মত তা বেড়ে চলেছে, – ছবির পায়েও যেন রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছে, যে হাত কখনও ছুরি ধরেনি তাতেও যেন রক্ত মাখা। তার অর্থ কি স্বীকৃতি? ও কি সব অপরাধ স্বীকার করবে! নিজেকে ধরা দিয়ে মৃত্যু বরণ করবে? সে হাসল। এই চিন্তাটাও ভীষণ। তা ছাড়া ও যদি স্বীকারও করে কে তাকে বিশ্বাস করবে? নিহত লোকটির কোথাও কোনো চিহ্ন নেই,— তার যা কিছু জিনিষ সব নষ্ট করা হয়েছে। যা কিছু ছিল ও স্বহস্তে তা নষ্ট করেছে। সবাই বলবে ও পাগল হয়ে গেছে। ও যদি তবু জেদ ধরে তাহ'লে তারা পাগলা গারদে বন্ধ করে রাখবে···তবু স্বীকার করাই কর্তব্য, সর্বসাধারণের কাছে অপমানিত হওয়ার প্রয়োজন— প্রকাশ্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। এমন একজন দেবতা আছেন যিনি মর্তের মানুষকে বলেছেন নিজের পাপের কথা স্বর্গ ও মর্তের সকলের কাছেই স্বীকার করবে। নিজের পাপের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলে কিছুতেই আর ওর শুচি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ওর পাপ? সে নিজের কাঁধটা নাড়ল। বেসিল হল্‌ওয়ার্ডের মৃত্যু ওর কাছে কিছুই নয়। হেটি মর্টনের কথাই সে ভাব্‌ছে। এই দর্পনটি ঠিক নয়, এই দর্পনে ওর আত্মার যে প্রতিফলন দেখ্‌ছে তা অপ্রাকৃত। অহমিকা? কৌতূহল? ভণ্ডামি? ওর এই আত্মত্যাগে তার বেশী কিছুই কি নেই? আগে আর কিছু আছে? অন্ততঃ ওর ত' তাই মনে হয়, কিন্তু কে বল্‌তে পারে ··? না এর বেশী আর কিছু নয়। অহমিকার বশেই সে তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। ভণ্ডামির বশে ও সাধুতার মুখোস পরেছে। কৌতূহলের বশে সে আত্মবঞ্চনা করেছে। এখন সে কথা ডোরিয়ান বোঝে।

কিন্তু এই খুন! সারা জীবন ধরে কি তাকে অনুসরণ করবে?

চিরদিনই কি সে অতীতের বোঝায় এমনই উৎপীড়িত হয়ে থাকবে? সত্যই কি ও স্বীকারোক্তি করবে? না—একটি মাত্র প্রমাণ শুধু ওর বিরুদ্ধে আছে—সে প্রমাণ ও ধ্বংস করবে। কেন সেটি সে এতদিন পুষে রেখেছে? একদিন ছবিটির এই রূপান্তর, ছবিটির বার্ধক্য ও স-কৌতূহলে লক্ষ্য করেছে,—ইদানীং আর সে আনন্দ নেই। এই ছবির জন্য তাকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়েছে। যখন দূরে গেছে তখন মনে মনে শংকা, পাছে ছবিটা কেউ দেখতে পায়। ওর কামনা বাসনার মধ্যে ছবিটা এনেছে বিষাদভার। এর স্মৃতিটুকু অনেক আনন্দের মুহূর্ত নষ্ট করেছে। এ ছবি যেন ওর বিবেক। সত্যি ওর বিবেক হয়েই উঠেছে। সে ছবি ও নষ্ট করবে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে যে ছুরিটা দিয়ে বেসিলকে হত্যা করা হয়েছিল সেই ছুরিটা দেখতে পেল। বহুবার সেটি পরিষ্কার করা হয়েছিল। যেন কোনো দাগ না থাকে। ছবিটা উজ্জ্বল, চক্‌চক করছে। এই ছুরিটা শিল্পীকে খুন করেছে, আজ শিল্পীর আঁকা ছবিটাকেও সে নষ্ট করবে আর সেই সংগে তার যা আর্ট! এতদ্বারা অতীতকে হত্যা করা হবে, আর এই ছবির মৃত্যুর সংগেই তারও মুক্তি। এই ভয়ংকর জীবন্ত আত্মার আজ সে অবসান ঘটাবে, এই ছবির বীভৎস হুঁসিয়ারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে ডোরিয়ানও শান্তি পাবে। ছুরিটা তুলে নিয়ে ও ছবির গায়ে বসিয়ে দিল।

একটা চীৎকার ও একটা আওয়াজ শোনা গেল। চীৎকার এমনই বীভৎস ও বিকট যে ভীত সন্ত্রস্ত চাকররা ওঠে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। নিচে রাস্তা দিয়ে দুটি ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়ে সেই বিরাট বাড়িটার পানে মুখ তুলে তাকিয়ে আবার পথ চলতে থাকেন, এমন সময় একটা পাহারাওলার সংগে দেখা হ'ল। তাকে সংগে করে নিয়ে এলেন,—পাহারওলা কয়েকবার ঘণ্টা বাজালো, কিন্তু কোনো

সাড়া পাওয়া গেলনা—ওপরের তলায় এক জানালা থেকে ক্ষীণ আলোক রেখা দেখা যাচ্ছিল, সারা বাড়িটা কিন্তু অন্ধকার। কিছুক্ষণ পরে পাহারওলা, সংলগ্ন বারন্দার নীচে দাঁড়িয়ে বাড়িটা লক্ষ্য করতে লাগল।

ভদ্রলোক ছুটির মধ্যে যিনি বয়স্ক তিনি প্রশ্ন করলেন—"কার বাড়ি এটা কনষ্টেবল ?"

পাহারওলা বল্‌ল—"মিঃ ডোরিয়ান গ্রে !"

চলে যেতে যেতে উভয়ে দৃষ্টি বিনিময় করলেন এবং মুখ বিকৃত করলেন। তাদের মধ্যে একজন আবার স্যার হেনরী এসটনের খুড়ো।

বাড়ির ভেতর চাকরদের বাসার দিকে আলু-থালু বেশে চাকর-দাসীরা মৃদু গলায় পরস্পর কথা বল্‌ছে। বৃদ্ধা মিসেস লিফ্‌ কাঁদছেন আর হাত কচ্‌লাচ্ছেন। ফ্রান্সিসের মুখ মৃতের মত সাদা।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে কোচ্‌ম্যান আর ফুটম্যানকে নিয়ে ওরা ওপরে উঠ্‌ল—দরজায় ধাক্কা দিল, কোনো সাড়া নেই। ডাকৃতে লাগ্‌ল চীৎকার করে, কোনো সাড়া নেই—সবই নীরব। অবশেষে দরজা খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করে ওরা ছাতের ওপর উঠে পড়ে ওপরকার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো। জানালাটা জীর্ণ ছিল সহজেই খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ করে দেখ্‌ল—দেওয়াল গাত্রে তাদের মনিবের চমৎকার পোর্টরেটটি ঝুল্‌ছে,—মনিবকে তারা এই আকৃতিতেই দেখেছে—তারুণ্য ও সৌন্দর্যের সকল ঐশ্বর্যে মহীয়ান হয়ে উঠেছে অপূর্ব লাবণ্যময় মূর্তি। মেঝের ওপর সান্ধ্য পোষাকপরা একটি মৃত মানুষ পড়ে আছে,—বুকে তার ছুরি বসানো। তাঁর মুখ একেবারে কুঞ্চিত, জরাগ্রস্ত, কুৎসিত। অনেক পরে মৃতের আঙুলের আংটি দেখে তারা অবশেষে চিন্‌লো মৃত লোকটি কে।

—শেষ—